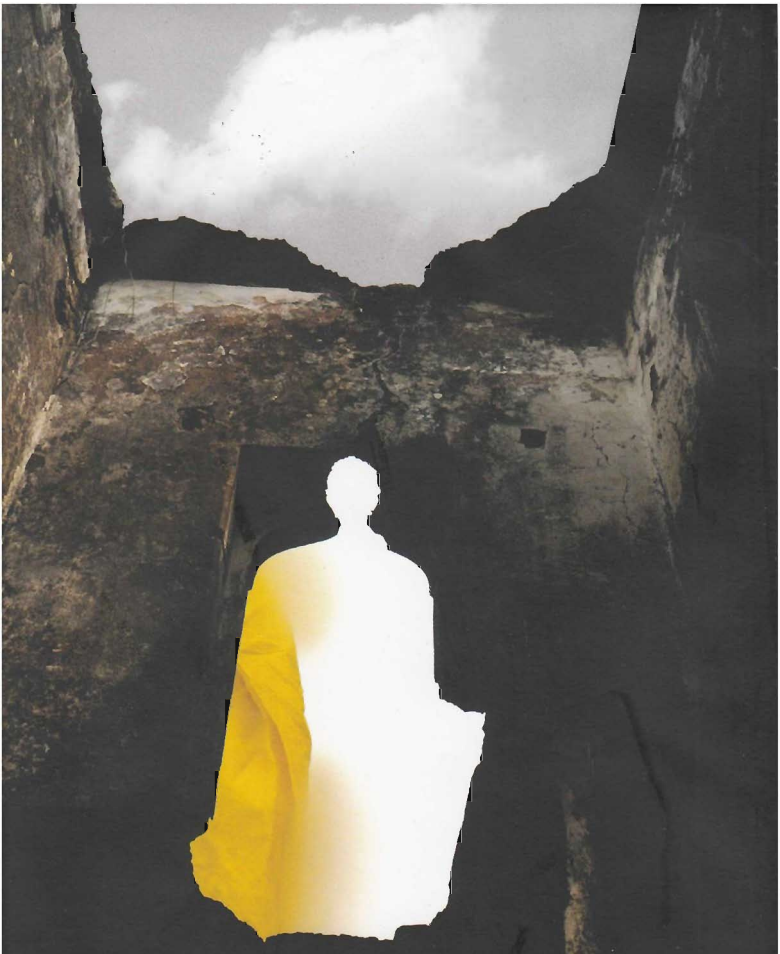

হিমুসমগ্র।২

হুমায়ূন আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

- হিমু রিমান্ডে
- হিমুর মধ্যদুপুর
- হিমুর নীল জোছনা
- হিমুর আছে জল
- হিমু এবং একটি রাশিয়ান পরী
- হিমু এবং হার্ভার্ড Ph.D. বল্টু ভাই

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ
প্রচ্ছদের আলোকচিত্র ■ কামরুল হাসান মিথুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদ
১৯৪৮-২০১২

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে

লেখকের আলোকচিত্র ■ হুমায়ূন কবীর ঢালী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

হিমুসমগ্র।২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমুসমগ্র।২

হুমায়ূন আহমেদ

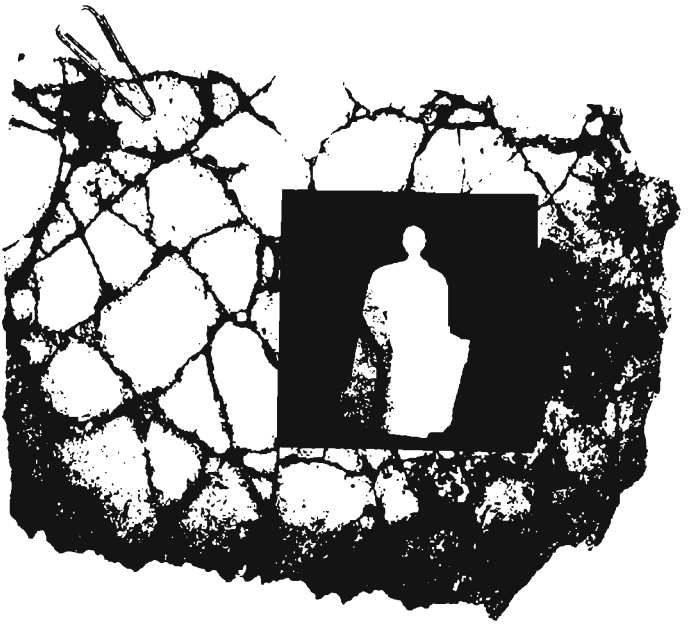

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
anannyadhaka@gmail.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশক ❑ মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ❑ নভেম্বর ২০১২
দ্বিতীয় মুদ্রণ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

স্বত্ব ❑ লেখক
প্রচ্ছদ ❑ ধ্রুব এষ

কম্পোজ ❑ তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ❑ পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন সূত্রাপুর ঢাকা

দাম ❑ পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা

ISBN 984 70105 0559 7

Himu Samagra/2 by Humayun Ahmed
Published By : Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
Second Edition : February 2015, Cover Design : Dhrubo Esh
Price : 550.00 Taka Only

U.K Distributor ❑ **Sangeeta Limited**
22 Brick Lane, London

U.S.A Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y. 11372

Canada Distributor ❑ **Anyamela**
300 Danforth Ave., Toronto (1st floor) suite-202

Canada Distributor ❑ **ATN Mega Store**
2976 Danforth Ave., Toronto

ঘরে বসে অনন্যা'র বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/ananya
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্র কা শ কে র ক থা

হিমুসমগ্র-২ প্রকাশিত হল। এর আগে ১৫টি হিমু-বই নিয়ে আমরা প্রকাশ করেছিলাম হিমুসমগ্র, ২০০৬-এ। ১১৮৪ পৃষ্ঠার সেই বইয়ের ভূমিকায় হুমায়ূন আহমেদ লিখেছিলেন, 'হিমুকে নিয়ে কতগুলি বই লিখেছি নিজেও জানিনা।' আমরা এখন জানি হিমুকে নিয়ে লেখা হুমায়ূন আহমেদের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ২১। প্রথম সংকলনের পর আরও ৬টি বই। পরের এই ৬টি হিমু-বই নিয়েই বর্তমান হিমুসমগ্র-২। প্রকাশনালগ্নে যতটা আনন্দ ঠিক ততটাই বিষাদে আমরা আচ্ছন্ন। কারণ হুমায়ূন আহমেদ আর কখনও হিমু লিখবেন না!

সকলকে আমন্ত্রণ হিমুর এন্টিলজিকাল আশ্চর্য জগতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

হিমু রিমান্ডে / ৯
হিমুর মধ্যদুপুর / ৯১
হিমুর নীল জোছনা / ১৮৩
হিমুর আছে জল / ২৫৯
হিমু এবং একটি রাশিয়ান পরী / ৩৩৩
হিমু এবং হার্ভার্ড Ph.D. বস্টু ভাই / ৪১৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমু রিমান্ডে

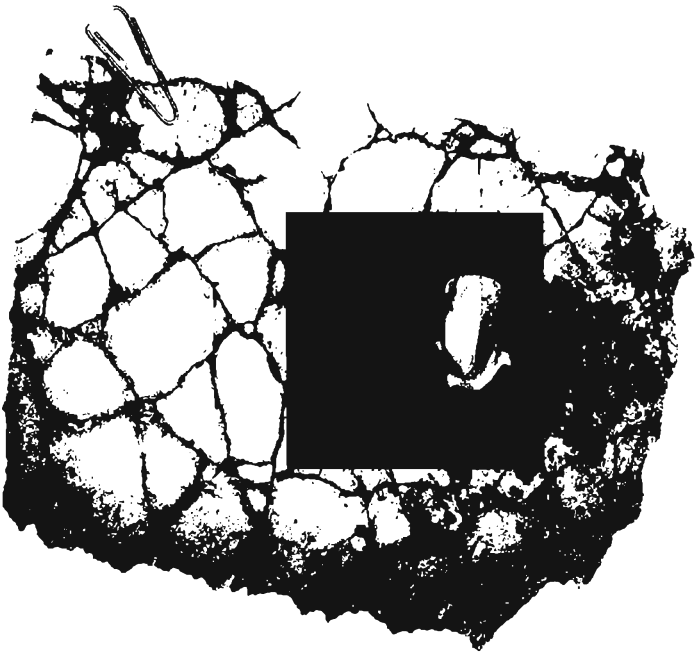

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম কী?

হিমু।

ভালো নাম?

হিমালয়।

হিমালয়ের আগেপিছে কিছু আছে, না-কি শুধুই হিমালয়?

স্যার, হিমালয় এমনই এক বস্তু যার আগেপিছে কিছু থাকে না।

প্রশ্নকর্তা চশমার উপরের ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। চশমা পরা হয় চশমার ভেতর দিয়ে দেখার জন্য। যারা এই কাজটা না করে চশমার ফাঁক দিয়ে দেখতে চান তাদের বিষয়ে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমি খানিকটা সাবধান হয়ে গেলাম। সাবধান হওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। আমাকে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। 'রিমান্ড' শব্দটা এতদিন শুধু পত্র-পত্রিকায় পড়েছি। অমুক নেতা রিমান্ডে মুখ খুলেছেন। অমুক শিল্পপতি গোপন তথ্য ফাঁস করেছেন।— ইত্যাদি। রিমান্ডে হালুয়া টাইট করে দেয়া হয় এবং ব্রেইন হালুয়া করে দেয়া হয়। বিশেষ করে সেই অবস্থার শেষপর্যায়ে আসামি যে-সব অপরাধ সে করে নি তাও স্বীকার করে। উদাহরণ—

তুই মহাত্মা গান্ধিকে খুন করেছিস?

জি স্যার করেছি।

উনাকে কীভাবে খুন করলি?

কীভাবে করেছি এখন মনে নেই। একটু যদি ধরায়ে দেন তাহলে বলতে পারব। তবে খুন যে করেছি ইহা সত্য।

গলা টিপে মেরেছিস?

এই তো মনে পড়েছে। জি স্যার, গলা টিপে মেরেছি।

উনার যে ছাগল ছিল সেটা কী করেছিস?

ছাগলের কথা মনে নাই স্যার, একটু ধরায়ে দেন। ধরায়ে দিলেই বলতে পারব।

ছাগলটা কেটেকুটে খেয়ে ফেলেছিস কি-না বল।

অবশ্যই খেয়েছি স্যার। কচি ছাগলের মাংস অত্যন্ত উপাদেয়। এই বিষয়ে একটা ছড়াও আছে স্যার। বলব?

কচি পাঁঠা বৃদ্ধ মেষ
দধির অগ্র ঘোলের শেষ।

পাঁঠার জায়গায় হবে ছাগল।

আমাকে যিনি প্রশ্ন করেছেন তার চেহারা অমায়িক। প্রাইভেট কলেজের বাংলা স্যার টাইপ চেহারা। তবে কাপড়চোপড় দামি। হাফ শার্ট পরেছেন বলে হাতের ঘড়ি দেখা যাচ্ছে। ঘড়িটা যথেষ্টই দামি, একশ দেড়শো টাকার হংকং ঘড়ি না। ঘড়ি সবাই বাঁ-হাতে পরে, উনি পরেছেন ডান হাতে— এই বিষয়টা বোঝা যাচ্ছে না। আমার জায়গায় মিসির আলি সাহেব থাকলে চট করে কারণ বের করে ফেলতেন। প্রশ্নকর্তা গায়ে সেন্ট মেখেছেন, মাঝে মাঝে সেন্টের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

রিমান্ডে যাদের নেয়া হয় তাদেরকে চোরকুঠুরি টাইপ ঘরে রাখা হয়। সেই ঘরের কোনো দরজা জানালা থাকে না। উঁচু সিলিং থেকে লম্বা একটা তার নেমে আসে। তারের মাথায় দিন-রাত চারশ পাওয়ারের লাইট জ্বলে। ইলেকট্রিক শক দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। ট্রেতে কোয়েলের ডিম থেকে শুরু করে রাজহাঁসের ডিম সাজানো থাকে। একটা পর্যায়ে সাইজমাফিক ডিমের ব্যবহার শুরু হয়। এ ধরনের কথাবার্তা শুনেছি। বাস্তবে তেমন দেখছি না। আমাকে যে ঘরে বসানো হয়েছে তার দরজা-জানালা সবই আছে। জানালায় রঙজ্বলা পর্দা আছে। মাঝে মাঝে পর্দা সরে যাচ্ছে, তখন জানালার ওপাশে শিউলি গাছ দেখা যাচ্ছে। গাছভর্তি ফুল। এতদিন জানতাম শিউলি ফুলের গন্ধ থাকে না। আমি কিন্তু মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি। তবে এই গন্ধ আমার সামনে বসে থাকা স্যারের গা থেকে ভেসে আসা সেন্টেরও হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ যে আমাদের ঘরে ঢুকছে না, তাও না। কিছুক্ষণ আগেই এক ভদ্রলোক ঢুকে বেশ উত্তেজিত গলাতেই বললেন, কবীর ভাই, মাছ কিনবেন? আমি একটা বোয়াল মাছ কিনেছি, দশ কেজি ওজন। হাকালুকি হাওরের বোয়াল। এমন টাটকা মাছ, লোভে পড়ে কিনে ফেলেছি। খাওয়ার লোক নাই। রেহানা মাছ খায় না। মাছের গন্ধেই না-কি তার বমি আসে। আমি ঠিক করেছি মাছটা চার ভাগ করে একভাগ আমি রাখব। বাকি তিনভাগ বিক্রি।

প্রশ্নকর্তা (অর্থাৎ কবীর সাহেব) বললেন, বোয়াল মাছ তো আমি খাই না। পাংগাস মাছ হলে কিনতাম।

এটা কী কথা বললেন? শীতকালে মাছের রাজা হলো বোয়াল! পাংগাস এর কাছে দাঁড়াতেই পারে না। একভাগ নিয়ে খান, ভালো না লাগলে দাম দিতে হবে না।

কত করে ভাগ?

চার হাজার টাকা দিয়ে কিনেছি। এক হাজার করে ভাগ। দিব একভাগ? আপনার বাসায় পাঠিয়ে দেই? ভাবিকে টেলিফোন করে বলে দেন— বেশি করে ঝাল দিয়ে ঝোল ঝোল করতে। আমি একটা সাতকড়া দিয়ে দিব। বড় মাছ তো, সাতকড়ার গন্ধটা যে ছাড়বে!

দিন একভাগ।

কবীর সাহেব মানিব্যাগ খুলে পাঁচশ টাকার দু'টা নোট দিলেন। তাকে খুব প্রসন্ন মনে হলো না। আমি তার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললাম, কবীর ভাই! এক কাপ চা খাওয়াতে পারবেন?

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে তাকালেন। যেন তিনি তার জীবনে এমন অদ্ভুত কোনো কথা শুনেন নি। রিমান্ডের লোকদের এ ধরনের কথা বলা হয়তো নিষিদ্ধ। উনাকে 'ভাই' ডাকছি, এটাও মনে হয় নিতে পারছেন না।

চা খেতে চাও?

জি। দুধ-চা। এক চামচ চিনি।

ভদ্রলোকের ভ্রু কুঁচকে গেল। মনে হয় অল্পসময়ে জটিল কোনো চিন্তা-ভাবনা করলেন এবং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বললেন, চা খাওয়াচ্ছি। যা জিজ্ঞাস করব ধানাইপানাই না করে উত্তর দিবে।

অবশ্যই দিব।

আসল নাম কী?

AMARBOI.COM

আমার একটাই নাম হিমালয়, ওরফে হিমু।

তুমি আয়না মজিদ।

বলেন কী স্যার?

চা খেতে চেয়েছিলে চা খাওয়াচ্ছি। আরাম করে যেন চা খেতে পার তার জন্যে হ্যান্ডকাফও খুলে দেয়া হবে। শর্ত একটাই, চা খেয়ে আমার সঙ্গে যাবে। লম্বু খোকনের ঠিকানায় আমাকে নিয়ে উপস্থিত হবে। পারবে না?

লম্বু খোকনের ঠিকানাটা দিলে অবশ্যই নিয়ে যাব।

কবীর সাহেব বেল টিপলেন। দু'কাপ চা এবং সিংগারা দিতে বললেন। তিনি নিজেই চাবি দিয়ে হ্যান্ডকাফ খুললেন।

বল্টু সাইজের যে ছেলেটা ঢুকল সে কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে এবং ঠোঁট উল্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। আমার জন্যে চা আনতে হচ্ছে এটা সে নিতে পারছে না। তার মানসিক সমস্যা হচ্ছে।

কবীর সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, আয়না মজিদ, তুমি যে সহজ চিজ না আমরা জানি। আমরাও কিন্তু সহজ চিজ না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তুমি মুখ খুলবে। হড়বড় করে কথা বের হতে থাকবে। ঝর্ণাধারার মতো। ঝর্ণাধারা চেনো?

আমি বললাম, চিনি স্যার। ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা। তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণা। সুন্দরী ঝর্ণা।

স্টপ!

চা চলে এসেছে। দুজনের জন্য এসেছে। রঙ দেখে মনে হচ্ছে চা ভালো হয়েছে। আমি চায়ে চুমুক দিলাম। চা যথেষ্টই ভালো। প্রথম চুমুক দেবার পরই মনে হয় এই চা পর পর দু'কাপ খেতে পারলে ভালো হতো।

আয়না মজিদ।

জি স্যার।

কবীর সাহেব কৌতূহলী হয়ে তাকালেন। আয়না মজিদ ডাকতেই আমি সাড়া দিয়েছি, এটাই তার কৌতূহলের কারণ। তিনি হয়তো ভাবছেন— চিড়িয়া খাঁচায় ঢুকে গেছে।

তোমার শিষ্যরা কি সব দেশে আছে, না-কি দু'একজনকে ইন্ডিয়া পাচার করেছ?

আমি কাউকে পাচার করি নাই। যারা গেছে নিজের ইচ্ছায় গিয়েছে। ইন্ডিয়া বেড়ানোর জন্যে ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার বান্ধবী সুষমা কোথায়?

কোথায় আমি জানি না স্যার। সত্যই জানি না। সুষমা নামে আমার যে বান্ধবী আছে, এটাই জানি না। তবে আপনি যখন বলছেন তখন অবশ্যই বান্ধবী। স্যার, সে কি আমার প্রিয় বান্ধবী?

কবীর সাহেব তার চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করলেন। মনে হচ্ছে তার চা-টা কুৎসিত হয়েছে। একই লটে বানানো দু'কাপ চায়ের একটা এত ভালো হলে আরেকটা জঘন্য হবার কারণ দেখছি না। কবীর সাহেব চায়ের কাপ নামিয়ে শীতল গলায় বললেন, তুমি ধানাইপানাই শুরু করেছ। ডলা ছাড়া মুখ খুলবে না, বুঝতে পারছি। ডলা এখন দেব না। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

দুপুরে লাঞ্চ কি দেয়া হবে?

প্রশ্ন শুনে কবীর সাহেব মনে হলো ধাক্কার মতো খেলেন। ডলা সন্ধ্যাবেলা শুরু হবার কথা। তার মুখের কঠিন ভঙ্গি দেখে ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছে—ডলার টাইম এগিয়ে আসবে।

কবীর সাহেব দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, লাঞ্চে বিশেষ কোনো ফরমাশ আছে? মোগলাই খানা কিংবা চাইনিজ?

আমি বললাম, যে বোয়াল মাছটা আজ দুপুরে ভাবি রান্না করবেন তার একটা পিস খেতে ইচ্ছা করছে। সাতকড়া দিয়ে মাংস খেয়েছি। বোয়াল খাই নি।

আমার স্পর্ধা দেখে কবীর সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। কোনো কথা না বলে চায়ে পরপর তিনবার চুমুক দিলেন। প্রতিবারই মুখ বিকৃত করলেন।

বোয়াল মাছের পেটির একটা পিস কি স্যার খাওয়া যাবে?

একটা পিস কেন! আস্ত বোয়ালই খাওয়াবার ব্যবস্থা করছি।

স্যার অশেষ ধন্যবাদ।

ভদ্রলোক উঠে চলে গেলেন। ধড়াস করে শব্দ হলো। বাইরের দরজা লাগানো হলো। এখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সময়। 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে' টাইপ সঙ্গীত। অসাধারণ প্রতিভার একজন মানুষ—সব পরিস্থিতির জন্যে গান লিখে রেখে গেছেন। ডায়রিয়া হয়ে কেউ বিছানায় পড়ে গেছে। নিজে নিজে ওঠার সামর্থ্য নেই। তার জন্যেও গান আছে—'আমার এই দেহখানি তুলে ধর।'

AMARBOI.COM

দরজায় তালা লাগানো হচ্ছে। তালা লাগানোর অর্থ বেশ কিছু সময় আমাকে এই ঘরে থাকতে হবে। ঘরের দেয়ালে সস্তা ধরনের ঘড়ি আছে। ঘড়িতে নয়টা চল্লিশ বাজে। যখন প্রথম এই ঘরে আমাকে ঢোকানো হয়, তখনো নয়টা চল্লিশ বাজছিল। এই ঘড়ি বেচারার জীবন নয়টা চল্লিশে আটকে গেছে।

টেবিলে লোকনাথ ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা দেখতে পাচ্ছি। সময় কাটানোর জন্যে পঞ্জিকা পড়া যেতে পারে। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান। তিথি বিচার, লগ্ন বিচার। পঞ্জিকার নিচে ভালো রিডিং ম্যাটেরিয়াল পাওয়া গেল। টাইপ করা প্রতিবেদন। শিরোনাম 'আয়না মজিদ'। কবীর সাহেব এই জিনিসই বারবার পড়ছিলেন। লাল কলম দিয়ে দাগ দিচ্ছিলেন। আয়না মজিদ পড়ে তার সম্পর্কে জানা কবীর সাহেবের জন্যে প্রয়োজন ছিল। আমার প্রয়োজন নেই। একটা ফাইল পাওয়া গেল। ফাইলে লেখা ৩৮৯৯, ভেতরে তিন-চারটা সাদা পাতা।

আয়না মজিদ-বিষয়ক লেখাটা ভাঁজ করে হাতে নিয়ে নিলাম। কেন জানি মনে হচ্ছে এখানে বেশিক্ষণ থাকা হবে না। বের হব কীভাবে তাও বুঝতে পারছি না। বাদলের সঙ্গে একবার একটা হলিউডের ছবি দেখেছিলাম। ছবিতে ভয়ঙ্কর এক ক্রিমিন্যালকে ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। তাকে কোর্টে নেয়া হবে না। দু'জন পুলিশ অফিসার এই ঘরেই তাকে গুলি করে মারবে। ক্রিমিন্যালটা হুডনির মতো বাঁধন খুলে ফেলল এবং ঘরের সিলিং ফ্যান ধরে ঝুলতে লাগল। দরজা খুলে দু'জন পুলিশ অফিসার ঢুকল। ক্রিমিন্যালটা (নাম হ্যারি) সিলিং ফ্যান ধরে ঝুলতে ঝুলতে ফ্লাইং কিক লাগাল। অফিসার দু'জন একই সঙ্গে কুপোকাত। হ্যারি বাবু আকাশে একটা ডিগবাজি খেয়ে মেঝেতে ল্যান্ড করলেন। দুই অফিসারের কোমর থেকে দুই পিস্তল নিয়ে নিলেন এবং মিষ্টি করে বললেন, It's a beautiful day. গুলি করতে করতে প্রস্থান করলেন। বাদল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বাপকা ব্যাটা! কী বলেন হিমুদা?

আমি বললাম, বাপকা ব্যাটা বললে কম বলা হবে। একই সঙ্গে সে দাদাকা নাতি।

আমার পক্ষে বাপকা ব্যাটা কিংবা দাদাকা নাতি হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তবে হলিউডি ব্যাপারটার একটা বাংলাদেশি রূপ দেয়া যেতে পারে। প্রথমে যা করতে হবে তা হলো টেবিলের উপর একটা চেয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলতে হবে। আমাকে থাকতে হবে দরজার পেছনে। দরজা খুললে চলে যেতে হবে দরজার পেছনে। কবীর সাহেব দরজা খুলে টেবিলের উপর চেয়ার দেখে হতভম্ব হয়ে এগিয়ে যাবেন সেদিকে। এই ফাঁকে আমাকে শান্তভঙ্গিতে হামাগুড়ি দিয়ে বের হতে হবে। মানুষ এবং বানর শ্রেণী তাকায় Eye level-এ, বাকি সব জন্তু তাকায় মাটির দিকে। এই তথ্য আমি পেয়েছি বাদলের কাছ থেকে। সে পেয়েছে National Geography চ্যানেল থেকে। বাদলের কাছেই জেনেছি বেচারা শুয়োর জীবনে কখনো আকাশ দেখে না। উপরের দিকে তাকানোর ক্ষমতাই তার নেই। শুয়োরকে এই কারণেই কেউ যদি চিৎ করে ফেলে সে হঠাৎ আকাশ দেখে বিস্ময় এবং ভয়ে অস্থির হয়ে যায়।

দুই ঘণ্টার উপর (আনুমানিক) ঝিম ধরে বসে আছি। আমার অবস্থা হয়েছে ঘড়ির মতো। সময় আটকে গেছে। পঞ্জিকা পড়ে অনেক কিছু জানছি, তবে এই জ্ঞান কোনো কাজে আসবে এরকম মনে হচ্ছে না। হিন্দু ললনাদের উমাচতুর্থী ব্রত পালন করা খুবই প্রয়োজন, এটা জানলাম। এই ব্রত পালন করতে হবে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা চতুর্থীতে। কারণ এই দিনে সতী উমার জন্ম হয়।

জ্যৈষ্ঠ শুক্ল চতুর্থ্যান্তু জাতা পূর্ব্বঝুমা সতী
তস্মাৎ সা তপ্র সংপূজ্যা স্ত্রীভি : সৌভাগ্যদায়িনী

পঞ্জিকা পড়ে সময় কাটানো ভালো বুদ্ধি বলে মনে হচ্ছে না। বিরক্তি লাগছে। বিরক্তি কাটানোর জন্যেই টেবিলে চেয়ার তুললাম। প্রথমে একটা চেয়ার, তার উপর দ্বিতীয় চেয়ার। কাজটা করতে ভালো লাগছে। নিষিদ্ধ কিছু করার আনন্দ পাচ্ছি। এখান থেকে বের হওয়া সহজ কাজ বলেই মনে হচ্ছে। পুলিশ একটা ভুল করেছে, ঘরে ঢুকিয়ে হাতকড়া খুলে দিয়েছে। কেউ যে এই অবস্থা থেকে পালাবার চিন্তা করতে পারে এটাও তাদের মাথায় নেই। থানার ভেতরে পুলিশরা বেশ রিলাক্সড অবস্থায় থাকে। তারা চিন্তাও করে না এখানে অপরাধমূলক কোনো কর্মকাণ্ড হতে পারে।

আমেরিকার বিখ্যাত (না-কি কুখ্যাত?) খুনি এডগার ইলেকট্রিক চেয়ারে বসার আগে ক্রিমিন্যাল ভাই বেরাদারদের উদ্দেশে বলে গিয়েছিল— নিখুঁত অপরাধ করতে হয় হালকা মেজাজে। সম্পূর্ণ টেনশনমুক্ত অবস্থায়। একটা দেয়াশলাই জ্বালানোতেও কিছু টেনশন কাজ করে। বারুদ ছিটকে পড়বে কি-না। একবারেই আগুন ধরবে কি-না। অপরাধ করবার সময় সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেনশন থাকলেও চলবে না। গুলি কখনো দূর থেকে করবে না। দূর থেকে গুলি করা মানেই টেনশন। গুলি লক্ষ্যভেদ করবে কি করবে না তার টেনশন। এত ঝামেলার দরকার কী? বন্দুকের নল পেটে লাগিয়ে গুলি করো। একটা টিপস দিচ্ছি— বুকে গুলি করবে না। পাঁজরের হাড় যথেষ্ট শক্ত। রিভসে লেগে গুলি ফিরে এসেছে এমন নজির আছে।

আমি এডগার সাহেবের মতো টেনশনমুক্ত হবার চেষ্টা করলাম। প্রথম চেষ্টাতেই সফলতা। সম্পূর্ণ টেনশনমুক্ত অবস্থায় আমি দরজার পেছনে দাঁড়ানো। অপেক্ষার সামান্য টেনশন ছাড়া তখন আর আমার মধ্যে কোনো টেনশন নেই। আয়না মজিদ সাহেবের তথ্যাবলি সঙ্গে নিয়ে নিয়েছি। বের হতে পারলে বিছানায় শুয়ে আরাম করে পড়া যাবে। মহাপুরুষদের শিক্ষামূলক জীবনী পড়ায় আনন্দ নেই। আনন্দ ক্রিমিন্যালদের রঙিন জীবনীতে। মহাপুরুষরা কখনো ভুল করেছেন এমন পাওয়া যায় না। তাদের সমস্ত কাজকর্মই ডিসটিল ওয়াটারের মতো শুদ্ধ এবং স্বাদহীন।

তালা খোলার শব্দ হচ্ছে। আমি হামাগুড়ি পজিশনে চলে এলাম। তালা খোলার পরপর আমি যদি হামাগুড়ি দিয়ে কবীর সাহেবের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলি—'হালুম!' এতেও কিন্তু ভদ্রলোক লাফ দিয়ে উঠে ভীত গলায় বলবেন, এটা কী ! কোনটা করব বুঝতে পারছি না। পালিয়ে যাবার চেষ্টা, না-কি হালুম গর্জন? সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগেই দরজা খুলে গেল। কবীর সাহেব টেবিলের উপর ডাবল চেয়ার দেখে 'এসব কী? এসব কী?' বলে সেদিকে ছুটে গেলেন। আমি হামাগুড়ি দিয়ে দরজার বাইরে চলে এলাম। করিডোরে কেউ নেই। আমি পাঞ্জাবি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালাম এবং অতি অল্প সময়েই পগারপার। (প্রিয় পাঠক! পগারপার জিনিসটা কী? পগা নামক নদীর পার, না-কি পগা নামক বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তির পার? তাই বা কেমন করে হয়? ব্যক্তি তো শাড়ি না যে পাড় থাকবে।)

ক্রিমিনালজিতে বলে একজন ক্রিমিন্যাল অবশ্যই তার ক্রাইমের জায়গাটা দেখতে যাবে। শুধু একবার যে যাবে তা-না, একাধিকবার যাবে। আমার পক্ষে ক্রাইমের জায়গা দেখতে যাওয়া মানে থানায় যাওয়া। এটা সম্ভব না। তবে ওসি সাহেবকে টেলিফোন করা সম্ভব। তাঁর কাছ থেকে একটা ঠিকানা বের করা প্রয়োজন—কবীর সাহেবের বাসার ঠিকানা। কবীর সাহেবের স্ত্রী দশ কেজি ওজনের বোয়াল মাছ রান্না করছেন। বোয়াল মাছের একটা পিস খেতে ইচ্ছা করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওসি সাহেব টেলিফোন ধরেই ধমক দিলেন, কে? কী চান?

আমি কণ্ঠস্বরে যতটুকু বিনয়ী হওয়া সম্ভব ততটুকু বিনয়ী হয়ে বললাম, স্যার আমাকে চিনবেন না। আমি খুলনা থেকে এসেছি। আমার নাম খালেক। খুলনা খালেক বলতে পারেন।

আমার কাছে কী?

খুলনার ওসি সাহেব আপনার জন্যে কিছু জিনিস পাঠিয়েছেন। জিনিসগুলো থানায় নিয়ে আসব?

কী জিনিস?

এক বোতল মধু। জঙ্গলি ফুলের মধু আর সুন্দরবনের তিনটা বনমোরগ।

কী মোরগ?

স্যার তিনটা বনমোরগ। এইসব জিনিস আজকাল পাওয়া যায় না।

ওসি সাহেবের নাম কী?

মিজান।

চিনতে পারছি না তো। ব্যাচমেট মনে হয়। বনমোরগ কয়টা বললে?

স্যার তিনটা।

আমার ধারণা মোরগ পাঠিয়েছে চারটা। তুমি একটা গাপ করেছ। হাঁস মোরগ কেউ একটা তিনটা পাঠায় না। জোড়া হিসাবে পাঠায়।

স্যার, আপনার অসাধারণ বুদ্ধি। বনমোরগ চারটাই পাঠিয়েছিলেন, একটা পথে মারা গেছে।

আবার মিথ্যা! এইসব ধানাইপানাই পুলিশের সঙ্গে কখনো করবে না। বাসার ঠিকানা দিচ্ছি, বনমোরগ চারটা বাসায় তোমার ভাবির কাছে দিয়ে আসবে।

জি আচ্ছা স্যার। এই সঙ্গে কবীর সাহেবের বাসার ঠিকানাটা যদি দেন। উনার জন্যেও এক বোতল মধু পাঠিয়েছেন।

এস বি'র কবীর?

ইয়েস স্যার। উনাকে কি একটু টেলিফোনে দেয়া যাবে?

তাকে এখন দেয়া যাবে না। সে আছে বিরাট ঝামেলায়। তার আসামি পলাতক। তার বাসার ঠিকানাও জানি না।

উনার বাসায় কোনো টেলিফোন কি আছে? টেলিফোন করে ঠিকানা নিয়ে নিতাম।

একটু ওয়েট করো। দেখি পাই কি-না। বনমোরগগুলোর সাইজ কী?

AMARBOI.COM

মিডিয়াম সাইজ স্যার। বনমোরগ বেশি বড় হয় না। পা লম্বা হয়, মাংস হয় শক্ত, তবে খেতে অমৃত। ভাবিকে ঝোল করতে নিষেধ করবেন। ঝোল ভালো হয় না। কষানো মাংস ভালো। আর মাংসে যেন তরকারি না দেন। আলু ফালু দিলে স্বাদ নষ্ট হবে। মাংসের স্বাদ আলু খেয়ে ফেলবে।

একবার রিং হতেই কবীর সাহেবের স্ত্রী টেলিফোন ধরলেন এবং অস্বাভাবিক মিষ্টি গলায় বললেন, কে? টেলিফোনে আমরা প্রথম শব্দ শুনি 'হ্যালো'। কিংবা 'আসসালামু আলায়কুম'। সেখানে কেউ একজন টেলিফোন তুলেই যদি মিষ্টি স্বরে জানতে চায়, কে?—তখন অন্যরকম ভালো লাগে। আমি বললাম, কেমন আছেন আপু? ভাবিও না, আপাও না, সরাসরি আপু।

আমি ভালো আছি। তুমি কে এখনো তো বললে না।

আপু, অনুমান করুন তো। দেখি আপনার অনুমান শক্তি।

ভাই, আমার অনুমান শক্তি খুবই খারাপ।

আমার অনুমান শক্তি আবার খুবই ভালো। আজ আপনার বাসায় রান্না হয়েছে বিশাল সাইজের বোয়াল। সাতকড়া দিয়ে রেঁধেছেন।

সাতকড়া দেই নি তো! এই শোন, বলো তো তুমি কে? তুমি কবীরদের ফ্যামেলির কেউ?

উঁহু! কবীরদের ফ্যামেলির কেউ হলে আপনাকে ভাবি ডাকতাম। আপু ডাকলাম কেন?

তাও তো ঠিক। আমি এমন বোকা! এই শোন, কবীর তো বিশাল ঝামেলায় পড়েছে। একটু আগে টেলিফোন করেছে। কাঁদো কাঁদো গলা। তার কাস্টডি থেকে একজন আসামি পালিয়ে গেছে।

বলেন কী?

যে সে আসামি না—আয়না মজিদ। আয়না মজিদের নাম তো শুনেছ। তাকে ধরার জন্য এক লাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা দেয়া আছে।

আয়না মজিদকে কি কবীর ভাই ধরেছিলেন?

হুঁ। পুলিশের অনেক সোর্স আছে তো। সোর্সের মাধ্যমে খবর পেয়ে সে হাতেনাতে ধরেছে। আমি কী যে খুশি হয়েছিলাম! এক লাখ টাকা পেলে কত বড় উপকার যে হতো। কবীর আয়না মজিদকে কীভাবে ধরেছে বলব?

বাসায় এসে শুনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই। দুপুরে তুমি খাবে। ছোট্ট একটা কাজ করতে পারবে? টক দৈ আনতে পারবে? তোমার ভাইয়ের অভ্যাস দুপুরে খাবার পর টক দৈ খাওয়া। আমার ধারণা ছিল ঘরে টক দৈ আছে। ফ্রিজ খুলে দেখি আছে ঠিকই, তবে ছাতা পড়ে গেছে।

আমি টক দৈ নিয়ে সাইক্লোন 'সিডরে'র গতিতে চলে আসছি। আপু ঠিকানাটা বলুন।

ঠিকানা জানো না?

না।

তুমি তো অদ্ভুত ছেলে। কাগজ-কলম আছে? ঠিকানা লেখো।

আমি ঠিকানা লিখলাম। টেলিফোনের কথাতেই বুঝতে পারছি অতি সরল একজন মহিলা। সরল না হলে যাকে চিনতে পারছে না তাকে অনায়াসে বলতেন না— টক দৈ নিয়ে এসো।

টক দৈ-এর সন্ধানে আমি গেলাম 'হাবীব এন্ড সন্স' মিষ্টির দোকানে। দোকানের মালিক হাবীব ভাই। ময়রারা নাদুসনুদুস হয়। এটাই আর্কিমিডিসের সূত্রের মতো ধ্রুব। ইনি রোগাপটকা। মাথায় চুল নেই। সারাক্ষণ বেজার মুখে থাকতে থাকতে গালে স্থায়ী বেজার ছাপ পড়ে গেছে। কোনো ছেলেপুলে নেই। বয়স পঞ্চাশ। এই বয়সে ছেলেপুলে হবে সে সম্ভাবনা ক্ষীণ। তারপরেও মিষ্টির দোকানের নাম 'হাবীব এন্ড সন্স'। এখনো আশায় আছেন কোনো একদিন দু'তিনটি ছেলে হবে। ছেলেদের নিয়ে ব্যবসা করবেন। মিষ্টি তৈরির যে বিদ্যা তিনি হালুইকর রমেশ ঠাকুরের কাছ থেকে শিখেছেন সেই বিদ্যা ছেলেদের দিয়ে যাবেন। পুত্রের আশায় তিনি করেন নি এমন কাজ নেই। স্বামী মেয়ে শিয়ালের মাংস এবং স্ত্রী পুরুষ শেয়ালের মাংস খেলে ছেলেপুলে হয় শুনে গ্রামে গিয়ে এই চিকিৎসাও করিয়েছেন। দু'জনেরই কঠিন ডায়রিয়া হয়েছে, এর বেশি কিছু হয় নি।

হাবীব ভাই গত পাঁচ বছর ধরে আমার প্রতি কঠিন অভিমান লালন করছেন। তার ধারণা আমি একটা ফুঁ দিলেই তার সন্তান হবে। ফুঁ দিচ্ছি না বলে সন্তান হওয়াটা আটকে আছে। কিছুদিন হলো তিনি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। সরাসরি কথা বলেন না, অন্যদের মাধ্যমে কথা বলেন। আমাকে দেখে তিনি খবরের কাগজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এক কর্মচারীকে বললেন, মঞ্জু, কাস্টমার আসছে চোখে দেখ না? কাস্টমার কী চায় জিজ্ঞাস কর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আমি বললাম, বাকিতে এক কেজি টক দৈ দরকার, তবে টাকা দিতে পারব না। টাকা নাই। কুড়ি টাকার একটা নোট ছিল, টেলিফোন করে খরচ করে ফেলেছি।

হাবীব ভাই খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলে বললেন, আমাকে বাকি শিখায়। মঞ্জু, উনারে দশ কেজি টক দৈ দে।

আমি বললাম, দশ কেজি টক দৈ দিয়ে কী করব?

হাবীব ভাই বললেন, মঞ্জু, উনারে বল উনি যা ইচ্ছা করবেন। টক দৈ দিয়ে গোসল করবেন। সেটা তার ব্যাপার। আমার দৈ দেয়ার কথা, দৈ দিলাম। উনার ফুঁ দেওয়ার কথা— দিলে দিবেন, না দিলে নাই।

বাঁ হাতে পাঁচ হাঁড়ি ডান হাতে পাঁচ হাঁড়ি দৈ নিয়ে চলে যাওয়া যায় না। ভদ্রতাসূচক কিছু বলতে হয় কিংবা একটা ফুঁ দিতে হয়। আমি বেশ আয়োজন করেই ফুঁ দিলাম। হাবীব ভাইয়ের চোখে সঙ্গে সঙ্গে পানি এসে গেল। পৃথিবীর সবচে' অপ্রীতিকর দৃশ্য হলো পুরুষমানুষের চোখের পানি। আমি দ্রুত বের হয়ে এলাম।

কবীর সাহেবের স্ত্রীর নাম শোভা। তাঁর স্বামী তাঁকে আদর করে ডাকেন 'শু'। তাদের নিয়ম হচ্ছে, প্রতি বুধবার একজন অন্যজনকে একটা চিঠি লিখবেন। কারণ বিয়ের আগের প্রেমপর্বে এই দিনে চিঠি চালাচালি হতো। নিয়মটা আমৃত্যু বজায় থাকতে হবে এরকমই তাদের প্রতিজ্ঞা। আজ বুধবার, চিঠি চালাচালির দিন। শোভা চিঠি লিখে ফেলেছেন। সেই চিঠি ড্রেসিং টেবিলে রাখা আছে। কবীর সাহেব দুপুরে খেতে এসে স্ত্রীর চিঠি নিয়ে যাবেন, নিজেরটা রেখে যাবেন। সমস্ত তথ্য আমি শোভা আপার সঙ্গে দেখা হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে পেয়ে গেলাম। দশ মিনিটের মাথায় তিনি আমাকে 'তুই' বলে ডাকতে শুরু করলেন। আমাকেও আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসতে হলো।

তুই কী মনে করে দশ কেজি টক দৈ আনলি, এটা আমাকে বল।

তুমি না আনতে বললে?

আমি দশ কেজি আনতে বলেছি গাধা ছেলে? এত দৈ দিয়ে আমি কী করব!

গোসল করবে। দধিস্নান। দধিস্নান খুবই ভালো জিনিস। আমোঘা দধিস্নান করতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমোঘাটা কে?

মহর্ষি শান্তনুর স্ত্রী। দধিস্নান করে তিনি গর্ভবতী হন। সমস্যাটা কি জানো? সন্তান প্রসব করতে গিয়ে তিনি একগাদা পানি প্রসব করলেন। তাঁর স্বামী সেই পানিকেই পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। পুত্রের নাম দিলেন ব্রহ্মপুত্র। আমাদের ব্রহ্মপুত্র নদের এটাই ইতিহাস।

চুপ কর গাধা! বানিয়ে বানিয়ে কথা বলেই যাচ্ছে। তুই কি ভাবছিস আমি বোকা?

অবশ্যই তুমি বোকা। অতিরিক্ত রূপবতীরা বোকা হয়, এটা জগতের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। তুমি যে বোকা তার আরেকটা প্রমাণ হচ্ছে রূপের প্রশংসা করায় তুমি আনন্দে আটখানার জায়গা এগারোখানা হয়ে গেছ। আরো প্রমাণ লাগবে?

লাগবে।

এতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলছ, এখনো আমাকে চিনতে পার নি।

তোকে চিনেছি। চিনব না কেন! নামটা মনে আসছে না। নামটা বল তো?

বলব না।

টেলিফোন বেজে উঠল। শোভা আপু আনন্দে ঝলমল করতে করতে বললেন, ও টেলিফোন করেছে। ঠিক দুপুর বারোটায় সে একবার টেলিফোন করে।

তোমাদের প্রথম টেলিফোনে কথা হয়েছিল ঠিক দুপুর বারোটায়?

হয়েছে। তোর তো বুদ্ধি ভালো।

আপু, আমার কথা দুলাভাইকে বলবে না। আমি তাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই।

অবশ্যই বলব না। তুই আমাকে যতটা বোকা ভাবছিস তত বোকা আমি না। এই শোন, টেলিফোন নিয়ে আমি আড়ালে চলে যাব, তুই কিছু মনে করিস না।

বিয়ের পরেও প্রেম চালিয়ে যাচ্ছ?

হুঁ।

শোভা আপুর টেলিফোন কথোপকথন দীর্ঘস্থায়ী হলো না। তিনি মুখ অন্ধকার করে আমার কাছে ফিরে এলেন। প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, তোর দুলাভাই তো বিরাট বিপদে আছে।

AMARBOI.COM

কেন?

আয়না মজিদকে সে অ্যারেস্ট করেছিল, তোকে বলেছিলাম না? সে পালিয়ে গেছে। তোর দুলাভাই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল এই সময় পালিয়ে যায়। কেউ কেউ ধারণা করছে তোর দুলাভাই টাকা খেয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছে।

বলো কী?

তুই তো তোর দুলাভাইকে চিনিস। তুই বল সে কি টাকা খাওয়ার মানুষ?

প্রশ্নই ওঠে না।

টাকা খেলে তো অনেক আগেই সে আমার চিকিৎসা করত।

আপা, তুমি এখন কাঁদতে শুরু করবে না-কি?

অবশ্যই কাঁদব। তোর দুলাভাইকে ওরা সাসপেন্ড করেছে। তদন্ত কমিটিও না-কি হচ্ছে। সে বলেছে দুপুরে খেতে আসতে পারবে না।

তোমাকে যে চিঠি লেখার কথা সেটা কি লিখেছে?

লিখেছে নিশ্চয়ই। জিজ্ঞেস করি নি। টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করব?

একটু পরে কর। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হোক। আর খাবার গরম কর। ক্ষিধে লেগেছে। স্বামীর শোকে তুমি ভাত খাবে না, এটা বুঝতেই পারছি।

গোসল করে আয় তারপর খাবি। বাথরুমে তোর দুলাভাইয়ের ধোয়া লুঙ্গি আছে। গামছা আছে।

শোভা বেচারি অসম্ভব মন খারাপ করেছে। তার মন ঠিক করার জন্যে ছোট্ট Tricks করলাম। এই ধরনের ট্রিকসে বোকা মেয়েরা অসম্ভব খুশি হয়। বুদ্ধিমতীরাও যে হয় না, তা না। আমি মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, আপু, খুব লোভ হচ্ছে তুমি দুলাভাইকে চিঠিতে কী লিখেছ সেটা পড়তে। পড়তে দেবে?

থাপ্পড় খাবি। (আপুর মুখে এখন আনন্দ।)

বিয়ের এত দিন পরেও কী ভালোবাসি করছ জানতে ইচ্ছা করছে।

চিঠি একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোকে পড়তে দেব কেন?

চিঠি পড়তে না দিলে কিন্তু আমি ভাত খাব না।

তুই কিন্তু এখন আমাকে রাগিয়ে দিচ্ছিস। (আপুর চোখে রাগের চিহ্নও নেই। তিনি আনন্দে ঝলমল করছেন।) তোর মতলবটা এখন বুঝতে পারছি। তুই চিঠি নিয়ে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিবি। আমার চিঠি যদি পানিতে ভিজে তাহলে কিন্তু তোর খবর আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী করতে হবে আপু বলে দিয়েছেন। আমি তাই করলাম। চিঠি নিয়ে অতি দ্রুত বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। আপু দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন, চিঠির প্রথম চার লাইন পড়বি না। তোকে আল্লাহর দোহাই লাগে।

প্রথম চার লাইনে কী আছে?

যাই থাকুক, তুই কিন্তু পড়বি না।

আমি তো পড়ে ফেলেছি। তোমার চিঠির মূল হচ্ছে প্রথম চার লাইন।

তোর মাথা!

প্রথম চার লাইনে লেখা—

এই যে, বাবু সাহেব!

গুটগুট মুটমুট টেংটেং। শোন, তুমি কিন্তু ব্যাং। করো খ্যাং খ্যাং। আমি রাগ করেছি। এত ছোট চিঠি কেন লেখ? আমি কি বাচ্চা মেয়ে? সাতদিন পর একটা চিঠি। ইকি মিকি পিকি। লেক্কা পেক্কা।

শোভা আপু আদর্শ বঙ্গ ললনাদের মতো যত্ন করে আমাকে খেতে দিলেন। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, তারপরেও তিনি একটা খবরের কাগজ ভাঁজ করে হাতে নিয়ে আমার পাশে বসেছেন। খবরের কাগজ দিয়ে গরম ভাতে হাওয়া দিচ্ছেন। আমি বললাম, শোভা আপু, টেলিভিশনে তো খবর দিচ্ছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর প্রচার হয়। তারপরেও খবরের কাগজ টিকে থাকবে। কেন বলো তো?

জানি না, কেন?

একটাই কারণ—খবরের কাগজ দিয়ে বাতাস দেয়া যায়। টেলিভিশন দিয়ে বাতাস দেয়া যায় না।

শোভা আপু সামান্য রসিকতাতেই হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে পড়ে যাবার উপক্রম করলেন। অতি কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন, তুই এত দুষ্টু কেন?

আমি বললাম, তুমিও তো দুষ্টু। প্রেমের চিঠিতে লিখছ— গুটগুট মুটমুট টেংটেং। তোমার সব চিঠির শুরুই কি এরকম?

হুঁ। বাবু সাহেবের সঙ্গে ফাজলামি করি। ফাজলামি করলে ও রেগে যায়। ওকে রাগাতে ভালো লাগে। রাগলে তোতলামি শুরু হয়। তখন

WWW.AMARBOI.COM

আমাকে শোভা ডাকতে পারে না। আমাকে ডাকে— শো শো শো...। আমি আরো রাগাবার জন্যে বলি— কো কো কো।

শোভা আপু আবার হাসতে শুরু করেছেন। এবারে হাসির পাওয়ার আগের বারের চেয়েও বেশি। মনে হচ্ছে চেয়ার থেকে পড়ে একটা দুর্ঘটনাই ঘটাবেন। আমি বললাম, আমার খাওয়া শেষ পর্যায়ে। তুমি দুলাভাইকে টেলিফোনে ধরে দাও। তার সঙ্গে কথা বলে তাকে রাগিয়ে দিয়ে আমি বিদায় হব।

এখন চলে যাবি কেন? পান এনে দিচ্ছি। পান খেয়ে ঘুম দে। তোর দুলাভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে তারপর যাবি।

শোভা আপু, দুলাভাইয়ের সঙ্গে আরেক দিন দেখা করব। তবে তোমার সঙ্গে সবসময়ই টেলিফোনে যোগাযোগ থাকবে।

আমার হাতে টেলিফোন। ওপাশে কবীর সাহেব। আমি বললাম, কে দুলাভাই? গুটগুট মুটমুট টেংটেং?

কবীর সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, Who are you?

কে?

শোভা আপুর চিঠিটা কি লিখেছেন? আজ বুধবার, চিঠি দিবস।

গলা শুনে চিনতে পারছেন না? আমি আয়না মজিদ। বলেছিলাম না দুপুরে বোয়াল মাছের এক টুকরো খেতে চাই। আপনার বাসায় এসে খেয়েছি— রান্না ভালো হয় নি। শোভা আপুর রান্নার হাত জঘন্য। বোয়াল মাছের আঁশটে গন্ধ একেবারেই যায় নি।

কবীর সাহেব আবার বললেন, Who are you?

বললাম না, আয়না মজিদ।

ঘটাং করে শব্দ হলো। তিনি টেলিফোন রেখে দিয়েছেন। তার ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড চোখের সামনে স্পষ্ট দেখছি। তিনি চাচ্ছেন উড়াল দিয়ে নিজের বাড়িতে চলে আসতে। সেটা সম্ভব না হওয়ায় লাফ দিয়ে জিপে উঠেছেন। ড্রাইভারকে বলছেন, তাড়াতাড়ি চালাও, তাড়াতাড়ি। বারবার ঘড়ি দেখছেন। ঘাম হচ্ছে। ঘামে শার্ট ভিজে উঠেছে। তাঁর হার্টের সমস্যা থাকলে টেনশনে ছোটখাটো স্ট্রোকের মতো হয়ে যাবার কথা।

আমি পান মুখে দিয়ে শোভা আপুর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বিদায়ের আগে বললাম, আপু, তুমি এতক্ষণেও আমার নামটা মনে করতে পারলে না। দুঃখ নিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুই তোর নামের প্রথম অক্ষরটা বল, তাহলেই মনে পড়বে।

নামের প্রথম অক্ষর 'হি'।

হি দিয়ে কোনো নাম শুরু হয়? কেন আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস? হি দিয়ে কোনো নাম হয় না। হি দিয়ে হয় হিসাব। তোর নাম কি হিসাব?

হ্যাঁ, আমার নাম হিসাব।

তোর নাম হিসাব হলে আমার নাম নিকাশ, আমরা দুই ভাই বোন মিলে হিসাব নিকাশ।

শোভা আপু আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। তার চোখ ছলছল করছে। আমি মনে মনে বললাম, You are the sister I never had. নিচু হয়ে শোভা আপুর পা স্পর্শ করলাম। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, আল্লাহপাক, আমার এই পাগলা ভাইটাকে সর্ব বিপদ থেকে রক্ষা করো।

কোথায় যাওয়া যায় তাই ভাবছি। সরীসৃপের মতো গর্তে ঢুকে যেতে হবে। কয়েকদিনের জন্য out of circulation হয়ে যাওয়া। মাজেদা খালার বাড়ি কিংবা বাদলদের বাড়ি। নিতান্ত অপরিচিত কোনো বাড়ির কলিংবেল টিপে ভাগ্য পরীক্ষা করা যেতে পারে। কলিংবেল টেপা হলো। গম্ভীর চেহারার এক ভদ্রলোক দরজা খুলে বললেন, কী চাই?

আমি বলব, স্যার, দু'দিন আপনার বাড়িতে থাকতে পারি? দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আয়না মজিদ বিষয়ে পড়াশোনা করব। আমার নিরিবিলি দরকার।

বাদলের বাড়িতে যাওয়া ঠিক হবে না। তার পরীক্ষা চলছে। আমার দেখা পেলে তার পড়াশোনা শুধু যে মাথায় উঠবে তা-না, মাথা ফুঁড়ে বের হয়ে যাবে। তারচে' বড় কথা বাদলের বাবা, আমার খালু সাহেব, আমাকে কঠিন এক চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠি না বলে তাকে হাতবোমা বলাই ভালো।

(অতি জরুরি)

বরাবর

হিমু

বিষয় : বাদলের পরীক্ষা। তোমার কর্তব্য।

হিমু,

তোমাকে কোনোভাবেই খুঁজে না পেয়ে এই চিঠি লিখছি। তোমার মতো ভবঘুরে মানুষকে চিঠি লিখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

রুচি হচ্ছে না। তারপরেও বাধ্য হয়ে লিখছি। কারণ প্রয়োজন বাধ্যবাধকতা মানে না।

বাদলের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই চাও সে পাস করুক। না-কি চাও না? আমি চাই। তোমার লেজ ধরে ঢাকা শহরে সে হেঁটে বেড়াক এটা আমি চাই না।

বাদলের পরীক্ষা পাসের ব্যাপারে আমি এখন তোমার সাহায্য চাচ্ছি। তুমি আগামী তিন মাস বাদলের ৫০ হাজার গজের ভেতরে আসবে না। এটা আমার অনুরোধ না, আদেশ। কঠিন আদেশ। আদেশ অমান্য করলে গুলি করে তোমাকে মেরে ফেলতেও আমি দ্বিধা করব না। তুমি জানো আমার লাইসেন্স করা পিস্তল আছে। ...

কিছুক্ষণের জন্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হয়ে গেলাম। তিনি স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোয় পড়াশোনা করেছেন। আমিও এখন তাই করছি। ল্যাম্পের আলোয় আয়না মজিদের প্রতিবেদন নিয়ে বসেছি। পা ছড়িয়ে বসেছি। পাশেই রাস্তা-পরিবারের কিছু সদস্য। বাবা-মা এবং দুই ছেলে। কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। কম্বল দু'টাই নতুন। ঢাকা শহরের কিছু মানুষ আছেন যারা রাস্তাবাসীদের কম্বল দিয়ে ঢেকে দিতে পছন্দ করেন। এরা কম্বল ছাড়া কিছুই দেন না। কেন দেন না সেটা একটা রহস্য।

আমার পাশে শুয়ে থাকা রাস্তা পরিবারের সদস্যদের একজন জেগে গেছে। চোখ বড় করে আমাকে দেখছে। এর বয়স আট নয় বছর। ভাবুক ধরনের চেহারা। নরম বিছানায় টেডি বিয়ার জড়িয়ে শুয়ে থাকলে একে খুব মানাতো। সে আমার দিকে তাকিয়ে কৌতূহলী গলায় বলল, কী করেন?

আমি বললাম, লেখাপড়া করি রে ব্যাটা।

লেখাপড়া করেন ক্যান?

লেখাপড়া না করলে গাড়ি ঘোড়ায় চড়া যাবে না। এই জন্যেই লেখাপড়া। তোর নাম কী?

মজিদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহ্ ভালো তো। তুই এক মজিদ আর আমার হাতে আরেক মজিদ।

ছোট্ট মজিদ গভীর কৌতূহলে আমাকে দেখছে, আমিও কৌতূহল নিয়েই পড়ছি আয়না মজিদ বৃত্তান্ত।

আয়না মজিদ

প্রতিবেদন

পাঁচ শীর্ষ সন্ত্রাসীর একজন। তাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ঘোষিত পুরস্কার মূল্য নগদ এক লক্ষ টাকা। আইন প্রয়োগকারী সংস্থারাও পুরস্কারের জন্যে বিবেচিত হবেন। তার বিষয়ে প্রদত্ত সমস্ত তথ্য গোপন রাখা হবে।

আয়না মজিদের উত্থান

কারওয়ান বাজারে পাইকারি তরকারি বিক্রেতা আব্দুল হালিম সাহেবের সঙ্গে সাত বছর বয়সে হেল্পার হিসেবে কাজ শুরু করে। দশ বছর বয়সে টাকা চুরির দায়ে চাকরি চলে যায়। মাস তিনেকের মধ্যে সে চাকরি নেয় দোতলা লঞ্চ এম ভি যমুনায়। এম ভি যমুনা ঢাকা-পটুয়াখালি রুটের লঞ্চ। লঞ্চের ভাতের হোটেলের অ্যাসিসটেন্ট বাবুর্চি। এই চাকরি সে দুই বছর করে। মূল বাবুর্চির সঙ্গে একদিন তার হাতাহাতি হয়। এক পর্যায়ে সে বাবুর্চিকে (রুস্তম মিয়া, বাড়ি পিরোজপুর) ধাক্কা দিয়ে লঞ্চ থেকে ফেলে দেয়। মজিদের বিরুদ্ধে মামলা হয়। এক বছর সে হাজত খাটে। উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ায় এবং রুস্তম মিয়ার ডেডবডি খুঁজে না পাওয়ায় মজিদ খালাস পেয়ে বের হয়ে আসে। শুরু হয় তার নতুন জীবন। গাড়ির সাইড ভিউ মিরর চুরি করা।

গাড়ির আয়না চুরিতে সে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। চলন্ত গাড়ির আয়নাও সে দৌড়ে এসে ভেঙে নিয়ে পালাতে পারত। আয়না চুরির কারণেই সে 'আয়না মজিদ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

ছিনতাইকারী সরফরাজ হাওলাদার তাকে আশ্রয় দেয়। সরফরাজের হাতেই তার অস্ত্রশিক্ষা শুরু হয়। মাত্র আঠারো বছর বয়সে সে সরফরাজকে হত্যা করে এই বাহিনীর সর্বময় কর্তা হয়ে বসে। তখন তার পরিচয় হয় কারওয়ান বাজারের আরেক উঠতি সন্ত্রাসী লম্বু খোকনের সঙ্গে। লম্বু খোকন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

কারওয়ান বাজার এলাকার মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত। লম্বু খোকনকে দলে টেনে নিয়ে সে মাদক ব্যবসার পুরো নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেয়।

সুষমা রানী ও তার স্বামী হেমন্তর হাতে ছিল মিরপুর এবং পল্লবীর হিরোইন, ফেনসিডিল ব্যবসা। আয়না মজিদ সুষমা রানীর সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে এবং এক রাতে হেমন্তকে গুলি করে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডটি করে সে প্রকাশ্যে এক চায়ের দোকানের সামনে। গুলি করার পর সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে, আমার নাম আয়না মজিদ। কেউ আমারে ধরতে চাইলে ধরেন। কারো সাহস থাকলে আগায়া আসেন।

কেউ এগিয়ে আসে নি। সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একটি বেবিটেক্সিতে উঠে চলে যায়।

আওয়ামী লীগের আমলে সে যুবলীগের সদস্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর আশ্রয়ে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে বিএনপিতে যোগ দেয়। হাওয়া ভবনের নানা কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়। পুলিশের জনৈক সাব ইন্সপেক্টরকে হত্যার অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিএনপির এক মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সে ছাড়া পায়।

গুলশান এলাকার একটা ফ্ল্যাট সে ভাড়া করে। এই ফ্ল্যাটে সে নানান পেশার গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে নিয়ে আসত। ভুলিয়ে ভালিয়ে এদেরকে আনার কাজটা করত সুষমা রানী। অসম্ভব রূপবতী এই তরুণীর ছলাকলায় অনেকেই পা দিয়েছেন। যারা পা দিয়েছেন তারাই বাধ্য হয়েছেন এই তরুণীর সঙ্গে নগ্ন ফটোসেশন করতে। এইসব ছবি ব্যবহৃত হতো ব্ল্যাকমেইলিং-এর কাজে। ব্ল্যাকমেইলিং ছাড়াও এইসব ছবি রাজনৈতিক স্বার্থেও ব্যবহৃত হতো। বাংলাদেশের বিখ্যাত কিছু মানুষের সঙ্গে সুষমা রানীর পর্ণোছবি আছে।

গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ এক রাতে অসংখ্য স্টিল ছবি এবং কিছু ভিডিও ছবিসহ সুষমা রানীকে গুলশানের ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জশিট দেয়, কিন্তু বিচিত্র কারণে কোর্ট সুষমা রানীকে জামিন দিয়ে দেয়। জামিনের পর থেকেই সুষমা পলাতক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়না মজিদের বিরুদ্ধে ঢাকা এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন থানায় ১৪টি হত্যা মামলা আছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামের দুই ভাই হত্যা মামলা মিডিয়ার কারণে বহুল আলোচিত।

আয়না মজিদের বর্তমান বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ। সে সুদর্শন এবং মিষ্টভাষী। তার ব্যবহার ভদ্র। তার বাবা ছামসু মাস্টার গলাচিপা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ঘূর্ণিঝড়ে বাড়িচাপা পড়ে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী জাহেদা খানম মারা যান। মজিদকে লালনপালন করেন তার দূরসম্পর্কের চাচা মোবারক মিয়া। কাকার আশ্রয় থেকে মজিদ মিয়া পালিয়ে যায় সাত বছর বয়সে।

কারওয়ান বাজার টোকাইদের স্কুলে আয়না মজিদ লেখাপড়া শিখেছে। শিক্ষকদের ভাষ্যমতে ছাত্র হিসেবে সে মেধাবী ছিল।

পড়াশোনার প্রতি আয়না মজিদের আগ্রহের কথা অনেক সূত্রেই জানা গেছে। ইংরেজি শেখার জন্যে সে তিন বছর গৃহশিক্ষক রেখেছিল। সে যে এক বছর জেল হাজতে ছিল সেই সময়ের প্রায় সবটাই জেল লাইব্রেরির বই পড়ে কাটিয়েছে।

বড় সন্ত্রাসীদের দান খয়রাত করার অনেক উদাহরণ থাকলেও আয়না মজিদের তা নেই। তবে সে একবার প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার বই জেল লাইব্রেরিতে পাঠিয়েছিল। বইয়ের তালিকা ঘেঁটে দেখা যায় সবই বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং ধর্মতত্ত্ববিষয়ক। গল্প-উপন্যাস না।

AMARBOI.COM

আয়না মজিদ বিষয়ে বিশেষ তথ্য

ক) তার সানগ্লাস প্রীতি আছে। সারাক্ষণই সে সানগ্লাস পরে থাকে। রাতেও চোখে সানগ্লাস থাকে।

খ) তার রিকশা প্রীতি আছে। গাড়িতে বা বেবিটেক্সিতে তাকে কমই চড়তে দেখা গেছে। বড় বড় অপারেশনে সে রিকশা করে গিয়েছে। অপারেশন শেষ করে রিকশা করে ফিরেছে। এই জাতীয় কাজের জন্যে তার নিজের কোনো রিকশা নেই। সবই ভাড়া করা রিকশা।

গ) তার সুখাদ্য প্রীতি আছে। ভালো ভালো রেস্টুরেন্টে তাকে আয়োজন করে খেতে দেখা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

ঘ) বেশিরভাগ সময়ই তাকে একা চলাফেরা করতে দেখা যায়। বডিগার্ড ধরনের কাউকে তার আশেপাশে কখনো দেখা যায় নি।

ঙ) সুষমা'র দেওয়া তথ্য অনুসারে তার ভয়াবহ মাইগ্রেনের ব্যথা আছে। ব্যথার প্রকোপ উঠলে এক নাগাড়ে দুই থেকে তিনদিন সে ছটফট করে। নানান চিকিৎসাতেও এই ব্যথা সারে নি। সে না-কি ঘোষণা দিয়েছে, যে তার মাইগ্রেনের ব্যথা সারিয়ে দেবে প্রয়োজনে তার জন্যে সে জীবন দিয়ে দেবে।

চ) তার রহস্যপ্রিয়তা আছে। মানুষকে হতভম্ব করে সে মজা পায়। এই মজাটা বেশিরভাগ সময় সে করে পুলিশের সঙ্গে। সার্জেন্ট জহিরুলের কাহিনীটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

সার্জেন্ট জহিরুল বিজয় সরণীর কাছে ডিউটিরত ছিলেন। এই সময় জনৈক সুদর্শন সানগ্লাস পরা ভদ্রলোক তাকে এসে বিনীত গলায় বললেন, মোটর সাইকেলে করে তাকে কি রাস্তা পার করে দেয়া সম্ভব? ট্রাফিকের জন্যে তিনি রাস্তা পার হতে পারছেন না। তার রাস্তার ওপাশে যাওয়া অসম্ভব জরুরি। ট্রাফিক সার্জেন্ট তাকে রাস্তা পার করে দেন। সানগ্লাস পরা ভদ্রলোক তখন তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেন। এবং বলেন, আমাকে কি আপনি চিনেছেন? আমি আয়না মজিদ। ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারেন। অ্যারেস্ট করলেই এক লাখ টাকা পুরস্কার এবং প্রমোশন পাবেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় ট্রাফিক সার্জেন্ট হতভম্ব হয়ে পড়েন। এই সুযোগে আয়না মজিদ ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়।

আয়না মজিদ প্রসঙ্গে আরেকটি বিশেষ তথ্য। তার কুকুর ভীতি প্রবল। রাস্তার অনেক কুকুরকে সে গুলি করে হত্যা করেছে। কুকুর হত্যার মোটিভ সম্ভবত কুকুর ভীতি।

আয়না মজিদ নৌকায় থাকতে পছন্দ করে। বুড়িগঙ্গায় তার নিজের নৌকা আছে। যেখানে সে রাতে বাস করে। অনেক চেষ্টা করেও নৌকা শনাক্ত করা যায় নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আছি বাদলদের বাড়িতে।

এ বাড়িতে বাস করা দূরের কথা, বাদলের ৫০ হাজার গজের মধ্যে থাকাই আমার জন্যে নিষেধ ছিল। কোনো এক কারণে পরিস্থিতি ভিন্ন। খালু সাহেব আমাকে দেখে হাসিমুখে বলেছেন, আরে তুমি! কেমন আছ?

জি ভালো।

অনেকদিন পরে তোমাকে দেখলাম। এসেছ যখন কয়েকদিন থাক।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, জি আচ্ছা।

খালু সাহেব আনন্দিত গলায় স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এই শুনছ, হিমু কিছুদিন থাকবে আমাদের সঙ্গে। গেস্টরুমটা খুলে দাও। বাথরুমে সাবান, টাওয়েল আছে কি-না দেখ।

খালাও গালভর্তি করে হাসলেন।

যাকে বলে লালগালিচা অভ্যর্থনা। আমি বাদলকে আড়ালে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী রে! আমাকে নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

বাদল গলার স্বর কাঁপা কাঁপা অবস্থায় নিয়ে বলল, তুমি তো টানাটানি করার মতোই মানুষ। সাধারণ কেউ তো না।

তোর কাছে টানাটানির মানুষ। খালু সাহেব বা খালার কাছে না। তাদের কাছে Father driven, Mother broomed.

এর মানে কী?

Father driven মানে বাপে খেদানো। Mother broomed মানে মায়ের ঝাড়ু দিয়ে বিতাড়ন।

বাদল বলল, মানে টানে নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। তুমি গেস্টরুমে থাকতে পারবে না। তুমি থাকবে আমার সঙ্গে। খাটে ঘুমাবে, আমি মেঝেতে কম্বল পেতে ঘুমাব। সারারাত গল্প করব। ছবি দেখব।

গুড।

তুমি যে কয়দিন থাকবে আমি ইউনিভার্সিটিতে যাব না। চব্বিশ ঘণ্টা তোমার সঙ্গে থাকব। আমাকে কেউ হাতি দিয়ে টেনেও তোমার কাছ থেকে সরাতে পারবে না।

কাঁঠালের আঠা হয়ে যাবি?

অবশ্যই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে বিস্মিত করে খালা এসে জানতে চাইলেন, দুপুরে কী খাবি?

আমি বললাম, যা খাওয়াবে তাই খাব।

তোর কী খেতে ইচ্ছা করে বল? পথেঘাটে থাকিস, আত্মীয়স্বজনদের বাসায় এসে ভালোমন্দ খাবার ইচ্ছা হতেই পারে। হিমু, দশ পনেরো দিনের আগে নড়ার নামও নিবি না।

আমি বললাম, ঠিক করে বলো তো তোমাদের সমস্যাটা কী?

খালা আহত গলায় বললেন, তোকে সামান্য আদরযত্ন করার চেষ্টা করছি, এর মধ্যে তুই সমস্যা খুঁজে পেয়ে গেলি? আমি তোর খালা না?

বাদলের ঘরে টেলিভিশন ছিল না। সে গেস্টরুম থেকে টিভি নিয়ে এলো। আমার হাতে টিভির রিমোট ধরিয়ে বলল, শুয়ে শুয়ে টিভি দেখবে। টেবিলের উপর খবরের কাগজ।

আমি টিভি দেখি না। খবরের কাগজও পড়ি না।

এখন টিভি দেখবে, খবরের কাগজ পড়বে। অনেকদিন পর এই কাজটা করবে তো—আনন্দ পাবে। চা খাবে? চা দিতে বলি?

আমি বললাম, দে।

খবরের কাগজ পড়ে বিশেষ আনন্দ পেলাম। সেকেন্ড হেডলাইন—'সর্ষেতে ভূত'। পুলিশের হেফাজত থেকে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আয়না মজিদের পালিয়ে যাওয়ার কাহিনীর চমৎকার বর্ণনা।

AMARBOI.COM

সর্ষেতে ভূত

(নিজস্ব প্রতিবেদক)

শীর্ষ সন্ত্রাসী আয়না মজিদ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। তার পলায়ন নিয়ে নানান ধরনের রহস্য দানা বাঁধতে শুরু করেছে। পুলিশ যে ভাষ্য দিচ্ছে তা কারোর কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না।

পুলিশ বলছে, সকাল আটটা বিশ থেকে আয়না মজিদকে একটি বিশেষ কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে সে স্বীকার করে যে, সে-ই আয়না মজিদ। তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী লম্বু খোকন এবং তার কুকর্মের বান্ধবী সুষমা রানীর বিষয়েও সে গুরুত্বপূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্য দেয়। তথ্যগুলো যাচাই-বাছাইয়ের জন্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা কিছুক্ষণের জন্যে জিজ্ঞাসাবাদের বিরতি নেন। আয়না মজিদকে হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় ঘরে রেখে তিনি ঘর তালাবন্ধ করে দেন। ফিরে এসে দেখেন আয়না মজিদ হাতকড়া খুলে জানালার গ্রিল কেটে পালিয়ে গেছে।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, হাতকড়া খোলার চাবি সে কোথায় পাবে? চাবি কি তাকে গোপনে দেয়া হয়েছিল? গ্রিল কাটার জন্যেও যন্ত্র প্রয়োজন, এই যন্ত্র সে কোথায় পেয়েছে? গ্রিল কাটার শব্দ অবশ্যই হবে। থানায় এত লোকজন, কেউ শব্দ শুনতে পেল না! বিশেষ ক্ষণে সবাই একসঙ্গে বধির হয়ে গেল?

জিজ্ঞাসাবাদের সময় এক পর্যায়ে আয়না মজিদকে জামাইআদর করে চা ও গরম সিঙ্গাড়া খাওয়ানো হয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তাও এই তথ্য স্বীকার করেছেন। হাতকড়া দিয়ে হাত পেছনে বাঁধা। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এই অবস্থায় আয়না মজিদ চা সিঙ্গাড়া খাবে কীভাবে? আমরা কি ধরে নেব তদন্তকারী কর্মকর্তা মুখে তুলে তাকে খাইয়েছেন? দুর্ধর্ষ এক সন্ত্রাসীকে হঠাৎ জামাইআদর শুরু করা হলো কেন? কাদের নির্দেশে হঠাৎ আদর আপ্যায়ন?

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আয়না মজিদের পলায়নের পরপরই থানার ওসি সাহেব একটা টেলিফোন পান। টেলিফোনে তাকে জানানো হয় যে, তার জন্যে মধু এবং বনমোরগ আসছে। বনমোরগের সংখ্যা নিয়ে দরকষাকষিও হয়। ওসি সাহেব চাচ্ছেন চারটা বনমোরগ, অপরপক্ষ দিতে চাচ্ছে তিনটা বনমোরগ। এই বনমোরগ কি আসলেই বনমোরগ? না-কি বনমোরগের আড়ালে অন্যকিছু?

আমরা মনে করি বনমোরগ সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। মধু কিংবা বনমোরগ কোনোটাই থাকা উচিত না। তদন্তকারী কর্মকর্তা এস কবীর সাহেবকে লোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

দেখানো সাসপেন্ড করা হয়েছে। আমরা মনে করি বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। পর্দার আড়ালের রাঘববোয়ালদের বের করা উচিত। বনমোরগ বনে থাকবে, মধু থাকবে মধুর চাকে। এটাই শোভন। আইন প্রয়োগকারী কর্তাব্যক্তিদের চারপাশে বনমোরগ ঘুরবে এবং ক্ষণে ক্ষণে কোঁকর কোঁ করবে এটা শোভন না। জাতি বনমোরগের হাত থেকে মুক্তি চায়। সর্ষের ভূতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন চায়।

দুপুরে হেভি খাওয়াদাওয়া হলো। খালু সাহেব অফিসে যান নি। সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়া। শুনলাম কয়েকদিন ধরেই তিনি অফিসে যাচ্ছেন না। তাঁর যে শরীর খারাপ তাও না। তবে চোখে ভরসা হারানো দৃষ্টি। হড়বড় করে অকারণে কথা বলে যাচ্ছেন। পৃথিবীর সবচে' স্বাদু খাবার কী— এই বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তাঁর মতে হরিয়াল পাখির মাংস পৃথিবীর সবচে' স্বাদু খাবার। কারণ এই পাখি বটফল খায়, মাছ খায় না। হরিয়াল পাখি কীভাবে রান্না করতে হয় সেই রেসিপিও দিলেন। সব পাখির মাংসে রসুন বেশি লাগে, হরিয়ালের ক্ষেত্রে লাগে না। কারণ এই পাখির শরীরেই রসুনটাইপ গন্ধ। নার্ভাস মানুষরা নার্ভাসনেস কাটাতে অকারণে কথা বলে। খালু সাহেব কোনো কারণে নার্ভাস। ঘটনা কিছু একটা অবশ্যই আছে, তা যথাসময়ে জানা যাবে।

দুপুরে খাবার পর বাদলকে নিয়ে ছবি দেখলাম। ছবির নাম Hostel. বাদলকে নিয়ে ছবি দেখা বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা। রানিং কমেন্ট্রির মতো সে বলে যাবে কোন দৃশ্যের পর কোন দৃশ্য আসছে।

হিমুদা, সুন্দর মেয়েটা দেখছো না, এক্ষুণি কাঁটা চামচ দিয়ে তার একটা চোখ তুলে ফেলা হবে। বাঁ চোখটা তুলবে।

কেন?

আনন্দ পাওয়ার জন্যে কাজটা করছে। অন্যকে কষ্ট দেয়ার মধ্যে আনন্দ আছে। আবার কষ্ট পাবার মধ্যে আনন্দ আছে। হিমুদা, তাকিয়ে থাক, এক্ষুণি চোখ তোলা হবে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

চোখ তোলার ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল রাত আটটায়। বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা। টানা চার ঘণ্টা ঘুম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদল দ্বিতীয় একটা ছবি নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমার ঘুম ভাঙলেই ছবি শুরু হবে। আমাকে বিছানায় উঠে বসতে দেখে বাদল বলল, তুমি যে ঘুমিয়ে পড়েছ এটা বুঝতে অনেক সময় লেগেছে। ছবি শেষ হবার পর তাকিয়ে দেখি তুমি গভীর ঘুমে। ওই ছবির শেষ অংশটা দেখবে, না-কি অন্য কোনো ছবি দেব?

নতুন একটা দে।

Horror?

হুঁ।

তিনটা হরর ছবি কিনেছি। একটার চেয়ে আরেকটা ভালো। চল তিনটা ছবিই আজ দেখে ফেলি। দেখবে?

চল দেখি।

হুট করে তুমি চলে যাবে, তোমাকে নিয়ে আর ছবি দেখা হবে না। ফ্লাস্কভর্তি চা নিয়ে বসব। তোমার ঘুম পেলেই তোমাকে চা খাওয়াব। রাত দশটার পর শুরু হবে ছবির অনুষ্ঠান।

দশটা না বাজা পর্যন্ত কী করব?

বাদল মনে হলো চিন্তায় পড়ে গেছে। দশটা না বাজা পর্যন্ত কী করা হবে ভেবে পাচ্ছে না।

খালু সাহেব বাদলকে বিপদমুক্ত করলেন। আমাকে ছাদে ডেকে পাঠালেন।

AMARBOI.COM

ছাদে শীতলপাটি বিছিয়ে খালু সাহেব আসর শুরু করেছেন। পানি, গ্লাস, বরফ এবং Teacher নামের হুইস্কির বোতল দেখা যাচ্ছে। খালু সাহেবের হাতে গ্লাস। ছাদ অন্ধকার বলে তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। তিনি আনন্দিত কি-না তাও বুঝতে পারছি না। তবে দু'এক পেগ পেটে পড়লেই তিনি আনন্দময় ভুবনে প্রবেশ করবেন।

হিমু। বোস বোস। তোমার সঙ্গে প্রায় সময়ই দুর্ব্যবহার করি, কিছু মনে করো না। আমি চিন্তা করে দেখলাম, At the end of the day you are a good person.

থ্যাংক য়্যু।

থ্যাংক য়্যু দিতে হবে না। You deserve this. তুমি লোক ভালো। অবশ্যই ভালো। কেউ তোমাকে মন্দ বললে তার সঙ্গে আমি আর্গুমেন্টে যাব।

খালু সাহেব, ক'টা খেয়েছেন?

দু'টা। তাও স্মল পেগ। হাতে আছে তিন নম্বর। খেয়ে কোনো আনন্দ পাচ্ছি না। টেনশন নিয়ে খাচ্ছি।

কেন?

অ্যালকোহলের বিরাট ক্রাইসিস যাচ্ছে। জিনিস পাওয়াই যাচ্ছে না। প্রিমিয়াম হুইস্কির স্বাদ ভুলে গেছি। বাজারভর্তি নকল দু'নম্বরি জিনিস। অনেকেই খেয়ে মারা গেছে।

বলেন কী!

পত্রিকা পড় না? অনেক নিউজ বের হয়েছে। তবে আসল নিউজ কেউ সাহস করে ছাপছে না।

আসল নিউজটা কী?

পেঁয়াজ কাঁচামরিচের দাম বেড়েছে। পাওয়া যাচ্ছে না, এই নিউজ আছে। কিন্তু অ্যালকোহল যে পাওয়াই যাচ্ছে না এই নিউজ নাই। আমি চিন্তা করেছি বেনামে পত্রিকায় একটা চিঠি লিখব। লেখা উচিত কি-না তুমি বলো।

অবশ্যই উচিত।

হেডিং হবে 'বিষাক্ত নকল মদ থেকে জাতিকে রক্ষা করুন'। হেডিংটা কেমন?

ভালো।

সেখানে কিছু সাজেশন থাকবে। যেমন, সরকারি পরিচালনায় ন্যায্যমূল্যের মদের দোকান। যে-কেউ সেখান থেকে মদ কিনতে পারবে না, শুধু লাইসেন্সধারীরা পারবে।

আপনার লাইসেন্স আছে?

অবশ্যই আছে। মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে দেয়া লাইসেন্স। দেখবে?

দরকার নেই।

অবশ্যই দরকার আছে। তুমি ভেবে বসে আছ আমি বিনা লাইসেন্সে মদ খাচ্ছি। তা-না। আমি যখন নিজের বাড়ির ছাদে বসে মদ খাই তখনো সঙ্গে লাইসেন্স থাকে।

ভালো তো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালু সাহেব হাতের গ্লাস দ্রুত শেষ করে চতুর্থটা নিলেন। তৃপ্তির একটা শব্দও করলেন—আহ্! সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তোমাকে ছোট্ট একটা কাজ করে দিতে হবে হিমু। পারবে না?

অবশ্যই পারব।

জটিল কোনো কাজও অবশ্যি না। একজনকে কিছু টাকা পৌঁছে দেয়া। দুই লাখ টাকা।

এখন দিয়ে আসব?

কাল সকালে নিয়ে যাও। ঠিকানা দিয়ে দেব। সেই ঠিকানায় যাবে। দরজায় টোকা দেবে। যে দরজা খুলবে তাকে বলবে, কাঁচাবাজারের খবর কী?

কিসের খবর কী?

কাঁচাবাজারের খবর কী কিংবা বাজারের খবর কী? বাজার শব্দটা থাকলেই হবে। যে দরজা খুলবে সে তোমাকে বসাবে। কিছুক্ষণ বসে থাকবে। পাঁচ মিনিট হতে পারে, আবার ধর এক ঘণ্টাও হতে পারে। যতক্ষণ উনি না আসছেন ততক্ষণ বসে থাকবে। উনি এলে তার হাতে প্যাকেটটা দেবে।

উনিটা কে?

উনি কে তোমার জানার প্রয়োজন নাই।

এতগুলো টাকা কাকে দিচ্ছি জানব না? তার কাছ থেকে রশিদ আনব না?

তোমাকে এইসব কিচ্ছু করতে হবে না। তুমি টাকা দিয়ে চলে আসবে। ঘরে ঢোকার password হলো বাজার। বাজার শব্দটা শুধু মনে রাখবে। বাজার না বলে তুমি যদি মার্কেট বলো তাহলে কিন্তু তোমাকে ঘরে ঢুকাবে না।

ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতো মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা কী খোলাসা করুন তো খালু সাহেব। ঝেড়ে কাশুন।

খোলাসা করব না। ঝেড়েও কাশব না।

খালু সাহেব এক টানে চতুর্থ শেষ করে পঞ্চমে গেলেন এবং হড়বড় করে পুরো ব্যাপারটা খোলাসা করলেন। কাকে টাকা দিতে হবে জানা গেল। কাকতালীয় হোক বা কোকিলতালীয় হোক, ঘটনার মূল নায়ক আমাদের আয়না মজিদ। এই সন্দেহ আমার গোড়া থেকেই হচ্ছিল।

AMARBOI.COM

ঘটনা হলো— দিন দশেক আগে দুপুরবেলা খালু সাহেব একটা টেলিফোন পেলেন। টেলিফোনের ওপাশ থেকে বিনয়ী গলায় কেউ একজন বলল, স্যার ভালো আছেন?

খালু সাহেব বললেন, ভালো আছি, আপনি কে?

আমাকে চিনবেন না। আমি আপনার প্রতিবেশী। নতুন গাড়ি কিনেছেন দেখে ভালো লাগল। আলফার্ডো না?

জি।

চমৎকার গাড়ি। এরচে' ভালো মাইক্রোবাস হয় বলেই আমার মনে হয় না। কালো রঙ পেলেন না?

খোঁজ করেছিলাম, পাই নি।

মেরুন রঙটাও খারাপ না।

খালু সাহেব বললেন, আপনাকে চিনতে পারছি না। আপনার পরিচয়টা?

আমার নাম মজিদ। সবাই আয়না মজিদ হিসেবে আমাকে চেনে। আপনিও নিশ্চয়ই চিনেছেন। স্যার, আমি সামান্য সমস্যায় পড়েছি। আমাকে একটু সাহায্য করতে হয়। একটা ঠিকানা লিখুন তো।

খালু সাহেব ভড়কে গেলেন। যন্ত্রের মতো ঠিকানা লিখলেন। আয়না মজিদ বলল, এই ঠিকানায় স্যার পরশুর মধ্যে এক লাখ টাকা পাঠিয়ে দেবেন। প্রতিবেশী যদি প্রতিবেশীকে না দেখে তাহলে কে দেখবে? প্রতিবেশী যদি প্রতিবেশীকে না চেনে তাহলে কে চিনবে? বাইবেলে আছে know thy neighbours. স্যার রাখি?

হতভম্ব খালু সাহেবের ব্লাড প্রেসার আকাশে উঠে গেল। শরীর ঘামতে লাগল। মাথা চক্কর দিতে লাগল। তিনি পুলিশের কাছে পুরো ঘটনা বললেন। পুলিশ ঐ ঠিকানায় উপস্থিত হয়ে দেখে বিধবা এক স্কুল শিক্ষিকা দুই বাচ্চা নিয়ে ঐ বাড়িতে থাকেন। তিনি পুলিশের কাছে ঘটনা শুনে কেঁদেকেটে অস্থির।

খালু সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিক হলো। তিন দিন পর আবার আয়না মজিদের টেলিফোন।

স্যার, কেমন আছেন? চিনতে পারছেন তো? আমি আয়না। শুরুতে একটা ভুল ঠিকানা দিয়েছিলাম, কারণ আমি ধরেই নিয়েছিলাম আপনি পুলিশের কাছে যাবেন। এখন আসল ঠিকানা দিচ্ছি। কাগজ-কলম নিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিশে খবর দিয়েছেন বলে এখন এক লাখ টাকা বেশি দিতে হবে। কাউকে দিয়ে দু' লাখ টাকা যে ঠিকানা দিচ্ছি সে ঠিকানায় পাঠাবেন। দরজায় সে কড়া নাড়বে। তার পাসওয়ার্ড হচ্ছে বাজার। বলবে বাজার। ঠিক আছে? আপনাকে সময় দিচ্ছি। সাত দিন। সাত দিন চিন্তা-ভাবনার সময় পাবেন।

সাতদিন তিনি এক নাগাড়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। অফিসেও যান নি। এখন সিদ্ধান্তে এসেছেন দু'লাখ টাকা দিয়ে ঝামেলামুক্ত হবেন।

হিমু, ক'টা খেয়েছি তোমার কি মনে আছে?

না।

সাতটা খেয়ে ফেললাম না-কি? বমিভাব হচ্ছে।

ভাব হলে বমি করে ফেলুন। আরাম পাবেন।

আমার আরামের দরকার নেই। আগামীকাল সাত দিন শেষ হবে, ওই চিন্তাতেই সব আরাম হারাম।

আমি বললাম, চিন্তার কিছু নেই। কাল ভোরে টাকা নিয়ে চলে যাব। কলিংবেল বাজিয়ে বলব, কাচা বাজার এনেছি।

থ্যাংক য়্যু। হিমু! At the end of the day you are a good person. তুমি যে good person এই সম্মানে লাস্ট একটা খাওয়া যাক।

বমির ভাব হচ্ছে বলছিলেন।

হলে হবে। তুমি কি মনে কর আমি বমি ভয় পাই?

না, সেরকম মনে করছি না।

দুষ্ট প্রকৃতির মানুষকে আমরা ভয় করতে পারি। বমিকে কেন ভয় করব?

খালু সাহেব বমি শুরু করেছেন। তাকে অসহায় লাগছে। দেখে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে বমি প্রক্রিয়াটাকে তিনি যথেষ্ট ভয় পাচ্ছেন।

হিমু!

জি।

আজ মনে হয় বমি করতে করতেই মারা যাব। জঘন্য মৃত্যু কী জানো? ডায়রিয়ায় মারা যাওয়া হচ্ছে জগতের জঘন্যতম মৃত্যু। দ্বিতীয় জঘন্যতম মৃত্যু হচ্ছে বমি করতে করতে মারা যাওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

রাত এগারোটা। খালু সাহেবের বাড়ি নীরব। তিনি শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছেন। বাদল horror ছবি নিয়ে তৈরি। ছবির নাম The Eye. আমি টেলিফোন হাতে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছি। শোভা আপুর সঙ্গে কথা বলছি। নগরীর ওই প্রান্তে কী হচ্ছে জানা দরকার।

শোভা আপু, ঘুমুচ্ছ?

ঘুমাবো কীভাবে? তুই মহা প্যাঁচ লাগিয়ে চলে গেলি। তোর সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করব তাও জানি না। ঠিকানা দিয়ে যাস নি। এদিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঘটনা কী? কোথায় প্যাঁচ লেগেছে খুলে বলো, আমি প্যাঁচ খুলে দিচ্ছি। প্যাঁচ দেয়া কঠিন, খোলা সহজ।

তুই চলে যাবার পরপরই তোর দুলাভাই এসে উপস্থিত। চোখমুখ ফ্যাকাসে, ঘামে গায়ের শার্ট ভেজা। চেনা যায় না এমন অবস্থা। আমাকে বলল, আয়না মজিদ কোথায়?

আমি বললাম, আয়না মজিদ কোথায় আমি কী জানি? তোর দুলাভাই তোতলাতে তোতলাতে বলল, দুপুরে বাসায় কে খে খে খে খেয়েছে?

আমি বললাম, আমার ভাই খেয়েছে।

সে কোথায়?

সে খাওয়া দাওয়া করে চলে গেছে।

শোভা! তুমি এই পৃথিবীর সবচে' বোকা মহিলা।

আমি কোন বোকামিটা করলাম?

তুমি যা কর সবই বোকামি।

এই বলে তোর দুলাভাই যা শুরু করল তারচে' বড় বোকামি কিছু হতে পারে না। আয়না মজিদকে খোঁজা শুরু করল। খাটের নিচে খোঁজে। বাথরুমে খোঁজে। ছাদে গেল। সেখানে খুঁজল। ছাদের পানির ট্যাংকের ডালা খুলে সেখানে খুঁজল।

আমি বললাম, পাগলামি করছ কেন?

সে বলল, পাগলামি করছি কেন যদি বুঝতে তাহলে পৃথিবীর সবচে' বোকা মহিলা টাইটেল পেতে না।

টাইটেল কে দিয়েছে?

আমি দিয়েছি। এখন আমার সামনে থেকে যাও। আমার সামনে ঘুরঘুর করবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইলাম। রাতে আরেক কাণ্ড।

কী কাণ্ড?

রাতে পুলিশের তদন্ত টিম এসে উপস্থিত।

বলো কী?

তদন্ত করতে এসেছিলেন হামিদ সাহেব। তুই তো উনাকে চিনিস।

আমি কীভাবে চিনব?

উনিই তো বোয়াল মাছ পাঠিয়েছিলেন।

ও আচ্ছা।

উনার কী সব উল্টাপাল্টা প্রশ্ন। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, ভাবি, আপনার বাসায় কি কেউ বনমোরগ দিয়ে গেছে?

আমি বললাম, না তো!

কেউ কিচ্ছু দিয়ে যায় নি? বনমোরগ, মধু, কিচ্ছু না?

আমার এক দূরসম্পর্কের ভাই এসেছিল। সে দশ হাঁড়ি টক দৈ নিয়ে এসেছে।

দশ হাঁড়ি টক দৈ? ও মাই গড! জিনিস ওই টক দৈ-এর ভেতরে।

কী জিনিস?

ভাবি, আমার যতদূর ধারণা ক্যাশ টাকা। পলিথিন দিয়ে টাকা মুড়িয়ে তার উপর টক দৈ দিয়েছে। ওস্তাদ আদমি।

তারপর কী হলো শোন, প্রতিটি টক দৈয়ের হাঁড়ির দৈ বেসিনে ফেলে বিশ্রী কাণ্ড।

টাকা পাওয়া গেছে?

পাগলের মতো কথা বলিস কেন? তুই কি দৈ-এর হাঁড়িতে করে টাকা এনেছিস যে টাকা পাওয়া যাবে? ঘটনা এখানেই শেষ না। হামিদ সাহেব কেঁচি দিয়ে তোষক বালিশ এইসব কাটা শুরু করলেন। বাড়ি ভর্তি হয়ে গেল তুলায়। আচ্ছা শোন, ঠিক করে বল তো তুই আয়না মজিদ না তো?

না।

বদ আয়না মজিদটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। সে আমার সংসার লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে।

দুলাভাইকে দাও তো, কথা বলি।

ওর সঙ্গে কী কথা বলবি! ওকে তো পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

শোভা আপু কাঁদতে শুরু করলেন।

AMARBOI.COM

বাদলের কাছ থেকে একটা সানগ্লাস নিয়ে চোখে পরেছি। আমার পৃথিবীর রঙ এখন খানিকটা বেগুনি। কাঁধে ঝুলছে চটের ব্যাগ। ব্যাগে লেখা—'জন্ম নিবন্ধন করুন'। জন্ম নিবন্ধনবিষয়ক কোনো সেমিনারে অতি সস্তা এই ব্যাগ নিশ্চয়ই দেয়া হয়েছে। তারই একটা এখন আমার কাঁধে। ব্যাগে জন্ম নিবন্ধনের কাগজপত্রের বদলে আছে চারটা পাঁচশ টাকার বান্ডেল। আমার গন্তব্য আয়না মজিদের আস্তানার দিকে।

বাদল বলল, হিমুদা, তোমাকে সানগ্লাসে অদ্ভুত লাগছে।

আমি বললাম, আরো অদ্ভুত লাগার জন্যে কী করা যায় বল তো?

মাংকি ক্যাপ পরবে? গরমের মধ্যে মাংকি ক্যাপ অদ্ভুত লাগবে।

দে একটা মাংকি ক্যাপ।

মাংকি ক্যাপ খুঁজে পাওয়া গেল না। তবে একটা উলের লাল টুপি এবং তার সঙ্গে মানানসই কটকটে লাল মাফলার পাওয়া গেল।

বাদল বলল, হাফপ্যান্ট পরবে? তুমি হাফপ্যান্ট পরে হাঁটছ— ভাবতেই কেমন যেন লাগছে।

আমি বললাম, বের কর হাফপ্যান্ট। আজ 'অদ্ভুত দিবস'।

ঢাকা শহরের লোকজনের বিস্মিত হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। বিচিত্র সাজে রাস্তায় নেমেছি, কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। আমাদের এই শহর চরিত্রের দিক দিয়ে পৃথিবীর বড় শহরদের মতো হয়ে যাচ্ছে। কেউ কাউকে দেখবে না। ব্যস্ত ভঙ্গিতে হাঁটবে। সবার মধ্যে ট্রেন ধরার তাড়া।

কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারলেও একটা কুকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। কুকুরটা ঘিয়া কালারের। তার বিশেষত্ব হলো লেজটা কাটা। রবীন্দ্রনাথ এরকম কুকুরকে দেখে লিখেছিলেন—

আত্মীয় কেহ নাই নিকট কি দূর
আছে এক লেজকাটা ভক্ত কুকুর।

লেজকাটা কুকুর মানুষের আশেপাশে থাকতে পছন্দ করে। আমি কুকুরটার নাম দিলাম 'টাইগার'। নামটা তার পছন্দ হলো। 'টাইগার' বলে ডাকতেই সে মহাউৎসাহে তার কাটা লেজ নাড়তে লাগল। আমি হাঁটছি, সে পেছনে পেছনে আসছে। তাকে দুটা এনার্জি বিস্কুট কিনে খাওয়ালাম। বিস্কুটের কারণে সে বডিগার্ড হিসেবে আমার সঙ্গে থাকা মহান দায়িত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসাবে নিয়ে নিল। ঘেউঘেউ করে কুকুরের ভাষায় সে কিছু কথাবার্তাও বলতে থাকল। কুকুরের ভাষা আমরা এখন বুঝতে পারছি না। বিজ্ঞান একদিন পশুপাখির ভাষা বোঝার যন্ত্র বের করবে। সব মানুষ হয়ে যাবে কিং সুলায়মান। পশুপাখি কীটপতঙ্গের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপিত হবে। আমার পেছনে পেছনে যে কুকুরটা আসছে তার সঙ্গে গল্পগুজব করতে করতে আমি এগুব।

স্যার, বিস্কুট দু'টা যে আমাকে দিলেন, ভালো ছিল। খেয়ে আনন্দ পেয়েছি। আপনাকে ধন্যবাদ।

ওয়েলকাম।

আপনার জন্যে কিছু করতে ইচ্ছা করছে। আপনার অপছন্দের লোকজন কেউ থাকলে বলবেন, কামড় দিয়ে আসব।

তার দরকার নেই।

স্যার, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন ছিল, অভয় দিলে বলি।

বলো।

আপনারা আমাদের নেড়ি কুত্তা বলেন কেন? নেড়ি শব্দটার অর্থ কি?

নেড়ির বুৎপত্তি জানতে চাও?

জি। কুকুরসমাজে প্রায়ই এটা নিয়ে আলোচনা হয়। গোল রাস্তা বৈঠক হয়। আপনারা করেন গোল টেবিল, আমরা টেবিল পাব কোথায়? আমরা গোল রাস্তা বৈঠক করি।

ভালো তো।

স্যার, যাচ্ছেন কোথায় জানতে পারি? ভাববেন না আমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে বলে জানতে চাচ্ছি। কোনো কষ্ট না। কৌতূহল।

টপ টেরর আয়না মজিদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

যদি আপনি চান আমি তাকে কামড়ে ধরি, আমাকে ইশারা দিবেন। ঝাঁপ দিয়ে পড়ব।

সামান্য দু'টা বিস্কুটের জন্য এতটা করবে?

বিস্কুট দু'টা সামান্য, কিন্তু বিস্কুটের পেছনের মমতা অসামান্য। এজন্যেই কবি বলেছেন—

ভালোবেসে যে সামান্য দেয়
তারে দিও তুমি শতগুণে।

AMARBOI.COM

বন্ধু সে তোমার অতি প্রিয় সে
এই কথা বলো মনে মনে।।

কোন কবি বলেছেন?

আমাদের কুকুরসমাজের কবি। আমাদের সমাজে বড় বড় কবি-সাহিত্যিক আছেন। এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তার নাম 'পিঠপোড়া ভুলো'। গরম মাড় ফেলে উনার পিঠ পুড়িয়ে দিয়েছিল। এটা নিয়েও তার কবিতা আছে—

পিঠ পুড়িয়েছ তাতে কী হয়েছে
মন পোড়াতে পেরেছ কি?

অসাধারণ কবিতা না স্যার?

হ্যাঁ। উনি থাকেন কোথায়?

কোথায় থাকেন কাউকে বলেন না। কবি-সাহিত্যিক তো, 'নির্কুকরতা' পছন্দ করেন। আপনাদের যেমন 'নির্জনতা', আমাদের হলো 'নির্কুকরতা'। যেখানে কোনো কুকুর নেই সেখানে দেখা যাবে উনি উদাস মনে বসে আছেন।

AMARBOI.COM

ঠিকানামতো উপস্থিত হয়েছি। একতলা বাড়ি। রেলিং আছে। দরজায় কলিংবেল নেই, পুরনো আমলের আংটা লাগানো। দরজার কড়া নাড়া হয়েছে। দরজা খুলেছে। যিনি দরজা খুলেছেন তার হাতে ম্যাচের কাঠি। কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছেন। গায়ের রঙ আলকাতরার কাছাকাছি। ছয়ফুটের মতো লম্বা। অতিরিক্ত লম্বা মানুষ মেরুদণ্ড বাঁকা করে খানিকটা ঝুঁকে থাকে। উনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে সবুজ রঙের লুঙ্গি। কালো স্যান্ডো গেঞ্জি। কালো মানুষের দাঁত ঝকঝকে সাদা হয়। ইনার দাঁত কুকুরের দাঁতের মতো হলুদ এবং চোখা ধরনের। তবে চোখের সাদা অংশ অতিরিক্ত সাদা।

আমি বললাম, ভাই সাহেব, ভালো আছেন? আপনি কি খোকন ভাই? লম্বু খোকন?

তুমি কে?

আমার নাম হিমু। আর আমার সফরসঙ্গীর নাম টাইগার।

চাও কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়না ভাইকে টাকা দিতে এসেছি। দুই লাখ টাকা আছে আমার কাঁধের ব্যাগে। দরজা খুললে একটা পাসওয়ার্ড বলার কথা। পাসওয়ার্ড বললে আপনি ভেতরে নিয়ে বসাবেন। পাসওয়ার্ড ভুলে গেছি। কাজেই আপনার হাতে টাকা দিয়ে চলে যাই।

আসো ভেতরে।

টাইগার কি যাবে আমার সঙ্গে, না বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে?

তোমাকে আসতে বলেছি তুমি আসো। বাজে প্যাঁচাল বন্ধ।

অনেকক্ষণ হলো বসে আছি। আমার জন্যে চা এসেছে। গরম সমুচা এসেছে। সমুচা ঘরে তৈরি এবং সুস্বাদু। সাইজে ছোট। পুরোটা একসঙ্গে মুখে দেয়া যায়।

যে ঘরে আছি তার আসবাবপত্র বলতে চারটা প্লাস্টিকের চেয়ার। এক কোনায় ডাবল তোষক বিছানো। তোষকের উপর কম্বল, একটা জাম্বু সাইজ কোলবালিশ। কোলবালিশের ওয়াড় লাল সিল্কের। কেউ একজন তোষকে রাত কাটিয়েছে। চাদর এলোমেলো। তোষকের পাশে চায়ের কাপে বেশ কিছু সিগারেটের টুকরা ভাসছে। পাশেই পিরিচে মুরগির হাড়গোড়। সেখানে পিঁপড়া এবং মাছির মহোৎসব। একটা পিরিচে আধখাওয়া নানরুটি। পিঁপড়া মাছি কেউ সেদিকে যাচ্ছে না।

ভাই সাহেব, টাইগারকে কিছু খেতে দিয়েছেন? সে সমুচা খুবই পছন্দ করে বলে আমার ধারণা।

লম্বু ভাই জবাব দিলেন না। চোখভর্তি সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

আয়না মজিদের কি আসতে দেরি হবে? দেরি হলে শুয়ে রেস্ট নেই। বিছানা তো করাই আছে।

কথা কম। No sound.

No sound কেন? sound অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে sound থেকে। Big Bang. হিন্দু মিথলজি আবার এটাকে সাপোর্ট করছে। হিন্দু মিথলজিতে বলে ব্রহ্ম বিকট চিৎকার দিলেন। বিকট চিৎকার হলো 'নাদ'। সেই নাদের কারণে ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হলো।

চুপ।

আপনি চুপ বলে চিৎকার করলেন। লম্বুনাদ করলেন। এর ফলে আমি চুপ করে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আর একটা কথা বললে থাবড়ায়ে দাঁত ফেলে দিব।

এই সময় লম্বু খোকনের একটা টেলিফোন এলো। তিনি কোনো কথা বললেন না। টেলিফোন কানে দিয়ে রাখলেন। কথাবার্তা শেষ হলে চিন্তিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন, ঘর থেকে বের হলেন। দরজা বন্ধ করলেন। তালা লাগানোর আওয়াজ পেলাম। তার মানে বেশ কিছু সময়ের জন্য আমাকে এখানে থাকতে হবে। এখন বিছানায় শুয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে কোনো বাধা নেই। আজকের দিনটাও ঘুমানোর জন্যে ভালো। মেঘলা আকাশ। বাতাসে হিম।

আমি আয়োজন করেই ঘুমুতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। অনেক দিন পর বাবা স্বপ্নে দেখা দিলেন। তাঁর পরনে হাফপ্যান্ট। মাথায় নীল টুপি, গলায় মাফলার। কাঁধে জন্ম নিবন্ধনের ব্যাগ।

এই হিমু, তোর জন্ম নিবন্ধনটা করে ফেলি। ফরম ফিলাপ কর।

ফরম তুমি ফিলাপ করো। আমার বিষয়ে তো তুমি সবচে' বেশি জানো।

বাবা বিছানায় বসে ব্যাগ থেকে কাগজপত্র বের করতে করতে বললেন, অসময়ে শুয়ে আছিস কেন? শরীর খারাপ?

না।

কুকুর নিয়ে ঘোরা শুরু করেছিস। এটাও তো ঠিক না। তোকে বলেছি না, বন্ধু পাতাবি না, শত্রু পাতাবি না। তোকে যা যা শিখিয়েছি তার কোনোটাই তো তুই পালন করছিস না। দুই লাখ টাকা ব্যাগে নিয়ে ঘুরছিস। Why? তুই থাকবি কপর্দকশূন্য অবস্থায়। সরি বল।

সরি।

তোকে তালাবন্ধ করে রেখেছে না--কি?

হুঁ।

বুদ্ধি খেলে বের হয়ে যা। তালা খোলা তো কোনো ব্যাপার না। না-কি আমি খুলে দিয়ে যাব?

দাও।

ঠিক আছে, যাবার সময় তালা খুলে দিয়ে যাব। এখন ফরম ফিলাপ কর। Identification mark কী বল।

পাছায় কালো জন্মদাগ আছে। এটা দেয়া কি ঠিক হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন ঠিক হবে না! সত্য যত কঠিনই হোক, সত্য সত্যই। তুই একটু সরে আমাকে জায়গা দে। শুয়ে শুয়ে ফরম ফিলাপ করি।

কিছু খাবে বাবা? টেবিলে সমুচা আছে।

সমুচা তো আমিষ খাবার। আমি আমিষ খাবার কেন খাব! আমি নিরামিষাশি না? তুই কি আমিষ খাওয়া ধরেছিস?

হুঁ।

হিমু, আমি আপসেট। ভেরি ভেরি আপসেট। কম্বলটা গায়ের উপর তুলে দে না। ঠাণ্ডা লাগছে তো।

আমি বাবার গায়ে কম্বল টেনে দিলাম।

কোলবালিশটা দে। অনেক দিন কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমাই না।

আমি কোলবালিশ এগিয়ে দিলাম। বাবা কাগজপত্র ফেলে কোলবালিশ নিয়ে ঘুমুতে গেলেন। তাঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মনে হয় অনেকদিন আরাম করে ঘুমান না। এখন কোলবালিশ জড়িয়ে সুখনিদ্রা।

ঘুম ভাঙল ঝমঝম বৃষ্টির শব্দে। পাকা দালানকোঠায় বৃষ্টির শব্দ শোনা যায় না। যখন শোনা যায় তখন ধরে নিতে হবে আকাশ ফুটো হয়ে গেছে।

ঘর অন্ধকার। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। সময় বোঝা যাচ্ছে না। এসেছি সকালে। এক ঘুমে রাত এনে ফেলব তা হয় না। প্লাস্টিকের চেয়ারে পায়জামা পাঞ্জাবি পরা একজন সুপুরুষ মধ্যবয়স্ক মানুষ। হাতে সিগারেট। ভুরু কুঁচকে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। হাতের সিগারেট উঠানামা করছে। ইনি ভয়ঙ্কর আয়না মজিদ ভাবতেই কেমন যেন লাগে। আমি উঠে বসতে বসতে বললাম, আয়না ভাই! কয়টা বাজে?

আয়না ভাই আমার সম্বোধনে মোটেই চমকালেন না। যেন ধরেই নিয়েছেন তাকে এই প্রশ্ন করা হবে। তিনি নির্বিকার গলায় বললেন, তিনটা বাজতে সাত মিনিট।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, লম্বা ঘুম দিয়ে দিয়েছি। অনেকদিন এ রকম আরামের ঘুম হয় না। আয়না ভাই, আপনার সামনের চেয়ারে যে ব্যাগ ঝুলছে সেই ব্যাগে দুই লাখ টাকা আছে। নিয়ে নিন। আমি চলে যাই। প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে। বাসায় যাব, খাওয়াদাওয়া করব।

খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

থ্যাংক য়্যু। আমার কুকুরটাকেও খাওয়াতে হবে। কুকুরটা আছে, না চলে গেছে?

আছে।

আয়না মজিদ হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আপনি ঘরের তালা কীভাবে খুললেন? তালা খুলে ঘরে শুয়ে থাকলেন কেন? চলে যান নি কেন? এই প্রশ্নগুলির জবাব চাই।

আমি খানিকটা হকচকিয়ে গেলাম। তালা সত্যি সত্যি খোলা হয়েছে এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। জগতে রহস্যময় ব্যাপার ঘটে। তবে স্বপ্নে বাবা এসে তালা খুলে ছেলেকে বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করে— এরকম রহস্যময় ঘটনা ঘটে না। স্বাভাবিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, টেনশনে লম্বু খোকন ঠিকমতো তালাই লাগায় নি।

আপনি আমার প্রতিটি প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেবেন। জবাব দিতে থাকুন।

আমি বললাম, জবাব দেব কেন? আমি কি রিমান্ডে?

হ্যাঁ রিমান্ডে।

আয়না ভাই শুনুন। আমি রিমান্ডে যাব রিমান্ডে আপনি। আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন।

আয়না মজিদের শরীর শক্ত হয়ে গেল। চোখে পলক পড়া বন্ধ। নিঃশ্বাসও মনে হয় বন্ধ। তিনি নিজেকে সামলানোর সময় নিচ্ছেন। তার ভেতরে ভয়ও মনে হয় কাজ করছে। তার মন বলছে প্রতিপক্ষ কঠিন। তাকে সাবধানে Handle করতে হবে। ভয়ঙ্কর মানুষ সবসময় ভয়ঙ্কর ভীতু হয়ে থাকে। তারা মানুষ ভয় পায় না, দৈবে ভয় পায়। ঘরের তালা খুলে যাওয়াটা আমার পক্ষে কাজ করছে। আয়না মজিদ সুপার ন্যাচারাল কিছু আশঙ্কা করছেন।

আপনার নাম হিমু?

আমার নাম একেকজনের কাছে একেক রকম। কেউ ডাকে হিমু। কেউ ডাকে হিমালয়। আবার কেউ কেউ আয়না মজিদও ডাকেন। এস বি ইন্সপেক্টর কবীর সাহেব আমাকে ডাকেন আয়না মজিদ।

আপনি সেই লোক যাকে পুলিশ আয়না মজিদ হিসাবে ধরেছে। এবং আপনি পুলিশ কাস্টডি থেকে পালিয়ে এসেছেন?

হুঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে, এটা কি আপনি জানেন?

জানতাম না। আপনাকে দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে।

অবাক হচ্ছেন না?

আমি বললাম, না। প্রকৃতি একই চেহারার মানুষ সবসময় সাতজন করে তৈরি করে।

কে বলেছে?

সবাই জানে। আপনি জানেন না, কারণ আপনি পড়াশুনা করার সময় পান নি। খুন-খারাবিতে সময় চলে গেছে।

পুলিশ কাস্টডি থেকে কীভাবে পালিয়েছেন?

জানতে চান কেন?

বিদ্যাটা শিখে রাখতে চাই।

শিখলেও কাজে লাগাতে পারবেন না।

আসুন ভাত খাই, তারপর কথা বলব।

ভাত খাওয়ার পর আমি কোনো কথাই বলব না। পান মুখে দিয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে চলে যাব। আমাকে আটকে রাখার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

আটকে রাখার চেষ্টা করলে কী হবে?

আমার কুকুর আপনাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। তাকে দেখে আপনি বিভ্রান্ত হয়েছেন। ভেবেছেন নেড়ি কুকুর।

নেড়ি কুকুর না?

পাগল হয়েছেন? আয়না মজিদ নেড়ি কুকুর নিয়ে ঘোরে না। খাবার দিতে বলুন।

তোষকের উপর খবরের কাগজ বিছিয়ে আমাকে খেতে দেয়া হয়েছে। রাজসিক খাবার না, তামসিক খাবারও না; প্রায় সাত্বিক খাবার।

আলু ভাজি
বেগুন ভাজি
মাঝারি সাইজের চিংড়ি ভাজি
মুরগির পাতলা ঝোল
পোলাওয়ের চালের ভাত।

AMARBOI.COM

খেতে বসেছি আমি একা। আয়না মজিদ একা খান। তিনি আমার সামনে উপস্থিত আছেন। এখনো আগের মতোই প্লাস্টিক চেয়ারে বসা। হাতে সিগারেট।

তৃপ্তি করে খাচ্ছি। প্রতিটি আইটেম অসাধারণ। যে বাবুর্চি এই রান্না রেঁধেছে তাকে 'রন্ধন শ্রেষ্ঠ' পদক অনায়াসে দেয়া যায়। আমি আন্তরিকভাবেই বললাম, মজিদ ভাই, খেয়ে খুবই আরাম পেয়েছি। যে বাবুর্চি রেঁধেছে সে বাবুর্চি না। মহান শিল্পী— পিকাসো গোত্রের শিল্পী।

আয়না মজিদের মুখের কাঠিন্য অনেকখানি কমে গেল। আমি বললাম, আমার যদি ফাঁসির হুকুম হয় তাহলে শেষ খাবার হিসেবে আজ যা যা খেয়েছি তা-ই খেতে চাইব। বাবুর্চির নামটা জানতে পারি?

আমি রেঁধেছি।

আপনি?

লঞ্চের রেস্টুরেন্টে কাজ করার সময় রান্না শিখেছি। এখন বেশির ভাগ সময়ই আমাকে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে হয়। সময় কাটাবার জন্যে প্রায়ই রান্না করি।

লাস্ট সাপার হিসেবে আপনি কী খেতে চাইবেন? মনে করুন আপনি জানেন আগামীকাল ভোরে আপনার মৃত্যু। রাতের খাবার আপনার জীবনের শেষ খাবার। আপনি কী খেতে চাইবেন?

আয়না মজিদের চোখমুখ আবার কঠিন হয়ে গেল। চোখ তীক্ষ্ণ। বুঝতে পারছি এই প্রশ্নের জবাব পাব না।

আয়না ভাই! অনুমতি দিন, উঠি?

আয়না মজিদ কিছু বললেন না। বাইরে বৃষ্টি এখনো পড়ছে। লক্ষণ ভালো না। ঝড় হতে পারে। আবহাওয়া অফিস কোনো নম্বর ঝুলিয়ে দিয়েছে কি-না কে জানে! হয়তো বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসছে কোনো সর্বনাশা।

টাইগার তার জায়গাতেই আছে। তার সামনের টিনের থালা দেখে অনুমান করতে পারি তাকে খাওয়া দেয়া হয়েছে। সে আমাকে দেখে কাটা লেজ নাড়িয়ে নিচুস্বরে কিছুক্ষণ ঘেউঘেউ করল। যার অর্থ সম্ভবত— 'স্যার! কোথায় ছিলেন? টেনশান হচ্ছিল তো। আমরা কি এখন চলে যাব? সঙ্গে ছাতা দেখছি না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যাবেন? আমার অসুবিধা নেই। আপনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। ঠাণ্ডা বাধিয়ে বসেন কি-না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এগুচ্ছি। আমার পেছনে পেছনে টাইগার। টাইগারের পেছনে ছাতা মাথায় লম্বু খোকন। আমি কী করি, কোথায় যাই, এই বিষয়ে হয়তো তাকে রিপোর্ট করতে হবে। লম্বু খোকন আমাকে এখন সমীহ করছে। আগে তুমি তুমি করে বলছিল। এখন আপনি। আপনি, তুমি, তুই থাকায় আমাদের অনেক সুবিধা। সামাজিক অবস্থান এক সম্বোধনেই স্পষ্ট।

জাপানি ভাষায় আপনি, তুমি, তুই ছাড়াও আরো এক ধরনের সম্বোধন আছে—'অতি আপনি'। যারা বিশেষ সম্মানের তাদের জন্যে এই সম্বোধন।

লম্বু খোকন এগিয়ে এসে আমার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। বিনয়ী স্বরে বলল, হিমু ভাই! একটা কথা বলব?

আমি বললাম, বলো শুনি।

সে আপনি শুরু করেছে, আমি নেমে গেছি তুমিতে।

আপনার ঘরের তালা আমি বন্ধ করেছিলাম। তালাবন্ধের কাজ তো আজ প্রথম করি নাই। অনেকবার করেছি। তালা দেওয়ার পর আমি কয়েকবার টেনে দেখি সব ঠিক আছে কি-না। সবই ঠিক ছিল। সেই তালা আপনি কীভাবে খুললেন?

মন্ত্র পড়ে খুলেছি।

মন্ত্রটা কী?

মন্ত্রটা হচ্ছে রবি ঠাকুরের গান। আবেগের সঙ্গে গাইতে হবে—'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে।'

লম্বু খোকন হতাশ গলায় বলল, ও!

আমি বললাম তুমি আমার পেছনে পেছনে কেন আসছ? আমাকে follow করা তোমার ঠিক হবে না। আমি কিছু কাণ্ডকারখানা করব যা দেখে তুমি ভড়কে যাবে। রাতে ঘুম হবে না। শরীর খারাপ করবে।

আপনি কী করবেন?

প্রশ্নের জবাব দিলাম না। কারণ আমি কী করব নিজেই জানি না। ভেবেচিন্তে উদ্ভট কিছু বের করতে হবে। এমন কিছু করতে হবে যা লম্বু খোকনের মাথার ভেতর ঢুকে যায়। কিছু কিছু মানুষের মাথায় গানের লাইন ঢুকে যায়। দিনের পর দিন মাথার ভেতর সেই গান বাজতে থাকে। লম্বু খোকনের মাথায় আমি অদ্ভুত কোনো দৃশ্য ঢুকিয়ে দিতে চাচ্ছি।

AMARBOI.COM

ঝমঝম বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রমনা পার্কে ঢুকে পড়লাম। পার্ক জনশূন্য। বেঞ্চে পলিথিনের ওভারকোট ধরনের পোশাক পরা এক ঝালমুড়িওয়ালা বিরস মুখে বসে আছে। বৃষ্টির দিন ঝালমুড়ি উপাদেয় খাদ্য, কিন্তু কোনো খাদক দেখছি না।

অদ্ভুত দৃশ্যের আইডিয়া মাথায় এসে গেছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে উত্তপ্ত এবং উত্তেজিত মস্তিষ্কে এই দৃশ্য সহজেই ঢুকে যাবে। লম্বু খোকনের মস্তিষ্ক তালাবিষয়ক জটিলতায় যথেষ্ট উত্তেজিত। সেই উত্তেজনা আরো কিছুটা বাড়িয়ে কাজে নামতে হবে।

খোকন।

জি।

তোমার বাবা জীবিত না মৃত?

উনি মারা গেছেন। হার্ট অ্যাটাক।

কখন মারা যান?

সন্ধ্যার আগে আগে।

ঠিক এই সময়, তাই না?

জি।

সেদিনও বৃষ্টি বাদলা ছিল?

জি ছিল।

AMARBOI.COM

সেদিন দুপুরে তোমার বাবা তার জীবনের শেষ খাওয়াটি খান। ঠিক না?

জি।

কী খেয়েছিলেন তুমি নিশ্চয়ই জানো। মৃত্যুর পর শেষ খাওয়া নিয়ে অনেকবার আলোচনা হয়। জানা থাকার কথা।

কচুর লতি দিয়ে চিংড়ি মাছ।

খলসে মাছের টক সালুন।

পাটশাক ভাজি আর মাষের ডাল।

উনি যদি জানতেন এটাই হবে তার দীর্ঘজীবনের শেষ খাওয়া তাহলে তিনি কী খেতে চাইতেন?

সেটা তো জানি না।

তুমি তোমার জীবনের শেষ খাওয়া কী খেতে চাও? চিন্তা করে বের কর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোকন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। তার মস্তিষ্ক চিন্তা করতে শুরু করেছে। মস্তিষ্ককে একই সঙ্গে দু'ধরনের আবেগ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। সুখাদ্যের সুখকর চিন্তার আবেগ এবং মৃত্যুর গভীর বেদনার আবেগ। মস্তিষ্ক দুই বিপরীত আবেগে উত্তেজিত হতে শুরু করেছে। এখন আমার জন্যে উপযুক্ত সময় কাজে নেমে যাওয়া। আমি কাজে নেমে গেলাম। মাঝারি আকৃতির একটা বকুল গাছকে ঘিরে চক্রাকারে হাঁটতে শুরু করলাম। টাইগার আমার পেছনে পেছনে হাঁটছে। কাজটায় সে আনন্দও পাচ্ছে।

সবকিছুই চক্রাকারে ঘোরে। পৃথিবী ঘোরে সূর্যের চারদিকে। ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ঘোরে। আমি ঘুরছি বকুল গাছের চারদিকে। বৃষ্টি ঝরেই যাচ্ছে।

বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান।

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে লম্বু খোকন। তার ঠোঁট কাঁপছে। মনে হয় বিড়বিড় করে কিছু বলছে। ঝালমুড়িওয়ালা মনে হয় ভয় পেয়েছে। সে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছে। যাবার পথে একবার সে তাকাল, তার চোখে স্পষ্ট ভয়ের ছায়া।

লম্বু খোকন হাত ইশারা করে আমাকে ডাকছে। আমি এগিয়ে গেলাম। লম্বু খোকন বিড় বিড় করে বলল, হিমু ভাই, ঘটনাটা কী?

আমি বললাম, কোন্ ঘটনা জানতে চাচ্ছেন?

আপনার বিষয়ে জানতে চাই। আপনি কে?

আমি বললাম, বিরাট ফিলসফির প্রশ্ন করে ফেলেছেন—আমি কে? হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ চেষ্টা করেছে 'আমি কে?' প্রশ্নের উত্তর বের করতে। পারে নি। একজন কেউ উত্তর বের করে ফেললেই সবার বেলায় সেটা খাটবে। আপনিও উত্তরের চেষ্টা করতে পারেন। বকুল গাছের চারপাশে চক্কর দেবেন এবং বলবেন, আমি কে? আমি কে? একদিনে হবে না। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। রবার্ট ব্রুস টাইপ চেষ্টা। রবার্ট ব্রুস কে জানেন?

জি না।

নিজেকে জানলেই উনাকে জানবেন। লম্বু ভাই বিদায়। আবার কোনো একদিন বকুলতলায় দেখা হবে।

আমি লম্বু খোকনকে হতভম্ব অবস্থায় রেখে চলে এলাম।

AMARBOI.COM

টাইগার এখন বাদলের হেফাজতে। বাদল মহাউৎসাহে তার গায়ে লাক্স সাবান ঘষছে (লাক্স সুপার স্টাররা মন খারাপ করবেন না)। টাইগারের দাঁত ব্রাস করার জন্যে ব্রাস কেনা হয়েছে। স্মোকার'স পেস্ট কেনা হয়েছে। টাইগার সব যন্ত্রণা সহ্য করছে। কিছু যন্ত্রণা মনে হয় উপভোগও করছে, বিশেষ করে দাঁত মাজা পর্ব। পেস্টটা পছন্দ করে খাচ্ছেও।

বাদল লাইব্রেরি থেকে কুকুর বিষয়ে দু'টা বই এনেছে। একটার নাম Dogs Life. এই বইয়ে একটা কুকুরের বড় হওয়া বিতং করে লেখা। অন্য বইটার নাম Training a Dog। বাদলের মতে দ্বিতীয় বইটা অসাধারণ। কুকুরকে ট্রেনিং দেয়ার জন্যে বিভিন্ন সাইজের বল এবং সাইকেলের চাকা আনা হয়েছে। সাইকেলের চাকা কোন কাজে লাগবে এখনো বোঝা যাচ্ছে না।

একজন কাঠমিস্ত্রিকে খবর দিয়ে আনা হয়েছে। প্লাইউড কেনা হয়েছে। কাঠমিস্ত্রি কুকুরের ঘর বানাচ্ছে। সেই ঘরের ডিজাইনও বাদলের। ডিজাইনে বিশেষত্ব আছে। ছাদের একটা অংশ কাচের। যাতে ঘরে আলোর সমস্যা না হয়।

আমি সময় কাটাচ্ছি বই পড়ে। বাদলের আনা ভূতের DVD দেখে শেষ করে ফেলেছি। বই পড়া ছাড়া গতি নেই। এখন যে বইটি পড়ছি তার নাম Impossibility. লেখকের নাম জন ডি. বোরো। কঠিন বই। বইয়ের বিষয়বস্তু হলো জগতের অনেক রহস্যই আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব না। যত চেষ্টাই করা হোক না, বেশির ভাগ তথ্যই আমরা জানব না। যারা বিশ্বাস করেন বিজ্ঞান সব রহস্য ভেদ করে ফেলবে এই বই তাদের জন্যে বিরাট দুঃসংবাদ।

এক সপ্তাহের উপর হলো, খালু সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে না। তিনি বিচিত্র কারণে আমাকে এড়িয়ে চলছেন। ছাদের আসরেও আমার ডাক পড়ছে না। খালাও চাচ্ছেন আমি যেন বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাই। যদিও মুখের উপর বলছেন না। ইশারা ইঙ্গিতে বলছেন। স্বল্পবুদ্ধির কারণে তাঁর ইশারা ইঙ্গিত স্থূল ধরনের। উদাহরণ—

হিমু, তুই তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শরীর নষ্ট করে ফেলেছিস। হেঁটে বেড়ানো যার অভ্যাস তার কি আর শুয়ে সময় কাটালে চলে? আমি তোর কষ্টটা বুঝতে পারছি। এই বাড়িতে থেকে তুই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছিস না। এক কাজ কর, আগে যেখানে ছিলি সেখানে চলে যা। নিজের মনে থাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালা, এখানে ভালোই আছি। তবে তোমাদের অসুবিধা হলে ভিন্ন কথা। বাড়তি একজনকে তিনবেলা খাওয়ানো—

কী কথা বললি হিমু! ছিঃ। তুই মন মরা হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকিস, হাঁটাহাঁটি করতে পারিস না, এইজন্যে বলছি।

এখন থেকে তোমাদের বাড়ির ছাদে হাঁটাহাঁটি করব। হাসিখুশি থাকব।

খালা মুখ কালো করে বললেন, তাহলে তো ঠিকই আছে।

খালু সাহেব স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনো ইশারা ইঙ্গিতে গেলেন না। সরাসরি বললেন, বিদেয় হও। আমাকে তার ব্যক্তিগত বারে (ছাদ, পাটি বিছানো, দু'টা বালিশ।) ডেকে নিয়ে গেলেন।

গম্ভীর গলায় বললেন, হিমু, আমার এখানে কতদিন আছ?

দু'মাস হতে চলল।

দু'মাসের বেশি হয়েছে। এই দু'মাসে বাদলের অবস্থা দেখেছ? পড়াশোনা নেই, ছবি দেখা আর রাত জাগা। এখন আবার কুকুর নিয়ে মেতেছে। এই কুকুরও তো তুমি এনেছ?

জি।

বিশেষ কোনো জাতের কুকুর?

জি-না। নেড়ি কুকুর। ডাস্টবিনে ডাস্টবিনে জীবন কাটাচ্ছিল, ডেকে নিয়ে চলে এসেছি।

জানতে পারি কেন?

বেচারাকে একটা বেটার লাইফ দেবার ইচ্ছা থেকে কাজটা করেছি। কুকুর হচ্ছে মানুষের বেস্ট ফ্রেন্ড। তার এ-কী কুৎসিত জীবন! ডাস্টবিনে ডাস্টবিনে খাদ্যের অনুসন্ধান।

খালু সাহেব গ্লাসে পর পর কয়েকটা চুমুক দিয়ে বললেন, কুকুর এনেছ, কয়েকদিন পর বিড়াল আনবে, বাঁদর আনবে। বাসাটা হবে মিনি চিড়িয়াখানা। বাদল চিড়িয়াখানার মহাপরিচালক। আমি তো এটা এলাউ করব না। এখন আমি তোমাকে একটা কঠিন বাক্য বলব। কঠিন বাক্য কঠিনভাবেই বলা উচিত।

কঠিন বাক্যটা কী?

কাল সকালে তুমি চলে যাও। তুমি আমার একটা কাজ করে দিয়েছ, তার জন্যে থ্যাংকস। কাজটা এমন জটিল কিছু না। আমার অফিসের পিওনকে দিয়েও করাতে পারতাম।

AMARBOI.COM

আমাকে চলে যেতে বলছেন?

হ্যাঁ। Tomorrow morning. নাশতা খেয়ে চলে যাবে। তোমার খালার কাছে আমি একশ টাকা দিয়ে রাখব, রিকশা ভাড়া।

আমি বললাম, আয়না মজিদের সঙ্গে আবার যদি যোগাযোগের দরকার পড়ে তখন কী করবেন? আমি একেক সময় একেক জায়গায় থাকি। প্রয়োজনের সময় আমাকে তো খুঁজে পাবেন না।

প্রয়োজন হবে না। আয়না মজিদের সঙ্গে দু'লাখ টাকায় সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে। সে আমাকে ঘাঁটাবে না।

কিন্তু খালু সাহেব, আয়না মজিদ বুঝে গেছে আপনি ভীতু প্রকৃতির। এবং আপনার কাছে টাকা আছে। আবার সে আপনার কাছে টাকা চাইবে। এবং চাইতেই থাকবে। আপনাকে মোটামুটি ছিবড়া করে ছাড়বে।

হিমু! তুমি আমাকে ভয় দেখিয়ে এ বাড়িতে পার্মানেন্ট থাকার ব্যবস্থা করার চেষ্টা চালাচ্ছ। আমার বুদ্ধিকে আন্ডার এস্টিমেট করা তোমার ঠিক হয় নি। তোমাকে আগামীকাল ভোরে যেতে বলেছিলাম, আমি ডিসিশান চেঞ্জ করলাম।

থেকে যাব?

না! তুমি এখনই যাবে।

খালু সাহেব মানিব্যাগ খুলে একশ টাকার একটা নোট বের করলেন। থমথমে গলায় বললেন, এই নাও রিকশা ভাড়া।

আমি বললাম, বাদল কাঁটাবনে গেছে টাইগারের গলার বেল্ট কিনতে। সে ফিরুক। বাদলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাই।

তোমার কথার প্যাঁচে আমি পড়ব না। তুমি এখনই যাবে।

অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস। শুয়ে বসে ঘুমিয়ে শরীর তবদা মেরে গেছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। রিকশা বা সিএনজি নিতে ইচ্ছা করছে। হাত উঁচিয়ে রিকশা ডাকলাম। রিকশাওয়ালা কাছে এলো না। দূরে থেকেই উদাস গলায় বললেন, যাইবেন কই আগে বলেন।

কোথায় যাব এখনো ঠিক করা হয় নি। রিকশায় উঠে ঠিক করব।

যামু না।

তুমি বরং ঠিক কর কোথায় যাবে। সেখানে আমাকে নামিয়ে দিয়ে আস। তুমি যেখানেই নামাবে সেখানেই যাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললাম তো যামু না।

একশ' টাকা ভাড়া পাবে। যেখানেই নিয়ে যাও একশ' টাকা।

রিকশাওয়ালা বিরক্ত মুখে চলে যাচ্ছে। সে আমার উপর ভরসা করতে পারছে না। সে ভাবছে আমি ঝামেলার মানুষ। সবাই ঝামেলার মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়।

হেঁটে হেঁটে বিজয় সরণি পর্যন্ত চলে এসেছি। ট্রাফিক সিগন্যালের লালবাতি জ্বলেছে। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িকে ঘিরে নানান বাণিজ্যের চেষ্টা হচ্ছে। নতুন আইটেম পপকর্ন। প্যাকেট ভর্তি পপকর্ন, দাম দশ টাকা। অনেকেই পপকর্ন নিয়ে ছোটাছুটি করছে। কেউ কিনছে না। ফুলের বাজারও মন্দা। রাত বাজে দশটা। এই সময় কেউ ফুল কিনে না। হ্যারি পটারের বই হাতে কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে। তারা মুখে বলছে— পটার! পটার! শুনতে ভালো লাগছে।

মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোককে দেখলাম পারিবারিকভাবে ফুল বিক্রির চেষ্টা করছেন। তাঁর চেহারা এবং গায়ের কাপড় স্কুল টিচার টাইপ। চোখে চশমা। তার হাতে গোলাপ ফুলের একটা তোড়া। তিনি প্রতিটি গাড়ির জানালার কাছে যাচ্ছেন। বিড়বিড় করে কী সব বলছেন। ভদ্রলোকের পেছনে তার স্ত্রী এবং ছয়-সাত বছরের একটা মেয়ে। তারা মনে হচ্ছে লজ্জায় মরে যাচ্ছে। পরিবারিকভাবে ফুল বিক্রির চেষ্টা এই প্রথম দেখলাম। তারা মনে হয় সঙ্গে করে সংসারও নিয়ে এসেছেন। স্ত্রীর কাঁধে ব্যাগ। হাতে চামড়ার স্যুটকেস। মেয়ের হাতে ব্যাগ। ভদ্রলোকের এক কাঁধে ব্যাগ। এক হাতে বিশাল পুঁটলি। ভেতর থেকে বালিশ উঁকি দিচ্ছে।

সবুজ লাইট জ্বলছে। গাড়ি হুঁস হুঁস করে চলে যাচ্ছে। গোলাপের তোড়া বিক্রেতা ভদ্রলোক স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম।

গোলাপ ফুলের এই তোড়াটার দাম কত?

ভদ্রলোক আচমকা আমার কথা শুনে হকচকিয়ে গেলেন। চিন্তিত ভঙ্গিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

দাম কত জানেন না?

ভদ্রলোক বিড়বিড় করে বললেন, যা মনে চায় দিবেন।

একশ' টাকা দিলে চলবে?

জি জনাব। অনেক শুকরিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আমি একশ' টাকার নোটটা বের করে এগিয়ে দিলাম। গোলাপের তোড়া হাতে নিতে নিতে বললাম, ঢাকা শহরে কবে এসেছেন?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না।

থাকেন কোথায়?

এই প্রশ্নের জবাবও পাওয়া গেল না। ভদ্রলোক এবং তার স্ত্রী দু'জনেই মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বাচ্চা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, নাম কী?

পারুল।

তোমার বাবার নাম কী?

ফজলুর রহমান।

আমি ফজলুর রহমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম, ফজলুর রহমান সাহেব, কাগজ কলম থাকলে একটা ঠিকানা লিখুন। ঢাকা শহরে যদি থাকা খাওয়া বিষয়ে বিরাট কোনো সমস্যায় পড়েন তাহলে এই ঠিকানায় চলে যাবেন। এটা একটা ভাতের হোটেলের ঠিকানা। মালিকের নাম মোল্লা। সবাই ডাকে 'মোল্লা মামু'। তাকে বলবেন, হিমু পাঠিয়েছে। হিমু নাম মনে থাকবে?

থাকবে জনাব।

ভদ্রলোক পকেট থেকে বলপয়েন্ট কলম এবং নোট বই বের করলেন। ঠিকানা লিখছেন। তার চোখে পানি এসে গেছে। চোখের পানি চশমার ফ্রেমের নিচ দিয়ে গাল পর্যন্ত চলে এসেছে। ভদ্রলোক পাঞ্জাবির হাতায় চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, এখন গেলে কি মোল্লা ভাইকে পাওয়া যাবে?

অবশ্যই যাবে। তার হোটেল রাত একটা পর্যন্ত খোলা থাকে। তাকে কী বলবেন মনে আছে তো?

জি জনাব, মনে আছে।

আমি ফুলের তোড়া নিয়ে চলে আসছি। তিনজন বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তাদের চোখে বিস্ময় এবং ভয়। বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারছি। ভয়ের কারণ স্পষ্ট না। একশ' টাকার নোটটা বাচ্চা মেয়েটার হাতে।

হাবীব এন্ড সন্স মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দরজা বন্ধ হচ্ছে। হাবীব ভাই ক্যাশ মিলাচ্ছেন। একজন মিষ্টি ডিপফ্রিজে তুলছে। এক কর্মচারী মেঝে ঝাঁট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিচ্ছে। এই অবস্থায় ফুলের তোড়া হাতে আমার প্রবেশ। হাবীব ভাই টাকা গোনা বন্ধ রেখে তাকিয়ে আছেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটল। তিনি আবার টাকা গোনায় মন দিলেন। দোকানের একজন কর্মচারী (নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট, চেহারা অপরিচিত) আমার সামনে পিরিচ ধরে বলল, মিষ্টি খান স্যার।

পিরিচে একটা লালমোহন, একটা লাড্ডু এবং নিমকি।

আমি বললাম, মিষ্টি কিসের রে?

স্যারের সন্তান হবে। আজ ডাক্তার বলেছে। এই কারণে মিষ্টি। যে কাস্টমারই আসছে তারেই মিষ্টি দিচ্ছি।

হাবীব ভাই বিরক্ত গলায় বললেন, উনাকে হিস্টরি বলার দরকার নাই। উনি জাইনা শুইনা ফুল নিয়ে আসছে। গাধা! কিছু বুঝস না।

মিষ্টি খেয়ে আমি হাবীব ভাইয়ের সঙ্গে রওনা দিলাম। রাতে তার বাসায় থাকব, খাওয়াদাওয়া করব। রাস্তায় নেমেই হাবীব ভাই বললেন, আপনি যে আসবেন জানতাম। এইজন্যে দোকান বন্ধ করতে দেরি করছি। অন্যদিন দোকান বন্ধ করি দশটায়, আইজ বাজে বারোটা। আপনার ভাবিকে বলে এসেছি আপনার পছন্দের রান্না যেন করে।

আমার পছন্দের রান্না কী?

আমি জানি না। আপনার ভাবি জানে। খাইতে বইসা পছন্দের জিনিস না পাইলে দোকানে আগুন ধরায়ে দিব।

ভাবি কেমন খুশি?

নিজের চোখে না দেখলে বুঝবেন না কেমন খুশি। ডাক্তারের রিপোর্ট নিয়া যে কান্দন শুরু করেছে গিয়া দেখবেন এখনো মনে হয় সেই কান্দন চলছে। মেয়েছেলে কাঁদতেও পারে।

আপনি কেমন খুশি?

হিমু ভাই, এইটা একটা প্রশ্ন করলেন! আমি আকাশ-পাতাল খুশি।

আপনার চোখে পানি কই?

কথায় কথায় কানলে পুরুষ মানুষের চলে? এদিকে আবার হইছে ঝামেলা। আপনার ভাবির সঙ্গে ঝগড়া।

কী নিয়ে ঝগড়া?

নাম নিয়া। সে ঠিক করেছে তার দুই ছেলের নাম রাখবে আলাল-দুলাল। আমার মত নাই।

AMARBOI.COM

দুই ছেলে না-কি?

আপনে জানেন না? আমারে কেন জিগান? ফুঁ যখন দিছেন তখনই তো জানেন। আপনের কাজ কারবার আর কেউ না জানুক, আমি জানি, আপনের ভাবি জানে। কেউ কি আপনারে খবর দিছে যে আইজ ডাক্তারের রিপোর্ট আসছে?

না, খবর দেয় নি।

আইজ ফুল নিয়া আপনি চইলা আসলেন কী মনে কইরা। জিনিসটার মধ্যে রহস্য আছে না?

সামান্য রহস্য অবশ্য আছে।

এই তো পথে আসছেন। এখন বলেন আলাল-দুলাল নাম কি চলে? নাম শুনলেই মনে হয় ফকিরের পুলাপান। আজ আপনার মোকাবিলায় নাম নিয়া ফয়সালা হবে। আপনের ভাবির ধারণা সে যেটা বলবে সেটাই ঠিক হবে। ইহা ভুল। সংসারের প্রধান আমি। আপনের ভাবি না।

হাবীব ভাইয়ের বাড়িতে পৌঁছলাম। ভাবির হাতে ফুলের তোড়া দিলাম। বিনীত গলায় বললাম, আজকের এই শুভ দিনে আপনার জন্যে লাল পেড়ে গরদের শাড়ি আনা উচিত ছিল। ভাবি, আপনি তো জানেন আমি গরিব মানুষ।

আমার কথায় হাবীব ভাই মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, হিমু ভাই যে একেকটা কথা বলে, রাগে শরীর জ্বইলা যায়। বউ, কাগজ কলম দেও দেখি, হিমু ভাইরে আমি দোকান লেইখা দিব। এখন আমার দুই ছেলে আছে। ছেলে নিয়া ভিক্ষা করব। দুই ছেলে নিয়া ভিক্ষা করার মধ্যেও আনন্দ।

ভাবি শাড়ির আঁচলে চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, আলালের বাপ! হাত-মুখ ধুইয়া খাইতে আসেন।

হাবীব ভাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কী নামে ডেকেছে শুনছেন? মেয়েছেলের ফিচকা বুদ্ধি! কী যে করি। একেকবার বনেজঙ্গলে চইলা যাইতে মনে চায়। দুই ছেলে নিয়া যখন নিরুদ্দেশ হব তখন টের পাইবা।

রাতে খাওয়া শেষ করে ঘুমুতে গেছি। ভাবি যত্নের চূড়ান্ত করেছেন। নিজের হাতে মশারি গুঁজে দিয়েছেন। টেবিলে পানির জগ, গ্লাস। ফ্লাস্কভর্তি চা। রাতে যদি ক্ষিধে লাগে তার জন্যে টিফিন কেরিয়ারের বাটিতে পাটিসাপটা পিঠা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মশারির ভেতর শুয়ে আছি। হাতে বই— Impossibility. টেবিল ল্যাম্পের আলোয় রহস্যময় বিজ্ঞানের বই পড়তে আরাম লাগছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হাবীব ভাইয়ের বাড়ির ছাদ টিনের। বৃষ্টির শব্দ শুনতে ভালো লাগছে।

বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান।

বৃষ্টির কারণে বইয়ে মন বসছে না। আবার বই থেকে চোখ সরাতেও পারছি না—

অতি ক্ষুদ্র বস্তু অদ্ভুত আচরণ করে। ক্ষুদ্র বস্তুর অবস্থান এবং গতি একই সঙ্গে কখনোই জানা যায় না। একটা অনিশ্চয়তা থাকবেই। এই অনিশ্চয়তা প্রথম বের করেন Heisenberg. তাঁর নাম অনুসারে এই সূত্রের নাম Heisenberg Uncertinily Principle. অনেক থিওসফিস্ট মনে করেন ঈশ্বরের অবস্থান এই অনিশ্চয়তায়।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল কচকচ শব্দে। চেয়ারে বসে টিফিন কেরিয়ার খুলে অপরিচিত এক বাঙালী চেহারার বিদেশী কপ কপ করে পাটিসাপটা খাচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, আমি এইগুলা কী খাচ্ছি?

পাটিসাপটা পিঠা খাচ্ছেন। আপনি কে জানতে পারি?

আমার নাম হাইজেনবার্গ।

বলেন কী স্যার! আপনি তো বিখ্যাত লোক।

আইনস্টাইনের মতো বিখ্যাত না। অথচ আইনস্টাইনকে আমি হিসাবের মধ্যেই ধরি না। মূল বিষয়গুলি আমরা সাজিয়ে দেই— সে এইটা ব্যবহার করে। বিরাট গাধা!

গাধা না-কি?

অবশ্যই। তার গাধামির নমুনা শোন— হঠাৎ একদিন বলল, ঈশ্বর পাশা খেলেন না। ভাবটা এরকম যেন ঈশ্বর তার ইয়ার বন্ধু। তাকে কানে কানে বলে গেছেন— আমি পাশা খেলি না।

উনি কি খেলেন?

অবশ্যই। ঈশ্বর স্বয়ং নিয়মের বাইরে যেতে পারবেন না।

স্যার, আপনি তো পিঠা সবগুলো খেয়ে ফেলছেন। ক্ষিধা লাগলে আমি কী খাব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

সরি। ফ্লাস্কে কি চা? এক কাপ চা দাও তো খাই।

আপনি নিজে ঢেলে নিয়ে খান। আরাম করে শুয়ে আছি, উঠতে পারব না।

হাইজেনবার্গ সাহেব চা নিলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি বললাম, কিছু চিন্তা করছেন স্যার?

হুঁ।

কী নিয়ে চিন্তা করছেন?

ল্যাপটপ নিয়ে নিয়ে চিন্তা করছি। আমার সময় এই বিষয়টা কেউ জানত না।

আপনারা সাইনটিস্টরা কি মৃত্যুর পরেও গবেষণা করে যাচ্ছেন?

এছাড়া কী করব! তবে আইনস্টাইন মাঝে মধ্যে বেহালা টেহালা বাজায়। ভাব করে যেন বিরাট বেহালা বাদক—ইয়াহুদি ম্যানহুইল। অনেকে আবার বিরাট সমঝদারের মতো তাঁর বেহালা শুনতে যায়। বেতালায় মাথা নাড়ে। যেমন মাক্স প্লাংক। বিরাট গাধা। প্রথম শ্রেণীর গাধা।

তাই না-কি?

অবশ্যই। বিজ্ঞানীরা যখন গাধা হয় প্রথম শ্রেণীর গাধা হয়। আইনস্টাইন যখন অনিশ্চয়তা সূত্রে আমার বিপক্ষে চলে গেল তখন ম্যাক্স প্লাংকও চলে গেল। ভাবল বড়র সাথে থাকি। গাধামি করেছে কি-না তুমি বলো।

অবশ্যই গাধামি করেছে।

আমি তো তার সঙ্গে কথাই বলি না। তার সঙ্গে কথা বলা মানে সময় নষ্ট।

পরকালে সময় বলে তো কিছু নেই। কাজেই সময় নষ্ট হওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

কথাটা মন্দ বলো নি। তুমি উঠে বসো—সময় কী এই নিয়ে আলোচনা করি।

স্যার, ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। আপনি আজ চলে যান, অন্য একদিন আসুন। গল্প করব।

এখন তো যেতে পারব না। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি থামলে চলে যাব।

বাতিটা নিবিয়ে দিন না স্যার। আপনার হাতের কাছে সুইচ।

ঘরের বাতি নিভে গেল। আমি চাদরে মাথা ঢেকে ঘুমুতে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাবীব ভাইয়ের বাড়িতে প্রথম প্রভাত। মশারির ভেতর থেকে এখনো বের হই নি। ঝিম ধরে বসে আছি। আয়েশি ঝিম, কাটতে সময় লাগবে। মশারির ভেতরেই আমাকে এক পিস বাখরখানি দিয়ে চা দেয়া হয়েছে। চারটা খবরের কাগজ দেয়া হয়েছে। এ বাড়িতে খবরের কাগজ রাখা হয় না। আমার জন্যে হাবীব ভাই কিনে এনেছেন। আমাকে জানিয়েছেন উন্নতমানের নাশতার ব্যবস্থা হচ্ছে। একটু সময় লাগবে। উন্নত মানের নাশতার বিবরণও শুনিয়েছেন—

পরোটা
নান রুটি
খাসির চাপ
পায়া

পরোটা ঘরে বানানো হচ্ছে। বাকি আইটেম পুরনো ঢাকার পালোয়ানের দোকান থেকে আসছে। এদের খাসির চাপ এবং পায়া না-কি বিশ্বসেরা।

চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছি। হাতে যে কাগজটা আছে তারা মনে হয় বিশেষ ধর্ষণ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ধর্ষণ সংবাদ (সচিত্র), কলেজছাত্রী শিপ্রার গণধর্ষণবিষয়ক স্টোরি। শিপ্রার বক্তব্য। একজন ইউপি চেয়ারম্যানের বক্তব্য, ওসি সাহেবের বক্তব্য। শেষের পাতায় ধর্ষণ সংবাদ (সচিত্র)। ভেতরের পাতায় মফস্বল ধর্ষণ সংবাদ।

অন্য আরেকটি খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ধাক্কার মতো খেলাম। প্রথম পাতায় বাদলদের বাড়ির ছবি। খবরের শিরোনাম—'কুকুরের হাতে বন্দি'।

খবর পড়ে জানা গেল 'টাইগার' নামে একটি হিংস্র এবং প্রায় বন্য কুকুরের হাতে গৃহের সবাই বন্দি। গৃহের সকল সদস্য সারারাত ছাদে কাটিয়েছে। কুকুরটাই না-কি সবাইকে তাড়া করে ছাদে তুলেছে এবং নিজে ছাদের সিঁড়িতে ঘাঁটি গেড়েছে। ছাদ থেকে কাউকে নামতে দিচ্ছে না। কাউকে ছাদে উঠতেও দিচ্ছে না। ছাদে যারা বন্দি তাদের উদ্ধারের জন্য দমকল বাহিনীকে খবর দেয়া হয়েছিল। দমকল বাহিনীর লোকজন পানির পাইপ হাতে ছাদে উঠতে গেলে কুকুরের তাড়া খেয়ে দ্রুত নামার সময় দু'জন পা পিছলে গুরুতর আহত হয়। এই দু'জন পঙ্গু হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

কুকরের ছবি তোলার জন্যে একটি বেসরকারি টিভির ক্যামেরাম্যান কুকুরের কামড় খেয়েছেন এবং তার মূল্যবান ক্যামেরা হারিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজি বিভাগের একজন শিক্ষক ড. ফজলে আবেদ কুকুরের ছবি এবং তার কর্মকাণ্ডের বিবরণ শুনে মন্তব্য করেছেন যে, এটি কোনো সাধারণ কুকুর না। বিশেষ প্রজাতির এলসেশিয়ান কুকুর। এবং উচ্চতর ট্রেনিংপ্রাপ্ত কুকুর। ড. ফজলে আবেদের ধারণা র‍্যাব তাদের ডগ স্কোয়াডে যে সব কুকুর রেখেছে টাইগার তাদেরই একজন। ডগ স্কোয়াড থেকে পালিয়ে সে তার স্বাধীন কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছে।

র‍্যাবের প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। নাম না প্রকাশ করার শর্তে জনৈক র‍্যাব কর্মকর্তা বলেন, তাদের ডগ স্কোয়াডের একটি ডগ গত এক মাস ধরে মিসিং। একটি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণে দুর্ধর্ষ এক কুকুর জনজীবনে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবহেলার কৈফিয়ত কে দেবে?

কঠিন প্রতিবেদন। এমন প্রতিবেদন পড়ে চুপ করে বসে থাকা যায় না। আমি হাবীব ভাইয়ের মোবাইল থেকে যোগাযোগ করলাম। প্রথম রিং-এ খালু সাহেব ধরলেন। ধরেই খ্যাক করে উঠলেন, কে?

আমি বললাম, আমি হিমু।

খালু সাহেবের গলায় হাহাকার ধ্বনি, তুমি খবর কিছু জানো?

কী খবর?

সারারাত হৈচৈ। মাতামাতি। এখন সবগুলো টিভি চ্যানেলে খবর দেখাচ্ছে আর তুমি কিছু জানো না! আমরা তোমার ঐ ভয়ঙ্কর কুকুরের হাতে বন্দি। সবাই এখন ছাদে। রাতে কেউ ডিনার করতে পারে নি।

ব্রেকফাস্টের অবস্থা কী?

পাশের বাড়ির ছাদ থেকে পলিথিনের ব্যাগে নাশতা ভরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। তুমি টিভি খোল। টিভি খুললেই Live দেখতে পাবে। তোমার কাছে আমার অনুরোধ—খবর পরে দেখবে। এই খবর অনেকবার রিপিট করবে। তুমি এসে তোমার কুকুর নিয়ে যাও। আমার কোনো কারণে যদি তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে থাক, Forgive me. মানুষ মাত্রই ভুল করে। নাও বাদলের সঙ্গে একটু কথা বলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদল টেলিফোন হাতে নিয়েই ফিসফিস করে বলল, হিমুদা! বিরাট ড্রামা। সো এক্সাইটিং। আমার আনন্দে লাফাতে ইচ্ছা করছে। টিভি চ্যানেলে এর মধ্যে আমি একটা ইন্টারভ্যু পর্যন্ত দিয়েছি। চ্যানেলের লোকরা কী বলছে জানো? আমাদের না-কি Air lift করা হবে। হেলিকপ্টার দিয়ে দড়ি বেঁধে এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে নেয়া হবে। এতে ওদের বিরাট পাবলিসিটি। তুমি যেখানে আছ সেখানে টিভি আছে না? চ্যানেল আই ছাড়। ওদের লাফালাফিই সবচে' বেশি।

নাশতা খেতে খেতে টিভি দেখছি। ফর্সা, রোগা, মাথায় টাক এক যুবক উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছে—সুপ্রিয় দর্শক! সামান্য একটা কুকুর কী পরিমাণ বিপর্যয়ের জন্ম দিতে পারে তা স্বচক্ষে দেখুন। কুকুরের হাতে বন্দি অসহায় একটি পরিবারের সাহায্যে এসেছে আপনাদের প্রিয় চ্যানেল—চ্যানেল আই। হৃদয়ে বাংলাদেশ। আমাদের ব্যবস্থাপনায় একটি হেলিকপ্টার কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হবে। আমরা মানবিক কারণে একটি অসহায় পরিবারকে উদ্ধার করব।

সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা জানেন চ্যানেল আই সবসময় অসহায় মানবতার স্বার্থে কাজ করেছে। অতীতে করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। আমি হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পাচ্ছি—ঐ তো দেখা যাচ্ছে হেলিকপ্টার।

মোটামুটি মুগ্ধ হয়েই হেলিকপ্টারের উদ্ধার দৃশ্য দেখলাম। দড়িদাড়া নামছে, খালু সাহেব হাত পা ছুড়ে না না করছেন। টিভি ক্যামেরা হঠাৎ খালু সাহেবকে বাদ দিয়ে টাইগারকে ধরল। টাইগার এতক্ষণ ছাদে ছিল না। মজা দেখতে সেও চলে এসেছে।

টিভির কমেনটেটারের উত্তেজিত গলা শোনা যাচ্ছে— সুপ্রিয় দর্শক, উদ্ধার কাজে বিঘ্ন ঘটতে যাচ্ছে বলে আমরা ধারণা করছি। দুর্ধর্ষ হিংস্র টাইগারকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বিপর্যয়ের মূল হোতা যে টাইগার তাকে ছাদে দেখা যাচ্ছে। সে কী করবে বোঝা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে ছাদে ছুড়ে ফেলা পলিথিনের প্যাকেট সে শুঁকে শুঁকে দেখছে।

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি উদ্ধার কাজে দমকল বাহিনীর সদস্যরা চলে এসেছেন। তাদের মই উঠে আসছে। দু'মুখি উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে।

সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলি, আমরা দমকল বাহিনীর উদ্ধার অভিযানের ভিডিও করতে গিয়ে উদ্ধার অভিযানের চরম সংকটময় মুহূর্ত কিছুক্ষণের জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আপনাদের দেখাতে পারি নি। এখন দেখুন— দড়িতে করে যে ভদ্রলোককে হেলিকপ্টারে তোলা হচ্ছিল তাঁর দড়িদাড়ায় কোনো একটা সমস্যা হয়েছে বলে তিনি উল্টো হয়ে অতি বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ঝুলছেন। আমরা আশঙ্কা করছি, যে-কোনো মুহূর্তে একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে। এই ভদ্রলোক ছিটকে পড়বেন ছাদে।

সুপ্রিয় দর্শক, কিছুক্ষণের বিজ্ঞাপন বিরতি। বিরতির পর আপনাদের আমরা আবার নিয়ে আসব রোমাঞ্চকর এই উদ্ধার অভিযানে।

বিজ্ঞাপন শুরু হলো। মনে হচ্ছে আজ আবুল হায়াত দিবস। প্রতিটি বিজ্ঞাপনই তাঁর। প্রথমে লিপটন তাজা চায়ের গুণগান করলেন। তারপর তাঁকে দেখা গেল নাসির গ্লাসের গুণগান করতে। নাসির গ্লাসের পর সিংহ মার্কা শরিফ মেলামাইন। আবুল হায়াত দর্শকদের সাবধান করলেন কেউ যেন সিংহমার্কা না দেখেই শরিফ মেলামাইন না কেনে। সিংহমার্কার পরেই তিনি চলে এলেন গরু মার্কায়। গরুমার্কা ঢেউটিন বিশ্বমানের। জানা গেল গরুমার্কা ঢেউটিন ছাড়া অন্য কোনো ঢেউটিন তিনি ব্যবহার করেন না। টিন পর্ব শেষ হবার পরই সিমেন্ট পর্ব।

সিমেন্টের বিজ্ঞাপনটা দেখার শখ ছিল। দেখা হলো না। নাশতা খাওয়া শেষ হয়েছে, আমার উঠে পড়া দরকার। টাইগারকে উদ্ধার করতে হবে। তাকে যেখান থেকে এনেছি সেখানে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। বাদলদের বাড়িতে রাখা যাবে না। ঐ বাড়ি এখন টাইগারের জন্যে অতি বিপদজনক স্থান। টাইগারকে উদ্ধার কীভাবে করব তাও বুঝতে পারছি না। টাইগারের জন্যে কোনো উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার আসবে না। তার জন্যে আসবে মিউনিসিপালটির কুকুর ধরা গাড়ি। তার যে এখন জীবনসংশয় তা বুঝতে পারছি, তবে ভরসার কথা— বাদল আছে। বাদল তার নিজের জীবন থাকতে টাইগারের কিছু হতে দেবে না। তার পরেও কিছু বলা যায় না।

আমার বাবা (মহাপুরুষ গড়ার কারিগর) তাঁর উপদেশমালায় মৃত্যুবিষয়ক অনেক কথাবার্তা লিখে গেছেন। সেখানে অতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণ জীবাণুর মৃত্যু বিষয়েও লেখা আছে—

জীবাণুর জন্ম মৃত্যু

জীবাণু অতি নিম্নপর্যায়ের প্রাণ। যেহেতু প্রাণ আছে কাজেই মৃত্যুও আছে। মুহূর্তেই লক্ষ কোটি জীবাণুর জন্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, আবার মুহূর্তেই মৃত্যু। অতি ক্ষণস্থায়ী জীবনকালে তাহারা কী ভাবে? তাহাদের চেতনায় চারপাশের জগৎ কী? এই বিষয়ে বাবা হিমু, তুমি কি কখনো চিন্তা করিয়াছ? আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে জীবাণুর চিন্তা-চেতনা অর্থহীন। তাহাদের ক্ষণিক জীবনে চিন্তা-চেতনার স্থান নাই। এই যুক্তি মানিয়া মানব সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু বলি। মহাকাল এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে মানব সম্প্রদায়ের ক্ষণিক জীবনও তুচ্ছ। সেই বিবেচনায় তাহাদের চিন্তা-চেতনাও অর্থহীন।

মানব সম্প্রদায়ের উচিত নিজেদেরকে জীবাণুর মতোই চিন্তা করা। কিন্তু অহংবোধের কারণে তাহারা তা করে না। বরং অমরত্বের কথা ভাবে। পাবলো নেরুদার বিখ্যাত কবিতা Fin del mundo-র প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—

তাজ্জব, মোৎসার্ট কি-না লম্বাঝুল তোফা ফ্রককোটে
আমাদের শতকেও নাছোড়বান্দার মতো টিকে আছেন,
এখনো বাহারি সাজে জমকালো, পরিপাটি পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতে;
বিগত শতক জুড়ে, মনে হয়, আর কোনো আওয়াজও
বুঝি বা কানে আসে নি।

এখন সন্ধ্যা।

আমি দাঁড়িয়ে আছি আয়না মজিদের বাসার সামনে। আমার সঙ্গে টাইগার। তাকে অনেক ঝামেলা করে উদ্ধার করতে হয়েছে। মিউনিসিপালটির কুকুর ধরা গাড়িতে তাকে ভরে ফেলা হয়েছিল। গাড়ির ড্রাইভার এবং তার অ্যাসিসটেন্টকে টাকা খাইয়ে বাদল কুকুর উদ্ধার করেছে। টাকার পরিমাণ কত বাদল বলছে না। মনে হয় বেশি। গাড়িতে টাইগার যে ভঙ্গিতে বসেছিল এখনো সিঁড়ির গোড়ায় সেই ভঙ্গিতে (হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুরের মতো) থাবা গেড়ে বসে আছে। তাকে দেখে মনে

AMARBOI.COM

হচ্ছে সে মোৎসার্টের কোনো মহান সঙ্গীত শুনছে। সঙ্গীত ভেসে আসছে বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে। আমি খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত—দরজার কলিংবেলে হাত রাখব কি রাখব না। কলিংবেল নতুন লাগানো হয়েছে। নতুন কলিংবেল বলে দেয় ভাড়াটে বদল হয়েছে।

আয়না মজিদ টাইপ লোকজন জলেভাসা কলমির মতো এক জায়গায় কখনো থাকবে না। তাদের ভাসতে হবে। কলিংবেলে হাত রাখতে হলো না, দরজা খুলে গেল। আয়না মজিদ বললেন, ভেতরে আসুন।

আমি ঘরে ঢুকলাম। টাইগারও আমার গা ঘেঁসে ঘরে ঢুকল। বেচারা ভালো ভয় পেয়েছে। এখন সে আমাকে ছাড়বে না। আয়না মজিদ বললেন, টেলিভিশনে যাকে দেখেছি এই কি সে?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। বাতি জ্বালানো হয় নি। কোনো কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। এই অন্ধকারেও আয়না মজিদের চোখে কালো চশমা। সে কোনো দিকে তাকাচ্ছে না; বা তাকাচ্ছে কি-না বুঝতে পারছি না।

AMARBOI.COM

বসুন।

আমি বললাম, কোথায় বসব?

মেঝেতে বসুন।

আমি টাইগারের পাশে বসলাম এবং টাইগারের মতোই থাবা গেড়ে বসলাম। অন্ধকারে এই দৃশ্য রহস্যময় লাগার কথা। তবে কালো চশমার কারণে আয়না মজিদ কিছু দেখবে বলে মনে হয় না। আমি বললাম, ঘর অন্ধকার কেন?

কারেন্ট নাই এইজন্যেই অন্ধকার। আমি ঘর অন্ধকার করে লুকিয়ে বসে থাকার মানুষ না।

মোমবাতি নাই?

থাকার কথা। কোথায় আছে জানি না।

যে জানে সে কোথায়?

আয়না মজিদ জবাব দিল না। আমি আয়োজন করে কাঁধে ঝুলানো চটের ব্যাগ থেকে মোমবাতি এবং দেয়াশলাই বের করলাম। আমার ব্যাগে একেক সময় একেক জিনিস থাকে। আজ আছে মোমবাতি-দেয়াশলাই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক কৌটা গোলমরিচ, থাম্বার জয় নামের জনৈক পদার্থবিদের একটা বই, নাম Ultimate Nothing.

আমাকে ব্যাগ থেকে মোমবাতি বের করে জ্বালাতে দেখে আয়না মজিদ কিছু বলল না। অন্য যে-কেউ প্রশ্ন করত— আপনি কি সব সময়ই ব্যাগে মোমবাতি দেয়াশলাই রাখেন?

আয়না মজিদ শান্ত গলায় বলল, আপনি কি আপনার এই কুকুরটা আমার কাছে বিক্রি করবেন?

করব।

দাম কত?

আমি বললাম, দামের ব্যাপারটা পরে আলোচনা করব। আগে ঠিক করুন এই বিপজ্জনক কুকুর আপনি চান কি-না। এই কুকুর সর্বক্ষণ আপনার সঙ্গে থাকবে। লোকজন তখন আপনাকে ডাকবে কুকুর মজিদ। আপনার জন্যে সম্মানহানিকর।

লোকে আমাকে কী ডাকল তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। কুকুরটা আমি রাখতে চাই।

রেখে দিন।

মালিকানা বদল কি সে সহজে মানবে?

আমি বললেই মানবে।

এখনই বলুন।

টাইগারের দিকে তাকিয়ে আমি গম্ভীর গলায় বললাম, টাইগার, এখন থেকে আয়না মজিদ তোমার মাস্টার। যাও মাস্টারের কাছে গিয়ে বসো।

টাইগার এই কাজটা করল। কেন করল সে-ই জানে। কুকুর মানুষের কথা বুঝতে পারে না। বোঝার কোনো কারণ নেই। তবে জগতে অনেক কাকতালীয় ঘটনা ঘটে। ঘটে বলেই জগৎ এত রহস্যময়।

আয়না মজিদ বলল, এই কুকুর কি আপনার কথা বুঝতে পারে?

আমি জবাব দিলাম না। নৈঃশব্দ রহস্যময়। প্রকৃতিও রহস্যময়তা পছন্দ করে। আয়না মজিদ বলল, আপনি কি রাতে আমার সঙ্গে ডিনার করবেন?

হুঁ।

কী খেতে চান?

AMARBOI.COM

বিয়েবাড়িতে যেমন ঝোল ঝোল করে বড় বড় পিসের খাসির মাংসের রেজালা করে সেরকম রেজালা।

সঙ্গে আলু থাকবে?

হ্যাঁ থাকবে। চাক চাক করে বড় বড় আলু।

রেজালা কী দিয়ে খাবেন? চিকন চালের ভাত, না পোলাও?

অবশ্যই পোলাও।

কলিজা দিয়ে আলুর চপের একটা প্রিপারেশন আছে। প্রচুর ধনেপাতা দিয়ে করা হয়। পোলাওয়ের সঙ্গে খেতে ভালো হয়। করব?

করুন।

বোরহানি করব?

না।

তাহলে সালাদ করি? টমেটো, কাঁচামরিচ আর পেঁয়াজের সালাদ।

করুন। ঘরে নিশ্চয়ই বাজার নেই। টাকা দিন বাজার করে নিয়ে আসি। আমার সঙ্গে টাকা থাকে না।

আপনাকে বাজার করতে হবে না। ভালো মাংস আপনি চিনবেন না। আমার পরিচিত কসাই আছে, মাংস দিয়ে যাবে।

আমি তাহলে হাঁটাহাঁটি করে ক্ষুধা চাগিয়ে আসি।

আসুন।

আপনি কি ইংরেজি পড়তে পারেন?

কেন জিজ্ঞেস করছেন?

আপনার জন্যে একটা ইন্টারেস্টিং বই নিয়ে এসেছিলাম। বইটা ইংরেজিতে লেখা, নাম Ultimate Nothing. ইংরেজি পড়তে পারলে বইটা আপনাকে দিতাম।

ইংরেজি পড়তে পারি। বইটার বিষয়বস্তু কী?

বিষয়বস্তু হচ্ছে বিশাল এই বস্তুজগৎ আসলে শূন্য। শূন্যের বেশি কিছু না।

তার মানে?

পড়ে দেখুন। আপনি বই পড়তে পছন্দ করেন এই তথ্য আমি জানি।

আমার বিষয়ে আর কী জানেন?

আপনি অতি ভয়ঙ্কর এই তথ্য জানি। তথ্যটা কি ঠিক আছে?

ঠিক আছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে বেশি ভয়ঙ্কর—আপনি না লম্বু খোকন?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিসিটি চলে এলো। টাইগার বসেছিল। চারপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গা ঝাঁকা দিল। আয়না মজিদ চোখ থেকে সানগ্লাস খুলল। তার চোখ ঝকঝক করছে। প্রথম যখন দেখেছি তখন চোখ ঝকঝকে দেখি নি।

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, আমি কি রাতে খাবার সময় একজন গেস্ট নিয়ে আসতে পারি?

আয়না মজিদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, পারেন।

কাকে আনতে চাই জানতে চান?

না।

পুলিশের কাউকেও তো নিয়ে আসতে পারি। যেমন কবীর সাহেব। উনি ভালো খাওয়াদাওয়া পছন্দ করেন। তবে তাঁর জন্যে খাবার শেষে টক দৈ লাগবে।

আয়না মজিদ তাকিয়ে আছে। এর তাকানোয় বিশেষত্ব আছে। বিশেষত্বটা আগে ধরতে পারছিলাম না, এখন ধরলাম। আয়না মজিদ যখন তাকায় তখন চোখে পলক ফেলে না। চোখে পলক ফেলার সময় হলে চোখ ফিরিয়ে নেয়। পলক ফেলার অংশটি সেই কারণে চোখে পড়ে না।

হিমু!

জি।

আপনার যাকে ইচ্ছা তাকে আনতে পারেন। আমি বুঝতে পারছি আপনি খেলা খেলতে চান। আপনি ভালো খেলোয়াড়। আমিও কিন্তু খারাপ না।

আমি বললাম, ডিনার কখন দেয়া হবে? কাঁটায় কাঁটায় সেই সময় আসব। আগেও না পরেও না।

রাত দশটায়। যাকে আনবেন তার জন্যেই আমি তৈরি থাকব।

আয়না মজিদের কথাবার্তায় কাঠিন্য চলে এসেছে। কথাও বলছে দ্রুত। সে এক ধরনের টেনশন বোধ করছে। খেলার জন্যে সে তৈরি। ভয়ঙ্কর কোনো খেলাই সে আশা করছে। তাকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না।

পাঠক, অনুমান করুন তো আমি আয়না মজিদকে ভড়কে দেবার জন্যে কাকে নিয়ে ডিনার খেতে আসব? দেখি আপনাদের অনুমান শক্তি।

AMARBOI.COM

যেসব পাঠক নাটকীয়তা পছন্দ করেন তারা ধরেই নিয়েছেন আমি ডিএসবি ইন্সপেক্টর কবীর সাহেবকে নিয়ে আসব। এতে হাইড্রামা তৈরি হবে ঠিকই, তবে সম্ভাবনা একশ ভাগ যে এই ড্রামা হাতের মুঠো থেকে বের হয়ে যাবে। Out of control situation. তাছাড়া আয়না মজিদ এই নাটকীয়তার জন্যে তৈরি থাকবে। কবীর সাহেবকে এনে তাকে চমকানো যাবে না।

অতিথির সন্ধানে বের হয়েছি। Guess who is coming to the dinner?

এক ঠেলাওয়ালা পেলাম। সে তার ঠেলা লাইটপোস্টের সঙ্গে তালাচাবি দিয়ে আটকাচ্ছে। ঠেলাওয়ালার চেহারা ইন্টারেস্টিং। অবিকল আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন। জ্বলজ্বলে তীক্ষ্ণ চোখ, গাল ভাঙা। আব্রাহাম লিংকনের মতোই রোগা এবং লম্বা। আমি দরাজ গলায় বললাম, কেমন আছেন ভাই?

ঠেলাওয়ালা গভীর সন্দেহ নিয়ে আমাকে দেখছে। আব্রাহাম লিংকন এভাবে তাকাতেন না।

রাতের খাবার আমার সঙ্গে খাবেন? ভালো আয়োজন আছে।

না।

না, কেন?

পুলাপানে বইসা আছে, আমি মাংস পাকাব তারা খাইব।

মাংস কিনেছেন?

হুঁ।

ঠেলার ভেতরই খবরের কাগজে মোড়া মাংস। একটা তেলের শিশি। আরেকটা পোঁটলা দেখা যাচ্ছে, মনে হয় চাল।

আপনার পুলাপান কয়জন?

খামাখা এত কথা জিগান ক্যান? আপনে কে?

ঠেলাওয়ালা দাঁড়াল না। হনহন করে যাচ্ছে। আমি তার পেছনে পেছনে যাচ্ছি। মানুষের অদ্ভুত স্বভাবের একটি হলো অনুসরণ। ঠেলাওয়ালা দাঁড়িয়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বলল, আপনের মতলব তো ভালো ঠেকতাছে না। পিছে পিছে আসেন ক্যান? আর এক পাও আইছেন কি ইটের চাক্কা দিয়া ডেলা দিমু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। ঘণ্টাখানিক হাঁটাহাটি করে একজন রাতের অতিথি পাওয়া গেল। চার থেকে পাঁচ বছর বয়েসী মেয়ে, নাম বকুল। সে তার দাদার সঙ্গে গান গেয়ে ভিক্ষা করে। বকুলের দাদা একটা গানই জানে, 'পীরিতি করবায় সুমনে'। দাদার তিনদিন ধরে জ্বর। ভিক্ষায় যেতে পারে নি। বকুলের খাওয়া প্রায় বন্ধ। এ নিয়ে বকুলকে তেমন চিন্তিত মনে হচ্ছে না। সে তিন-চারটা পাথর জোগাড় করেছে, তাই নিয়ে নিবিষ্ট মনে খেলছে। পাশেই তার দাদা সারা শরীর চাদরে ঢেকে শুয়ে আছে। খোলা আকাশের নিচে যে শুয়ে আছে তা-না। মাথার উপর নীল পলিথিনের ছাদ। এক কোনে ইটের চুলা। কিছু হাঁড়িকুড়ি। লাল রঙের প্লাস্টিকের বালতি। বকুল এবং বকুলের দাদা আমার পরিচিত। তাদের পলিথিনের ঘরে একবার ডালভর্তা দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম।

বকুল, কী করো?

খেলি।

রাতে খাওয়া হয়েছে?

না।

চল আমার সঙ্গে, তোর দাওয়াত

বকুল পাথর ফেলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। চাদরের ভেতর থেকে তার দাদা বলল, হিমু ভাইজান, এরে নিয়া যান। আমি আর পারতেছি না। অপারগ। আপনে অনেক দয়া করেছেন। আরেকটু করেন। আপনের পায়ে ধরি।

শরীর কি বেশি খারাপ?

জে। মরণ রোগে ধরেছে। মরণ রোগে ধরলে পানি তিতা লাগে। আমার লাগতাছে। কলের পানি মুখে দিলে মনে হয় চিরতার পানি। হিমু ভাই, আপনার সাথে কি টেকা পয়সা কিছু আছে?

দশ টাকার একটা নোট আছে।

একটা গান গাই। গান শুইন্যা দশটা টেকা দিয়া যান।

গাও।

বৃদ্ধ চাদরের ভেতর থেকে গান ধরল-

'পীরিতি করবায় সুমনে। ও সখী, পীরিতি করবায় সুমনে!

আয়না মজিদ বকুলকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। আমাকে বলল, এ আপনার গেস্ট!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

আয়না মজিদ বকুলকে বলল, এই তোর নাম কী? বকুল সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার নাম বকুল। আপনের নাম কী? বলেই সে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল টাইগারের উপর। যেন অনেক দিন পর সে তার পুরনো বান্ধবের দেখা পেয়েছে। ঝাঁপাঝাঁপি আদর মনে হয় টাইগারের পছন্দ হয়েছে। সে পেটের ভেতর থেকে ঘড়ঘড় শব্দ বের করছে। বকুল এখন ঘোড়ার মতো কুকুরটার পিঠে চড়ার চেষ্টা করছে। টাইগারের তাতে তেমন আপত্তি আছে বলেও মনে হচ্ছে না। আয়না মজিদ তাকিয়ে আছে বকুলের দিকে। তার চোখের দৃষ্টিতে পরিবর্তন লক্ষ করলাম। এখন সে ঘনঘন পলক ফেলছে।

বকুল আয়না মজিদের দিকে ফিরে বলল, এই কুত্তাটার নাম আছে?

মজিদ বলল, না।

বকুল বলল, আমি এর নাম দিলাম ভুলু। এই ভুলু, গান শুনবি?

ভুলু ঘোঁৎ জাতীয় শব্দ করতেই বকুল গান শুরু করল—

পীরিতি করবায় সুমনে
ও সখী, পীরিতি করবায় সুমনে!

মেয়েটির গলা তীক্ষ্ণ, ধরেছেও অনেক চড়ায়। সারা ঘর ঝনঝন করছে। দুই লাইন গেয়েই বকুল খেলায় ফিরে গেল। এবার সে খেলছে আরব্য রজনীর রূপকথার খেলা। কুকুরের লেজ ধরে টেনে সোজা করার চেষ্টা। এই কাজ সে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে করে যাচ্ছে।

আয়না মজিদ আমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, আপনি আসলে কী চাচ্ছেন পরিষ্কার করে বলুন।

আমি বললাম, কিছু তো চাচ্ছি না।

অবশ্যই চাচ্ছেন। অবশ্যই আপনি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। বেছে বেছে এমন একটা মেয়েকে নিয়ে এসেছেন যার নাম বকুল।

বকুল নামে কোনো সমস্যা আছে?

আমার একটা ছোট বোন ছিল, নাম বকুল। তার একটা পোষা কুকুর ছিল নাম ভুলু।

বাংলাদেশে অসংখ্য বকুল নামের মেয়ে আছে। এ দেশের বাচ্চারা তাদের পোষা কুকুরের নাম হয় ভুলু রাখে কিংবা টাইগার রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বকুল নদীতে ডুবে মারা গিয়েছিল। নদীর যেখানে বোনের লাশ ভেসে উঠেছিল তার পোষা কুকুর ভুলু রোজ সেখানে যেত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত।

পশুদের আবেগ ভালোবাসার প্রকাশ মাঝে মাঝে তীব্র হয়।

আয়না মজিদ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আপনি পাশ কাটাবার চেষ্টা করবেন না। আপনি নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছেন। লম্বু খোকন আপনার পরিকল্পনার অংশ। আপনি কি জানেন সে রোজ রাতে একটা বকুল গাছের চারপাশে ঘুরপাক খায়?

জানতাম না। এখন জানলাম।

এই ঘুরপাক খাওয়া আপনি তার মাথায় ঢুকান নি? সে বলেছে আপনাকে এই কাজ করতে দেখেছে বলেই সে করে।

মানুষ অনুকরণপ্রিয়। সে অনুকরণ করতে পছন্দ করে। একজন লম্বা মানুষের আশেপাশের সব মানুষ উঁচু হয়ে দাঁড়াতে চায়। কাউকে হাসতে দেখলে আমাদের মুখ হাসি হাসি হয়ে যায়। আপনার রাগী রাগী মুখ দেখে আমার মুখও খানিকটা রাগী রাগী হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা।

আয়না মজিদের চোখ আবার আগের মতো হয়ে গেছে। পলক পড়া বন্ধ। মানুষের এই অবস্থাকে বলে সর্প ভাব। সাপের চোখের পাতা নেই বলে সে পলক ফেলে না। বকুলের দিকে এখন সে ফিরেও তাকাচ্ছে না। ফিরে তাকালে মজা পেত। বকুল কুকুরের পিঠে চড়ে বসেছে। দু'হাতে কুকুরের গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। আমি বললাম, আপনার বোন বকুল কি তার কুকুরের পিঠে চড়তো?

হ্যাঁ চড়তো।

তাহলে এই দৃশ্য দেখে আপনার আনন্দ পাওয়া উচিত। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

খাবার দিচ্ছি, খেয়ে মেয়ে নিয়ে বিদায় হয়ে যান।

টাইগারকে রেখে যাব?

হ্যাঁ।

ওর নাম এখন কী? টাইগার না-কি ভুলু?

আয়না মজিদ জবাব দিল না।

প্রচুর খাবার সাজিয়ে আমি আর বকুল বসেছি। বকুল চোখ বড় বড় করে খাবারগুলো দেখে হঠাৎ হাত গুটিয়ে বলল, খামু না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আমি বললাম, খাবে না কেন?

বকুল জবাব দিল না। তার চোখ মুখ শক্ত। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ক্ষুধার্ত এই মেয়েটিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়ানো যাবে না। আমি বললাম, চল তাহলে উঠে পড়ি। তোকে ফেলে একা তো খেতে পারি না। এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া শোভন না।

আয়না মজিদ শীতল গলায় বলল, খুব শিগগির আবার দেখা হবে।

আমি বললাম, কুকুরটা নগদ টাকায় কিনবেন বলেছিলেন। টাকা কি এখন দেবেন?

কত টাকা?

এক লাখ টাকা।

একটা নেড়ি কুত্তার দাম এক লাখ?

নেড়ি কুত্তা বলে তাকে অবহেলা করা ঠিক না। সে এখন টিভি স্টার।

আয়না মজিদ বলল, টাকা দিচ্ছি নিয়ে যান।

যে কুকুর নিয়ে বকুলের এত মাখামাখি, যাবার সময় বকুল তার দিকে ফিরেও তাকাল না। কুকুর বেচারা প্রচুর লেজ নাড়ল, দৃষ্টি আকর্ষণের নানান চেষ্টা করল। লাভ হলো না। পশুরা কখনোই বিচিত্র মানব জাতিকে বুঝতে পারে না।

বকুলকে তার আস্তানায় নিয়ে গেলাম। তার দাদাজান সেখানে নেই। আরেক ভিক্ষুক পরিবার আস্তানা দখল করে বসে আছে। ইটের চুলায় আগুন জ্বলছে। হাঁড়িতে কী যেন ফুটছে। বৃদ্ধা এক ভিক্ষুক দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল, চান কী?

আমি বললাম, এই জায়গাটা তো আমাদের।

বৃদ্ধা কঠিন গলায় বলল, আপনের নাম লেখা আছে? দেখান কোনখানে নাম লেখা?

আমি বকুলের দিকে তাকিয়ে বললাম, বকুল কী করা যায়?

বকুল উদাস গলায় বলল, জানি না।

বৃদ্ধা আবারো ঝাঁঝিয়ে উঠল, আপনেরা ফুটবেন? না ফুটলে খবর আছে।

আমি বকুলের হাত ধরে হাঁটা ধরলাম। কোথায় যাওয়া যায় তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। সবার গন্তব্যই পূর্বনির্ধারিত। ক্লাসিকেল মেকানিক্স তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে। কোয়ানটাম মেকানিক্স এসে সামান্য ঝামেলা করছে। ঝামেলা পাকিয়েছেন হাইজেনবার্গ সাহেব। তিনি অনিশ্চয়তা নিয়ে এসেছেন। তাঁর কারণেই সর্ব গন্তব্যে কিছু অনিশ্চয়তা।

শোভা আপু চোখ কপালে তোলার চেষ্টা করতে করতে বললেন, তুই এত রাতে! সঙ্গে এই পিচ্চি কে? এই পিচ্চি তোর নাম কী?

আমার নাম বকুল, তোমার নাম কী?

শোভা আপু বিস্মিত হয়ে বললেন, এ দেখি টের টের করে কথা বলে।

আমি বললাম, শোভা আপু, আমরা দু'জন ভাত খাব, ক্ষিধায় মারা যাচ্ছি।

তুই যে কী যন্ত্রণা করিস! (শোভা আপুকে অত্যন্ত আনন্দিত মনে হচ্ছে। আমার যন্ত্রণায় তিনি কিছুমাত্র বিচলিত এমন মনে হলো না।)

গরম ভাত, ঘি, আলুভাজি। ডালও লাগবে। ঘন ডাল।

আগে বল এই মেয়ে কে?

এর নাম বকুল। এখন থেকে তোমার সঙ্গে থাকবে। স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবে। দুলাভাই আপত্তি করলে তাকে সামলাবে।

আপত্তি করবে কেন?

দুলাভাই বাসায় আছে না?

আছে। ঘুমাচ্ছে। ডাকি?

না না। ঘুমাচ্ছে ঘুমাক। আমাকে দেখলে অগ্ন্যুৎপাত হবে। ঝামেলা দরকার কী? শোভা আপু টাকাটা রাখ।

কী টাকা?

এখানে এক লাখ টাকা আছে। বকুলের এক আত্মীয়, দূরসম্পর্কের ভাই, টাকা দিয়েছে। মেয়ের লেখাপড়ার খরচ।

বলিস কী?

দুলাভাইকে এই টাকার কথা বলার দরকার নেই। পুলিশের লোক তো, নানান প্রশ্ন করবে। কী দরকার? আরেকটা কথা। আমি কিন্তু ভাত খেয়েই ফুটব।

ফুটব মানে কী?

ফুটব মানে হাওয়া হয়ে যাব। Gone with the wind. বাতাসের সঙ্গে বিদায়।

AMARBOI.COM

শোভা আপু ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে বলল, এই মেয়েটার ভাগ্য ভালো।

কেন বলো তো?

আজ আমাদের ম্যারেজ ডে। তোর দুলাভাই এই জন্যে বাইরে থেকে নানান খাবারদাবার কিনে এনেছে। ফ্রিজভর্তি খাবার। গরম করব আর তোদের দেব।

গরম করা শুরু কর। সাবধানে গরম করো। শব্দ যেন না হয়। দুলাভাইয়ের ঘুম যেন না ভাঙে।

ও মরণ ঘুম ঘুমায়। একবার ঘুমিয়ে পড়লে কানের কাছে ঢোল বাজালেও ঘুম ভাঙবে না। একবার কী হয়েছে শোন— চোর ঘরে ঢোকার জন্যে জানালার গ্রিল কাটছে। তোর দুলাভাই মরা ঘুম ঘুমাচ্ছে। আমি ঘুম ভাঙানোর জন্যে তাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে মেঝেতে ফেলে দিয়েছি, তারপরেও ঘুম ভাঙে না। হি হি হি।

যে লোক মরণ ঘুম ঘুমায় শোভা আপুর হালকা হি হি হাসিতে তাঁর ঘুম ভাঙল। তিনি উঠে এলেন এবং হতভম্ব হয়ে তাকালেন। আমাকে বললেন, আপনি কে?

আমি বললাম, দুলাভাই আপনার সঙ্গে তো আমার পরিচয় হয়েছে। আমাকে রিমান্ডে নিয়ে গেলেন। ভালো আছেন? হ্যাপী ম্যারেজ ডে।

এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে আসার কারণেই হয়তো বেচারা পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছেন। চোখের সামনে আয়না মজিদকে দেখেও কী করবেন বা কী করা উচিত বুঝতে পারছেন না। তিনি আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বকুলের দিকে তাকালেন। চাপা গলায় বললেন, এই মেয়ে কে?

আমি বললাম, এর নাম বকুল। এ আয়না মজিদের বোনের মতো। আপনাদের ম্যারেজ ডে উপলক্ষে বকুল আপনাকে গান শোনাবে।

বকুল সঙ্গে সঙ্গে গান ধরল,

পীরিতি করবায় সুমনে
ও সখী, পীরিতি করবায় সুমনে!

গানের মাঝখানেই দুলাভাই বললেন, এই মেয়ে থাকে কোথায়?

শোভা আপু বললেন, তুমি পুলিশী জেরা বন্ধ কর তো। এরা ক্ষিধায় মারা যাচ্ছে। তুমি ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে গরম করে দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোভা! তুমি পৃথিবীর সবচে' বড় গাধা মেয়ে বলে বুঝতে পারছ না এরা কারা। দু'জনই ভয়ঙ্কর।

আমার ভাই হয়ে গেল ভয়ঙ্কর?

তোমার ভাই? তোমার ভাই হয়েছে কবে? আমাকে ভাই শেখাও?

আজ আমাদের ম্যারেজ ডে, তুমি শুরু করেছ ঝগড়া?

শোভা! তুমি ভয়ঙ্কর একটা ঘটনার গুরুত্বই বুঝতে পারছ না। তুমি জানো এ কে? এর নাম আয়না মজিদ।

আয়না মজিদ হোক বা চিরুনি মজিদ হোক, এ আমার ভাই।

ভয়ঙ্কর একটা খুনির সঙ্গে ভাই পাতায়ে ফেললে?

পাতাতে হয় নি— আগে থেকেই পাতানো ছিল।

Oh my God!

গড তোমার একার না। আমাদের সবার। বলো Oh our God. বলে ফ্রিজ খুলে খাবার বের কর। যদি তা না কর আমি কিন্তু আগামী সাতদিন কিছুই খাবো না। পানি পর্যন্ত না। আমার ভাই খেয়েদেয়ে চলে যাবে। তারপর তোমার যা ইচ্ছা করবে।

দুলাভাই আরো হকচকিয়ে গেলেন। তারপর তাঁকে রান্নাঘরের দিকে যেতে দেখা গেল। শোভা আপু গলা নামিয়ে বললেন, আগে একবার রাগ করে চারদিন না খেয়ে ছিলাম। এতেই বাবুর শিক্ষা হয়ে গেছে। দেখিস আর ঝামেলা করবে না। খেয়েদেয়ে পালিয়ে যাবি। তোর দুলাভাইয়ের মতলব সুবিধার মনে হচ্ছে না। পুলিশ টুলিশ এনে হুলস্থুল করতে পারে।

বকুলকে নিয়ে খেতে বসেছি। প্রচুর খাদ্য। দেখতেও ভালো লাগছে। চার্লস ডিকেন্স বলেছিলেন, নগরীর এক প্রান্তে প্রচুর খাদ্য কিন্তু কোনো ক্ষুধা নেই। অন্য প্রান্তে ক্ষুধা কিন্তু কোনো খাদ্য নেই। কথায় ভুল আছে। যেখানেই খাদ্য সেখানেই ক্ষুধা।

শোভা আপু বকুলের পিঠে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। দুলাভাই শোভা আপুর পাশে। তাঁর দৃষ্টি আমার দিকে। সেই দৃষ্টিতে তীব্র ঘৃণা এবং কিছুটা ভয়। হাতের কাছে এত বড় ক্রিমিন্যাল অথচ তিনি কিছুই করতে পারছেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আনন্দে হাবীব ভাইয়ের মাথা মোটামুটি খারাপই হয়েছে বলা যেতে পারে। ডাক্তার আলট্রাসনোগ্রাফি করে বলেছে তাঁর স্ত্রীর যমজ বাচ্চা। ডাবল ফিটাস পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। খবর শোনার পর থেকে তিনি উপহার বিলাতে শুরু করেছেন। যমজ উপহার— যাকে পাঞ্জাবি দিচ্ছেন একই রকম দু'টা পাঞ্জাবি। যে শাড়ি পাচ্ছে সেও একই শাড়ি দু'টা পাচ্ছে।

আমার জন্যেও তিনি উপহার নিয়ে এলেন—ডাবল মোবাইল। কাচুমাচু মুখ করে বললেন, আপনাকে ভালো কিছু দিতে চাই। এরচে' ভালো কিছু আমার মাথায় আসে নাই।

এই যন্ত্র দু'টা দিয়ে আমি করব কী?

একটা তো আপনি দু'দিন পরেই হারিয়ে ফেলবেন, তখন অন্যটা দিয়ে কথা বলবেন। প্রতিমাসের এক তারিখে আমি দুটা মোবাইলে ফ্লেক্সিলোড করব।

ফ্লেক্সিলোড কী?

টাকা জমা দেবার ব্যবস্থা। আপনি তো দুনিয়ার কিছুই জানেন না। আপনার জানার দরকার নাই, আমরা আছি না? এই বিষয়ে আর কথা বলবেন না হিমু ভাই।

আচ্ছা মোবাইল বিষয়ে কথা শেষ। যমজ বাচ্চার নাম কি আলাল দুলাল ঠিক আছে?

হাবীব ভাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আপনার ভাবির কথা বিবেচনা করে মেনে নিয়েছি। নয় মাস কষ্ট তো সে-ই করবে। তার একটা দাবি আছে না? তবে আমি আলাল দুলাল ডাকব না। আমার নিজের কথারও তো একটা সম্মান আছে।

আপনি কী ডাকবেন?

আমি বড়টাকে ডাকব আলা, ছোটটাকে দুলা। আলা-দুলা।

আলা-দুলাও ভালো নাম। নামের মধ্যেই আদর টের পাওয়া যায়।

হাবীব ভাই বললেন, আমি আদর একেবারেই দিব না। আদরে সন্তান নষ্ট হয়। আদর যা দিবার আপনার ভাবি দিবে। আমি শাসনে রাখব।

আমি বললাম, শাসনে রাখতে পারবেন না। আপনার দুই বাচ্চা এক মুহূর্তের জন্যেও আপনাকে ছাড়বে না। দুইজন দুই হাত ধরে থাকবে।

আপনি যখন বলেছেন তখন ঘটনা যে এইটাই ঘটবে তা জানি। ব্যবসা-বাণিজ্য আমার লাটে উঠবে। দুই ভাই নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দোকানে গিয়ে বসে থাকবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা তো থাকবেই।

হাবীব ভাইয়ের চোখে আনন্দে পানি এসে গেছে। তিনি চোখের পানি গোপন করার জন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, আপনার ভাবি মনটা সামান্য খারাপ করবে। হাজার হলেও মা। কী বলেন, হিমু ভাই?

হাবীব ভাই চোখ মুছছেন। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, অপূর্ব এইসব মুহূর্ত যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি দেখেন? না-কি তিনি সব আনন্দ-বেদনার ঊর্ধ্বে? যদি আনন্দ-বেদনার ঊর্ধ্বে হন তাহলে আনন্দ-বেদনা কেন তৈরি করেন?

হিমু ভাই!

বলুন।

মোবাইলটা দিয়ে একটা টেলিফোন করুন। আমি নিজের চোখে দেখে যাই। ব্যাটারি ফুল চার্জ দেওয়া।

আমি শোভা আপুকে টেলিফোন করলাম।

শোভা আপু! বকুল কেমন আছে?

শোভা আপু আনন্দিত গলায় বললেন, ওর বকুল নাম আমি বদলে দিয়েছি। ওর নাম রেখেছি কটকটি। সারাদিন কট কট করে কথা বলে আর গান শোনায়। এই মেয়েটার গানের গলা তো ভালো।

আপু, মেয়েটাকে গান শিখাও। একদিন এই মেয়ে গান গেয়ে খুব নাম করবে। দেশ-বিদেশে তার নাম ছড়াবে। বিদেশের বড় বড় রেকর্ড কোম্পানি তার রেকর্ড বের করবে। বিদেশে তাকে সবাই ডাকবে Song bird of Bengal নামে।

তুই এমনভাবে কথা বলছিস যেন সব জেনে বসে আছিস। তুই এত বোকা কেন?

আমি প্রসঙ্গ পাল্টালাম। গম্ভীর গলায় বললাম, আপু চিঠিটা পড়ে শোনাও।

শোভা আপু বলল, কোন চিঠি পড়ে শোনাব?

দুলাভাইয়ের চিঠি। আজ বুধবার না? চিঠি দিবস। দুলাভাইয়ের চিঠি পাও নি?

না।

না কেন?

তোর দুলাভাই চিঠি কী লিখবে! ওর মনমেজাজ ভয়ঙ্কর খারাপ। তাকে নাইক্ষংছড়িতে বদলি করে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

সে-কী!

শাস্তিমূলক বদলি। সোমবার চলে যাবে। তার ডিমোশনও হয়েছে। আয়না মজিদ তার হাত থেকে পালিয়ে গেল, ডিমোশন তো হবেই। আচ্ছা সত্যি করে বল তো, তুই কি আয়না মজিদ?

না।

আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবি না। আমি তোর বোন। সবার সঙ্গে মিথ্যা বলা যায়, বোনের সঙ্গে মিথ্যা বলা যায় না। কারণ জানতে চাস?

চাই।

কারণ সব সম্পর্কে হিসাব আছে। দেনা-পাওনা আছে। মা-ছেলের সম্পর্কে আছে, আবার বাপ-ছেলের সম্পর্কেও আছে। শুধু ভাই-বোনের সম্পর্কে হিসাব নাই। দেনা-পাওনা নাই।

শোভা আপু! আমি আয়না মজিদ না।

তাহলে তুই কে?

আমি তোমার ভাই।

তুই এমনভাবে কথা বলিস, চোখে পানি এসে যায়। আমি টেলিফোন রাখলাম।

AMARBOI.COM

হাতের কাছে পেন্সিল থাকলে আঁকিবুকি করতে ইচ্ছা করে। হাতে মোবাইল থাকলে কথা বলতে ইচ্ছা করে। আমি খালু সাহেবকে টেলিফোন করলাম। বাদলের খোঁজ নিতে হবে।

কে হিমু! এতদিন কোথায় ছিলে? আমি পাগলের মতো তোমাকে খুঁজছি।

কেন?

আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে হিমু। হারামজাদা আয়না মজিদ আবার টাকা চেয়েছে।

কত চেয়েছে?

বলেছে প্রতিমাসের প্রথম বুধবারে তাকে একলাখ করে টাকা দিতে হবে। আমি কী করব বলো তো?

কী আর করবেন? টাকা দিয়ে যাবেন।

এত কষ্টের টাকা আমি দিয়ে যাব? এটা তুমি কোনো কথা বললে? হিমু, তুমি ঐ বদমাইশটার সঙ্গে আমার একটা নিগোসিয়েশন করে দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই লাখ দিয়েছি, প্রয়োজনে আরো এক লাখ দেবো। আমাকে যেন মুক্তি দেয়।

আমি বললেই সে আপনাকে মুক্তি দিবে?

হ্যাঁ দিবে। তোমার বিষয়ে তার কিছু সমস্যা আছে। বারবার তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছে। তোমাকে না-কি তার খুব দরকার। হিমু, হাতের কাছে কাগজ কলম আছে? একটা টেলিফোন নাম্বার লেখ। আয়না মজিদের নাম্বার। আমাকে বলেছে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ামাত্র যেন এই নাম্বার তোমাকে দেয়া হয়। হিমু, ফর গডস সেক এক্ষুণি টেলিফোন কর।

বাদল কেমন আছে?

বাদল কেমন আছে পরের ব্যাপার, তুমি এক্ষুণি টেলিফোন কর। এক্ষুণি। এই মুহূর্তে। ফর গডস সেক। নাম্বারটা লেখ—

টেলিফোন করতেই ওপাশ থেকে ভারী শ্লেষাজড়িত গলায় বলল, আপনে কেডা? কারে চান?

আমি বললাম, আয়না মজিদকে চাই। তাকে বলুন হিমু কথা বলবে।

আয়না মজিদ কেডা?

চিনেন না?

জে না। আমার নাম ফজলু। আমার রড সিমেন্টের দোকান। ভাইজান মনে হয় লম্বরে ত্রুটি করেছেন।

টেলিফোনের লাইন কেটে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আয়না মজিদ টেলিফোন করল। বুঝলাম এটাই সিস্টেম। মাঝখানের ফজলুর নাম্বার সিকিউরিটি সিস্টেমের অংশ।

হিমু!

হুঁ।

আপনাকে আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। আমার নিজের জন্যে না। লম্বুটার জন্যে। আপনি তো জানেন সে গভীর রাতে এক বকুল গাছের চারপাশে ঘোরে। আমি ওর চক্কর বন্ধ করব। আপনার সাহায্য দরকার। আপনি অবশ্যই আজ রাতে আসবেন। বকুল গাছের কাছে।

একা আসব, না-কি ঐ রাতের মতো কোনো অতিথি নিয়ে আসব?

আপনি একই আসবেন। আজ রাতের পর আপনাকে আমার আর প্রয়োজন হবে না।

AMARBOI.COM

আয়না মজিদ লাইন কেটে দিল।

আকাশে নানান ধরনের চাঁদ ওঠে। কবি সুকান্তের বিখ্যাত ঝলসানো রুটি মার্কা চাঁদ। রবীন্দ্রনাথের মায়াবী চাঁদ, যে চাঁদের আলোয় সবাই মিলে বনে যেতে ইচ্ছা করে। আজ উঠেছে জীবনানন্দ দাশের চাঁদ। মরা চাঁদ, কুয়াশামাখা জোছনা। যে চাঁদ লাশকাটা ঘরের কথা মনে করিয়ে দেয়।

স্থান : রমনা পার্ক। বকুলতলা। আমি, আয়না মজিদ এবং টাইগার দাঁড়িয়ে আছি পাশাপাশি। আমাদের সামনেই লম্বু খোকন। সে দাঁড়িয়ে নেই। বকুল গাছকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। লম্বু খোকনকে আজ আরো লম্বা লাগছে। সে শুধু যে চক্কর দিচ্ছে তা-না, বিড়বিড় করে কী সব যেন বলছে। দৃশ্যটায় গা ছমছমে ব্যাপার আছে।

আয়না মজিদ গলা খাঁকারি দিল। লম্বু খোকন চমকে তাকাল। ফিসফিসানি গলায় বলল, বস!

কী করছ?

ঘুরতেছি বস।

কেন?

লম্বু খোকন এই প্রশ্নে থতমতো খেয়ে গেল। যেন জবাব তার জানা নেই। আয়না মজিদ থমথমে গলায় বলল, চক্কর কেন দিচ্ছ বলো?

এক্সারসাইজ করি। এক্সারসাইজ করলে শরীর ভালো থাকে।

এক্সারসাইজ কতক্ষণ করো?

বেশি না, অল্প সময় করি।

গতকাল কতক্ষণ এক্সারসাইজ করেছ?

ইয়াদ নাই।

কে তোমাকে এক্সারসাইজ করতে বলেছে?

কেউ বলে নাই।

আয়না মজিদ আমাকে দেখিয়ে বলল, চক্কর দেয়ার ব্যাপারটা তোমাকে হিমু করতে বলে নাই?

লম্বু খোকন বেশকিছু সময় আমার দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলল, ইনাকে চিনলাম না।

হিমুকে চিনতে পারছ না?

জে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিগারেট খাবে? নাও একটা সিগারেট খাও।

জে না।

না কেন?

চক্কর দেওয়ার সময় বিড়ি সিগারেট খাওয়া নিষেধ।

নিষেধ কে করেছে?

কে নিষেধ করেছে বলতে পারব না। তবে বিড়ি-সিগারেট, মদ-গাঁজা সব নিষেধ।

তোমার যে মাথা খারাপ হয়ে গেছে এটা জানো?

জে না।

আমি এসেছি তোমার মাথা ঠিক করতে।

জি আচ্ছা।

লম্বু খোকন 'জি আচ্ছা' বলে হাঁটতে শুরু করেছে। টাইগার তাকে অনুসরণ করছে। রহস্যময় দৃশ্য। লম্বু খোকন বিড়বিড় করছে, কুকুরটাও তার মতোই ঘড়ঘড় করছে।

আয়না মজিদ সিগারেট ধরাল। সিগারেট তার বাঁ হাতে। ডান হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকানো।

হিমু!

বলুন।

তুমি ঝামেলা তৈরি করেছ। খোকনকে পুরোপুরি কব্জা করেছ। আমাকেও কব্জা করার চেষ্টা করছ। আমার বাঁ হাতে সিগারেট, ডান হাতে কী বলো?

ডান হাতে পিস্তল।

গুড।

আয়না মজিদ যেহেতু তুমিতে নেমে এসেছে আমিও তুমিতে নামলাম। গল্প বলার ভঙ্গিতে বললাম, তোমার ধারণা হয়েছে আমাকে গুলি করে মারলেই তোমরা দু'জন সব ঝামেলা মুক্ত হবে।

আমার ধারণা কি সত্যি?

সত্যি হবার সম্ভাবনা আছে।

আয়না মজিদ বলল, ভয় পাচ্ছ না?

আমি বললাম, ভয় পাচ্ছি। ভয় তুমিও পাচ্ছ। আমার ভয় পাওয়ার ব্যাখ্যা আছে। তোমার ভয়ের ব্যাখ্যা নেই।

AMARBOI.COM

আয়না মজিদ বাঁ হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে পা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়াল। মনে হয় এইভাবে দাঁড়ালে গুলি করা সহজ। আমি বললাম, যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানেই থাকব, না-কি আরেকটু কাছে আসব?

আয়না মজিদ জবাব দিল না। পকেট থেকে পিস্তল বের করল। আমি কয়েক পা কাছে এগিয়ে এলাম। আমার বাবা, মহাপুরুষ তৈরির কারিগর, ভয় বিষয়ে লিখেছেন—

> সব জয় করা যায়। সুউচ্চ এভারেস্ট জয় সম্ভব, ভয় জয় করা সম্ভব না। একজন মহাপুরুষ এই অসম্ভবকে সম্ভব করবেন। যখন তিনি এই কাজটি পারবেন সেদিন ...

খুট করে শব্দ হলো। পিস্তলের সেফটি ক্যাচ খোলা হলো। লম্বু খোকন চক্রাকারে ঘোরা বন্ধ করে আয়না মজিদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় তার ঘোর কেটে যেতে শুরু করেছে। কুকুরটা এখনো ঘুরছে। সে তার চক্র অনেক বড় করেছে। আমাদের সবাইকে চক্রের ভেতর নিয়ে নিয়েছে। তবে তার দৃষ্টি আয়না মজিদের দিকে। সে হঠাৎ মাথা উঁচু করে বিলাপের মতো ডাকল, সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয় কেটে গেল। কেউ একজন পিস্তল নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যে-কোনো মুহূর্তে গুলি হবে—এটা মনে থাকল না। বরং মনে হলো মরা চাঁদের আলোয় আমরা তিনজন এবং একটা কুকুর পার্কে বেড়াতে এসেছি। আমি সহজ গলায় বললাম, আয়না মজিদ, তুমি কি লক্ষ করেছ কুকুরটা তার চক্র বড় করেছে? আমরা সবাই সেই চক্রের ভেতর। আমি চক্র থেকে বের হতে পারব, কিন্তু তুমি এবং তোমার সঙ্গী কখনো পারবে না। টাইগার তোমাকে চক্র থেকে বের হতে দেবে না।

আয়না মজিদ জবাব দিল না। পিস্তল সে এখনো আমার দিকে তাক করে নি। এর অর্থ কিছুক্ষণ সময় এখনো আমার হাতে আছে।

আমি আয়না মজিদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললাম, ফায়ারিং স্কোয়াডে যাদের মারা হয় তাদের শেষবারের মতো একটা সিগারেট খেতে দেয়া হয়। বহুদিনের পুরনো নিয়ম। এই নিয়মে আমি একটা সিগারেট কি পেতে পারি? দুই থেকে আড়াই মিনিট সময় নেব। অসুবিধা আছে?

আয়না মজিদ চাপা গলায় বলল, না। সে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট এবং লাইটার আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আয়োজন করে সিগারেট ধরালাম। হাতে আড়াই মিনিট সময় আছে। আড়াই মিনিট অতি দীর্ঘ সময়। কারণ আইনস্টাইনের 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' কাজ করতে শুরু করছে। টাইম ডাইলেশন হচ্ছে। আড়াই মিনিট এখন অনন্তকাল।

কথা শেষ হবার আগেই পর পর তিনবার গুলি হলো। আয়না মজিদ গুলিটা আমাকে করে নি, টাইগারকে করেছে। গুলি লাগে নি। টাইগার নির্বিকার। সে ঘুরেই যাচ্ছে, তবে তার গতি এখন অনেক বেশি। আমি সিগারেটে টান দিয়ে বললাম, আয়না মজিদ! আমার কী ধারণা জানো? আমার ধারণা বকুল নামের তোমার ছোটবোনকে তুমিই ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলেছ। সেটাই ছিল তোমার জীবনের প্রথম খুন। প্রকৃতি এই কারণেই বকুলকে এবং টাইগারকে তোমার কাছে ফেরত পাঠিয়েছে। তোমার পিস্তলে আরো তিনটা গুলি থাকার কথা। চেষ্টা করে দেখো। কুকুরকে লক্ষ্য করে গুলি করলে হবে না। একটু সামনে করতে হবে।

লম্বু খোকন বলল, বসের পিস্তলে তিনটার বেশি গুলি কোনোসময় থাকে না। তিন উনার জন্য লাকি। পিস্তল নিয়ে বস যখন বাইর হন— গুলি তিনটার বেশি থাকে না। বস, ঠিক বলেছি?

আয়না মজিদ জবাব দিল না। সে ভীত চোখে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে কথা সত্যি।

পিথাগোরাস বিশ্বাস করতেন সংখ্যাই ঈশ্বর। ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন সংখ্যায়। তিন সংখ্যায় তিনি আছেন। তিন অতি রহস্যময় সংখ্যা। তিন হলো মাতা, পিতা ও সন্তান। তিন হলো আমি, তুমি এবং সে। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ।

বকুল গাছের নিচেও তিনজন। আয়না মজিদ, লম্বু খোকন এবং একটি কুকুর।

কুকুরটাকে কেন জানি খুবই ভয়ঙ্কর লাগছে। মরা চাঁদের আলোর অনেক ব্যাপার আছে। এই আলো দৃশ্য বদলে দেয়। স্বাভাবিক দৃশ্য অস্বাভাবিক করে দেয়।

আয়না মজিদ বিড়বিড় করে বলল, আমাদের ছেড়ে দিন।

আমি বললাম, কেউ তোমাদের ধরে রাখে নি। যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। দু'জন দু'দিকে ঝেড়ে দৌড় দাও। কুকুরটা confused হয়ে যাবে। কাকে ধরবে ঠিক করতে পারবে না। এই সুযোগে পগারপার।

AMARBOI.COM

দু'জনের কেউ নড়ছে না। নড়তে পারবে এরকমও মনে হচ্ছে না। আমি পকেট থেকে মোবাইলটা বের করলাম। লম্বু খোকন বলল, ভাইজান কাকে টেলিফোন করেন? তার গলায় রাজ্যের হতাশা।

কে? দুলাভাই? ঘুম ভাঙালাম। আপনি ভালো আছেন?

শাট আপ।

কষ্ট করে একটু কি আসবেন? রমনা পার্ক। আগে যেখানে কালীমন্দির ছিল তার কাছেই। একটা বকুল গাছ আছে।

আই সে শাট আপ।

আয়না মজিদ এবং লম্বু খোকনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছি। এই সুযোগ দ্বিতীয়বার আসবে বলে মনে হয় না।

দুলাভাই কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন তার আগেই আমি টেলিফোন রেখে দিলাম। আয়না মজিদের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি চলে যাচ্ছি। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। দুই ধরনের রিমান্ড আছে। পুলিশের রিমান্ড এবং প্রকৃতির রিমান্ড। পুলিশের রিমান্ড থেকে পালানো যায়, প্রকৃতির রিমান্ড থেকে পালানোর উপায় নেই। তোমাদের দু'জনকেই প্রকৃতি রিমান্ডে এনেছে।

ওদের পেছনে ফেলে আমি এগুচ্ছি। জোছনার আলো হঠাৎ খানিকটা স্পষ্ট হয়েছে। প্রকৃতি রহস্যের ফুল ফোটাতে শুরু করেছে। গাছে গাছে পাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে। তাদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমুর মধ্যদুপুর

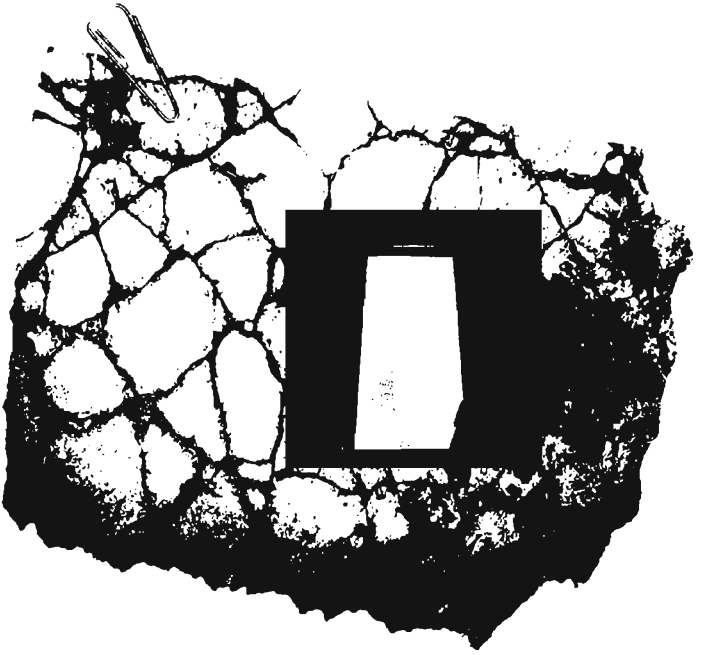

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হিমু, তুই আমাকে একটা কিডনি দিতে পারবি? আমার একটা কিডনি দরকার।'

মানুষজনের কথায় হকচকিয়ে যাওয়া কিংবা বিভ্রান্ত হওয়া আমার স্বভাবে নেই। তারপরেও মাজেদা খালার কথায় হকচকিয়ে গেলাম। ধানমন্ডি ২৭ নাম্বার রোডে গাড়ি থামিয়ে তিনি আমাকে ধরেছেন। এখন কিডনি চাচ্ছেন। তাঁর কথার ভঙ্গিতে বিরাট তাড়াহুড়া। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তেই কিডনি দরকার।

'কথা বলছিস না কেন? একটা কিডনি দিবি?'

'কেন দেব না?'

'থ্যাংকস, গাড়িতে উঠ। ড্রাইভারের পাশে বোস। চল বাসায় যাই।'

'কিডনি কি বাসায় নিয়েই কেটে কুটে রেখে দেবে? ডাক্তার কাটবে না-কি তুমি নিজেই কাটবে? ধারালো স্টেরিলাইজড ছুরি-কাঁচি আছে তো?'

'অকারণে কথা বলিস কেন? গাড়িতে উঠ।'

আমি গাড়িতে উঠলাম। গাড়িতে AC চলছে। আরামদায়ক শীতলতা। বাইরে বৈশাখ মাসের ঝাঁঝালো রোদ। শহর পুড়ে যাচ্ছে এমন অবস্থা। এই রোদের একটা নাম আছে—কাকমরা রোদ। কাকের মতো কষ্টসহিষ্ণু পাখিও এই রোদে হিট স্ট্রোকে মারা যায়। আমি আজ দুটা কাককে মরে থাকতে দেখেছি। মৃত্যুর পর কাকরা কোথায় যায় কে জানে। তাদেরও কি স্বর্গ-নরক আছে? কাকদের স্বর্গ কেমন হবে? আমার ধারণা তাদের স্বর্গে একটু পরপর থাকবে ডাস্টবিন। ডাস্টবিন ভর্তি ময়লা-আবর্জনা। ফেলে ছড়িয়ে আবর্জনা খাও। কেউ কিছু বলবে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালা বললেন, 'কিডনি দিতে হবে শুনে তুই দেখি ভ্যাবদা মেরে গেছিস। দুটা কিডনি মানুষের কোনো দরকার নেই। একটাতেই হেসেখেলে দিন চলে।'

আমি বললাম, 'দুটা কিডনিতেও তো অনেকের চলে না। অন্যদেরটা নিতে হয়।'

খালা বললেন, 'বাজে তর্ক আমার সঙ্গে করবি না। এই গরমে তর্ক শুনতে ভালো লাগে না।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, আর তর্ক করব না। শীত আসুক। নগর শীতল হোক। তখন তর্ক।'

'আখের রস খাবি? গরমের সময় আখের রস শরীরের জন্যে ভালো। অনেক এ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে। খাবি?'

'খাব।'

'দুটা আখ থেকে এক গ্লাস রস পাওয়া যায়। হালকা সবুজ কালার। এর মধ্যে লেবুর রস আর সামান্য বিট লবণ দেয়, বরফের কুচি দেয়। খেতে অসাধারণ। আমি রোজ এক গ্লাস করে খাচ্ছি।'

'জন্ডিস এখনো হয় নাই?'

'জন্ডিস হবে কোন দুঃখে? আখওয়ালা আমার পরিচিত লোক। নাম সুলেমান। নরসিংদি বাড়ি। সে আমার সামনে মিনারেল ওয়াটার দিয়ে আখ মাড়াইয়ের যন্ত্র ধুবে। আখও ধোয়া হবে মিনারেল ওয়াটার দিয়ে। তার কাছ থেকে অনেক ফরেনারও আখের রস খায়।'

'কোন দেশী ফরেনার সেটা হিসাবে রাখতে হবে। ইউরোপিয়ান ফরেনার না সোমালিয়ান ফরেনার।'

'হিমু! একবার বলেছি, আবারো বলছি, তুই বাজে তর্ক আমার সঙ্গে করবি না। আমাকে ফরেনার শিখাবি না। আগামী আধাঘণ্টা একটা শব্দ উচ্চারণ করবি না। আমি যা বলব শুধু শুনে যাবি।'

'ওকে।'

'ওকে ফোকেও বলবি না।'

আমি নিঃশব্দে মাজেদা খালার সঙ্গে আখের রস খেলাম (জিনিসটা ভালো)। পাশেই ক্ষিরা কেটে বিক্রি করছে। খালা ক্ষিরা খেলেন। একজন কাসুন্দি দিয়ে কাঁচা আম মাখিয়ে বিক্রি করছিল। পাঁচ টাকা প্লেট। আমরা তাও খেলাম। সবশেষে তরমুজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালা বললেন, 'গরমের সব ওষুধ শরীরে নিয়ে নিলাম। শরীরের ডিহাইড্রেশন বন্ধ করার ব্যবস্থা হল। বুঝলি?'

আমার কথা বলা নিষেধ। কাজেই হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলাম যে—'বুঝেছি'। মাজেদা খালা, খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কিডনি প্রসঙ্গও খোলাসা করলেন। তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোকের দু'টা কিডনিই নষ্ট। ডায়ালাইসিস করে দিন কাটছে। তাকে কিডনি দিতে হবে। তিনি সিঙ্গাপুরে যাবেন কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করতে।

'হিমু! তুইও উনার সঙ্গে সিঙ্গাপুরে যাবি। ফাঁকতালে তোর বিদেশ ভ্রমণ হয়ে যাবে। ভালো না?'

'ভালো।'

'পত্রিকায় প্রায়ই এ্যাড দেখি কিডনি বিক্রি করতে চায়। ওরা ফকির-মিসকিন। ওদের কিডনি কেনার মানে হয় না।'

'ফকির মিসকিনের কিডনি আর প্রেসিডেন্ট বুশের কিডনিতো একই।'

'আবার কথা বলা শুরু করেছিস? তোকে না বললাম আধাঘণ্টা কথা বলবি না।'

'সরি।'

'যাকে কিডনি দিবি তাঁর সঙ্গে যখন পরিচয় হবে তখন তোর মনে হবে একটা কেন? দুটা কিডনিই দিয়ে দেই। এমন অসাধারণ মানুষ। বুঝেছিস?'

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

খালা বললেন, 'আমরা ছোটবেলায় তাঁকে ডাকতাম, মুরগি। উনি বই পড়ার সময় নিজের অজান্তেই মুরগির মতো কক কক করেন এই জন্যে মুরগি নাম। তোকে গাড়ি দিয়ে তাঁর কাছে পাঠাব। ঠিকানা দিয়ে পাঠালে তুই যাবি না। আমাকে বলবি—ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছিস। তোকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। যাকে কিডনি দিবি তাঁর নাম পল্টু। অসাধারণ মানুষ। পরিচয় হলেই বুঝবি। উনার দশটা কথা শুনলেই তুই তাঁর কেনা গোলাম হয়ে যাবি। তুই তাঁকে বলবি, আপনি আমার কিডনি, হার্ট, লিভার সব নিয়ে নিন।'

'শুধু চামড়াটা নিয়ে আমি বাঁচব কীভাবে?'

'কথার কথা বলছি রে গাধা।'

যার নাম পল্টু এবং যাকে ডাকা হতো মুরগি; তার বিষয়ে আগ্রহী হওয়ার কারণ নেই। বিশেষ করে মাজেদা খালা যাকে অসাধারণ বলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার বোকা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। বলা হয়ে থাকে, বুদ্ধিমানের কাছ থেকে দশ হাত দূরে থাকবে আর বোকাদের কাছ থেকে একশ হাত দূরে থাকবে। দূরে থাকা সম্ভব হল না। খালা গাড়ি করে সেইদিনই পল্টু সাহেবের কাছে পাঠালেন। খালা হচ্ছেন 'ধর তক্তা মার পেরেক' টাইপ মহিলা। দেরি সহ্য করার মেয়ে না।

আমি পল্টু সাহেবের সামনে বসে আছি। ভদ্রলোক বেতের ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। মাথার নিচে বালিশ। হাতে একটা চটি ইংরেজি বই, নাম Love of Lucy —লুসির প্রেম। বইয়ের কভারে একটা অর্ধনগ্ন বিশাল বক্ষা মেয়ের ছবি। মনে হচ্ছে এই মেয়েটিই লুসি। লুসি যার প্রেমে পড়েছে তার ছবিও কভারে আছে। বডি বিল্ডার টাইপ এক নিগ্রো। সে কুস্তিগীরের ভঙ্গিতে লুসিকে জড়িয়ে ধরে আছে। কুস্তিগীর লুসির ঘাড়ে চুমু খাচ্ছে। কিন্তু ছবি দেখে মনে হচ্ছে সে লুসির ঘাড় কামড়ে ধরেছে এবং ড্রাকুলার মতো রক্ত চুষে খেয়ে নিচ্ছে। লুসি তাতে মোটেই দুঃখিত না, বরং আনন্দিত।

পল্টু সাহেব গভীর মনযোগে বই পড়ছেন। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমাকে চুপ থাকতে বলেছেন। মনে হচ্ছে লুসির প্রেমের শেষ পরিণতি না জেনে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। ভদ্রলোকের মুরগির মতো কক কক শব্দ করার কথা। তা করছেন না। কক কক শব্দ করার মতো ভালো বোধ হয় এই বই না।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের মতো, ভয়ঙ্কর রোগা। গায়ের রঙ অতিরিক্ত ফরসা। কিছু কিছু চেহারা আছে দেখেই মনে হয় আগে কোথায় যেন দেখেছি। এ রকম চেহারা। আইনস্টাইনের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের একটা মিল আছে। মাথায় বাবরি চুল। মুখে গোঁফ। ভদ্রলোক শুয়ে আছেন খালি গায়ে। লুঙ্গি পরেছেন। সেই লুঙ্গি দূরবর্তী বিপদ সংকেতের মতো হাঁটুর উপর উঠে আছে। কখন দুর্ঘটনা ঘটবে কে জানে!

পল্টু সাহেব তার পা জলচৌকিতে রেখেছেন। পায়ের কাছে টেবিল ফ্যান। সেই ফ্যান শুধুমাত্র পায়ে বাতাস দিচ্ছে। ঘটনাটা কি বুঝা যাচ্ছে না। ঘটনা বুঝতে হলে লুসির প্রেম কাহিনীর সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ভদ্রলোক বাস করেন গুলশান এলাকার ফ্ল্যাট বাড়িতে। ফ্ল্যাটটা বেশ বড়। লেকের পাশে। একটা আধুনিক ফ্ল্যাট যতটা নোংরা রাখা সম্ভব তা তিনি রেখেছেন। মনে হচ্ছে ঘর পরিষ্কার করার কেউ নেই। যেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে বই পড়ে আছে। বেশ কিছু সিগারেটের টুকরা ভর্তি আধ খাওয়া চায়ের কাপ। একটা চায়ের কাপ মেঝেতে কাত হয়ে আছে; অনেকখানি জায়গা জুড়ে চা শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। পিঁপড়েরা খবর পেয়ে গেছে। তবে রান্নাঘর তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার। রান্নাঘরের ব্যবহার মনে হয় নেই।

বাথরুমে উঁকি দিলাম। বাথটাব ভর্তি ভেজা কাপড়। কমোডের কাছে সবুজ রঙের একটা তোয়ালে। বেসিনের উপর একটা পিরিচে আধ খাওয়া কেক এবং কলার খোসা। বোঝাই যাচ্ছে, পল্টু সাহেব বাথরুমে খাওয়া-দাওয়া করা দোষণীয় মনে করেন না।

ফ্ল্যাটের সাজসজ্জা বলতে দেয়ালে একটি বিশাল সাইজের বাঁধানো চার্লি চ্যাপলিনের ছবি। আরেকটা মাঝারি সাইজের আইনস্টাইনের ছবি। আইনস্টাইন জিভ বের করে ভেংচি কাটছেন।

পল্টু সাহেব লুসির প্রেম কাহিনী পড়ে শেষ করেছেন। বই পড়ে আনন্দিত হলেন কি-না বুঝতে পারছি না। ভুরু কুঁচকে আছে। তিনি বই মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে বললেন, 'নাম বল।'

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'নাম লাভ অব লুসি।'

'বইয়ের নাম জানতে চাচ্ছি না। বইয়ের নাম জানি। তোমার নাম বল।'

'স্যার, আমার নাম হিমালয়।'

হিমালয় নাম শুনলে সবার মধ্যেই কিছু কৌতূহল দেখা যায়। তাঁর মধ্যে দেখা গেল না। যেন মানুষের নাম হিসেবে হিমালয়, এভারেস্ট, মাউন্ট ফুজি জাতীয় নাম শুনে তিনি অভ্যস্ত।

পল্টু সাহেব ইজি চেয়ারের হাতলে রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললেন, 'চুরির অভ্যাস আছে?'

'না।'

'সত্যি বলছতো?'

'জি স্যার।'

তিনি সিগারেটে লম্বা টান দিতে দিতে বললেন, 'তুমি সত্যি বলছ না। চুরির অভ্যাস নেই এমন মানুষ তুমি কোথাও পাবে না। বড় মানুষরা আইডিয়া চুরি করে। বিজ্ঞানীরা একজন আরেকজনের আবিষ্কার চুরি করেন। মানব জাতির সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে চুরির উপর বুঝেছ?'

'জি স্যার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বেতন কত চাও বল? কত হলে পোষাবে সেটা বল। বেতন নিয়ে মুলামুলি করার সময় আমার নেই।'

আমি ধাঁধায় পড়ে গেলাম। মনে হচ্ছে বাসার চাকর হিসেবে তিনি আমাকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে ফেলবেন।

'আগে যে ছিল সে মহাচোর। টিভি, ক্যাসেট প্লেয়ার, ডিভিডি সেট নিয়ে পালিয়ে গেছে। ওর নাম হাশেম। টাকা-পয়সাও নিয়েছে। কত নিয়েছে বের করতে পারি নি। তুমি কি চুরি করবে আগে ভাগে বল। আমি সোজাসুজি আলাপ পছন্দ করি। বল কি চুরি করবে?'

'যা ছিল সবতো আগেরজন নিয়েই গেছে। আমি আর কি নেব। হাশেম ভাইজানতো আমার জন্যে কিছু রেখে যান নি।'

'আগেরজনকে মাসে তিন হাজার টাকা দিতাম প্লাস থাকা-খাওয়া। চলবে?'

'জি স্যার, চলবে।'

'রান্না করতে জান?'

'না।'

'না জানলেও সমস্যা নেই। রেস্টুরেন্টের সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে তারা খাবার দিয়ে যায়। এটা একদিক দিয়ে ভালো। রান্নাঘরে চুলা জ্বলবে না। মসলার গন্ধ, ধোঁয়ার গন্ধ আমার কাছে অসহ্য লাগে। কাপড় ধুতে পার? ওয়াশিং মেশিন আছে। ওয়াশিং মেশিনে ধুবে।'

'শিখিয়ে দিলে পারব।'

'আরেক যন্ত্রণা। তোমাকে কে শিখাবে? আমি নিজেও তো জানি না। ইনস্ট্রাকসান ম্যানুয়েল কোথায় গেছে কে জানে।'

আমি বললাম, 'ধোপাখানায় কাপড় দিয়ে আসতে পারি।'

পল্টু সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, 'ভালো বুদ্ধি। গুড। ভেরি গুড। যাও কাজে লেগে পড়।'

আমি কদমবুসি করে কাজে লেগে পড়লাম। কিডনি বিষয়ক জটিলতায় গেলাম না। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। পল্টু সাহেব অন্য একটা বই হাতে নিয়েছেন। বইটার নাম—The trouble with physics. লেখকের নাম Lee Smolin. কাজের ছেলে হিসেবে আমাকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার পর তিনি মনে হয় আমাকে মাথা থেকে পুরোপুরি দূর করে দিয়েছেন। আমার নামও ভুলে গেছেন। এ ধরনের মানুষরা কোনো কিছুই মনে রাখতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম চাকরি পেলে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের খবর দিতে হয়। মিষ্টি খাওয়াতে হয়। মৃত বাবা- মা'র কবর জিয়ারত করতে হয়। যারা দূরে বাস করে, চিঠি লিখে তাদের কাছ থেকে দোয়া নিতে হয়। বিশাল কর্মকাণ্ড। আমি বিশাল কর্মকাণ্ডের শুরুতে মাজেদা খালাকে টেলিফোন করলাম। আবেগ জর্জরিত গলায় বললাম, 'খালা আপনার দোয়া চাই। আজ চাকরিতে জয়েন করেছি।'

খালা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'চাকরিতে জয়েন করেছি মানে কি? কি চাকরি?'

'বাসাবাড়ির কাজ। সহজ বাংলায় চাকর। বেতন ভালো পেয়েছি—মাসে তিন হাজার। থাকা-খাওয়া ফ্রি। ঈদে বোনাস এবং কাপড়।'

'হড়বড় করে কি বলছিস? গরমে তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'খালা, তুমি দু'একটা সহজ রান্না শিখিয়ে দিওতো। স্যারকে রান্না করে খাওয়াতে হবে। হোটেলের রান্না খেয়ে স্যারের শরীর খারাপ হবে, এটা হতে দেয়া যায় না।'

'হাংকি পাংকি কথা বন্ধ করবি? পল্টু ভাইজানের সঙ্গে দেখা করেছিস?'

'করেছি। উনিই চাকরি দিলেন।'

খালা রাগি গলায় বললেন, তুই ভাইজানকে টেলিফোনটা দেতো। আমি উনার সঙ্গে কথা বলি।'

আমি বললাম, 'স্যারকে টেলিফোন দেয়া যাবে না। উনি পড়াশোনা করছেন। আমার উপর ইনস্ট্রাকসান আছে—পড়াশোনার সময় যদি প্রেসিডেন্ট বুশও টেলিফোন করেন তাকে বলতে হবে—off যান। ইরাকে মানুষ মারা নিয়ে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করেন। স্যারকে টেলিফোন দেয়া যাবে না। স্যার ব্যস্ত।'

'ছাগলামী করবি না। এক্ষুণি ভাইজানকে টেলিফোন দে। আর শোন, তোকে কিডনি দিতে হবে না। তুই মানুষ হিসেবে বিষাক্ত। আমি চাই না তোর শরীরের কোন অংশ ভাইজানের ভেতর থাকুক।'

'উনাকে বাঁচায়ে রাখতে হবে না?'

'আমি অন্যখান থেকে কিডনি জোগাড় করব। বাংলাদেশে কিডনি পাওয়া কোনো ব্যাপার? ষোল কোটি মানুষের মধ্যে এক কোটি কিডনি বিক্রির জন্যে কাস্টমার খুঁজছে। ভাইজানকে টেলিফোন দে।'

আমি লাইন কেটে দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকরি প্রাপ্তির আনন্দ সংবাদ আর কাকে দেয়া যায়। অবশ্যই বাদলকে। সেও নতুন চাকরি পেয়েছে, কোনো এক ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স পড়াচ্ছে। তার ছাত্র-ছাত্রীরা তাকে ডাকছে পগা স্যার। এটা নিয়ে সে মানসিক সমস্যায় আছে। পগা ডাকের পেছনের কারণ বের করতে পারছে না।

'কে, বাদল?'

'হিমুদা তুমি? আমি জানতাম আজ দিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ হবে।'

'চাকরি পেয়েছি এই খবরটা দেয়ার জন্যে টেলিফোন করলাম।'

'তুমি করবে চাকরি—কি বলছ এসব? কোথায় চাকরি করছ?'

'বাসার চাকর হিসেবে এক বাড়িতে দাখিল হয়ে গেছি। ঘর মোছা, কাপড় ধোয়া, হালকা রান্না—ডাল ভাত ডিম ভাজি।'

'সত্যি বলছ?'

'অবশ্যই।'

বাদল মুগ্ধ গলায় বলল, 'আমার কাছে দারুণ এক্সাইটিং লাগছে। বাসা বাড়িতে কাজ নেয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। তোমাকে কেউ চিনুক বা না চিনুক, আমি চিনি। হিমুদা, কোথায় চাকরি করছ, কি করছ, একটু দেখে যাই?'

'আজ না, অন্য একদিন খবর দিয়ে নিয়ে আসব। নতুন চাকরিতো, বসের মেজাজ মর্জি বুঝে নেই। শুরুতেই আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে নিয়ে এলে বস রাগ করতে পারেন।'

'ঠিক আছে। তুমি যেদিন বলবে আমি সেদিনই চলে আসব। আচ্ছা হিমুদা, আমাকে যে পগা স্যার ডাকে তার কারণ তোমাকে বের করতে বলেছিলাম, বের করেছ?'

'করেছি। ইংরেজি ইউনিভার্সিটিতো, ছাত্ররা শুরুতে তোকে ডেকেছে হলি কাউ। সেখান থেকে হলি ডাংকি। পবিত্র গাধা থেকে পগা।'

'বল কী!'

'বাদল, রাখলাম, স্যারের কিছু লাগে কি-না খোঁজ নিতে হবে।'

'তুমি কি সত্যি-সত্যিই বাসার চাকরের কাজ নিয়েছ?'

'ইয়েস।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদল মুগ্ধ গলায় বলল, 'হাউ এক্সাইটিং। তোমাকে যতই দেখি ততই হিংসা হয়।'

আমি বললাম, 'বাদল, টেলিফোন রাখি, আমার স্যার এখন মুরগির মতো কক কক শব্দ করছে। ঘটনা কি দেখে আসি।'

'উনি মুরগির মতো কক কক করেন?'

'সব সময় করেন না। ইন্টারেস্টিং কোনো বই পড়ার সময় করেন।'

টেলিফোন রেখে বিনীত ভঙ্গিতে স্যারের সামনে দাঁড়ালাম। স্যার অবাক হয়ে বললেন, 'কি ছুটি চাও?'

আমি বললাম, 'নাতো!'

'চাকরিতে জয়েন করেই সবাই ছুটি চায়। বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করে আসবে। বিছানা-বালিশ নিয়ে আসবে ইত্যাদি।'

'ছুটি চাই না। পায়ে বাতাস দিচ্ছেন কেন এটা জানতে চাই।'

স্যার উৎসাহিত হলেন। ছাত্রকে শেখাচ্ছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, 'এরিস্টটলের নাম শুনেছ?'

'জি না স্যার। আমি চাকর মানুষ। আমি আমার মতো চাকর-বাকরদের কিছু নাম জানি। উনার মতো বড় মানুষের নাম জানব কিভাবে?'

'উনি যে বড় মানুষ এই তথ্য তোমাকে কে দিল?'

'আন্দাজ করেছি। ইংরেজি নামতো, ইংরেজি নামের মানুষরা বড় মানুষ হয়।'

'কচু হয়। যাই হোক এরিস্টটল কোনো ইংরেজি নাম না। গ্রিক নাম। উনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক। উনার ধারণা ছিল মানুষের মাথার একমাত্র কাজ এয়ার কন্ডিশনিং-এর মতো বডি কন্ডিশনিং। শরীরের তাপ ঠিক রাখা। যেহেতু এরিস্টটলের মতো বড় মানুষ এই কথা বলেছেন, সবাই ধরে নিল মাথার এইটাই একমাত্র কাজ। মাথার কাজ নিয়ে কেউ আর কোনো চিন্তাভাবনাই করল না। পরের এক হাজার বছর এরিস্টটলের কথাই বহাল রইল। এর থেকে কী প্রমাণিত হয় বল।'

'প্রমাণিত হয় বড় বিজ্ঞানীদের সব কথা শুনতে হয় না।'

'গুড। তোমার বুদ্ধি ভালো। একশ টাকা বেতন বাড়িয়ে দিলাম। এখন থেকে তোমার বেতন তিন হাজার একশ।'

'স্যার, আপনার অসীম দয়া। কিন্তু পায়ে ফ্যানের বাতাসের ব্যাপারটা এখনো পরিষ্কার হয় নাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পল্টু স্যার বললেন, 'আমার ধারণা শরীরের এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম হল পায়ে এবং কানে। খুব যখন ঠাণ্ডা পড়ে আমরা কী করি? কান ঢাকি এবং পায়ে মোজা পরি। ঠিক কি-না বল।'

'জি স্যার, ঠিক।'

'সেখান থেকে আমার ধারণা হয়েছে অতিরিক্ত গরমের সময় যদি পা এবং কান ঠাণ্ডা রাখা যায় তাহলে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে। সেই পরীক্ষাই করছি।'

'স্যার, ফলাফল কী?'

'ফলাফল পজিটিভ। যদিও কান ঠাণ্ডা করার কোনো বুদ্ধি পাচ্ছি না। পা এবং কান দু'টাই একসঙ্গে ঠাণ্ডা করতে পারলে নিশ্চিত হতে পারতাম।'

'কানে কি বরফ ঘসব স্যার? প্রতি দুই তিন মিনিট পর পর আপনার দুই কানে বরফ ঘসে দিলাম।'

পল্টু স্যার আনন্দিত গলায় বললেন, 'অত্যন্ত ভালো বুদ্ধি। তোমার বেতন আরো পঞ্চাশ টাকা বাড়ালাম। এখন থেকে তোমার বেতন তিন হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা।'

'স্যার, আপনার অসীম দয়া।'

'অসীম কি জান?'

'জানি না স্যার। এইটুকু জানি, অসীম হল অনেক বেশি।'

'লেখাপড়া কিছু করেছ?'

'অতি সামান্য।'

'লেখাপড়া শেখার প্রতি আগ্রহ আছে? শিখতে চাও?'

'শিখতে চাই না, স্যার।'

'কেন চাও না?'

'এত জেনে কি হবে? যত জ্ঞানই হোক মৃত্যুর পর সব শেষ। এই জন্যে ঠিক করে রেখেছি মানকের নকির এই দুই স্যারের কোচ্চেনের আনসার শুধু শিখে যাব?'

পল্টু স্যার অবাক হয়ে বললেন, 'এই দুইজন কে?'

'স্যার, ফেরেশতা।'

'বল কী! নাম শুনি নাইতো। উনারা কোচ্চেন করেন না-কি?'

'কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেন। উত্তর না জানলে বিরাট সমস্যা।'

'কী প্রশ্ন বলতো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন একটা প্রশ্ন হচ্ছে—'তোমার প্রভু কে?'

পল্টু স্যার হতভম্ব গলায় বললেন, 'খুবই কঠিন প্রশ্ন তো। আসলেই তো আমার প্রভু কে? আমার প্রভু কি আমার সাব কনশাস মাইন্ড, নাকি আমার কনশাস মাইন্ড? কে আমাকে কনট্রোল করে?'

আমি বললাম, 'স্যার, এরচেয়েও কঠিন প্রশ্ন আছে। যেমন— তোমার ধর্ম কী?'

পল্টু স্যার বললেন, 'সর্বনাশ! লোহার ধর্ম হল লোহা কঠিন। চুম্বক তাকে আকর্ষণ করে। মানুষের ধর্ম তাহলে কী? জটিল চিন্তার বিষয় তো!'

পল্টু স্যার চোখ বুঁজে চিন্তা শুরু করলেন। তাঁর মুখ থেকে কক কক শব্দ বের হতে লাগল।

সাতদিনে আমার বেতন তিন হাজার টাকা থেকে বেড়ে বেড়ে হল চার হাজার পঞ্চাশ। এবং এই সাত দিনে পল্টু স্যার সম্বন্ধে যেসব তথ্য পাওয়া গেল তার সামারি এবং সাবসটেন্স হচ্ছে—

ক. পল্টু স্যার অতি সজ্জন ব্যক্তি।

খ. পল্টু স্যার বেকুব ব্যক্তি।

ধরা যাক, কোনো এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন ছাপা হবে, আমি প্রতিবেদক। তাহলে আমি যা করব তা হচ্ছে— তিনি ইজিচেয়ারে শুয়ে পায়ে ফ্যানের বাতাস দিচ্ছেন এবং গভীর মনযোগে বই পড়ছেন। এ রকম একটা ছবি তুলব লেখার সঙ্গে যাবার জন্যে। ছবির নিচের ক্যাপশানে—পাঠেই আনন্দ! মূল লেখাটা হবে এ রকম—

একজন নীরব জ্ঞান সাধক
(কক কক ধর্মী)

তাঁর ভালো নাম আবু হেনা। পরিচিতজনদের কাছে পল্টু ভাই কিংবা পল্টুভাইজান। তাঁর বয়স পঞ্চাশ। চিরকুমার মানুষ। গুলশান এলাকার বত্রিশশ' স্কয়ার ফুটের একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকেন। ফ্ল্যাট বাড়ির আসবাব বলতে একটা শোয়ার খাট, একটা ইজিচেয়ার। বইকে যদি আসবাবের মধ্যে ফেলা যায় তাহলে ইজিচেয়ার এবং খাট ছাড়া তাঁর আছে ছোট-বড় প্রায় দশ হাজার আসবাব। পড়ার কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নেই। হাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে যা পান তাই পড়েন। বই হাতে না থাকলে তাঁর বুক ধড়ফড় করে। হাঁপানির টান উঠে।

তিনি ঘুম থেকে উঠেন সকাল সাতটায়। এক কাপ চা একটা টোস্ট বিসকিট খেয়ে পড়তে শুরু করেন।

দুপুর একটায় গোসল করেন। দুপুরের খাবার খেয়ে ইজিচেয়ারে পনেরো থেকে বিশ মিনিট ঘুমিয়ে আবার পড়তে শুরু করেন। সন্ধ্যা ছটায় পড়া বন্ধ করে এক কাপ চা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভাঙে সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে। আবার পড়তে বসেন—রাত এগারোটা পর্যন্ত একটানা পড়ার কাজ চলে। এগারোটার পর রাতের খাবার খেয়ে ঘুমোতে যান। রাত তিনটার দিকে ঘণ্টা খানেকের জন্যে তাঁর ঘুম ভাঙে। এই সময়টাও তিনি নষ্ট করেন না। পড়াশোনা করেন।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

উচ্চতা	:	পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি।
ওজন	:	ষাট কেজি (আনুমানিক)।
প্রিয় রঙ	:	কিছু নেই।
প্রিয় খাবার	:	সবই প্রিয়। যা দেয়া হয় তাই খান।
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	:	এই মুহূর্তে তাঁর গৃহভৃত্য হিমু।

মেডিকেল প্রোফাইল

ব্লাড গ্রুপ	:	A Positive.
কিডনি	:	দু'টাই অকেজো।
প্রেসার	:	নরমাল।
ডায়াবেটিস	:	নাই।
কলেস্টরেল	:	বিপদসীমার নিচে।

অর্থনৈতিক প্রোফাইল

নিজের কেনা ফ্ল্যাটে থাকেন। এ ছাড়াও কয়েকটি ফ্ল্যাট আছে। সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি। ব্যাংকে প্রচুর টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি চেক কেটে টাকা তুলতে পারেন না, কারণ সিগনেচার মিলে না। পল্টু স্যার যে সিগনেচারে এ্যাকাউন্ট খুলেছেন সেটা ভুলে গেছেন। বাড়ি ভাড়ার নগদ টাকা যা আসে তাতেই সংসার চলে। বাসায় বড় একটা লকার আছে। লকারের কম্বিনেশন নাম্বার স্যার ভুলে গেছেন বলে লকার খোলা যাচ্ছে না। স্যার প্রতি শুক্রবারে আধঘণ্টা সময় বিভিন্ন নাম্বারে চেষ্টা করেন। তাতে লাভ হচ্ছে না।

কক কক ধর্ম

বিষয়টা যথেষ্ট জটিল। কিছু কিছু বই পড়ার সময় তিনি কক কক জাতীয় শব্দ করেন। পছন্দের বই হলে এ ধরনের শব্দ করেন, না-কি অপছন্দের বই হলে করেন—তা এখনো বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কক কক শব্দটার সঙ্গে মুরগির ডাকের সাদৃশ্য আছে।

AMARBOI.COM

গৃহভৃত্য বিষয়ে আমার বাবার কিছু উপদেশবাণী ছিল। উপদেশবাণীর সার অংশ হচ্ছে—"মহাপুরুষদের কিছুকাল গৃহভৃত্য হিসেবে থাকতে হবে।" তিনি ডায়েরিতে কি লিখে গেছেন হুবহু তুলে দিচ্ছি। এই অংশটি তিনি মৃত্যুর আগে হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে লিখেছেন। হাতের লেখা জড়ানো এবং অস্পষ্ট। মানুষের মানসিক অবস্থার ছাপ পড়ে হাতের লেখায়। আমার ধারণা তখন তাঁর মানসিক অবস্থাও ছিল এলোমেলো। লেখার শিরোনাম—হিজ মাস্টার্স ভয়েস। তিনি সব লেখাই সাধু ভাষায় লেখেন। এই প্রথম সাধু ভাষা বাদ দিয়ে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

হিমু, তুমি নিশ্চয় রেকর্ড কোম্পানি—হিজ মাস্টার্স ভয়েসের রেকর্ড দেখেছ। তাদের মনোগ্রামে একটি কুকুরের ছবি আছে। কুকুরটা থাবা গেড়ে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনিবের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে প্রভুর প্রতি আনুগত্য ঝরে ঝরে পড়ছে।

সব মহাপুরুষদের কিছু দিন কুকুর জীবন যাপন করা বাধ্যতামূলক। সে একজন প্রভুর অধীনে থাকবে। প্রভুর কথাই হবে তার কথা। প্রভুর আদেশ পালনেই তার জীবনের সার্থকতা। প্রভুর ভাবনাই হবে তার ভাবনা। প্রভু মিথ্যা বললে সেই মিথ্যাই সে সত্য বলে ধরে নিবে।

কুকুর ট্রেনিং-এ উপকার যা হবে তা নিম্নরূপ :

ক. জীবনে বিনয় আসবে। বিনয় নামক এই মহৎ গুণটি আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব। আমি অতি বিনয়ী মানুষকেও দেখেছি অহংকারের গুদাম। সেই গুদাম তালাবদ্ধ থাকে বলে কেউ তার অহংকার প্রত্যক্ষ করতে পারে না।

খ. 'আনুগত্য' কি তা শেখা যাবে। প্রতিটি মানুষ নিজের প্রতিই শুধু অনুগত। অন্যের প্রতি নয়। নিজের প্রতি আনুগত্য যে সর্বজনে ছড়িয়ে দিতে পারবে সেইতো মহামানব।

গ. মানুষকে সেবা করার প্রথম পাঠের শুরু।

কুকুর ট্রেনিং কিংবা গৃহভৃত্য ট্রেনিং তোমাকে সেবা নামক আরেকটি মহৎ গুণের সংস্পর্শে আনবে। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল না, তোমাকে সত্যি সেবা শিখতে হবে। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল অসুস্থ মানুষদের সেবা করতেন। তারা এমনিতেই সেবার দাবিদার। তোমাকে সুস্থ মানুষকে সেবা করতে হবে।

আমি নিজে এখন অসুস্থ। সময় ঘনিয়ে আসছে এরূপ মনে হয়। তোমাকে পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং দিয়ে যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। যেসব শিক্ষা দিয়ে যেতে পারব না, আমার আদেশ, সেসব শিক্ষা নিজে নিজে গ্রহণ করবে।

এখন অন্য বিষয়ে কিছু কথা বলি—গত পরশু দুপুরে আমি তোমার মা'কে স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্ন মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। মানুষ যখন নিদ্রা যায় তখন মস্তিষ্ক তার স্মৃতিগুলো নাড়াচাড়া করে। যাচাই-বাছাই করে, কিছু পুনর্বিন্যাস করে, তারপর স্মৃতির ফাইলে যত্ন করে রেখে দেয়। এই কাজটা সে করে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন। মস্তিষ্কের এই কাজ-কর্মই আমাদের কাছে ধরা দেয় স্বপ্ন হিসেবে। ফ্রয়েড সাহেব বলেছে, সব স্বপ্নের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূলে আছে যৌনতা। এই ধারণা যে কতটা ভুল তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

যাই হোক, এখন স্বপ্নের কথা বলি। আমি তোমার কিশোরী মা'কে স্বপ্নে দেখলাম। এটা কীভাবে সম্ভব হল জানি না। কারণ তাকে আমি কিশোরী অবস্থায় কখনো দেখি নাই। যখন তাকে বিবাহ করি তখন তার বয়স বাইশ। সে একজন তরুণী।

আমি দেখলাম সে তার গ্রামের বাড়িতে। কুয়ার পাড়ে বসে আছে। তার সামনে এক বালতি পানি। সে চোখেমুখে পানি দিচ্ছে। তোমার মা অতি রূপবতীদের একজন—এই তথ্য মনে হয় তুমি জান না। কারণ, তার মৃত্যুর পর আমি তার সমস্ত ফটোগ্রাফ নষ্ট করে দিয়েছি। তার স্মৃতি জড়িত সব কিছুই ফেলে দেয়া হয়েছে। কারণ স্মৃতি মানুষকে পিছনে টেনে ধরে। মহাপুরুষদের পিছুটান থেকে মুক্ত থাকতে হয়।

স্বপ্নের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। তোমার মা চোখেমুখে পানি দিয়ে উঠে দাঁড়ানো মাত্র আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। তোমার মা অত্যন্ত আনন্দিত গলায় বলল, 'তুমি একা এসেছ, আমার ছেলে কই?'

আমি বললাম, 'তাকে ঢাকা শহরে রেখে এসেছি।'

সে করুণ গলায় বলল, 'আহারে, কত দিন তাকে দেখি না! সে না-কি হলুদ পাঞ্জাবি পরে খালি পায়ে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটে। এটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'তুমি তাকে সুন্দর একটা শার্ট কিনে দিও। একটা প্যান্ট কিনে দিও। এক জোড়া জুতা কিনে দিও।'

'আচ্ছা দিব।'

তোমার মা তখন কাঁদতে শুরু করে এবং কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ওর কি কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে? কোনো মেয়ে কি ভালোবেসে তার হাত ধরেছে?'

আমি বললাম, 'না। সে মহাপুরুষ হওয়ার সাধনা করছে। তার জন্যে নারীসঙ্গ নিষিদ্ধ।'

তোমার মা চোখের পানি মুছে রাগী রাগী গলায় বলল, 'সে মহাপুরুষ হওয়ার সাধনা করছে, না কচু করছে। তাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে আস। আমি থাবড়ায়ে তার মহাপুরুষগিরি ছুটায়ে দিব।'

স্বপ্নের এই জায়গায় আমার ঘুম ভেঙে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্ন যে এক ধরনের ভ্রান্তি তা আমি জানি। তারপরেও স্বপ্নদর্শনের পর পর আমার মধ্যে কিছু আচ্ছন্ন ভাব দেখা দিল। আমার চক্ষু সজল হল। মনে মনে বললাম,

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি
অরণ্যং তেন গন্তব্যং
যথারণ্যং তথা গৃহম্।

বাবা হিমু, এখন তোমাকে একটি বিশেষ কথা বলি— তোমার মায়ের একটি আট ইঞ্চি বাই বার ইঞ্চি ছবি এবং তার লেখা ডায়েরি আকারে একটা খাতা আমি গোপনে রেখে দিয়েছি। একটা খামে সিলগালা করে রাখা। যে তোশকে আমি ঘুমাই সেই তোশকের ভেতরে সিলাই করে রাখা আছে। তুমি খামটি সংগ্রহ করবে। যে দিন কোনো কারণে তোমার হৃদয় সত্যিকার অর্থেই আনন্দে পূর্ণ হবে সেদিন খামটা খুলবে। তবে একবার খাম খুলে ফেলার পর ছবি, খাতা এবং খাম আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যেহেতু একবার দেখার পর সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে সেই কারণেই তুমি কোনোদিন খামটা খুলতে পারবে না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। হা হা হা। একে কি বলে জান? একে বলে থ্রেকেও নাই।

AMARBOI.COM

বাবার উপদেশ মেনে এক মাস গৃহভৃত্যের কাজ করে আজ বেতন পেয়েছি। পল্টু স্যার সারাদিনের ছুটি দিয়েছেন। আজ তার ডায়ালাইসিসের দিন। সারাদিন কাটাবেন হাসপাতালে। রাতে ফিরবেন, আবার নাও ফিরতে পারেন। শরীর বেশি খারাপ লাগলে হাসপাতালেই থেকে যাবেন। তাঁর অবস্থা দ্রুত খারাপ হচ্ছে। ডাক্তাররা 'কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়া কোনো বিকল্প নেই' এই তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন।

পল্টু স্যার বলেছেন, অন্যের কিডনি শরীরে নিয়ে বাঁচার তিনি কোনোই কারণ দেখছেন না। তাঁর মতে ঘুম যেমন ভয়াবহ কিছু না, মৃত্যুও না। বরং ঘুমের চেয়ে ভালো। ঘুম এক সময় ভাঙে, বাস্তবের পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। গরম, ঘাম, পেটে ব্যথা, ক্ষুধা, বাথরুম নামক অসুবিধায় বাস করতে হয়। মৃত্যুতে এই সমস্যা নেই। তাঁর একটাই সমস্যা—মৃত্যুর পর বইগুলো সঙ্গে থাকবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকদিন পর রাস্তায় হাঁটছি। গরমটা ভালো লাগছে, গায়ের ঘামের গন্ধও ভালো লাগছে। কঠিন রোদের আলাদা মজা আছে।

এফডিসির কাছের রেল ক্রসিং-এ দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেন যাবে সেই দৃশ্য দেখব। ছুটন্ত ট্রেনের সঙ্গে মনের একটা অংশও ছুটে যায়, সেই অনুভূতি অন্য রকম। ট্রেন কখন আসবে জানি না। অপেক্ষা করতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। হাতে রাত আটটা পর্যন্ত সময়। আমি আগ্রহ নিয়ে চারপাশ দেখছি। একটা রিকশায় মায়াকাড়া চেহারার শ্যামলা মেয়ে বসে আছে। বৈশাখের দুর্দান্ত রোদেও মেয়েটা রিকশার হুড তোলেনি। রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছে। মেয়েটাকে দেখেই মনে হচ্ছে সে কাঁদতে কাঁদতে এবং চোখের পানি মুছতে মুছতে আসছে। প্রকৃতি মানুষের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করেছেন। দুঃখ পেলে মানুষ কাঁদবে, তার চোখে পানি আসবে এবং আনন্দ পেলে সে হাসবে, তার দাঁত দেখা যাবে—এই ব্যবস্থা। প্রকৃতি এই কাজটা কেন করল?

আমার ধারণা প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করেছে যেন মানুষ তার দুঃখ এবং আনন্দ লুকাতে না পারে। যেন অন্যরা টের পেয়ে যায়। দুঃখ এবং আনন্দ ভাগ করার জন্যে এগিয়ে আসে।

রেল ক্রসিং-এর গেট পড়ে গেছে। মেয়েটার রিকশা থেমে গেছে। আমি তাকিয়ে আছি রিকশার দিকে। আমার হঠাৎ মনে হল—রিকশার ভাড়া দেবার মতো টাকা মেয়েটার কাছে নেই। তারচেয়েও বড় কথা মেয়েটা ভয়াবহ ক্ষুধার্ত। রাতে সে কিছু খায় নি। এত বেলা হয়েছে এখনো কিছু খায় নি।

মেয়েটা রিকশা থেকে নেমে পড়েছে। রিকশাওয়ালা কঠিন মুখ করে কী যেন বলছে। মেয়েটার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। সে হতাশ ভঙ্গিতে আশেপাশে তাকাচ্ছে। আমি এগিয়ে গেলাম। রিকশাওয়ালাকে বললাম, 'ভাড়া কত হয়েছে?'

রিকশাওয়ালা বলল, 'একশ টাকা।'

আমি বললাম, 'ঢাকা শহরে রিকশার ভাড়া একশ টাকা এই প্রথম শুনলাম।'

রিকশাওয়ালা বলল, 'স্যার, আমি ইনারে নিয়া সকাল থাইকা ঘুরতাছি। এর বাড়িতে যায়, তার বাড়িতে যায়। কানতে কানতে ফিরা আসে, যাত্রাবাড়ি গেলাম। মগবাজার গেলাম। রামপুরা গেলাম—এখন আপনি বিবেচনা করেন। একশ টাকা কমই চাইছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'আমারো তাই ধারণা। এই নাও রিকশা ভাড়া একশ টাকা। আর এই নাও বিশ টাকা। বরফ দেয়া লাচ্ছি খাও। গরমে আরাম হবে।'

রিকশাওয়ালা এই প্রথম ভালোভাবে আমার দিকে তাকালো এবং জিহ্বায় কামড় দিয়ে বলল, 'হিমু ভাই, মাফ দেন। আপনেরে চিনতে পারি নাই।' সে নিচু হয়ে কদমবুসি করল।

মেয়েটা হতভম্ব। আশেপাশের লোকজনও কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে। ট্রেন এসে গেছে। আমি তাকিয়ে আছি ট্রেনের দিকে—

বৃষ্টি দেখলেই যেমন ছেলেবেলার গান 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' মনে পড়ে, ট্রেন দেখলেই ট্রেনের ছড়া মনে পড়ে—

রেল গাড়ি ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম
ইস্টিশনের মিষ্টি কুল
শখের বাগান গোলাপ ফুল।

ট্রেন চলে গেছে। রেল গেটের জটলা শেষ। শুধু আমি, মায়াবতী তরুণী এবং রিকশাওয়ালা আটকে আছি।

রিকশাওয়ালা গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে হাসিমুখে বলল, 'হিমু ভাই কি আমারে চিনেছেন? আমি ছামছু। আমার মেয়ের নাম সাগরিকা। আপনার কারণে মেয়েটার জীবন রক্ষা হয়েছিল। চিনেছেন হিমু ভাই?'

'হুঁ।'

'একটা পরীক্ষা আছে না, পাস করলে মাসে মাসে টেকা পায়। সাগরিকা সেই পরীক্ষা পাস করছে। টেকা পাওয়া শুরু করছে। এইটা সেইটা কিনতে চায়। আমি বলেছি, খবরদার! আগে হিমু ভাইরে পছন্দের কিছু কিন্যা দিবি। তারপর অন্য কথা। ঠিক বলেছি না?'

'হুঁ।'

'এখন বলেন আপনার পছন্দের জিনিস কী? আইজই কিনব।'

'চিন্তা-ভাবনা করে বলি। হুট করে বলতে পারব না। আগে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। ক্ষুধায় জীবন যাওয়ার উপক্রম। ঢাকা শহরের সবচে ভালো মোরগ-পোলাও কোথায় পাওয়া যাবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পুরান ঢাকায় যাইতে হবে। সাইনি পালোয়ান।'

'চল যাই।'

আমি রিকশায় উঠে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'চল, মোরগ-পোলাও খেয়ে আসি।'

মেয়েটা চোখ-মুখ খিচিয়ে কঠিন গলায় বলল, 'আপনি আমাকে মোরগ-পোলাও খাওয়াবেন কেন?'

আমি বললাম, 'তোমার ক্ষিধে লেগেছে এই জন্যে।'

মেয়েটি গলার স্বর আরো তীক্ষ্ণ করে বলল, 'আমার ক্ষিধে লাগলে আপনি কেন আমাকে খাওয়াবেন?'

আমি বললাম, 'ঝামেলা করবে না। সারাদিন রিকশা নিয়ে ঘুরেছ, ভাড়া দিতে পার নি, আবার ঝগড়া। আমি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে যদি রিকশায় না উঠ তিনটা থাপ্পর দিয়ে চলে যাব। এক...দুই...

তিন বলার আগেই মেয়েটা চোখ মুছতে মুছতে রিকশায় উঠল। রিকশাওয়ালা বলল, 'আপনেরে চিনে নাই, এই জন্য ভং করছে। চিনলে লাফ দিয়ে কোলে উইঠ্যা বসত।'

আমি বললাম, 'তোমার ঐ দোকানে আইটেম আর কী পাওয়া যায়?'

'রিকশাওয়ালা মহানন্দে রিকশার প্যাডেল চাপতে চাপতে বলল, 'গ্লাসি পাইবেন। খাসির মাংস দিয়া বানায়। এমন গ্লাসি আপনে বেহেশতেও পাইবেন না।'

'মোরগ-পোলাওয়ের সঙ্গে গ্লাসি যায়?'

'অবশ্যই যায়। কেন যাইব না? চ্যালচ্যালাইয়া যায়।'

'ঠিক আছে, মোরগ পোলাও এবং গ্লাসি—সাথে আর কি?'

'কোয়েল পাখির রোস্ট খাইবেন? পেটের ভিতরে থাকবে পাখির ডিম।'

'অবশ্যই খাব।'

'দাম আছে কিন্তু।'

'দাম কোনো বিষয়ই না। একদিনইতো খাব। রোজ রোজ তো খাচ্ছি না।'

মেয়েটা শক্ত হয়ে বসে আছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সে কিছুটা দিশেহারা। তার হাতের আঙুল কাঁপছে। খুব সম্ভব টেনশান এবং ক্ষুধার কারণে।

'তোমার নাম কী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার নাম জেনে কী করবেন?'

'আমি একজনকে মোরগ-পোলাও, গ্লাসি এবং ডিমসহ কোয়েল পাখি খাওয়াবো, তার নাম জানব না?'

'আমার নাম রানু।'

'থাক কোথায়?'

'মহিলা হোস্টেলে। হাতিরপুলের কাছে।'

'মহিলা হোস্টেলে কত টাকা বাকি পড়েছে? আমার ধারণা মহিলা হোস্টেলের বাকি শোধ করার জন্যেই তুমি ঘুরছ। টাকা জমা দেবার আজই কি শেষ দিন?'

রানু কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনি জেনে কি করবেন? আমাকে টাকাটা দিবেন?'

'হুঁ। দেব।'

'বিনিময়ে আমাকে কি করতে হবে? আপনার সঙ্গে শুতে হবে?'

আমি কিছুক্ষণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থেকে স্পষ্ট গলায় বললাম, 'হ্যাঁ।'

রানু এখন মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ রক্তবর্ণ। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে আছে। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। আমি বললাম, রানু শোন। তুমি ভয়াবহ সমস্যায় পড়েছ। সমস্যা থেকে বের হওয়ার জন্যে অন্য পুরুষের সঙ্গে শুয়ে টাকা রোজগারের চিন্তা করছ বলেই আমাকে এমন কুৎসিত কথা বলতে পারলে।

রানু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'সরি।'

'আমি তোমাকে একটা ঠিকানা লিখে দেব। এই ঠিকানায় চলে এসো, দেখি কোনো চাকরি দেয়া যায় কি-না।'

'আমার জন্যে আপনাকে কিছু করতে হবে না।'

'আচ্ছা যাও—কিছু করব না।'

'হোস্টেলের টাকাটা আপনার কাছ থেকে ধার হিসেবে নেব। যথা সময়ে ফেরত দেব। আমার তিন হাজার টাকা লাগবে। তিন হাজার টাকা কি আছে আপনার সঙ্গে?'

'আছে।'

'আরেকটা কথা আপনাকে বলি—আপনি নিজেকে যতটা ভালো মানুষ প্রমাণ করতে চাইছেন ততটা ভালো মানুষ আপনি নন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কীভাবে বুঝলে?'

'আমি মানুষের চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি। সে ভালো না মন্দ।'

'কখন থেকে পার? ছোটবেলা থেকে?'

রানু জবাব না দিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। তার শরীরের কাঁপুনি থেকে বুঝতে পারছি সে কান্না আটকানোর চেষ্টা করছে। আমি বললাম, 'টাকাটা যে আমাকে ফেরত দেবে, কীভাবে দেবে? তোমার ভাবভঙ্গি পরিষ্কার বলছে তুমি গভীর জলে পড়েছ। কারো কাছ থেকে টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে?'

'আপনার টাকা পেলেইতো হল। কোত্থেকে পাচ্ছি সেটা জেনে কী করবেন? যাই হোক আপনাকে বলছি—আমি কিডনি বিক্রি করছি। এক ভদ্রলোক কিনবেন বলে কথা পাকা হয়েছে। ক্রস ম্যাচিং আরো কি কি যেন আছে, সব করা হয়েছে।'

'কত টাকায় বিক্রি করছ?'

'এক লাখ টাকা। যে এজেন্ট বিক্রির ব্যবস্থা করেছে তাকে দশ হাজার দিতে হবে। আমি পাব নব্বই হাজার।'

'নব্বই হাজারে কিডনি খারাপ না। টাকাটা হাতে পাচ্ছ কবে?'

'এই মাসের আঠারো তারিখ অর্ধেক টাকা পাব। বাকি অর্ধেক ট্রান্সপ্লান্টের পরে।'

'যিনি তোমার কিডনি কিনছেন তার নাম জান?'

রানু বলল, 'কার জন্যে কিডনি কেনা হচ্ছে তা আমি জানি না। মাজেদা বলে একজন মহিলা সব ব্যবস্থা করছেন। নিউ ইস্কাটনে থাকেন।'

আমি বললাম, 'হলি কাউ। পবিত্র গাভী।'

রিকশাওয়ালা বলল, 'গাভীর কথা কি বললেন স্যার?'

'গাভীর কথা কিছু বলি নাই। তুমি রিকশা চালাও।'

রানু খাওয়া-দাওয়ায় প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেল। সে বলল, 'আমি একটা মিষ্টিপান খাব।' তার চোখে চকচকে ভাব আগে ছিল না, এখন চলে এসেছে। তাকে পান কিনে দেয়া হল। সে পানের পিক ফেলতে ফেলতে বলল, 'আমি এম্নিতে পান খাই না। শুধু বিয়েবাড়িতে গেলে পান খাই। একবার জর্দা দেয়া পান খেয়ে বিয়েবাড়িতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বান্ধবীর বিয়ে। ওর নাম হাসি। আমরা ওকে ক্ষেপানোর জন্যে বলতাম—

হাসি।
রজব আলির খাসি।'

'রজব আলিটা কে?'

'রজব আলি কেউ না। এম্নি একটা নাম। মজার ব্যাপার কী জানেন? ওর বিয়ে যার সঙ্গে হয়েছে তার নাম রজব আলি। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ম্যানেজার। অদ্ভুত না?'

'কিছুটা অদ্ভুত।'

রানু বলল, 'মাঝে মাঝে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। আজ যেমন ঘটেছে। যখন খাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ মনে হল আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আজকের তারিখটা জানেন?'

'সতেরোই মে।'

'আজ আমার বাবার মৃত্যু দিন। উনি মারা গিয়েছিলেন দুপুর দু'টায়। আমি যখন খাওয়া শুরু করি তখন বাজে দুপুর দু'টা। আমি ঘড়ি দেখেছিলামতো, আমি জানি। খাবার সময় আমি যে কাঁদছিলাম আপনি দেখেছেন? প্লেটে কয়েক ফোঁটা চোখের পানি পড়েছিল।'

'দেখেছি।'

'কাঁদছিলাম, কারণ আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছিল, আমার বাবা ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলছেন—মা! আরাম করে ভাত খা। খাওয়ার সময় প্লেটে চোখের পানি ফেলতে নেই। এ রকম কেন মনে হল শুনতে চান?'

'চাই।'

'আরেক দিন বলব। একদিনে অনেক কথা বলে ফেলেছি। আচ্ছা, বলুনতো, আমি কি দেখতে খারাপ?'

'খারাপ না, তবে রসগোল্লাও না।'

'কিছু একটা আমার মধ্যে আছে। ভয়ঙ্কর রিপালসিভ কিছু। এখন পর্যন্ত কোনো ছেলে আমার প্রেমে পড়ে নি। অথচ প্রতিরাতে ঘুমুতে যাবার সময় আমি চিন্তা করি—একটা ছেলে আমার প্রেমে পড়েছে আমার মন ভুলাবার জন্যে হাস্যকর সব কাণ্ডকারখানা করছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী রকম হাস্যকর কাণ্ডকারখানা?'

'একেক রাতে একেক রকম ভাবি। কাল রাতে ভেবেছি—একটা ছেলে ব্লেড নিয়ে আমার ঘরের বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলেছে—তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি না হও, তাহলে আমি ব্লেড দিয়ে আমার হাতের শিরা কেটে ফেলব।'

'তুমি রাজি হয়েছ?'

'অবশ্যই রাজি হব! যে কোনো ছেলে এই ধরনের কথা বললে আমি রাজি হব।'

'না, তা হবে না। রিকশাওয়ালা ছামছু বললে রাজি হবে না।'

রানু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'রিকশাওয়ালাকে আপনি টেনে আনলেন কেন? আপনিতো অদ্ভুত মানুষ।'

আমি বললাম, 'তুমি যখন রাজি হলে তখন ছেলেটা কি করল?'

রানু বলল, 'আপনাকে আর কিছুই বলব না। এতক্ষণ বক বক করেছি বলে নিজের উপর রাগ লাগছে। আমি আপনার সঙ্গে ফেরত যাব না। আলাদা রিকশা নিয়ে যাব।'

'তাহলে বিদায়।'

রানু বলল, 'বিদায়। আপনি আমাকে যত্ন করে খাইয়েছেন, কোন একদিন সেটা আমি শোধ করব। যত তাড়াতাড়ি পারি করব। প্রমিজ।'

রানু চলে গেল। আমিও রওনা হলাম। হাতে অনেক সময়। মাজেদা খালার সঙ্গে দেখা করা দরকার। মাজেদা খালার সঙ্গে দেখা করার পর হাসপাতালে চলে যাব। দেখে আসব পল্টু স্যারকে। হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি, কারণ হাত খালি। টাকা যা ছিল রানুকে দিয়ে দিয়েছি। তিন হাজার টাকা দেবার কথা। তারচে বেশিই দিয়েছি। কত বেশি বুঝতে পারছি না।

ভরপেট খাওয়ার পর কড়া রোদে হাঁটার অন্য রকম মজা আছে। মনে হয় নেশা করে হাঁটছি। ছাতিম গাছের ফুলের গন্ধ শুঁকলে যে রকম নেশা হয় সে রকম নেশা।

মাজেদা খালা দরজা খুলে বললেন, তোর একি অবস্থা? মনে হচ্ছে ঘাম দিয়ে গোসল করেছিস। এক্ষুণি বাথরুমে ঢুকে পড়। সাবান ডলে গোসল দে। তার আগে লেবুর সরবত করে দিচ্ছি। সরবত খা। ফ্যানের নিচে দাঁড়িয়ে থাক, শরীর ঠাণ্ডা হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ফ্যানের নিচে দাঁড়িয়ে শরীর ঠাণ্ডা করতে লাগলাম। মাজেদা খালা ঘরের এসিও ছেড়ে দিয়েছেন। ঘর দ্রুত শীতল হচ্ছে। রোদে হাঁটার নেশা ভাবটা কেটে যাচ্ছে।

মাজেদা খালা সরবত নিয়ে এলেন। চিনির সরবত না, লবণের সরবত। প্রচুর ঘাম হলে এই সরবতই না-কি খাবার বিধান।

'তুই কি আমার কাছে কোনো কাজে এসেছিস?'

'হুঁ।'

'আমারো তাই ধারণা। ভর দুপুরে বিনা কাজে আসার মানুষ তুই না। কাজটা কী?'

'বিশেষ একটা ধর্ম নিয়ে আমি গবেষণা করছি। তুমি এই বিষয়ে কী জান তাই জানতে এসেছি।'

'ধর্ম বিষয়ে আমি কী জানব। তোর খালু সাহেব জানতে পারেন। সে দেশে নেই। জাপান গিয়েছে।'

'তুমি যা জান তাই শুনি।'

'কী ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাস?'

'কক কক ধর্ম।'

'কক কক ধর্ম আবার কী? এই প্রথম এমন এক ধর্মের নাম শুনলাম।'

'পল্টু স্যার যে কক কক শব্দ করে এই বিষয়ে জানতে চাচ্ছি।'

মাজেদা খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সহজ কথা সহজে বলতে পারিস না? আমি ভাবলাম কি-না কি ধর্ম।'

'আমি যতদূর জানি কক কক করার কারণে স্যারের বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল। এটা কি সত্যি?'

মাজেদা খালা বললেন, 'তোকে কে বলেছে? পল্টু ভাইজান বলেছেন?'

'হুঁ। স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্যার বিয়ে করেন নি কেন? তখন বললেন।'

মাজেদা খালা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'কার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছিল, সেটা কি বলেছে?'

'না।'

'যাক, এইটুকু সেন্স তাহলে আছে।'

'তোমার সঙ্গেই বিয়ে হতে যাচ্ছিল?'

'হুঁ। বিরাট বড়লোকের ছেলে, গাড়ি-বাড়ি এই সব দেখে বাবা রাজি হয়ে গেলেন। আর আমি নিজেও তাকে পছন্দ করতাম। পছন্দ করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতোই মানুষ। বিয়ে করতে এসেছে। বরযাত্রীর সঙ্গে বসেছে। টেনশনের কারণে মনে হয় কিছু একটা হয়েছে—শুরু করল কক কক।

আমার বড় চাচা মিলিটারি কর্নেল। তিনি বললেন, 'জামাই কক কক শব্দ করছে কেন? সমস্যা কী?'

'পল্টু ভাইজান বড় চাচার হুংকারে আরো বেশি ভয় পেয়ে গেলেন। জোরে জোরে কক কক করতে লাগলেন। এত জোরে যে, ভেতর বাড়ি থেকে শোনা যায়। বিয়ে ভেঙে গেল।'

আমি বললাম, 'পল্টু স্যারের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে খারাপ হতো না। মানুষটা শুধু যে ভালো তা-না। অন্য রকম ভালো।'

মাজেদা খালা চাপা গলায় বললেন, 'জানি।'

আমি বললাম, 'উনার শোবার ঘরে তোমার যে একটা বাঁধানো ছবি আছে এটা কি জান?'

'নাতো!'

'বয়সকালে তুমি যে কি রূপবতী ছিলে ছবিটা না দেখলে বিশ্বাস করাই মুশকিল। প্রথম কিছুদিন আমি চিনতেই পারিনি যে এটা তোমার ছবি।'

মাজেদা খালা বললেন, 'তোর দায়িত্ব হচ্ছে আজই ছবিটা সরিয়ে ফেলা। অন্য লোকের স্ত্রীর ছবি তিনি কেন নিজের ঘরে রাখবেন। ছিঃ। আজ দিনের মধ্যে তুই ছবি সরাবি।'

আমি বললাম, 'এই কাজটা আমি করব না, খালা। বেচারার কিছুইতো নেই। থাকুক না একটা ছবি।'

মাজেদা খালা চট করে আমার সামনে থেকে সরে গেলেন। বুঝতে পারছি হঠাৎ তার চোখে পানি চলে এসেছে। প্রকৃতি মাঝে মাঝে মানুষকে এমন বিপদে ফেলে। চোখে পানি আসার সিস্টেম না থাকলে জীবন যাপন হয়তো সহজ হতো।

হাসপাতালের ৩১ নম্বর কেবিনে পল্টু স্যার হতাশ ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন। তাঁর গায়ে হাসপাতালের হাস্যকর সবুজ জামা। এই জামায় রোগীর সুবিধার জন্যে বোতাম থাকে না। পেছন দিকে ফিতা থাকে। হাতড়ে হাতড়ে সেই ফিতা বাঁধতে হয় বলে বেশির ভাগ সময় আন্ধাগিট্টু লেগে যায়। প্রয়োজনের সময় এই জামা খোলা যায় না। রোগীতো পারেই না, নার্সরাও পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পল্টু স্যারের হাতে টিভির রিমোট কন্ট্রোল। তিনি তাকিয়ে আছেন টিভির দিকে। টিভি কিন্তু বন্ধ। ফিনাইল গন্ধমুক্ত হোটেলধর্মী হাসপাতাল। ইদানীং এই ধরনের হাসপাতাল বাংলাদেশে প্রচুর হচ্ছে। এই হাসপাতালগুলোর লক্ষ্য রোগীকে ফাইভ স্টার হোটেলের আনন্দে রাখা। চিকিৎসা অনেক পরের ব্যাপার। সমস্যা হচ্ছে রোগীরা চাচ্ছে চিকিৎসা। ফাইভ স্টার হোটেলে আরামে থাকতে চাইলে তারা ফাইভ স্টার হোটেলেই যেত। হাসপাতালে ভর্তি হতো না।

'স্যার! টিভিতে কী দেখছেন?'

পল্টু স্যার চমকে আমার দিকে তাকিয়েই হাহাকার ধ্বনি করলেন, 'হিমালয়, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি চোখে অন্ধকার দেখছি। মহাসর্বনাশ।'

'কী সর্বনাশ হয়েছে?'

'হাসপাতালে পড়ার জন্যে একটা প্যাকেটে বই আলাদা করে রেখেছিলাম। প্যাকেটটা ফেলে এসেছি। বই ছাড়া রাত কাটাবো কীভাবে?'

'আমার ঝুলির ভেতর একটা গল্পের বই আছে। এতে কাজ চলবে?'

পল্টু স্যার আনন্দিত গলায় বললেন, 'অবশ্যই কাজ চলবে। আমার বই হলেই চলে। কী বই সেটা কোনো ব্যাপার না।'

স্যার, 'আমি যে বইটা এনেছি তার নাম "বিড়াল আমার সিমকার্ড দুধে ভিজিয়ে খেয়ে ফেলেছিল।" অতি আধুনিক লেখা।'

পল্টু স্যার বললেন, 'সিমকার্ড বিড়াল দুধে ভিজিয়ে কিভাবে খাবে? কার্ডটা ধরবে কীভাবে? থাবা দিয়েতো কিছু ধরা যায় না।'

'বিড়াল দাঁতে কামড় দিয়ে কার্ড ধরেছিল। সেই ভাবেই দুধের বাটিতে ডুবিয়েছে।'

পল্টু স্যার বিস্মিত হয়ে বললেন, 'বিড়াল সিমকার্ড খায় এটাই জানতাম না। ছাগল সব কিছু খায় এটা জানি—আচ্ছা শোন, এটা কি হাসির বই?'

'হাসির বই না, স্যার। খুব সিরিয়াস বই। পরাবাস্তবতা।'

পল্টু স্যার বললেন, 'অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আমার সমস্যা নাই। শুধু হাসির ব্যাপারগুলো নিয়ে সমস্যা। একটা জোকস-এর বই অনেক দিন আগে পড়েছিলাম—কিছুই বুঝতে পারি নাই। তোমাকে একটা বলব? তুমি কিছু বুঝতে পার কি-না।'

'বলুন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে। প্রেমিকা ব্যাক ভিউ মিরর দেখিয়ে বলল, আয়নাটা এমনভাবে ফিট করেছে যে, মুখ দেখা যায় না। চুল ঠিক করতে পারছি না।' প্রেমিক বলল, 'ঐ আয়নাটা পেছন দেখার জন্যে।' তখন প্রেমিকা বলল, 'ছিঃ ছিঃ কমল ভাই। আপনি এত অসভ্য কেন?' এই হল গল্প, বুঝলে। এখন তুমি বল, ছেলেটা অসভ্যতা কি করেছে? সত্যি কথা বলার মধ্যে কোনো অসভ্যতা আছে?'

'জি না।'

'আমি গল্পটা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। কিছুই বের করতে পারি নাই। আচ্ছা শোন, এমন কি হতে পারে যে প্রেমিক গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে এটাই হাসির ব্যাপার?'

'হতে পারে।'

'আমিও তাই ভেবেছি। মেয়েটা গাড়ি চালানো শিখবে ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি হয়ে। কিংবা তাদের বাসার ড্রাইভারের কাছে। প্রেমিকের কাছে কেন?'

'যুক্তিযুক্ত কথা বলেছেন, স্যার।'

'তারপরেও মেয়েটার আচরণ ঠিক না। সে ছিঃ ছিঃ করে উঠবে কেন? অবশ্যি মেয়েটার মেজাজ খারাপ। সে মুখ দেখতে পারছে না। মাথার চুল ঠিক করতে পারছে না। মেজাজ খারাপের কারণে সে ছিঃ ছিঃ বলেছে।'

'স্যার, হতে পারে। আপনি বরং বই পড়ুন। কিংবা ঘুমিয়ে পড়ুন। আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আজ আপনার শরীর খারাপ।'

'ঠিকই বলেছ। চোখ জ্বালা করছে। তুমি বইটা পড়ে শুনাও।'

আমি বই হাতে নিলাম। পল্টু স্যার আধশোয়া হয়ে আছেন। গভীর আগ্রহ নিয়ে পরাবাস্তব গল্প শুনছেন। তাঁর চোখে শিশুর মুগ্ধতা।

> বিড়ালটা নাদুস নুদুস কিন্তু অন্ধ। তার জগৎ ধূসর। তার চোখ পিটপিট করে, কিন্তু সে দেখে না। তার সামনে দুধের বাটি। বাটিতে দুধ নেই। কিংবা ছিল, দুষ্ট বিড়াল দেখতে পায় নি। কারণ সে অন্ধ। প্রথম তার যখন চোখ ফুটল, তখন তার মা বলল, 'ডার্লিং, দেখ কি সুন্দর পৃথিবী!' সে পৃথিবী দেখে বিরক্ত হল, কি কুৎসিত! তখন সে নিজে নিজে অন্ধ হয়ে গেল। যে চোখে দেখে না, সে কথা বেশি বলে। বিড়ালের মা তাকে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামীণ মোবাইল সেট উপহার দিল। সেখানে কোনো সিমকার্ড ছিল না।

সে সিমকার্ড কিনতে গ্রামীণের সেলস সেন্টারে গেল।

সেলস সেন্টারের পরিচালক একজন তরুণী। তাঁর বয়স উনিশ। তিনি বৃশ্চিক রাশির জাতক। আজ তাড়াহুড়া করে এসেছেন বলে শাড়ি পরে আসতে পারেন নি। তার সুগঠিত স্তন ভোরের আলোয় ঝলমল করছে। তার স্তনযুগল দেখেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, অনাঘ্রাতা পূজার কুসুম দুটি।...সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথও তখন একটা সিমকার্ড কিনতে এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা বিভিন্ন তরুণীদের তিনি টেলিফোন করে জানতে চাইবেন— "সখী, ভালোবাসা কারে কয়?'

পল্টু স্যার বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এখানে রবীন্দ্রনাথ কোত্থেকে এলেন?' আমি বললাম, 'পরাবাস্তব গল্পে সব কিছুই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ হাফপ্যান্ট পরে বিড়ি ফুকতে ফুকতে চলে আসতে পারেন। নিউমার্কেটে কাঁচা বাজার থেকে রাতা মুরগি এবং হিদল শুঁটকি কিনে তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে বলতে পারেন, ওগো মৃ মুরগির সালুন কর। হিদলের ভর্তা কর। আর আমাকে কাদের সিদ্দিকী সাহেবের গামছাটা দাও। পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি।'

'কাদের সিদ্দিকীর গামছা মানে?'

'পলিটিক্যাল গামছা, স্যার। টেকসই, সহজে রঙ যায় না।'

পল্টু স্যার বললেন, 'এসব কী বলছ? তোমাকে বই পড়ে শোনাতে হবে না। তুমি বাসায় চলে যাও, ঘুমাও।'

'আমি রাতে হাসপাতালেই থাকব।'

'ঘুমাবে কোথায়?'

'ঘুমাব না। জেগে থাকব। কাল সারা রাত জেগেছিলাম, তার আগের রাতেও জেগেছিলাম।'

'কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাবার উপদেশ। বাবা বলে গেছেন—মাসে তিন দিন তিন রাত ঘুমাবি না। এক পলকের জন্যেও চোখের পাতা এক করবি না।'

পল্টু স্যার বললেন, 'কেন?'

আমি বললাম, 'স্লিপ ডিপ্রাইভেশন হলে কিংবা মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব হলে—অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। আমার বাবা চাচ্ছিলেন যেন আমি এই সব ঘটনা দেখি।'

পল্টু স্যার বললেন, 'তাহলে আমিও তোমার মতো জেগে থাকব।'

'সেটা খারাপ না। জাগরণে যায় বিভাবরী।'

পল্টু স্যার জেগে থাকার চেষ্টা প্রাণপণ করলেন বলেই মুহূর্তেই ঘুমিয়ে গেলেন। আমি জেগে রইলাম। মাঝে মাঝে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে; আমি বলি— এই চোখবাবারা জেগে থাকো। তোমরা দু'জনই ভালো। দু'জনই লক্ষ্মী সোনা চাঁদের কণা।

স্লিপ ডিপ্রাইভেশন এক ধরনের ঘোর তৈরি করে। বাস্তব জগৎ বিড়ালের সিমকার্ড খাওয়ার জগৎ হয়ে যায়। রিয়েলিটির সংশয় তৈরি হয়। যেমন শেষ রাতে আমার কাছে মনে হল কেবিনে একটা অন্ধ বিড়াল ঢুকেছে। সে ছোটাছুটি করতে গিয়ে খাটের পায়ের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে এবং মিউমিউ করছে। কয়েকবার ঘনঘন চোখের পলক ফেলার পর বিড়াল অদৃশ্য হয়ে গেল। তবে সমস্যার সমাধান হল না। তখন দেখলাম খাটে মাজেদা খালা শুয়ে আছেন। পল্টু স্যার না।

আমি বললাম, 'খালা, তুমি এখানে কেন?'

খালা বললেন, 'তাতে তোর কোনো সমস্যা? আমি কী করব না করব তা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার।'

'তুমিই তাহলে তোমার প্রভু?'

'হেঁয়ালি কথা বন্ধ করবি?'

'অন্ধ বিড়ালটা দেখেছ, খালা?'

'নাতো!'

'তোমার মোবাইলটা সাবধানে রাখ। বিড়াল অন্ধ হলেও দুষ্টু আছে। মোবাইল খুলে তোমার সিমকার্ড খেয়ে ফেলবে।'

'কী সর্বনাশ! আগে বলবি না! দুনিয়ার নাম্বার আমার এই সিমকার্ডে। এটা খেয়ে ফেললে আমার গতি কি হবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্লিপ ডিপ্রাইভেশনে বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। ভোরবেলা ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যে বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম। বাটি ভর্তি গরম দুধ নিয়ে বসেছেন। পাউরুটি দুধে চুবিয়ে চুবিয়ে খাচ্ছেন।

আমি বললাম, 'কী খাচ্ছ বাবা?'

বাবা বললেন, 'পাউরুটি খাচ্ছি। শরীরটা গেছে। সহজপাচ্য খাবার ছাড়া কিছু খেতে পারি না। অম্বল হয়।'

'চোখ এ রকম পিটপিট করছ কেন? চোখে কি কোনো সমস্যা?'

'চোখে দেখি না।'

'কবে থেকে দেখ না?'

'দিন তারিখ ডায়েরিতে নোট করে রাখি নাই।'

'খুব সমস্যা হচ্ছে?'

'না, খুব আরাম হচ্ছে। গাধা ছেলে!'

'পরকালে মানুষ অন্ধ হয় এটা জানতাম না। আমার ধারণা ছিল পরকালে সবার চির যৌবন এবং...'

'চুপ কর। কট কট করে কথা বলবি না। শান্তিমতো নাস্তা খেতে দে। খাটের উপর শুয়ে আছে এই বুড়া কে?'

'তুমিতো চোখে দেখ না, বুঝলে কি করে খাটে এক বুড়ো শুয়ে আছে?'

'অনুমানে বুঝেছি। এই বুড়োর সমস্যা কী?'

'উনার সমস্যা কিডনি। দু'টা কিডনি। দু'টাই অচল। আচ্ছা বাবা ভালো কথা এইসব ক্ষেত্রে মহাপুরুষদের ভূমিকা কী হবে? মহাপুরুষ কি তৎক্ষণাৎ নিজেরটা দিয়ে দেবেন?'

'না।'

'না কেন?'

'মহাপুরুষদের জীবনের মূল্য অনেক বেশি। তাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। ভালো খাওয়া-দাওয়া, শান্তির নিদ্রা তাদের প্রয়োজন।'

'বাবা, তুমিতো একেক সময় একেক কথা বল।'

বাবা চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, 'ঠিকই ধরেছিস। অন্ধ হবার পর থেকে কথা খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেছে। যাই হোক, তুই শান্তিতে ঘুমো। তিনবার বল 'ঘুম শান্তি' 'ঘুম শান্তি' 'ঘুম শান্তি' আরামের ঘুম হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তিনবার 'ঘুম শান্তি' বললাম। সারাজীবন শুনেছি 'ওম শান্তি' এখন শুনছি 'ঘুম শান্তি'। সমস্যা নেই, আমার ঘুম দিয়ে কথা। লাশকাটা ঘরের শান্তিময় জীবনানন্দ স্টাইলের নিদ্রা।

আমার ঘুম ভাঙল এক বুড়োর কথাবার্তায়। পল্টু স্যারের সঙ্গে এই বুড়ো হম্বিতম্বির ভঙ্গিতে কথা বলছে। গলা মিষ্টি। বিশেষ ভঙ্গিতে কর্কশ করার চেষ্টা চলছে। কর্কশ হচ্ছে না। যে কথা বলছে সে সংগীতশিল্পী হলে নাম করত।

'মেঝেতে শুয়ে ঘুমাচ্ছে এ কে? তোমার সার্ভেন্ট?'

'কেয়ার টেকার। নাম হিমু।'

'যে সার্ভেন্ট তাকে সার্ভেন্ট বলবে। কেয়ার টেকার আবার কী?'

'সার্ভেন্ট শুনতে খারাপ লাগে।'

'খারাপ লাগার কিছু নাই। যে যা তাকে তাই বলতে হবে। নয়তো এরা মাথায় উঠবে। এর নাম কী?'

'হিমালয়।'

'বা বা নামের তো বিরাট বাহার। নয়টা বাজে, এখনো শুয়ে ঘুমাচ্ছে—এই শোন, এই।'

আমি চোখ মেললাম। ঘুম আগেই ভেঙেছিল। এখন চোখ পিটপিট করছি। বুড়োকে দেখছি। সৌম্য চেহারা। দাড়ি আছে। পরেছেন নীল রঙের আচকান। হাতে বাহারী ছড়ি থাকার কারণে—নাটকের সম্রাট শাহজাহানের মতো লাগছে।

ভদ্রলোক বললেন, 'তোকে রাখা হয়েছে রুগীর সেবা করার জন্য। আর তুই হা করে ঘুমাচ্ছিস।'

আমি বললাম, সরি।

'খবরদার, আর কোনোদিন সরি বলবি না। চাকর-বাকরের মুখে 'সরি' থ্যাংকয়্যু এইসব মানায় না। আর শোন, তোকে হিমালয়, কাঞ্চনজঙ্ঘা এসব ডাকতে পারব না। এখন থেকে তোর নাম আবদুল। বুঝেছিস?'

'বুঝেছি স্যার।'

'আমি পল্টুর আপন চাচা।'

'চাচা স্লামালিকুম।'

'আমাকে চাচা ডাকবি না। তোর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা নাই। আমাকে ডাকবি স্যার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইয়েস স্যার।'

'চিৎকার করে ইয়েস স্যার বলবি না, তুই মিলিটারিতে ঢুকস নাই। বদপুলা।'

চাকরদের স্টাইলে অর্থহীন হাসি দিলাম। বাড়ির দামি কোনো কাচের জিনিস ভাঙলে চাকর এবং বুয়ারা যে রকম হাসি দেয়। সেই হাসিতে লজ্জা থাকে, অপ্রস্তুত ভাব থাকে। কঠিন হাসি।

বৃদ্ধ বললেন, 'আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। রোগীকে তার বাসায় নামিয়ে দিব। তুই হাসপাতালের অফিসে যা। রিলিজের বিষয়ে কি করতে হবে খোঁজ নে।'

আমি ঘর থেকে বের হতে হতে শুনলাম পল্টু স্যার বললেন, 'চাচা, তুই তুই করে বলছেন কেন?'

বুড়ো খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'তুই করব নাতো কি আপনি আপনি করে কোলে বসাব? পল্টু শোন, ছোট জাতকে ছোট জাতের মতো রাখতে হয়। আদর দিলে লাফ দিয়ে মাথায় উঠে। মাথায় উঠেই ক্ষ্যান্ত হয় না। মাথায় "হেগে" দেয়।'

'মাথায় হেগে দিবে কেন?'

'তাদের স্বভাব 'হাগা' এই জন্যে হাগবে।'

জটিল এই বৃদ্ধ সম্পর্কে পরের কয়েক দিন যা জানলাম তা হচ্ছে—

এই বৃদ্ধের নাম আবদুস সাত্তার। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। টিকাটুলিতে তার চেম্বার। চেম্বারের নাম শেফা ক্লিনিক। নিচে লেখা ধন্বন্তরি হোমিও চিকিৎসক, এ সাত্তার MC. MR. PL (ডাবল স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)।

ধন্বন্তরি বানান ভুল। MC. MR. PL এ কি হয় তা জানা যায় নি। আমি উনার ক্লিনিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি চশমার ফাঁক দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুই চাকর, তুই থাকবি চাকরের মতো তুই MC. র বুঝবি কী? আর তুই এখানে এসেছিস কেন? আমার চেম্বারে তোর দরকার কী?'

'স্যারের জন্যে ওষুধ নিতে এসেছি। উনার ঘুম কম হচ্ছে। হোমিওপ্যাথিতে ঘুমের ওষুধ আছে?'

'গাধার মতো কথা বলবি না। এমন ওষুধ আছে, এক ফোঁটা খাওয়ায় দিলে হাতি সাত দিন ঘুমাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মুখ শুকনা করে বললাম, 'হাতিরা কি আপনার কাছ থেকে ওষুধ নেয়?'

আব্দুস সাত্তার বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁর এ্যাসিসটেন্টকে বললেন, 'এই গাধাটাকে কানে ধরে চেম্বার থেকে বের করে দাও। আর কোনো দিন যদি দেখি এই বদটা আমার চেম্বারে ঘুরঘুর করছে, তাহলে সবার চাকরি যাবে।'

আব্দুস সাত্তার সাহেবের সম্পর্কে আর যা জানলাম তা হল— তাঁর একটাই ছেলে। ছেলের নাম সোহাগ। বয়স আঠারো-উনিশ, এলাকার ক্যারাম চ্যাম্পিয়ন। প্রতি বোর্ড বিশ টাকা বাজিতে সারাদিন ক্যারাম খেলে। সন্ধ্যার পর বাজি জেতা টাকায় ফেনসিডিল খেয়ে ঝিম ধরে থাকে। তার ফেনসি বন্ধুদের নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ ছোটখাট ছিনতাই করে। ভদ্র ছিনতাই। যেমন— কোনো বৃদ্ধ সন্ধ্যার পর রিকশা করে বাড়ি ফিরছে। তখন সোহাগ চেঁচিয়ে বলবে, 'এই যে মুরুব্বী! আপনার কি যেন পড়ে গেছে।' তখন রিকশা থামে। বৃদ্ধ কি পড়ে গেছে দেখার জন্যে পেছনে তাকান। সোহাগ তখন একটা মানিব্যাগ হাতে এগিয়ে আসে এবং অতি বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'মুরুব্বী! এই মানিব্যাগটা পড়েছে। এটা কি আপনার? ব্যাগ ভর্তি টাকা।'

বেশির ভাগ বৃদ্ধরাই বলে, 'হ্যাঁ বাবা, আমার। আল্লাহ তোমার ভালো করুক।'

'মানিব্যাগে কত টাকা আছে বলতে পারেন?'

'বাবা, গনা নাই।'

'বুড়ামিয়া! দুই দিন পরে কবরে যাবেন—লোভ আছে ষোল আনা। অন্যের ব্যাগ বলতেছেন নিজের!'

'বাবা, ভুল হয়েছে। অন্ধকারে বুঝি নাই। আমার মানিব্যাগ পকেটেই আছে।'

'দেখি। পকেটের মানিব্যাগ দেখি।'

এর মধ্যে দলের বাকিরা এসে রিকশা ঘিরে দাঁড়ায়। একজনের হাতে সুন্দর কাজ করা রাজস্থানী ছুরি। এই ছুরির বিশেষত্ব হচ্ছে এম্নিতে দেখলে মনে হবে লতা ফুল আঁকা ছয় ইঞ্চি ধাতুর স্কেল। বোতাম টিপলেই খটাস শব্দে ছুরি বের হয়ে আসে। ছুরির মাথা বকের ঠোঁটের মতো সামান্য বাঁকা।

বৃদ্ধ খটাস শব্দে ছুরি বের হওয়া দেখে। ততক্ষণে তার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মুরুব্বী মানিব্যাগটা দিয়ে কানে ধরে বসে থাকেন। মিথ্যা বলার শাস্তি। আমরা দূর থেকে লক্ষ রাখব। কান থেকে হাত সরালেই এই ছুরি পেটে হান্দায়া দেব।'

বিশেষ একটা জায়গা (জিয়ার মাজারের দক্ষিণ পাশে) অনেককেই কানে ধরে যেতে দেখা যায়। মিউনিসিপ্যালটির লোকজনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা আছে—এই জায়গায় স্ট্রিট লাইট সব সময় নষ্ট থাকে।

এত কিছু জানলাম কীভাবে? একটু পরে বলি? আগে তরুণী মেয়েদের কাছ থেকে গয়না এবং ব্যাগ কীভাবে নেয়া হয় এটা বলি। মনে করা যাক কোনো এক তরুণী রিকশা করে যাচ্ছে। জায়গাটা অন্ধকার দেখে তরুণী খানিকটা ভীত। হঠাৎ সে দেখবে এক যুবক (সোহাগ) এগিয়ে আসছে এবং ব্যাকুল গলায় বলছে, 'আপু, এক সেকেন্ড দাঁড়ান। প্লিজ আপু! প্লিজ!' মেয়ে কিছু বলার আগেই রিকশাওয়ালা রিকশা থামিয়ে দেয়। সোহাগ এগিয়ে আসে। হাত কচলাতে কচলাতে বলে, 'বন্ধুর সঙ্গে একটা বাজি ধরেছি। বাজি জিতলে এক হাজার টাকা পাই। আপা, আপনার পায়ে ধরি—help me.'

তরুণী তখন বলে, 'কী বাজি?'

'আপনাকে চুমু খাব, আপনি কিছুই বলবেন না। এই বাজি। আপু, আমি দাঁত ক্লোজআপ টুথপেস্ট দিয়ে মেজে এসেছি— কোনো সমস্যা নেই।'

AMARBOI.COM

রিকশাওয়ালা ভাই, তুমি অন্য দিকে তাকাও। তুমি থাকায় আপু লজ্জা পাচ্ছে। আপু ঐ যে দেখুন আমার বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে বাজির ফলাফল দেখার জন্য। ওদেরকে বলে দিয়েছি যেন মোবাইল দিয়ে ছবি না তোলে। কেউ যদি ছবি তোলে তাহলে ভুড়ির মধ্যে ছুরি ঢুকায়ে দিব। এই দেখেন ছুরি।' খটাশ শব্দ হয়। ফলার ভেতর থেকে রাজস্থানী ছুরি বের হয়ে আসে।

চুমুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে তরুণী সঙ্গে যা আছে সবই দিয়ে দেয়। হাত ব্যাগ, ঘড়ি, গলায় চেইন, ইমিটেশন গয়না। কিছুই নিজের কাছে রাখে না। ছিনতাই দলের প্রধান তখন অতি ভদ্র ভঙ্গিতে বলে—'সব কেন দিয়ে দেবেন আপু! রিকশা ভাড়া দিতে হবে না? বিশটা টাকা রাখুন, আপু। এই রিকশাওয়ালা! আপুকে সাবধানে নিয়ে যাও। অন্ধকার জায়গা এ্যাভয়েড করবে। দিনকাল খারাপ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনা যা বললাম সবই পত্রিকায় প্রকাশিত। ছিনতাইকারী দলের প্রধান ক্যারাম চ্যাম্পিয়ন সোহাগ যে পল্টু স্যারের আপন চাচাতো ভাই সেটা কীভাবে জানলাম বলি—

হাসপাতাল থেকে ফেরার দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যায় পল্টু স্যার অস্থির হয়ে পড়লেন, নতুন বই কিনবেন। ড্রাইভারকে ডেকে বললেন, 'গাড়ি বের কর।'

ড্রাইভার বলল, 'স্যার, গাড়িতো বসে গেছে।'

পল্টু স্যার বললেন, 'গাড়ি বসে গেছে মানে কী? গাড়িতো বসেই থাকে। দাঁড়িয়ে থাকে না।'

'ব্যাটারি বসে গেছে, স্যার। নতুন ব্যাটারি কিনতে হবে।'

'দুই মাস আগে না ব্যাটারি কিনলে?'

'ব্যাটারী হল লাকের ব্যাপার। কোনো ব্যাটারি দুই দিনেই শেষ হয় আবার কোনোটা দুই বছর চলে। ঠিক না হিমু ভাই?'

বলেই ড্রাইভার আমাকে চোখ টিপ দিল। বাধ্য হয়ে আমাকেও চোখ টিপ দিয়ে টিপ ফেরত দিতে হল।

সে আমার সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ যেতে চাচ্ছে। কাজের লোক, বুয়া, মালী, ড্রাইভার, দারোয়ান এদের বসুনের বোঁটা হয়ে থাকাই নিয়ম। একজনের অপরাধ সবার অপরাধ।

ড্রাইভার বলল, পাঁচ হাজার টাকা দেন স্যার, নতুন ব্যাটারি নিয়ে আসি। তবে আজ গাড়ি বের করতে পারবেন না।'

পল্টু স্যার ড্রাইভারকে ব্যাটারির টাকা দিয়ে আমাকে নিয়ে বই কিনতে বের হলেন। আমরা রিকশা করে যাচ্ছি—যথাসময়ে এবং যথাজায়গায় একজন টাকা ভর্তি মানিব্যাগ নিয়ে ছুটে এল এবং চেঁচাতে লাগলো 'মুরুব্বি, এই মানিব্যাগ কি আপনার?' পল্টু স্যার বললেন, 'কে? সোহাগ না? কেমন আছ?'

যুবক চোখ মুখ কুঁচকে ফেলে বলল, 'ভালো আছি পল্টু ভাইজান।'

পল্টু স্যার বলল, 'এই মানিব্যাগ আমার না। আমারটা পকেটেই আছে। মনে হয় অন্য কারোর।'

আমি বললাম, 'ভাই, মানিব্যাগটা আমার। পকেট থেকে পড়ে গেছে খেয়াল করি নাই।'

সোহাগের বন্ধুরা এগিয়ে আসছিল। সোহাগের ইশারায় তারা পিছনে সরে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোহাগ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার যে মানিব্যাগ তার প্রমাণ কী? এখানে কত টাকা আছে বলতে পারবেন?'

আমি বললাম, 'এখানে আছে উনিশশ' দশ টাকা। ভাই, আপনি গুনে দেখেন।'

পল্টু স্যার বললেন, 'দেখি, আমি গুনে দেই। টাকা গুনতে আমার ভালো লাগে। বইয়ের পাতা উল্টাতে যেমন ভালো লাগে, টাকা গুনতেও ভালো লাগে। টাকা গুনার সময় মনে হয় বই-এর পাতা উল্টাচ্ছি।

টাকা গুনে দেখা গেল উনিশ'শ দশ টাকাই আছে। কাকতালীয় ব্যাপার ছাড়া কিছুই না। সবার জীবনেই কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে। আমার বেলায় একটু বেশি বেশি ঘটে।

সোহাগকে হতভম্ব অবস্থায় রেখে আমরা চলে এলাম। পল্টু স্যার বললেন, 'আমার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি এই ছেলের পাওয়ার কথা। আমার কোনো ওয়ারিশ নাই।'

আমি বললাম, 'স্যার, আপনার কি অনেক টাকা-পয়সা?'

পল্টু স্যার বললেন, 'হুঁ।'

আমি বললাম, 'এত টাকা কীভাবে করেছেন?'

পল্টু স্যার বললেন, 'আমি করব কীভাবে? আমার বাবা করেছেন। ব্যবসা করতেন। কিসের ব্যবসা কিছুই জানি না। তাঁর কথা ছিল যেদিন বিশ কোটি টাকার সম্পদ হবে সেদিন তিনি তওবা করে টাকা রোজগার বন্ধ করবেন।'

'তওবা করার সুযোগ কি পেয়েছিলেন স্যার?'

'না। যেদিন তওবা করার কথা ছিল সেদিন সকাল বেলায় নাস্তা খাবার সময় মাংসের টুকরা গলায় আটকে গেল। আমি তখন তাঁর সামনে বসে নাস্তা খাচ্ছিলাম। আমি বুঝতেই পারি নাই বাবা মারা যাচ্ছেন। আমি ভাবছি বাবা চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? তারপরেই— 'ধুম!'

'ধুম কী?'

'ধুম করে উনার মাথাটা টেবিলে পড়ে গেল। তুমি আবার ভেবো না মাথা খুলে টেবিলে পড়ে গেছে। উনাকে সহ-ই পড়েছে। মাথা টেবিলে লেগে ধুম শব্দ হয়েছে।'

'ও আচ্ছা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পল্টু স্যার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—'ধুম বলা ঠিক হয় নাই। বলা উচিত ধুম ঝনঝন। ধুম করে মাথাটা টেবিলে লাগল। টেবিলে পানির যে গ্লাস ছিল সেটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে শব্দ হল ঝনঝন। কাজেই ধুম ঝনঝন।'

আমি স্যারের দিকে তাকিয়ে আছি। বাবার মৃত্যু যে কারো কাছে ধুম ঝনঝন হতে পারে তা আমার ধারণাতে নেই। একজন সর্ববিষয়ে নির্বিকার মানুষ এ ধরনের কথা বলতে পারে! উনি কি মহাপুরুষদের মতো চরম নিরাসক্তদের একজন। মহাপুরুষ সম্পর্কে আমার বাবার ধ্যান-ধারণা এ রকমই। মহাপুরুষদের নানা লক্ষণ বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

আসক্তি

চরম আসক্তির অন্য নাম নিরাসক্তি। মহাপুরুষরা সর্ববিষয়ে যে নিরাসক্তি দেখাইয়া থাকেন তাহা চরম আসক্তিরই অন্য পরিচয়। তোমাকে উদাহরণ দিয়া বুঝাই—মনে কর এক লোকের মদ্যপানের কিছু নেশা আছে। সেই ব্যক্তি মাঝে মধ্যে কিছু মদ্যপান করিবে। তাহার জন্যে নানান আয়োজন করিবে। মদ্যপানের সময় চাটের ব্যবস্থা, সংগীত শ্রবণের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই লোকই যখন মদ্যপানে চরম আসক্তি দেখাইবে তখন সে শুড়িখানায় উপস্থিত হইবে—তখন তাহার চাটের প্রয়োজন নাই, সংগীতেরও প্রয়োজন নাই। মদ্য হইলেই হইল। এই আসক্তি আরো বাড়িলে মদ্য পানেরও প্রয়োজন ফুরাইবে। নেশার বস্তু থাকিবে কিন্তু নেশা থাকিবে না।

একগাদা বই কিনে বাসায় ফিরে দেখি ড্রাইভারের ঘরের সামনের বেঞ্চিতে সোহাগ বসে আছে। হাতে সিগারেট।

পল্টু স্যারকে দেখে সে সিগারেট লুকানোর চেষ্টা করল। স্যার তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। হাত ভর্তি বই নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন। এক্ষুণি তাকে বই পড়া শুরু করতে হবে। খেজুরে আলাপের সময় নেই।

ড্রাইভার চাপা গলায় ডাকল, 'হিমু ভাই, শুনে যান। আপনার সঙ্গে কথা আছে। সোহাগ ভাইজান কী জানি বলবে। আপনি উনারে চিনেনতো ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'দেখা হয়েছে। ওস্তাদ মানুষ।'

সোহাগ সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'যে দেখা হয়েছে, সেই দেখা কোনো দেখাই না। তোমার সঙ্গে আসল দেখা বাকি আছে।'

আমি বললাম, 'আসল দেখা কখন হবে? রোজ হাশরের ময়দানে?'

'রোজ হাশর আমি তোমারে দেখায়ে দিব। মানিব্যাগ আন।'

'মানিব্যাগতো জমা দিয়ে দিয়েছি।'

'কোথায় জমা দিয়েছ?'

'গুলশান থানার ওসি সাহেবের কাছে জমা দিয়ে দিয়েছি। উনি যেন আসল মালিককে ফেরত দেন।'

'আমাকে গুলশান থানা চিনাও? চল আমার সঙ্গে থানায়। ব্যাগ রিলিজ করে নিয়ে আস।'

ড্রাইভার আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'মানিব্যাগ দিয়ে দেন হিমু ভাই। এই লোক কিন্তু ডেনজার।'

আমি সোহাগের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ভাইজান, আপনি না-কি ডেনজার?'

সোহাগ বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'প্রমাণ চাস? তুই প্রমাণ চাস (সে যে ডেনজার এটা প্রমাণ করার জন্যেই বোধ হয় তুই তুই করে বলছে। তবে একটা হাত পকেটে ঢুকেছে। মনে হচ্ছে রাজস্থানী বস্তু বের হবে)।

'কি, কথা বলস না কেন, প্রমাণ চাস?'

আমি বললাম, 'প্রমাণ সবাই চায়। পাকিস্তানি মিলিটারি প্রমাণ চেয়েছে। হিন্দু না মুসলমান এই প্রমাণ। অনেককেই লুঙ্গি খুলে যন্ত্রপাতি দেখাতে হয়েছে।'

ড্রাইভার ভীত গলায় বলল, 'ভাইজান, এইখানে কিছু করবেন না। যা করার বাইরে নিয়া করেন।'

সোহাগ রাজস্থানী ছুরির বোতাম টিপে যাচ্ছে—জিনিস বের হচ্ছে না। আমি বললাম, 'নষ্ট হয়ে গেছে না-কি?'

সোহাগ আগুন চোখে তাকাল। আমি বললাম, 'নষ্ট জিনিস পকেটে রাখা ঠিক না। তারপর আবার করেছেন টিপাটিপি। এই জিনিস পকেটে রাখবেন, হঠাৎ আপনা আপনি খুলে যাবে—পুট করে আপনার বিচি একটা খুলে পড়ে যাবে। তখন সবাই আপনাকে ডাকবে এক বিচির সোহাগ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড্রাইভার মহাচিন্তিত গলায় বলল, 'হিমু ভাই, এইসব কী বলেন? আপনি কারে কী বলতেছেন নিজেও জানেন না।'

সোহাগ বলল, 'জানবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জানবে। যদি না জানে আমি পিতা-মাতার সন্তান না। আমি জারজ সন্তান।'

ড্রাইভার সোহাগের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে ঝামেলা চায় না। গাড়ির তেল, ব্যাটারি, টায়ার এসব মাঝে মাঝে চুরি করে সে জীবনটা পার করে দিতে চায়।

ঘরে ঢুকে দেখি পল্টু স্যার বই নিয়ে বসে গেছেন। তাঁর মুখ প্রশান্ত। যে লেখক এই বইটি লিখেছেন তিনি দৃশ্যটা দেখলে আরাম পেতেন। অবশ্যই তাঁর কাছে মনে হতো তাঁর লেখক জীবন সার্থক।

'স্যার, চা বা কফি কিছু লাগবে?'

'না।'

'লেবুর সরবত করে দেব? ক্লান্তি দূর হবে।'

'তাহলে করে দাও।'

রান্নাঘরে ঢুকে দেখি লেবু নেই। আমি স্যারকে বললাম, 'স্যার ঘরে লেবু নেই। লেবু ছাড়া লেবুর সরবত করে দেব?'

'দাও। লেবুর সরবত দিয়ে চেষ্টা করতে থাক লকারটা খুলতে পার কি-না। রিং ঘুরাতে থাক। এক সময় না এক সময় খুলবেই। সাতটা মাত্র সংখ্যা। আমার ধারণা অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু লকারে আছে। কী আছে মনে করতে পারছি না।'

আমি লকারের রিং ঘুরাচ্ছি। শুরু করেছি ০ দিয়ে—

০০০০০০০
০০০০০০১
০০০০০১১
০০০০১১১

এতো দেখি ভয়াবহ ব্যাপার। মোট কতবার ঘুরালে একবার না একবার বিশেষ সংখ্যাটা চলে আসবে তাই বা কে জানে।

বাদলকে জিজ্ঞেস করলে পাওয়া যাবে। অঙ্ক তার কাছে ছেলেখেলা।

আমি রিং ঘুরিয়েই যাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রানু টাকা নিয়ে এসেছে। সবটা আনতে পারেনি, এক হাজার তিনশ টাকা এনেছে। টাকার সঙ্গে প্লাস্টিকের দু'টা আইসক্রিমের বাটি। একটা বাটিতে মোরগ-পোলাও, অন্য বাটিতে ফিরনী। দু'টাই সে নিজে রান্না করেছে। আমার ধারণা ঐ দিনের খাবারটা ফেরত দিতে চাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই মেয়ে ঋণ রেখে মরে যাওয়া টাইপ না।

রানু বলল, 'আপনি এই বাড়ির কে বলুনতো। আমি দারোয়ানকে বললাম, "হিমু সাহেবের ফ্ল্যাটে যাব।" দারোয়ান চেনে না।'

'আমি এই বাড়ির চাকর। ভদ্র ভাষায় গৃহভৃত্য। "বাবু কহিলেন, বুঝেছ উপেন" টাইপ। আমাকে চেনার কথা না। চাকরের পরিচয়ে ফ্ল্যাটের পরিচয় না।'

রানু বলল, 'আপনি কেন সব সময় আমার সঙ্গে এই ভাবে কথা বলেন? ঐ যে বুড়ো মানুষটা ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছেন, তিনি আপনার কে হন?'

'মুনিব হন। উনি মুনিব, আমি ভৃত্য।'

'অসম্ভব। উনি আপনার বাবা। আমি চেহারা দেখেই বুঝেছি।'

কথাবার্তার এই পর্যায়ে পল্টু স্যার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। এবং চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, 'হিমু, বাবুই পাখি তালগাছ ছাড়া অন্য কোথাও বাসা বাঁধে না?'

'জি না, স্যার।'

'যদি সব তালগাছ কেটে ফেলা হয়, তখন ওরা কোথায় বাসা বাঁধবে?'

'ওরা একটা সমস্যায় তো পড়বেই। অন্য কোনো গাছে ট্রাই করবে।'

'কোন গাছ?'

'আমার ধারণা, সুপারি গাছে প্রথম চেষ্টা করবে।'

পল্টু স্যার চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, 'জিনিসটা অদ্ভুত না? বাবুই পাখিদের তালগাছেই বাসা বাঁধতে হবে? গভীর কোনো চিন্তার বিষয় এর মধ্যে আছে।'

'চিন্তার বিষয়তো আছেই।'

'ঐ মেয়ে কে?'

'স্যার, আমাদের বাবুর্চি।'

পল্টু স্যার খুবই অবাক হয়ে বললেন, 'আমাদের বাবুর্চি আছে, জানতাম নাতো! নিজেদের বাবুর্চি আছে, অথচ আমরা হোটেল থেকে খাবার এনে খাচ্ছি কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'আজই এপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে। সে তার রান্নার স্যাম্পলও নিয়ে এসেছে। দুপুরে আপনাকে খেতে দেব। মোরগ-পোলাও আর ফিরনী। খেয়ে যদি আপনার পছন্দ হয়, সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পারমানেন্ট।'

পল্টু স্যার বললেন, 'এক বেলার রান্না খেয়ে তার রন্ধনশৈলী বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।'

আমি বললাম, 'তাহলে এক সপ্তাহ রাঁধুক এক সপ্তাহ পরে বিবেচনা করা হবে।'

'মেয়েটার নাম কী?'

'স্যার, আপনিই জিজ্ঞেস করুন।'

আমি রানুর দিকে তাকালাম। সে আমাদের কথাবার্তায় পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। বিভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। অতি বুদ্ধিমতীরাও বিভ্রান্ত হবে। পল্টু স্যার হাতের বই বন্ধ করে চোখের চশমা ঠিক করলেন। চশমা ঠিক করা মানে চশমার ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা। পল্টু স্যার গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় এই কাজটা করেন।

'নাম কী বল!'

'রানু।'

'রান্না কোথায় শিখেছ?'

'মা'র কাছে শিখেছি।'

'মনে কর তুমি কৈ মাছের ঝোল রান্না করছ। সাধারণ লবণ দিয়ে রান্না করলে যে স্বাদ হবে, বিট লবণ দিয়ে রান্না করলেও কি একই স্বাদ হবে?'

'বিট লবণ দিয়ে যে মাছের ঝোল রান্না করা যায় এটাই আমি জানি না।'

'কোন রান্নাটা তুমি ভালো পার।'

'ইলিশ মাছের ডিমের ঝোল।'

পল্টু স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হিমু, চট করে একটা ইলিশ মাছ নিয়ে এসো। আমারো হঠাৎ করে কেন জানি ইলিশ মাছের ডিমের ঝোল খেতে ইচ্ছা করছে। বাবুর্চির চাকরি পার্মানেন্ট হবে কি-না তা ইলিশ মাছের ডিম রান্নার উপর নির্ভর করবে।'

রানুর হতভম্ব ভাব ক্রমেই বাড়ছে। এক সময় সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। কঠিন গলায় বলল, 'একটা ভুল হচ্ছে। আমি বাবুর্চির কাজের জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বাড়িতে আসি নি। আমাকে এসব কেন বলছেন? আমাকে দেখে কি বাবুর্চির মতো লাগছে?'

পল্টু স্যার আমার দিকে সাহায্যের জন্যে তাকালেন। রানুর কথায় তিনিও খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। আমি বললাম, 'রানু শোন, আয়া বা বাবুর্চি এরা দেখতে আলাদা হয় না। এদের কোনো আলাদা পোশাকও নেই। এবং সত্যি কথা বলতে কি তোমার ভাবভঙ্গির মধ্যে কিছু বাবুর্চি ভাব অবশ্যই আছে।'

পল্টু স্যার ভরসা পেয়ে বললেন, 'অবশ্যই অবশ্যই। খুবই সত্যি কথা। কথাবার্তা বুয়া টাইপ। ঝগড়া ঝগড়া ভাব।'

আমি বললাম, 'তারপরেও তোমাকে বাবুর্চির চাকরি অফার করায় তোমার যদি সম্মান হানি হয়ে থাকে, তাহলে আমি এবং স্যার আমরা দু'জনই দুঃখিত।'

পল্টু স্যার বললেন, 'হ্যাঁ দুঃখিত। তবে বাবুর্চির কাজের মধ্যে কোনো অসম্মান নেই। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি বাবুর্চি ছিলেন যেমন এরিস্টটল, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি।'

রানু বলল, 'উনারা বাবুর্চি ছিলেন?'

পল্টু স্যার বললেন, 'অবশ্যই। নিজেরা নিজেদের খাবার রান্না করে খেতেন। এখন তুমি বল, বেতন কত চাও?'

রানু বলল, 'বেতন কত চাই মানে কী?'

'তুমি নিশ্চয়ই বেতন ছাড়া কাজ করবে না। আর আমার পক্ষেও আকাশ-পাতাল বেতন দিয়ে বাবুর্চি রাখা সম্ভব না। লকার খোলা যাচ্ছে না।'

রানু বলল, 'আমরা একই কথাবার্তায় ঘুরাফিরি করছি। হয় আপনি কনফিউজড নয়ত আমি কনফিউজড। আমি এখন চলে যাচ্ছি, কিছু মনে করবেন না। স্লামালিকুম।'

পল্টু স্যার সালামের জবাব না দিয়ে বইয়ে মন দিলেন। পাতা উল্টে বইয়ের দিকে ঝুঁকে এলেন। তাঁর চোখ চকচক করতে লাগল। রানু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কি আপনার সঙ্গে আলাদা এক মিনিট কথা বলতে পারি? আড়ালে?'

আমি বললাম, 'আড়ালে যাবার দরকার নেই। এখানেই কথা বলতে পার। স্যার বই পড়া শুরু করেছেন, এখন কোনো কিছুই তাঁর মাথায় ঢুকবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। তাঁকে "এই ছাগলা, বই পাগলা" বলে গালিও দিতে পার। তিনি কিছুই বুঝবেন না।'

রানু কঠিন গলায় বলল, 'আপনি দয়া করে অন্য ঘরে আসুন! প্লিজ!'

আমি রানুকে নিয়ে রান্নাঘরে গেলাম। এই বাড়িতে শুধুমাত্র রান্নাঘরেই দু'টা প্লাস্টিকের টুল আছে। পিঁড়ির আধুনিক সংস্করণ। রানুকে বসতে বললাম, সে বসল না। থমথমে গলায় বলল, 'আপনি কি সত্যিই উনার সার্ভেন্ট? চাকর বলতে লজ্জা লাগছে বলে সার্ভেন্ট বলছি।'

আমি বললাম, 'সরাসরি চাকর বলতে পার। লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। ভৃত্যকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত লাইন আছে— "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।" মালাকর ব্যাটা চাকর ছাড়া কিছু না।'

'হাই লেভেলের কথা বন্ধ করে সরল করে বলুন ঘটনা কী? আপনি চাকর হবেন কেন?'

'আমি একটা জরুরি মিশন নিয়ে এখানে কাজ করছি।'

'কী মিশন?'

'পল্টু স্যার বহু টাকার মালিক। বিশ কোটি টাকার বেশিতো বটেই। উনি মারা গেলেই সোহাগ নামের একজন পুরো সম্পত্তির মালিক হবে। আমার মিশন হচ্ছে উনি যাতে দ্রুত মারা যান, সেই ব্যবস্থা করা।'

'তার মানে?'

'ভদ্রলোকের সময় ঘনিয়েছে। দু'টা কিডনিই নষ্ট। আমাকে দেখতে হবে তিনি যেন কিডনি ট্রান্সপ্লান্টে রাজি না হন। বুঝতে পারছ?'

'না।'

আমি গলা নামিয়ে বললাম, 'আমি এ বাড়িতে ঢুকেছি তাঁকে কিডনি দেব এই অজুহাতে। এখন তার ধারে-কাছে যাচ্ছি না। স্যারের শরীর দ্রুত খারাপ হচ্ছে। পরিকল্পনা মতো সব এগুচ্ছে।'

রানু বলল, 'আপনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে আমাকে এই গোপন কথাগুলো কেন বলছেন?'

'তোমাকে বলছি, কারণ তুমিও এই পরিকল্পনার অংশ।'

রানু প্রায় চিৎকার করে বলল, 'আমি কী করে এই পরিকল্পনার অংশ হব?'

'মাজেদা খালা তোমাকে কিডনি দেবার জন্যে ফিট করেছে। ঠিক বলছি না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রানু হতভম্ব গলায় বলল, 'সেই কিডনি কি উনার জন্যে?'

'অবশ্যই। তোমাকে কি করতে হবে শোন—বুড়োটাকে নানান কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টটা দেরি করাবে। যেন দ্রুত কর্ম কাবার হয়ে যায়। সোহাগ ভাইজান বগল বাজাতে পারেন।'

রানু বলল, 'আপনি অতি ভয়ঙ্কর মানুষ। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম। আমার উচিত সব কিছু পুলিশে জানানো।'

'ভুলেও এই কাজ করবে না। পুলিশও আমাদের কেনা। সবচে সহজ পণ্য হল মানুষ। মানুষ কেনা কোনো সমস্যাই না। মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে সহজে কেনা যায় বুদ্ধিজীবীদের। তাঁরা খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন কখন বিক্রি হবেন।'

'বকবকানিটা বন্ধ করবেন?'

'করলাম।'

'আমি এখন চলে যাব। তবে ভাববেন না আমি সহজ মেয়ে। একটা মানুষকে খুন করবেন আর আমি সব জেনেশুনেও চুপ করে থাকব?'

'খুনতো করছি না। নেচারের উপর নির্ভর করছি। নেচার তার কোর্সে চলবে। যথা সময়ে পল্টু স্যার বই পড়তে পড়তে পটল তুলবেন। উনার জন্যেও ভালো। বই পড়তে পড়তে খুব কম মানুষই মারা যায়। শুধু একজনকে পাওয়া গেছে যিনি বই পড়া শেষ করে লাইব্রেরি থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পা পিছলে মারা গেছেন। মোঘল বাদশা হুমায়ূন।'

রানু বলল, 'আপনার প্রতিটি কথাই অসহ্য লাগছে। আমি কি আরেকবার উনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

আমি বললাম, কী কথা বলবে?

'উনাকে জিজ্ঞেস করে জানব আপনি যা বললেন সেটা সত্যি কি-না।'

'কীভাবে জানবে? সরাসরি জিজ্ঞেস করবে? আমাকে ফাঁসাবে?'

'আপনার ভয় নেই, সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করব না। আমি বোকা মেয়ে না।'

রানুকে আবার পল্টু স্যারের কাছে নিয়ে গেলাম। পল্টু স্যার বই থেকে মুখ তুলে আনন্দিত গলায় বললেন, 'তোমার বেতন কত ঠিক হয়েছে?'

রানু বলল, 'স্যার,আমিতো আগেই বলেছি, আমি বাবুর্চির কাজ করব না। আমি শুধু আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে এসেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পল্টু স্যার বললেন, 'প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। দেখছ না বই পড়ছি?'

'স্যার ছোট্ট প্রশ্ন, হিমু নামের এই মানুষটা কি আপনাকে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করতে নিষেধ করছে?'

'হ্যাঁ করেছে। এবং তার কথা আমার কাছে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। কেন আমি অন্য একজনের শরীরের অংশ নিয়ে বেঁচে থাকব? যার কিডনি নিলাম তার থাকবে একটা মাত্র কিডনি। সেটা নষ্ট হয়ে গেলে বেচারার গতি কী হবে?'

রানু বলল, 'স্যার, আমি যাই। স্লামালিকুম। একটাই অনুরোধ, আপনার কাজের লোকের কথায় আপনি বিভ্রান্ত হবেন না। আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে।'

পল্টু স্যার বললেন, 'কেন? আমিতো সোসাইটিতে কোনো কিছু Contribute করতে পারছি না। শুধু বই পড়ছি। আমার বেঁচে থাকা মানে দরিদ্র দেশের কিছু খাবার নষ্ট করা। বাতাস থেকে কিছু অক্সিজেন নিয়ে গ্রিন হাউস এফেক্টকে আগিয়ে নেয়া।'

'এসব যুক্তি কি আপনার ঐ লোক আপনাকে বুঝিয়েছে?'

'হ্যাঁ। তার যুক্তি খুবই ভালো। এখন তুমি যাও—বই পড়ছিতো! বই পড়ার সময় ফালতু কথাবার্তা খুবই অসহ্য লাগে।'

রানু বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। যে দৃষ্টি সে আমাকে দিল ইংরেজিতে তাকে বলে Ash Look, বাংলায় ভস্ম দৃষ্টি। মুনী-ঋষিদের টাইমে তারা এই দৃষ্টি দিয়ে দুষ্ট লোক ভস্ম বানিয়ে ফেলতেন। সেই ভস্ম গায়ে মেখে সাধনায় বসতেন। ভস্ম নষ্ট হতো না। কাজে লাগতো।

রানু যাবার ঘণ্টা খানিকের মধ্যে বাদল এসে উপস্থিত। দরজা খুলতেই সে ঢুকল। কিছুক্ষণ পল্টু স্যারকে জ্বলজ্বল চোখে দেখল, তারপর নিচু গলায় বলল, 'হিমুদা, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কারো একজনের চেহারার মিল পাচ্ছি। কে বলতো!'

আমি বললাম, 'ফিসফিস করে কথা বলতে হবে না। উনি যখন পড়ায় ব্যস্ত থাকেন তখন বাড়ির ছাদে এটম বোমা ফাটলেও উনি ঠিকমতো শুনতে পান না। ভাবেন, বেলুন ফেটেছে। এই সিনড্রমের নাম পাঠ বধির সিনড্রম।

'কার চেহারার সঙ্গে মিল সেটা বল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দু'জনের চেহারার সঙ্গে খুব মিল একজন হচ্ছে আরব্য রজনীর বুড়োটা। যে ঘাড়ে চেপে থাকে, ঘাড় থেকে নামে না।'

'ঠিক বলেছতো।'

'আবার উনি যখন বই পড়া বন্ধ করে মাথা তুলে তাকান তখন তাঁকে খানিকটা টেকো মাথা আইনস্টাইনের মতো লাগে।'

বাদল বলল, 'হিমুদা, দু'দিন যদি তোমার সঙ্গে থাকি তাহলে কোনো সমস্যা আছে? ইউনিভার্সিটি বন্ধ। বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না। অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখাও হয় না। থাকব দু'দিন?'

'থাক।'

'রাতে ঘুমাব কোথায়?'

'মেঝেতে ঘুমাবি। চাকর-বাকরের আত্মীয়-স্বজন এলে কোথায় ঘুমায়? মেঝেতে ঘুমায়। চাকরের আত্মীয় হিসেবে দু'দিন থাক—ভালো লাগতে পারে।'

বাদল চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং আইডিয়া। ভদ্রলোক কী পড়ছেন?'

'এখন একটা উপন্যাস পড়ছেন। দেড়শ পৃষ্ঠার উপন্যাস। আমি সেই উপন্যাসের পাতা ব্লেড দিয়ে কেটে সত্তর পৃষ্ঠা করে দিয়েছি। একটা পাতার পরেই তারপরের পাতা মিসিং। দেখতে চাচ্ছি উনি ব্যাপারটা ধরতে পারেন কিনা।'

'ধরতে পারছেন?'

'না। উনি খুব আগ্রহ নিয়ে উপন্যাসটা পড়ছেন। প্রায় শেষ করে ফেলেছেন।'

বাদল মুগ্ধ গলায় বলল, 'দস্তয়েভস্কির উপন্যাস থেকে উঠে আসা ক্যারেক্টর। হিমুদা, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।'

আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম। হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, 'স্যার এর নাম বাদল, আমার খালাতো ভাই। দু'দিন আমার সঙ্গে থাকবে, খাবে। তবে বিনিময়ে কাজ করে দেবে। ফ্লোর মুছবে। কাপড় ধুয়ে দিবে। লকারটা খোলার ব্যাপারেও কাজ করবে। এর অংকের মাথা ভালো।'

পল্টু স্যার বললেন, 'গুড! ভেরি গুড!'

বাদল বলল, 'স্যার, যে বইটা পড়ছেন সেটা পড়তে কেমন লাগছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পল্টু স্যার বললেন, 'পড়তে খুবই ভালো লাগছে। তবে বইয়ের অনেকগুলো পাতা নেই। কেউ একজন ইভেন নাম্বার দিয়ে শুরু প্রতিটি পাতা কেটে রেখেছে। তাতে আমার অসুবিধা হচ্ছে না, বরং সুবিধা হচ্ছে।'

বাদল আগ্রহ নিয়ে বলল, 'কী সুবিধা, স্যার?'

'মিসিং পাতাগুলোতে কী আছে কল্পনা করে খুবই আনন্দ পাচ্ছি। আমি ঠিক করেছি, এরপর যে বই-ই পড়ব তার odd কিংবা even নাম্বারের পাতাগুলো কেটে রাখব।'

বাদল বলল, 'স্যার, আপনিতো মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ। দয়া করে একটা বাণী দিন।'

'কী বাণী দেব?'

বাদল বলল, 'আপনার মতো মানুষ যা বলবেন সেটাই বাণী। একটা গালি যদি দেন, সেটাও হবে বাণী। দয়া করে আমাকে একটা গালি দিন।

'সত্যি গালি দেব?'

'জি স্যার।'

'এই মুহূর্তে তেমন কোনো গালি মনে পড়ছে না। একটু পরে দেই?'

'জি আচ্ছা স্যার।'

বাদল আগ্রহ নিয়ে গালির জন্যে অপেক্ষা করছে। পল্টু স্যারকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে। সম্ভবত খাসসই গালি পাচ্ছেন না। না পাওয়ারই কথা। বাংলা ভাষায় গালির সম্ভার তত উন্নত না। বেশির ভাগ গালিই পশুর সঙ্গে সম্পর্কিত—কুকুরের বাচ্চা, শূয়োরের বাচ্চা, গাধার বাচ্চা...নতুন ধরনের গালি কিছু হয়েছে, যেমন—তুই রাজাকার। আরো গালি থাকা দরকার। একটা জাতির সংস্কৃতির অনেক পরিচয়ের একটি হচ্ছে গালির সম্ভার। চীন দেশে গালির অভিধান পর্যন্ত আছে। আহারে কী সভ্যতা!

স্যারের ড্রাইভার এসে দরজা দিয়ে মুখ বের করে চোখ টিপল। চোখ টেপায় এর সীমাহীন পারদর্শিতা। চোখ টিপ দিয়ে বুঝিয়ে দিল—বিরাট সমস্যা।

আমি কাছে গিয়ে বললাম, 'কী সমস্যা?'

ড্রাইভার হাঁসের মতো ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'কিসলু ভাই আসছে। একা আসে নাই, দলেবলে আসছে।'

'কিসলু ভাইটা কে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সোহাগ ভাইজানের গ্রুপের লিডার। ডেনজার আদমি। আপনারে খবর দিতে বলেছে, খবর দিলাম। এখন আপনে কি করবেন, সেটা আপনার বিবেচনা।'

'আমাকে কি করতে বল?'

'পালায় যান। জানে বাঁচেন।'

'জানে মেরে ফেলার সম্ভাবনা কি আছে?'

'অবশ্যই। বললাম না, ডেনজার আদমি।'

'পালাবো কোন দিক দিয়ে? এরচে বরং ডেনজার আদমির সঙ্গে কথা বলতে থাকি। সুযোগ বুঝে এক ফাঁকে ঝেড়ে দৌড়। এক দৌড়ে পগার পার।'

ড্রাইভার শুকনো মুখে বলল, 'আমার যা বলার বলে দিয়েছি। আরেকবার বলতেছি—ডেনজার আদমি।'

ডেনজার আদমি কিসলু ভাই ড্রাইভারের ঘরের সামনের চেয়ারে বসে আছে। সে জিন্সের প্যান্টের সঙ্গে কমলা রঙের গেঞ্জি পরেছে। গেঞ্জিতে লেখা—Love Bangladesh. বঙ্গ প্রেমিকের চেহারায় ইঁদুর ভাব আছে। সব মানুষ যে বাঁদর থেকে এসেছে তা-না। কিছু মনে হয় ইঁদুর থেকেও এসেছে। আমি ডেনজার আদমির কাছে এগিয়ে গেলাম। ড্রাইভার অন্যদিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে। ডেনজার আদমির লোকজন কাউকে দেখছি না। তবে তারা আশেপাশেই যে আছে তা ডেনজার আদমির প্রশান্ত মুখভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছি। এই ধরনের বিপজ্জনক লোক একা যখন থাকে তখন অসহায় বোধ করে। আমি ডেনজার স্যারের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এই তুই চাস কীরে শূয়োরের বাচ্চা?'

ড্রাইভারের মুখ থেকে জ্বলন্ত সিগারেট পড়ে গেল। সে মাথা ঘুরিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকালো। মনে হচ্ছে তার পৃথিবী উলট-পালট হয়ে গেছে। আমি বললাম, 'এখনো চেয়ারে বসে আছিস! উঠে দাঁড়া তেলাপোকার ছানা!' (তেলাপোকার ছানা গালিটা বের করে ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে আরো কিছু নতুন গালি আবিষ্কার করে ফেলব।)

'এই তেলাপোকা! তোর নাম কী?'

হতভম্ব ডেনজার আদমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'কিসলু।'

'আমার কাছে এসেছিস কী জন্যে? তোকে কি সোহাগ পাঠিয়েছে? ঐ মাকড়সাটা এখন কোথায়? হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হুঁ।'

'হুঁ কিরে হারামজাদা! বল জি স্যার। তোকে আজ সহবত শিখায়ে দিব। সোহাগের রাজস্থানী চাকুটা প্যান্টের ভিতর আপনা-আপনি খুলে গেছে। ঠিক বলেছি না?'

'জি স্যার।'

'তোর প্যান্টের পকেটেওতো পিস্তল আছে। আছে কি-না বল?'

'জি স্যার।'

'গুলি নাই, পিস্তল নিয়ে ঘুরছিস কোন মতলবে? পিস্তলের গুলি কই?'

ডেনজার আদমি বিড়বিড় করে বলল, 'যে গুলি আছে সেটা এই পিস্তলে ফিটিং হয় না।'

'পিস্তল আর গুলি দেখেশুনে কিনবি না? আমার কাছে কি জন্যে এসেছিস ঝটপট বল।'

'ভুল হয়েছে। আপনাকে চিনতে পারি নাই।'

'এখন চিনেছিস?'

ডেনজার আদমি কিসলু হতাশ চোখে এদিক-ওদিক তাকালো। সে এমনই হতভম্ব হয়েছে যে, মাথা এলোমেলোর পর্যায়ে চলে গেছে। ডেনজার আদমি জাতীয় ছেলেপুলেরা অসম্ভব ভীতু হয়।

'ওস্তাদ, বিদায় দেন, চলে যাই।'

'কানে ধর। কানে ধরে লেফট রাইট করতে করতে যা। তোর বন্ধুরা সবাই যেন দেখে তুই কানে ধরে আছিস। আর শোন, পিস্তলের জন্যে ফিটিং গুলি যেদিন পাবি সেদিন এসে আমার সঙ্গে দেখা করবি। মনে থাকবে?'

'জি ওস্তাদ।'

'এখনো কানে ধরছিস না কেন? কানে ধর!'

ডেনজার আদমি কানে ধরল। ড্রাইভারের মুখের হা এতই বড় হয়েছে যে, মুখের ভেতর দিয়ে খাদ্য নালীর খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

'হাঁটা শুরু কর। এক কদম যাবি, কিছুক্ষণ থামবি। আবার এক কদম যাবি, কিছুক্ষণ থামবি। মনে থাকবে?'

'মনে থাকবে, ওস্তাদ।'

ডেনজার আদমি চলে যাচ্ছে। ড্রাইভার ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঢোঁক গিলছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হামকি ধামকি করে বড় বাঁচা বেঁচে গেছি—তাই না ফজলু?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফজলু বিড়বিড় করে বলল, 'জি ওস্তাদ।'

মানুষের সবদিন সমান যায় না। কোনো কোনো দিনকে বলা যায় ভেজিটেবল ডে। তাও উল্লেখযোগ্য ভেজিটেবলও না। কদু টাইপ ভেজিটেবল। আবার কিছু দিন থাকে—সংবাদপত্রের ভাষায় ঘটনাবহুল।

যেমন আজকের দিন। ডেনজার আদমি কিসলু ভাইকে বিদায় করে উপরে এসেছি। পল্টু স্যার হাতের উপন্যাস ছুড়ে ফেলে বললেন, 'অসাধারণ উপন্যাস পড়ে শেষ করলাম। টানটান উত্তেজনা। দুপুরের খাবার দাও। দেখি নতুন বাবুর্চি ইলিশ মাছের ডিম কেমন রান্না করেছে। আমার মন বলছে, ভালো হয়েছে।'

বাবুর্চি নেই, ডিমও নেই—এই দুঃসংবাদ দেয়ার আগেই দরজার কলিংবেল বাজল। ঘরে ঢুকল রানু। হাতে টিফিন কেরিয়ারের একটা বাটি।

আমি বললাম, 'কী এনেছ, ডিমের ঝোল?'

রানু কিছু বলল না। হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। তার চোখে-মুখে আষাঢ়ের ঘনঘটা। আমি বললাম, 'স্যারকে খাবার দাও। স্যারের ক্ষিধে লেগেছে।'

রানু বলল, 'আপনার মাজেদা খালা আপনাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন।'

আমি বললাম, 'চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে তুমি কাজে লেগে পড়। বাদল তোমাকে সাহায্য করবে। তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে দিতে হবে। বাসাবাড়ির কাজ প্রথম করছেতো! এম্নিতে সে ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স পড়ায়।'

বাদল মেঝে ঝাট দিচ্ছিল। রানু তার দিকে তাকিয়ে রইল। রানুর ভাবভঙ্গি অধিক শোকে কংক্রিট টাইপ।

মাজেদা খালা দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। শুরু করেছেন একটি নিরীহ প্রাণীকে দিয়ে—

> এই গাধা,
>
> তুই কী শুরু করেছিস। রানুকে কী বুঝিয়েছিস। মেয়েটা আমার কাছে এসে কেঁদে-টেদে অস্থির। সব সময় রহস্য করা যায় না। মানুষকে স্বাভাবিক আচরণ করতে হয়। বয়সতো কম হয় নি। এখন স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে দেখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কয়েকদিন কথা বলে দেখেছি রানু মেয়েটা ভালো। ভালো মেয়েদের কপালে দুঃখ থাকে। এই মেয়ের কপালেও নানা দুঃখ। বেচারি এত কষ্ট করে ঢাকায় আছে। গ্রামে তার মা একা। সেই মায়ের কাছে চিঠি গেছে যে, রানু ঢাকায় বেশ্যাগিরি করে জীবন যাপন করে। সন্ধ্যার পর থেকে তাকে না-কি চন্দ্রিমা উদ্যানে পাওয়া যায়।

রানু যে হোস্টেলে থাকে সেখানকার কোনো মেয়েই কাজটা করেছে। হোস্টেল থেকেও রানুকে নোটিশ দিয়েছে যেন হোস্টেল ছেড়ে যায়। সে এখন যাবে কোথায়? তার থাকার জায়গা দরকার। টাকা-পয়সা দরকার। রানুর কাছে শুনলাম তুই বাগড়া দিচ্ছিস যেন পল্টু ভাইজান কিডনি না কেনেন। এটা কেমন কথা?

মেয়েটাকে আমি আবার পাঠালাম। তোর দায়িত্ব আজকালের মধ্যে কিডনির বিষয় ফাইনাল করে আমাকে জানানো। ভালো কোনো ছেলে পাওয়া গেলে আমি নিজ খরচায় মেয়েটার বিয়ে দিতে চাই। তোর সন্ধানে কেউ কি আছে?

আচ্ছা শোন! তোর পাতানো খালার ছেলে বাদল, ঐ ছেলেতো এখনো বিয়ে করে নি। ওর সঙ্গে ব্যবস্থা করা যায় না?

ইতি

তোর মাজেদা খালা

পুনশ্চ ১ : পল্টু ভাইজান না-কি ইলিশ মাছের ডিমের ঝোল খেতে চেয়েছেন। রেঁধে পাঠালাম। উনার কেমন লাগল জানাবি। ঝাল মনে হয় একটু বেশি হয়ে গেছে। এখনকার বাজারে সবই মিষ্টি টাইপ কাঁচামরিচ। এটা যে এত ঝাল, আগে বুঝতে পারি নি।

পুনশ্চ ২ : কি লিখতে চেয়েছিলাম ভুলে গেছি। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পল্টু ভাইজানের শোবার ঘরে আমার ছবিটা কি এখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝুলছে? এই ছবি যে আমার কিশোরী বয়সের, তা রানুকে বলবি না। সে যদি নিজে থেকে বুঝে ফেলে তাহলে ভিন্ন কথা।

পল্টু স্যারের খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি রানুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার জব পার্মানেন্ট। মাঝে মধ্যে মনে হয় ভালো-মন্দ খাবার জন্যে বেঁচে থাকি। নবরত্ন সভার আবুল ফজলের নাম শুনেছ?'

রানু বলল, 'না।'

'তিনি মোঘল সম্রাট আকবর দ্যা গ্রেটের নয় রত্নের এক রত্ন। তিনি আকবরের একটা জীবনী লিখেছেন, নাম "আইন-ই-আকবরী"। সেখানে সম্রাট আকবর কি কি খেতেন সেই সব লেখা আছে। মরে যাবার আগে তাঁর পছন্দের একটা খাবার খেতে ইচ্ছা করছে। রেসিপিও উনি লিখে গেছেন। রেসিপি বললে রাঁধতে পারবে?'

'রেসিপি কী?'

পল্টু স্যার আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'খাবারটার নাম দুনিয়াজা। দশ সের মাংসের সঙ্গে দশ সের পিঁয়াজের রস মিশাতে হবে। এক পোয়া লবণ দিতে হবে। কিছু গোলমরিচের গুঁড়া। তারপর অল্প আঁচে জ্বাল হতে থাকবে।'

'আর কিছু না?'

'আর কিছুতো লেখা ছিল না।'

রানু বলল, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে খেতে পারবেন বলে মনে হয় না। তেল ঘি ছাড়া কেমন হবে খাবারটা?'

পল্টু স্যার বললেন, 'পিঁয়াজের রসে রান্নাই এই খাবারের বিশেষত্ব। হিমু বাবুর্চির কাছ থেকে জেনে নাও কী কী লাগবে। আজ রাতে আমি আকবর বাদশা। দুনিয়াজা খাব।'

রানু বলল, 'আমাকে বাবুর্চি ডাকবেন না। আমার নাম রানু। আমাকে রানু ডাকবেন। আমাকে একটা ঘর দেখিয়ে দিন যেখানে আমি রাতে থাকব। হোস্টেল থেকে আমার কিছু জিনিসপত্র আনতে হবে।'

বাদল বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে যাব। সব নিয়ে আসব।'

ঘটনা দ্রুত ঘটছে। কোন দিকে যাচ্ছে কে জানে।

সন্ধ্যা সাতটা। রান্নাঘরে দুনিয়াজা রান্না হচ্ছে। সাহায্যকারী পরামর্শদাতা হচ্ছে বাদল। তার উৎসাহ তুঙ্গস্পর্শী। মনে হচ্ছে রানু বাবুর্চির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসিসটেন্ট হয়ে সে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। একটু পরপর রানুর হাসির শব্দও আসছে। বাদলের হাসির আওয়াজ পাচ্ছি না। দু'জন মানুষের মধ্যে একজন যখন হাসে তখন অন্যজনকেও হাসতে হয়। বাদল হাসছে না কেন বুঝতে পারছি না। দু'জনের কথাবার্তাও ইতোমধ্যেই রহস্যজনক হয়ে আসছে।

রানু : রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ধোঁয়ায় আপনার কষ্ট হচ্ছে।

বাদল : তোমারও তো কষ্ট হচ্ছে। তুমিতো ধোঁয়া প্রুফ না।

রানু : মেয়েদের আবার ধোঁয়ার কষ্ট!

বাদল : তোমরা মেয়েদের এত ছোট করে দেখ কেন?

রানু : আপনারাই আমাদের ছোট করে রাখেন।

বাদল : খুবই ভুল কথা বলছ রানী।

রানু : রানী বলছেন কেন? আমার নাম রানু।

বাদল : সরি, ভুলে রানী বলে ফেলেছি। স্লিপ অব টাং।

রানু : সবার সামনে এ রকম স্লিপ অব টাং যেন না হয়। অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে।

বাদল : অন্য কী ভাববে?

রানু : ইস্। আপনি বোকা না-কি? কেন বুঝতে পারছেন না?

বাদল : রানী, আসলেই বুঝতে পারছি না।

রানু : আবার রানী! শুনুন, প্রেমিকরাই শুধু তাদের প্রেমিকাদের রানী বলে ডাকে কিংবা জানপাখি ডাকে। খুবই হাস্যকর।

বাদল : হাস্যকর কেন হবে?

রানু : আমার কাছে হাস্যকর।

আমি মেঝেতে চাদর বিছিয়ে ঘুমুবার আয়োজন করছি—বাদল হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল। হাতে মোবাইল টেলিফোন।

'হিমুদা! বাবার সঙ্গে একটু কথা বলতো! বাবা কিছু না বুঝেই চিৎকার চেঁচামেচি করছে। তুমি পুরো বিষয়টা সুন্দর করে গুছিয়ে বল।'

আমি গম্ভীর গলা বের করলাম, 'হ্যালো।'

খালু সাহেব ধমকে উঠলেন, 'হিমু না?'

'জি।'

'এ রকম করে কথা বলছ কেন? সমস্যা কী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোনো সমস্যা নেই।'

'বাদলের ব্যাপারটা কী আমাকে বল। কিছুই লুকাবে না। সে করছে কী?'

'এই মুহূর্তে সে সন্দেহজনক চরিত্রের এক বাবুর্চি মহিলার এ্যাসিসটেন্ট হিসেবে কাজ করছে, পিঁয়াজ কেটে দিচ্ছে এবং নিচু গলায় গল্পগুজব করছে।'

'What?'

'সত্যি কথা জানতে চাচ্ছেন, সত্যি কথা বললাম। তবে বাবুর্চিটার চেহারা ভালো। চরিত্র সন্দেহজনক হলেও চেহারা খারাপ না।'

'সন্দেহজনক চরিত্র মানে কী?'

'সন্ধ্যার পর চন্দ্রিমা উদ্যানে কাস্টমারের খোঁজে ঘুরে বলে জনশ্রুতি আছে।'

'বাদল ওর সঙ্গে জুটল কীভাবে?'

'বলতে চাচ্ছি না, খালু সাহেব।'

'কেন বলতে চাচ্ছ না?'

'হয়ত ব্যাপারটা আপনি সহজভাবে নিতে পারবেন না।'

'হিমু ঝেড়ে কাশ। ঝেড়ে কাশ বললাম। I order you to caugh.'

'বাদল যে বাসায় পার্ট টাইম চাকরের কাজ নিয়েছে সন্দেহজনক চরিত্রের ঐ মেয়েও সেই বাড়িতেই কাজ করে।'

'কী বললে? বাদল পার্ট টাইম চাকরের কাজ নিয়েছে?'

'জি। মহানন্দে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। মেঝে ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুছছে। আমার ধারণা ছাত্র পড়ানোর মনোটনি কাটানোর জন্যে সে এই কাজ করছে।'

খালু সাহেব টেলিফোনে সিংহনাদ করলেন, 'বাদলকে টেলিফোনটা দাও! আমি সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলব।'

আমি বিনীত গলায় বললাম, 'বাদলকে টেলিফোন দিতে হলে আমাকে রান্নাঘরে যেতে হয়। কাজটা করতে চাচ্ছি না। তাদের কি অবস্থায় দেখব কে জানে। বললাম না মেয়েটার চরিত্র সন্দেহজনক।'

'বাদল কোন বাসায় আছে সেই ঠিকানা দাও—আমি আসছি।'

আমি ঠিকানা দিয়ে বললাম, 'আজ না এসে আপনি বরং আগামীকাল সন্ধ্যায় আসুন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আজ এলে সমস্যা কী?'

'আজ বৃহস্পতিবার। আপনার বোতল দিবস। আজ এলে আপনার বোতল দিবসটা মাটি হবে। কাল সন্ধ্যায় আসুন, হাতেনাতে আসামি গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান।'

'বাদল কি সত্যি চাকরের কাজ নিয়েছে?'

'জি। তবে পার্ট টাইম কাজ। এটা একটা আশার কথা। খালু সাহেব, বুঝতে পারছি আজ আপনার মন খুবই অশান্ত। এক কাজ করেন, আজ একটু সকাল সকাল ছাদে চলে যান। ওমর খৈয়াম বলেছেন...'

'রাখ তোমার ওমর খৈয়াম। আমি কি চিজ, বাদল কাল সন্ধ্যায় জানবে।'

রানু-বাদল কথামালা আবার শুরু হয়েছে। আমি লকারের রিং ঘুরাচ্ছি এবং কথা শুনছি।

রানু : জানেন, আমার খুব শখ টিভি নাটকে অভিনয় করা। কিন্তু এত বাজে চেহারা কে আমাকে নেবে বলুন।

বাদল : তোমার চেহারা খারাপ কে বলল?

রানু : সবাই বলে।

বাদল : আমার সামনে বলে দেখুক।

রানু : আপনার সামনে বললে আপনি কী করবেন?

বাদল : আমি ঘুসি দিয়ে নাকসা ফাটিয়ে দেবো।

রানু : (হাসি)।

ঘটনা দ্রুত ঘটছে। কোন দিকে যাচ্ছে তাও বুঝা যাচ্ছে।

লেখকরা আনন্দিত মানুষের বর্ণনা নানানভাবে করেন। কেউ লেখেন—"লোকটা আনন্দে ঝলমল করছে।" কেউ লেখেন—"সে আনন্দে আটখানা।" রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"বিমলানন্দের চাপা আভায় তাহার মুখমণ্ডলে...।"

এই মুহূর্তে আমি যাকে দেখছি তার আনন্দ কবি-সাহিত্যের ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আনন্দে আটখানার জায়গায় আনন্দে এগারোখানা বলতে পারি। তাতেও ইতর-বিশেষ হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দিত ভদ্রলোকের নাম আবদুস সাত্তার। ডাবল স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক MC. MR. PL. শেফা ক্লিনিকের কর্ণধার। তিনি বসে আছেন পল্টু স্যারের সামনের বেতের চেয়ারে। তাঁর হাতে হলদিরামের শনপাপড়ির প্যাকেট। সন্দেশ রসগোল্লার মরণঘণ্টা সম্ভবত বেজে গেছে। হলদিরাম বাবুরা ঝেঁটিয়ে সব বিদায় করার সংকল্পে নেমেছেন।

সাত্তার সাহেব শনপাপড়ির প্যাকেট পল্টু স্যারের দিকে এগিয়ে বললেন, 'নে, তোর জন্যে এনেছি। ঘিয়ে ভাজা শনপাপড়ি। অমৃতের কাছাকাছি।'

পল্টু স্যার হাত বাড়িয়ে প্যাকেট করা অমৃত নিলেন।

সাত্তার সাহেব বললেন, 'তোর চাকরটাকে বল, প্যাকেট খুলে সুন্দর করে সাজিয়ে মিষ্টি দিতে। ওটার নাম যেন কী কাঞ্চনজঙ্ঘা না?'

'ওর নাম হিমু।'

সাত্তার সাহেব আমাকে ডাকার আগেই আমি ছুটে গেলাম। চাকরদের মতো আনাড়ি হাতে প্যাকেট খুলতে গিয়ে প্লাস্টিকের প্যাকেট মেঝেতে ফেলে দিলাম। সাত্তার সাহেবের ধমক দেয়ার কথা। ধমক দিলেন না। মধুর গলায় বললেন, 'ভালো আছিস?'

'জি স্যার, ভালো আছি?'

'একটা শনপাপড়ি তুই নিয়ে যা। আরাম করে খা।'

আমি বললাম, 'স্যার, একটা নিলে হবে না। আমরা চারজন। অনুমতি দিলে চার পিস নিয়ে যাই।'

'চারজন মানে কী?'

'আমি, স্যারের ড্রাইভার, স্যারের বাবুর্চি, পার্ট টাইম ক্লিনার।'

সাত্তার সাহেব চোখ কপালে তোলার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'টাকা পয়সারতো দেখি হরির লুট হচ্ছে। সব বন্ধ। এখন থেকে পুরো কনট্রোল আমার হাতে। হিমু, তুই যা, কড়া করে এক কাপ চা বানিয়ে আন। চা খেতে খেতে আমি বুঝিয়ে বলব, কেন পুরো কনট্রোল আমার হাতে। পল্টু, তুমিও বই পড়া বন্ধ করে আমার কথা শোন। তোমারও শোনা প্রয়োজন।'

আমাদের সবার হাতে হলদিরামের একপিস করে শনপাপড়ি। সাত্তার সাহেবের হাতে চায়ের কাপ। পল্টু স্যারের হাতে একটা বই, নাম—"বিষাক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাছ থেকে সাবধান।" লেখকের নাম প্রশান্ত কুমার ভট্টাচার্য। বই পড়ায় বাধা পড়েছে বলে স্যার বিরক্ত। বিরক্তি প্রকাশ করতে পারছেন না বলে আরো বিরক্ত। কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের মতো কম্পাউন্ড বিরক্তি।

সাত্তার সাহেব খাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'এখন আমি একটা সংবাদ দেব। সংবাদটা তোমাদের জন্যে আনন্দেরও হতে পারে, আবার নিরানন্দেরও হতে পারে। সংবাদটা হচ্ছে—পল্টুর বিষয় সম্পত্তির বিষয়ে কোর্ট একটা অর্ডার জারি করেছে। আমাকে পাওয়ার অব এ্যাটর্নি দিয়েছে। পাওয়ার অব এ্যাটর্নির ফটোকপি আমার কাছেই আছে। চাইলে দেখতে পার। কেউ দেখতে চাও? দেখতে চাইলে আওয়াজ দাও।'

আমরা চারজনই একসঙ্গে না-সূচক মাথা নাড়লাম— দেখতে চাই না। পাওয়ার দেখাতে আনন্দ নেই, পাওয়ার না দেখাতেই আনন্দ।

সাত্তার সাহেব পল্টু স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই দেখতে চাস?'

পল্টু স্যার বললেন, কী দেখতে চাইব?

'পাওয়ার অব এ্যাটর্নি?'

'খামাখা এসব দেখতে চাইব কী জন্যে? জরুরি একটা বই পড়ছি।'

'ঠিক আছে, তুই বই পড়তে থাক। আমি চা-টা শেষ করে এদের সঙ্গে আলাপ করতে থাকি।'

পল্টু স্যার গভীর মনযোগে পাঠ শুরু করলেন। আমি তাঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দিলাম। তিনি পড়ছেন আতা গাছ। আতা গাছ যে বিষাক্ত আমার জানা ছিল না। জানা গেল, ফল ছাড়া এই গাছের সবই বিষাক্ত। একটি বিষাক্ত গাছ মিষ্টি ফল দিচ্ছে, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। মানুষের মধ্যেও কি এ রকম আছে? বিষাক্ত বাবা-মা'র অসাধারণ সন্তান।

সাত্তার সাহেব গলা খাকারি দিয়ে আমার দিকে চোখ ইশারা করলেন। আমি ছুটে গেলাম, তাঁর হাত থেকে চায়ের খালি পেয়ালা নিয়ে গেলাম। তিনি আয়েসী ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমাদের স্যার যে মানসিকভাবে পঙ্গু একজন মানুষ, আশা করি ইতোমধ্যে তোমরা বুঝেছ। হিমু, বল তুমি বুঝেছ?'

'ইয়েস স্যার।'

'ডাক্তাররা তাঁর বিষয়ে সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ। ডাক্তারদের সার্টিফিকেট বিষয়ে তোমাদের কোনো কথা আছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'স্যার, কথা নাই। যে লোক দিনরাত বই পড়ে এবং পায়ে ফ্যানের বাতাস দেয় সে তো মানসিক ভারসাম্যহীন বটেই।'

সাত্তার সাহেব বললেন, 'গুড! তুই ইন্টেলিজেন্ট। তোকে আমার পছন্দ হচ্ছে। শুরুতে বদমাইশ টাইপ মনে হচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে না।'

আমি ছুটে গিয়ে সাত্তার সাহেবকে কদমবুসি করে ফেললাম। চাকরশ্রেণীদের নিজস্ব কিছু নীতিমালা আছে—প্রশংসাসূচক কিছু শুনলেই অতি দ্রুত কদমবুসি করা তার একটি। সামান্য ধমক দিলে আড়ালে অশ্রু-বর্ষণও নীতিমালার অংশ। আড়ালেরও বিশেষত্ব আছে। আড়ালটা এমন হতে হবে যে যিনি ধমক দিয়েছেন তিনি দেখতে পান।

'হিমু!'

'জি স্যার।'

'তোর স্যারের বিশাল বিষয় সম্পত্তির বিষয়ে তোরা অবগত আছিস কি-না আমি জানি না। আমার কাছে শুনে রাখ। তার বিষয় সম্পত্তি যথেষ্টই আছে। মানসিক ভারসাম্যহীন লোকের কাছে এতবড় সম্পত্তি থাকা ঠিক না। দেখা যাবে হঠাৎ উইল করে সে সম্পত্তি লিখে দিল— তার পোষা বিড়ালকে। বা কুকুরকে।'

আমি বললাম, 'স্যারের কোন পোষা কুকুর-বিড়াল নাই।'

সাত্তার সাহেব বললেন, 'আমি কথার কথা বলছি। যাই হোক, এই সমস্ত নানান বিবেচনার প্রেক্ষিতে কোর্ট আমাকে পাওয়ার অব এ্যাটর্নি দিয়েছে। তার যাবতীয় বিষয় আমি দেখব। সে ব্যাংকের সঙ্গে কোন রকম লেনদেন করতে পারবে না। যে বিপুল অপচয় সংসারের জন্যে করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। পল্টু কখনো গাড়ি নিয়ে কোথাও যায় না। অকারণে একটা গাড়ি পড়ে আছে। মাসে মাসে ড্রাইভারের বেতন গোনা হচ্ছে। আজ থেকে ড্রাইভার অফ।'

ড্রাইভার বলল, 'স্যার, এটা আপনি কী বলেন?'

সাত্তার সাহেব বললেন, 'কী বলি কানে শুন না? কানে ঠসা লোক গাড়ি কীভাবে চালাবে? পেছন থেকে গাড়ি ডাবল হর্ন দিলেও তো কিছু শুনবে না। তোমার চাকরি ডাবল অফ। যাও নিচে যাও। পাওনা বেতন থাকলে মিটিয়ে দেয়া হবে।'

ড্রাইভার নিচে নেমে গেল। সাত্তার সাহেব বাদলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার ডিউটি কী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদল কিছু বলার আগেই আমি বললাম, 'সে— সে আমার First এ্যাসিসটেন্ট।'

'তোর আবার এ্যাসিসটেন্টও লাগে? এ্যাসিসটেন্টের চাকরি অফ। নাম কী? নাম বলে নিচে চলে যা। কী নাম?'

'বাদল।'

'ঝড় তুফান বৃষ্টি বাদলা এই বাড়িতে চলবে না।'

কিছুক্ষণের মধ্যে রানুর চাকরিও চলে গেল। তাকেও নিচে গিয়ে ড্রাইভারের পাশে দাঁড়াতে হল।

এত কিছু ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু পল্টু স্যার নির্বিকার। তিনি বিষাক্ত গাছপালা নিয়েই আছেন। এই মুহূর্তে তাঁর চেয়ে সুখি কেউ পৃথিবী নামক গ্রহে আছে তা মনে হচ্ছে না।

আমি সাত্তার সাহেবের কাছে সামান্য এগিয়ে নিচু গলায় বললাম, 'স্যার, আপনি হিসাবে ভুল করছেন।'

সাত্তার সাহেব খ্যাঁকখ্যাঁক করে বললেন, 'আমি হিসাবে ভুল করছি মানে? কিসের হিসাব? কিসের ভুল? তুই আমার ভুল ধরার কে?'

আমি মাঠে নামলাম। হোমিওপ্যাথ সাহেবের যন্ত্রণা অনেকক্ষণ সহ্য করা গেছে। আর না। এখন যুদ্ধং দেহি।

আমি বললাম, 'তুই তোকারি অনেকক্ষণ ধরে করছিস। আর একবার তুই বললে কাপড়-চোপড় সব খুলে ফেলব। তোকে নেংটো হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে। আজ তুই আন্ডারওয়ার পরে আসিস নাই কেন? তাহলে আন্ডারওয়ার পরে নামতে পারতি, কিছুটা ইজ্জত রক্ষা হতো।'

সাত্তার সাহেব হঠাৎ গভীর জলে পড়ে গেলেন। তাঁর মস্তিষ্ক খানিকটা জট পাকিয়ে গেল। চাকরশ্রেণীর একজন এমন কথা কিভাবে বলছে— মস্তিষ্ক তার লজিক খুঁজছে। লজিক দ্রুত খুঁজে না পেলে কম্পিউটারের মতো সিস্টেম হ্যাংগ করবে। সাত্তার সাহেব ঘামতে শুরু করেছেন। তাঁর চোখ লাল। হ্যাংগ হবার দিকেই তিনি যাচ্ছেন।

আমি এবার তাঁর সাহায্যে এগিয়ে গেলাম। তাঁর মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা করার জন্যে বললাম, 'তোকে দেখে মনে হয় তুই ইন্টেলিজেন্ট লোক। তোর সঙ্গে কয়েকবার আমার দেখা হয়েছে। আমাকে চিনতে পারিস নাই? আমি CID-র লোক। আমাকে রাখা হয়েছে যেন পল্টু সাহেবের কোনো বিপদ হয় কি-না সেটা দেখার জন্যে। বিশ্বাস হয়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত্তার সাহেব হা করে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ব্রেইন এখনো 'হ্যাংগ' অবস্থায় আছে। আমি বললাম, 'একটা কাজ করলেই তুই বিশ্বাস করবি। দ্বিতীয় প্রশ্ন আর মাথায় আসবে না।'

আমি কথা শেষ করেই বাঁ হাতে আচমকা এক চড় বসিয়ে দিলাম। সাত্তার সাহেব চেয়ার নিয়ে উল্টে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলালেন। অস্ফুট শব্দও করলেন—'ও খোদা রে!'

পল্টু স্যার বই থেকে মুখ তুলে বিরক্ত স্বরে বললেন, 'কী হচ্ছে?'

আমি বললাম, 'কিছুই হচ্ছে না স্যার, সামান্য আর্গুমেন্ট।'

'আর্গুমেন্ট বাইরে গিয়ে কর। তোমাদের যন্ত্রণায় পড়তেও পারছি না।'

আমি সাত্তার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বিনীত গলায় বললাম, 'স্যার, চলুন, আমরা বসার ঘরে যাই। নিজেদের মধ্যে যেসব সমস্যা আছে তার সমাধান করি। রুদ্ধ দ্বার বৈঠক।'

সাত্তার সাহেব নিঃশব্দে বসার ঘরে চলে গেলেন। তিনি এখনো বিশ্বাস অবিশ্বাসের সীমারেখায় আছেন। এখান থেকে বের হতে তাঁর সময় লাগবে।

AMARBOI.COM

বসার ঘরে আমরা দু'জন মুখোমুখি বসে আছি। সাত্তার সাহেব কিছু বলার পরিকল্পনা নিয়ে কয়েকবার গলা খাকারি দিলেন। কিছু বলতে পারলেন না।

আমি বললাম, 'ইচ্ছা করলে আমার বিষয়ে CID অফিসে খোঁজ নিতে পারিস। হায়ার লেভেলে খোঁজ নিতে যাবি। বলবি সিরাজুল ইসলাম নাম। হিমু আমার ছদ্মনাম।'

সাত্তার সাহেব বললেন, 'আমি ঝামেলা পছন্দ করি না। আপনি পুলিশের লোক হোন আর যেই হোন, আমি কোর্টের অর্ডার নিয়ে এসেছি। দু'জন ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছে যে পল্টু পাগল। একজন হলেন প্রফেসর কেরামত আলি, এসোসিয়েট প্রফেসর অব সাইকিয়াট্রি।'

আমি বললাম, 'পয়সা দিলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। দু'জন ডাক্তার বলেছে পল্টু স্যার পাগল। দশজন বলবে পাগল না। হাইকোর্টে আপিল হবে। উল্টা মামলা হবে যে, সুস্থ মানুষকে পাগল সাজিয়ে সম্পত্তি দখলের ষড়যন্ত্র।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মামলা মোকদ্দমা আমি ভয় পাই না।'

'ভয় না পাওয়া ভালো। আমি একটা প্রস্তাব দেই?'

'কী প্রস্তাব?'

আমি কিছুক্ষণ শীতল চোখে তাকিয়ে তুই থেকে আপনিতে উঠে এলাম। গলার স্বর নিচু করে বললাম, 'আমাকে দলে নিন। পল্টু স্যারের সম্পত্তির পার্সেন্টেজের বিনিময়ে আমি আপনার হয়ে কাজ করব।'

'কত পার্সেন্টেজ?'

'আপনিই বলুন কত। গুরুত্ব বুঝে বলবেন।'

সাত্তার সাহেব চুপ করে আছেন। বিরাট ধাঁধায় পড়ে গেছেন। ধাঁধায় পড়ারই কথা। আমি বললাম, 'বাসায় যান। বাসায় গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করুন। আমার নিজের প্রস্তাব হল ফিফটি-ফিফটি। যদি আমার প্রস্তাবে রাজি থাকেন কিসলুকে দিয়ে একটা সাদা গোলাপের তোড়া পাঠাবেন। সাদা হচ্ছে সন্ধির প্রতীক।'

'কিসলুটা কে?'

আমি বললাম, 'নাম শুনে মনে হল আকাশ থেকে পড়ছেন। কিসলু আপনার ছেলের বন্ধু। একটা পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পিস্তলের যে গুলি আছে সেটা পিস্তলে ফিট করে না। চিনেছেন?'

'হুঁ।'

'চা খাবেন?'

'না।'

'পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করুন। একটা আপনি হাতে নিন, একটা আমার হাতে দিন। সিগারেটের রঙ সাদা। দু'জন দু'জনকে সাদা লাঠি দেখাচ্ছি। তার মানে কি বুঝতে পারছেন? শান্তির চেষ্টা।'

সাত্তার সাহেব পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। একটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। ভদ্রলোকের ব্রেইন এখনো পুরোপুরি কাজ করছে না।

আমি সিগারেট উঁচু করে বললাম, 'শান্তি। শান্তি। শান্তি।'

সাত্তার সাহেবও বিড়বিড় করে বললেন, 'শান্তি শান্তি।' আমি বললাম, 'আপনি সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ুন। আপনি যেখানে ধোঁয়া ছাড়বেন আমিও সেখানে ধোঁয়া ছাড়ব। মানুষ শান্তির পতাকা উড়ায়, আমরা উড়াব শান্তির ধোঁয়া। ঠিক আছে?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হুঁ।'

শান্তির ধোঁয়া উড়ানো হল। শান্তির ধোঁয়া উড়িয়ে সাত্তার সাহেব আরো জবুথবু হয়ে গেলেন। আমি বললাম, 'বাসায় চলে যান। ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে লম্বা ঘুম দিন। মাথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপনার ঘুম দরকার।'

'হুঁ।'

'একা একা সিঁড়ি বেয়ে নামতে পারবেন, না-কি আমার সাহায্য লাগবে?'

'একা নামতে পারব।'

'গুড। তাহলে বিদায়। মনে রাখবেন, আমার অফার ফিফটি-ফিফটি।'

অল কোয়ায়েট অন দি ইস্টার্ন ফ্রন্ট। ভুল বললাম, সব ফ্রন্টেই শান্তি। ঘরের কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে আবার শুরু হয়েছে। রানু রান্না শুরু করেছে। বাদল আছে সহকারী।

আজকের মেনু—

চিংড়ি মাছ দিয়ে করলা।
মলা মাছের চচ্চড়ি।
কুমড়া ফুলের বড়া।
চিতল মাছের গাদা দিয়ে কোপ্তা।
স্ট্যান্ড বাই আইটেম খাসির কলিজা ভুনা।

AMARBOI.COM

কলিজা মশলা মাখিয়ে রেডি করা। সময় পাওয়া গেলে রান্না হবে। সময় পাওয়া না গেলে রান্না হবে না। বলতে ভুলে গেছি, বিশেষ ধরনের চাল আজ প্রথম রান্না হবে। চালের নাম বাঁশফুল। চালটা দেখতে মোটা। রান্না হলে চিকন হয়ে যায়। বাঁশ গাছের ফুল ফুটলে যেমন গন্ধ ছড়ায় সে রকম গন্ধ আসে।

পল্টু স্যারের বিষাক্ত গাছপালার পাঠ শেষ হয়েছে। এখন তিনি পড়ছেন—মিনহাজ-ই-সিরাজের লেখা বই তবকত-ই-নাসিরি। মূল ফার্সি থেকে অনুবাদ। এ ধরনের বইপত্র তিনি কোত্থেকে জোগাড় করেন তাও এক রহস্য।

আমার হাতে কোনো কাজ নাই। আমি বারান্দায় বসে ঝিমাচ্ছি। ঝিমুনি হল নিদ্রার আগের অবস্থা। এই অবস্থায় কনশাস এবং সাব-কনশাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটিই কিছু পরিমাণে জাগ্রত থাকে বলে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক মেন্ডেলিফ পিরিওডিক টেবিল চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক কেকুলে বেনজিনের গঠন দেখতে পেয়েছিলেন। আমি তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তবে রান্নাঘরে বাদল এবং রানু কী বলাবলি করছে তা শুনতে পারছি। প্রতিটি বাক্যের আলাদা অর্থও বুঝতে পারছি। যেমন বাদল বলল, 'চামচের স্টান্ডার্ড ঠিক না। আরো লম্বা চামচ হওয়া উচিত। তাহলে আর তোমার হাতে গরম তেলের ছিটা পড়ত না।' (গূঢ় অর্থ—তোমার হাতে গরম তেলের ছিটা পড়ছে। আমার খারাপ লাগছে।)

রানু বলল, 'রান্না করতে গেলে একটু-আধটু তেলের ছিটা খেতে হয়। আপনি এত কাছে থাকবেন না, আপনার গায়ে লাগবে।' (গূঢ় অর্থ—ওগো, গরম তেল আমার গায়ে লাগে লাগুক, তোমার গায়ে যেন না লাগে।)

বাদল বলল, 'কড়াইয়ের সবটা তেল যদি আমার গায়ে পড়ে তাহলেও আমি দাঁড়িয়ে থাকব।' (গূঢ় অর্থ— তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না।)

রানু বলল, 'হাত ধরে থাকলে আমি নাড়ানাড়ি করব কীভাবে? আপনিতো ভালো পাগল!' (গূঢ় অর্থ—প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস। তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ!)

মঞ্চ নাটকে কী হয়? অতি আবেগঘন মুহূর্তে ভিলেনের প্রবেশ ঘটে। নাটকের ভাষায় ক্লাইমেক্স তৈরি হয়।

ক্লাইমেক্স তৈরি হয়ে গেল। ভিলেন হিসেবে মঞ্চে প্রবেশ করলেন বাদলের বাবা, আমার শ্রদ্ধেয় খালু সাহেব। আমি আদবের সঙ্গে তাঁকে বসার ঘরে নিয়ে বসালাম। ঠোঁটে আঙুল রেখে চাপা গলায় বললাম, 'যা বলবেন, ফিসফিস করে বলবেন। এই বাড়িতে একজন প্রথম শ্রেণীর ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাওয়া পাগল বাস করেন। তিনি এখন বই পড়ছেন। তাঁর পাঠে বিঘ্ন হলে কি করে বসবেন ঠিক নেই। উঁকি দিলেই পাগল দেখতে পাবেন।'

খালু সাহেব উঁকি দিয়ে পাগল দেখে খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, পায়ে ফ্যানের বাতাস দিচ্ছে না-কি?

আমি বললাম, 'হুঁ। একটু পরেই মুরগির মতো কক কক করবে?'

'কেন?'

'উনি কক কক ধর্মী মানুষ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তার মানে কী?'

'মানে এখনো পুরোপুরি বের হয় নি।'

'বাদল এই পাগলের সাথে বাস করছে?'

'হুঁ।'

'এখন সে কোথায়?'

আমি বললাম, 'রান্নাঘরে।'

'রান্নাঘরে আর কে আছে? চন্দ্রিমা উদ্যানের মেয়েটা আছে?'

'হুঁ।'

'বাদলকে ডেকে আন। তাকে বলবে যে আমি আমার লাইসেন্স করা পিস্তল সঙ্গে করে এনেছি। খুনাখুনি ঘটে যাবে।'

'পিস্তল সত্যি এনেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'গুলি সাবধানে করবেন। আপনার হাতের টিপ কেমন জানি না। গুলি করলেন বাদলকে, লাগল আমার গায়ে। বিনা দোষে বেহেশতে গিয়ে বসে রইলাম। সত্তুরটা পরী কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান শুরু করল। এ বলে আমার দিকে তাকাও, ও বলে আমার দিকে তাকাও।'

'কথা বাড়াবে না। বাদলকে ডেকে আন।'

আমি বাদলের সন্ধানে রান্নাঘরে ঢুকলাম। বাদলকে ঘটনা খুলে বললাম। রানু বলল, 'কি সর্বনাশ! উনি সত্যি পিস্তল নিয়ে চলে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। এসেছেন এবং তাঁর হাতের টিপ খুবই খারাপ। বাদল একা যে বিপদে আছে তা না। আমরা সবাই বিপদে।'

বাদল বলল, 'আমি কী করব সেটা বল। ফায়ার স্কেপ দিয়ে পালিয়ে যাব?'

'না। তুই এক কাজ কর। খালু সাহেবের রাগটা আরো বাড়িয়ে দে। মানুষ অধিক শোকে পাথর হয়। অধিক রাগে হয় কংক্রিট। এমন ব্যবস্থা কর যেন তিনি রেগে কংক্রিট হয়ে যান।'

'কীভাবে রাগাব?'

তুই খালু সাহেবকে গিয়ে বল, 'বাবা, আমি ঐ মেয়েটাকে আজ ভোরবেলায় বিয়ে করে ফেলেছি। কোর্টে বিয়ে হয়েছে। এক লাখ এক টাকা কাবিন।'

'মিথ্যা কথা বলব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, যুদ্ধে মিথ্যা বলার নিয়ম আছে।'

বাদল বলল, 'এই মিথ্যাতেই হবে?'

'হওয়ারতো কথা। রাগের একটা লিমিট আছে। লিমিট ক্রস করে যাবার পর শূন্যতা।'

বাদল রানুর দিকে তাকাল।

রানু বলল, 'উনি যা বলতে বলছেন তাই বল।'

এরা যে দু'জনই তুমি লেভেলে নেমে এসেছে তা আগেই শুনেছি। তুমি যে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে তা জানলাম। রানুর চোখে-মুখে নববিবাহিতা স্ত্রীসুলভ লজ্জা এবং আনন্দ।

বাদল বলল, 'ভয় লাগছে, হিমুদা।'

রানু বলল, 'ভয়ের কী আছে? আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

বাদল বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে গেলে লাভটা কী হবে?'

রানু বলল 'তুমি সাহস পাবে।'

'আমি সাহস পাব কেন? তুমি কি সাহসের দোকান খুলেছ?'

রানু বলল, 'ঝগড়া করছ কেন?'

বাদল বলল, 'ঝগড়াতো তুমি করছ।'

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। প্রেমিক-প্রেমিকার ঝগড়ায় নাক গলানো যায়। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় না। এরা বিয়ে না করেও স্বামী-স্ত্রীর মতো ঝগড়া করছে। কাজেই নাক গলানো ঠিক হবে না। ঝগড়া-টগড়া করে তারা একটা সিদ্ধান্তে আসুক, তারপর দেখা যাবে। আমি খালু সাহেবের কাছে চলে এলাম।

খালু সাহেব, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের মূর্তির মতো চেয়ারের হাতলে দুই হাত রেখে বসে আছেন। তাঁকে দেখাচ্ছেও মূর্তির মতো। নাক, মুখ শক্ত। চোখের দৃষ্টি স্থির। জর্জ ওয়াশিংটনের মূর্তির সঙ্গে তাঁর সামান্য অমিল আছে। কারণ তাঁর হাতে খোলা পিস্তল।

পল্টু স্যার তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁকে ভীত মনে হচ্ছে। তাঁর হাতে এখন অন্য বই—একশ এক ইলিশ রান্না। তবকত-ই-নাসিরি সম্ভবত পড়ে শেষ করে ফেলেছেন। তিনি ঘণ্টায় একশ দশ কিলোমিটার টাইপ পাঠক। এই মূহূর্তে পল্টু স্যারের কক কক ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কক কক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছেন। যতবারই করছেন ততবারই খালু সাহেব খানিকটা কেঁপে উঠছেন।

পল্টু স্যার বললেন, 'আপনি পিস্তল হাতে বসে আছেন কেন জানতে পারি?'

খালু সাহেব বললেন, 'আমার ছেলে এক্ষুণি রান্নাঘর থেকে বের হবে, তাকে গুলি করব।'

'কেন?'

'সে একটা অতি সন্দেহজনক চরিত্রের মেয়ে বিয়ে করে বসে আছে, এই জন্যে।'

পল্টু স্যার বললেন, 'আমাদের সবার চরিত্রইতো সন্দেহজনক। শুধুমাত্র পশু পাখি মাছ এদের চরিত্র সন্দেহজনক না। এরা কী করবে, কী করবে না তা আমরা জানি। হোমোসেপিয়ানদের ব্যাপারে এই কথাটা বলা যাচ্ছে না।'

খালু সাহেব বললেন, 'আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

পল্টু স্যার বললেন, 'আমি কাউকে বিরক্ত করছি না। আপনি বিরক্ত করছেন। আমার পাঠে বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন। শান্তিমতো বই পড়তে দিচ্ছেন না। কক কক কক।'

'কক কক করছেন কেন?'

'আপনি বক বক করছেন, এই জন্যে আমি কক কক করছি। আমাকে শান্তিমতো বই পড়তে দিন।'

খালু সাহেব বললেন, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই খুনাখুনি পর্ব শেষ হবে— আপনি শান্তিমতো বই পড়তে পারবেন।'

পল্টু স্যার বললেন, 'গুলির শব্দ আমি সহ্য করতে পারি না। খুব ছোটবেলায় নানাজানের সঙ্গে পাখি শিকারে গিয়েছিলাম। গুলির শব্দে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। কক কক কক।'

খালু সাহেব বললেন, 'আপনি কানে হাত দিয়ে রাখুন।

বাধ্য ছেলের মতো পল্টু স্যার কানে হাত চেপে রাখলেন। বাম কান বাঁ হাতে চেপে ধরা। ডান কান ইলিশ মাছের বই দিয়ে চেপে ধরা। আমাদের সবার দৃষ্টি রান্নাঘরের দরজার দিকে। রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত। নাটকের প্রধান চরিত্র প্রস্তুত। পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ফিল্মের কোনো দৃশ্য হলে এখানে ধ্বক ধ্বক টাইপ মিউজিক দেয়া হতো। ধ্বক ধ্বক হচ্ছে হার্টের শব্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রান্নাঘর থেকে কেউ বের হল না। সবার ঘরের দরজা দিয়ে এক গাদা পুলিশ ঢুকে পড়ল। তারা আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। আমি CID পরিচয় দিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছি।

সাধারণ নিয়মে এক ঢিলে দুই পাখি পাওয়া যায়। এখানে পুলিশ এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি পেয়ে গেল। একজন অস্ত্রধারী পেল। খালু সাহেব। বাদলকে পেল, রানুকে পেল।

পল্টু স্যারকে তারা কিছু বলল না। পল্টু স্যার নির্বিকার ভঙ্গিতে ইলিশ মাছের বই পড়া শুরু করলেন। এত কিছু যে ঘটে যাচ্ছে তা নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা নেই, তিনি পড়ছেন—"ইলিশ আনারস।"

ফলের মধ্যে শুধু আনারস দিয়ে ইলিশ রান্না হয় কেন বুঝলাম না। অন্য ফলগুলো কী দোষ করল?

আম ইলিশ।

কালোজাম ইলিশ।

সাগর কলা ইলিশ।

বিদেশী ফল দিয়েও রান্নার চেষ্টা করা যেতে পারে যেমন আপেল ইলিশ, আঙুর ইলিশ। ইলিশ রান্নাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

পুলিশের গাড়িতে উঠার সময় দেখলাম সাত্তার সাহেবকে। গ্রেফতার নাটক দেখার জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। তাঁর হাতে পাইপ। চোখে সানগ্লাস। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে মধুর গলায় ডাকলাম, 'সাত্তার ভাই!'

তিনি চমকালেন। আমার দিকে তাকালেন কি-না তা সানগ্লাস চোখে থাকার কারণে বুঝা গেল না। আমি বললাম, 'কক কক কক।'

সাত্তার সাহেব কঠিন গলায় বললেন, 'তুই এসব কী বলছিস?'

আমি বললাম, 'কক কক বলছি।'

আমাকে অনুকরণ করা বাদলের দীর্ঘ দিনের স্বভাব। সেও বলল, 'কক কক কক।'

এই মুহূর্তে বাদলের অতি ঘনিষ্ঠজন রানু। সে বাদলের অনুকরণ করবে এটাই স্বাভাবিক। সে মিষ্টি গলায় বলল, 'কক কক কক।'

আমরা কক কক করতে করতে পুলিশের গাড়িতে উঠলাম।

পারিবারিকভাবেই আমরা থানা-হাজত দখল করে আছি। রানুও আমাদের সঙ্গে আছে। মেয়ে হাজতীদের জন্যে আলাদা হাজত আছে। জানা গেছে সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক হাজতী না-কি হেগে-মুতে সর্বনাশ করে রেখেছে। মেথর আনতে লোক গেছে। মেথর সব পরিষ্কার করবে তখন রানুকে সেখানে ট্রান্সফার করা হবে।

আমাদের হাজতে বাইরের লোক বলতে চার ফুট হাইটের একজন আছে। প্রচণ্ড গরমেও তার গায়ে চাদর। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সে একটু পরপর থুথু ফেলছে এবং সেই থুথু তর্জনি দিয়ে মেঝেতে ঘসছে। খালু সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, 'লোকটা এমন করছে কেন?'

আমি বললাম, 'সে থু থু দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করছে।'

'কেন?'

'পানি পাবে কোথায় যে পানি দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করবে? থুথুই ভরসা।'

'পাগল নাতো?'

'সম্ভাবনা আছে। আবার হেরোইনচিও হতে পারে।'

'হেরোইনচি কী?'

'এরা হেরোইন খায়। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব?'

'আরে না। হিমু! আজ যে আমাকে এমন একটা ক্যারেক্টারের সঙ্গে হাজতে বসে থাকতে হচ্ছে তার মূলে আছ তুমি।'

আমি বললাম, 'কথাটা ঠিক না খালু সাহেব! আপনি অস্ত্র হাতে ধরা পড়েছেন।'

খালু সাহেব বললেন, 'এটা আমার লাইসেন্স করা পিস্তল। অস্ত্র হাতে ধরা পড়েছি বলছ কেন?'

আমি বললাম, 'খুনের উদ্দেশ্যে আপনি অস্ত্র হাতে বসেছিলেন। এ্যাটেম্পট টু মার্ডার। এখানে আমার কোনো ভূমিকা নেই।'

রানু বলল, 'অবশ্যই ভূমিকা আছে। আপনার কারণেই বাদলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আপনি না থাকলে এসব কিছুই হতো না। বাদল থাকতো তার জায়গায় আমি থাকতাম আমার জায়গায়। উনিও পিস্তল হাতে আসতেন না। পুলিশের হাতে ধরা পড়তেন না।'

খালু সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, 'মেয়েটা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, তুমি কী বল?'

আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম। খালু সাহেব বললেন, 'চেহারাও সুন্দর। বুদ্ধি এবং রূপ একসঙ্গে পাওয়া যায় না। বাদলটার দিকে তাকিয়ে দেখ—রূপ আছে। বুদ্ধি এক ছটাকও নেই। তুমি কি আমার সঙ্গে একমত?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একমত।'

'তুমিতো অনেকবার হাজতে থেকেছ। হাজত থেকে বের হবার বুদ্ধি কী?'

আমি বললাম, 'গুরুত্বপূর্ণ লোকজনকে টেলিফোন করতে হবে, এরা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। আপনার গুরুত্বপূর্ণ আত্মীয়-স্বজনের একটা তালিকা মনে মনে তৈরি করুন।'

রানু বলল, 'এই কাজ কখনো করা যাবে না। কাউকে জানানো যাবে না। পুলিশ আমাদের ধরে হাজতে রেখেছে এটা জানলে বিরাট সমস্যা হবে।'

খালু সাহেব আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'মেয়েটাকে যতটুকু বুদ্ধিমতী ভেবেছিলাম, এ তারচেয়েও বুদ্ধিমতী। আই এ্যাম ইমপ্রেসড। মেয়েটার উপর থেকে রাগ দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। কি করি বলতো!'

'রাগ ধরে রাখতে চান?'

'হ্যাঁ।'

মেয়েটা কি কথা বলছে তা শুনবেন না। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। আপনি থুথুওয়ালার দিকে তাকিয়ে থাকুন।'

খালু সাহেব থুথুওয়ালার দিকে তাকাতেই থুথুওয়ালা বলল, 'স্যার, স্লামালিকুম।'

খালু সাহেব ভীত গলায় বললেন, 'ওয়ালাইকুম সালাম।'

থুথুওয়ালা বলল, 'পুডিং খাইবেন?'

খালু সাহেব বললেন, 'পুডিং খাব মানে কী? কিসের পুডিং?'

'রক্তের পুডিং।'

থুথুওয়ালা বসে বসে খালু সাহেবের দিকে এগুচ্ছে। খালু সাহেব আতঙ্কে অস্থির। থুথুওয়ালা বলল, 'এক গামলা টাটকা গরম রক্ত নিবেন। তার মধ্যে লবণ দিবেন, বাটা লাল মরিচ দিয়া ঘুটবেন। অতঃপর ঠাণ্ডা জায়গায় রাখবেন। জমাট বাইন্ধা পুডিং হয়ে যাবে। চাইলের আটার রুটি দিয়া খাইবেন। বিরাট স্বাদ।'

রানু থুথুওয়ালার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলল, 'যেখানে ছিলে সেখানে যাও। আজেবাজে কথা বলে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবে না। আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয় খাওয়ার লোক না। আর একটা শব্দ করেছ কি থাবড়ায়ে তোমার দাঁত ফেলে দিব। জন্মের মতো রক্তের পুডিং খাওয়া ঘুচায়ে দেব। বদমাস কোথাকার।'

থুথুওয়ালা ভয় খেয়েছে। সে তার জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। খালু সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'বাদল গাধাটা যে এমন অসাধারণ একটা মেয়েকে পছন্দ করেছে, শুধুমাত্র এই কারণে এ জীবনে সে যত অপরাধ করেছে সব ক্ষমা করে দিলাম।'

আমি বললাম, 'পছন্দে লাভ হবে না। বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। এ রকম মেয়ে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।'

খালু সাহেব হতাশ গলায় বললেন, 'বাদলের উপর ভরসা করা যায় না। কোনো একটা গাধামি করবে। মেয়ে বলবে সব অফ।'

আমি বললাম, 'মেয়েটার 'অফ' বলার সম্ভাবনা আছে।'

খালু সাহেব গলা আরো নামিয়ে বললেন, 'মেয়েটা যদি একবার টের পেয়ে যায় বাদল কত বড় গাধা তাহলে সে কি আর তাকে বিয়ে করবে? না-কি করা উচিত?'

'করা উচিত না।'

'এখন আমাদের কী করা উচিত সেটা বল।'

'এই দু'জনের বিয়ের ব্যবস্থা করা। বাই হুক অর বাই কুক।'

'এর মানে কী?'

'এর মানে যে কোনো মূল্যে বিবাহ। প্রয়োজনে হাজতেই কর্ম সমাধান করতে হবে। ওসি সাহেব হবেন সাক্ষী। আর আপনি এখন থেকেই বৌমা ডাকা শুরু করে দিন। কাজ এগিয়ে থাকুক।

থুথুওয়ালা আবার খালু সাহেবের দিকে এগুচ্ছে। খালু সাহেব রানুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বৌমা তুমি আমার পাশে এসে বসতো!' রানুর মুখে চাপা হাসি খেলে গেল। আর তখনি হাজতের দরজা খুলল। খালু সাহেব, রানু এবং বাদল ছাড়া পেয়ে গেল। আটকা পড়লাম আমি। থুথুওয়ালা খিকখিক করে হাসছে। সে এত মজা পাচ্ছে কেন কে জানে?

গুলশান থানার OC সাহেবের সামনে আমি বসে আছি। এই OC সাহেব নতুন এসেছেন। তাঁকে আমি আগে দেখি নি। ভদ্রলোককে মোটেই পুলিশ অফিসারের মতো লাগছে না। রোগা এবং অতিরিক্ত ফর্সা একজন মানুষ। গায়ে পুলিশের পোশাক নেই। গোলাপি রঙের হাফসার্ট পরেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্যান্ট কি পরেছেন দেখতে পারছি না। গোলাপি রঙের সার্টের কারণে তাঁর চেহারায় বালক বালক ভাব এসেছে। গোলাপি না-কি মেয়েদের রঙ। কথা সত্যি হতে পারে।

ওসি সাহেবের সামনে একটা হাফ প্লেটে পান সাজানো। তিনি পান মুখে দিলেন। আয়েশ করে কিছুক্ষণ পান চিবানোর পর ঘন ঘন হেঁচকি তুলতে লাগলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'সিগারেট ছাড়ার জন্যে পান ধরেছি কিন্তু জর্দাটা সহ্য হচ্ছে না। আগে দুই প্যাকেট সিগারেট খেতাম। চল্লিশ স্টিক।'

আমি খানিকটা বিস্মিত হচ্ছি। ওসি সাহেবকে মনে হচ্ছে কৈফিয়ত দিচ্ছেন। অস্ত্র মামলায় গ্রেফতার হওয়া আসামীকে কোনো পুলিশ অফিসার কৈফিয়ত দেয় না।

'আপনার নামতো হিমু?'

'জি স্যার।'

'হিমালয় থেকে হিমু?'

'জি স্যার।'

'রূপা নামের কাউকে চেনেন?'

'জি স্যার।'

AMARBOI.COM

ওসি সাহেব আরেকটা পান মুখে দিলেন। যথারীতি নতুন করে হেঁচকি শুরু হল। তিনি হেঁচকি দিতে দিতে টেলিফোনের বোতাম টিপছেন। একেকবার হেঁচকি দিচ্ছেন, একেকবার বোতাম টিপছেন। ব্যাপারটা যথেষ্টই ইন্টারেস্টিং। ওসি সাহেবের টেলিফোনের বোতাম টেপা শেষ হল। তিনি টেলিফোন আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কথা বলুন।'

আমি বললাম, 'কার সঙ্গে কথা বলব?'

ওসি সাহেব বললেন, 'হ্যালো বললেই বুঝতে পারবেন কার সঙ্গে কথা বলছেন। বলুন হ্যালো।'

'হ্যালো।'

ওপাশ থেকে রূপার গলা শোনা গেল। রূপা বলল, 'কেমন আছ?'

'ভালো।'

'কতদিন পর তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছে জান?'

'তিন বছর?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না। দুই বছর চার মাস। আমি অনেক চেষ্টা করেছি তোমাকে ধরতে। ধরতে পারি নি। শেষে বাধ্য হয়ে ঢাকার সব ক'টা থানায় বলে রেখেছি—হিমু নামের একজন পুলিশের হাতে ধরা খেয়ে থানায় আসবে। তখন যেন আমার সঙ্গে একটু যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হয়। এবার কি কারণে এ্যারেস্ট হয়েছ?'

'পুলিশের CID পরিচয় দিয়ে ধরা খেয়েছি।'

'এখন তোমাকে পুলিশ সাজতে হচ্ছে?'

'হুঁ। একে কী বলে জান? একে বলে একই অঙ্গে কত রূপ।'

'প্লিজ হেঁয়ালি না। স্বাভাবিকভাবে কথা বল। সাধারণ একটা কথা তোমার মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছা করছে।'

'ঠিক আছ, সাধারণ কথা বলছি। রান্নার একটা রেসিপি বলি? রক্তের পুডিং কী করে রান্না করতে হয় জান? প্রথমে এক গামলা গরম রক্ত নেবে। তারপর...'

'হিমু! কেন এ রকম করছ?'

'সরি।'

'তোমার জন্যে বড় একটা সারপ্রাইজ আছে।'

'বল শুনি।'

'টেলিফোনে বলব না। তুমি আমার সামনে বসবে, তারপর বলব। সারপ্রাইজ পাবার পর তোমার মুখের কি অবস্থা হয় দেখব। পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর সরাসরি আমার কাছে আসবে। ঠিক আছে?'

'হুঁ।'

'হুঁ না। বল—আমি আসব।'

'আমি আসব।'

'গুড বয়। এখন বল আমি আজ যে শাড়িটা পরে আছি তার রঙ কি?'

'গোলাপি।'

'আশ্চর্যতো। গোলাপি আমার পছন্দের রঙ না। আজই কি মনে করে যেন পরেছি। কীভাবে বললে?'

'ওসি সাহেব গোলাপি রঙের সার্ট পরেছেন, সেই থেকে মনে হল তুমিও গোলাপি রঙ পরেছ।'

রূপা বিরক্ত গলায় বলল, 'ওসি সাহেবের সার্টের সঙ্গে আমার শাড়ির রঙের কী সম্পর্ক?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জবাব না দিয়ে টেলিফোন রেখে দিলাম। ওসি সাহেবের হেঁচকি থেমেছে। তিনি পানের প্লেটের দিকে লোভী লোভী চোখে তাকিয়ে আছেন। মনে হয় আরেকটা পান মুখে দেবেন।

'হিমু সাহেব!'

'জি স্যার।'

'আপনিতো বিখ্যাত মানুষ!'

'জানি না স্যার।'

'আমাকে স্যার বলার প্রয়োজন নেই। আমি সামান্য পুলিশ অফিসার, আপনার মতো কেউ না। এই থানার আগের ওসি সাহেবকে চার্জ বুঝিয়ে দেবার সময় তিনি বলেছেন, আপনার থানায় হিমু নামের কাউকে যদি গ্রেফতার করে আনা হয় তাহলে তাকে যতটা সম্ভব যত্ন করবেন। ওসি সাহেবের নাম কামরুল। চিনেছেন?'

'জি না।'

'পুলিশের আইজি সাহেব একদিন থানা ইন্সপেকশনে এসেছিলেন। তিনিও হঠাৎ করে বললেন, হিমু নামের কেউ কখনো এ্যারেস্ট হলে তাঁকে যেন জানানো হয়।'

'জানিয়েছেন?'

'না। স্যার এখন কুয়ালালামপুরে। ইন্টারপোলের এক মিটিং-এ গেছেন। চা খাবেন?'

'খাব।'

ওসি সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'চা আমার খুব পছন্দের পানীয় ছিল। সারা দিনে বিশ কাপ চা খেতাম। প্রতি কাপ চায়ের সঙ্গে একটা করে সিগারেট। বিশটা সিগারেট দিনে আর বিশটা রাতে। ইন টোটাল ফর্টি স্টিকস। আলাউদ্দিন এন্ড ফর্টি রবারস। এখন হিমু সাহেব বলুন, আপনাকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন? "জানি না" এই বাক্যটা বলবেন না। অবশ্যই জানেন। চা খেতে খেতে বলুন।'

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, 'অনেকের ধারণা আমার কিছু আধিভৌতিক ক্ষমতা আছে।'

'আধিভৌতিক মানে কি সুপার ন্যাচারাল?'

'হুঁ।'

'আপনার কি সত্যি আছে তেমন কোনো ক্ষমতা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জানি না।'

'সত্যি জানেন না?'

'না।'

ওসি সাহেব আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, 'আপনি, আপনার আধিভৌতিক ক্ষমতা দিয়ে আমার বিষয়ে কি কিছু বলতে পারবেন?'

আমি বললাম, 'আজ আপনার বিবাহ বার্ষিকী। এই উপলক্ষেই আপনার স্ত্রী আপনাকে গোলাপি হাফসার্ট উপহার দিয়েছেন। বিবাহ বার্ষিকীর দিন থেকে সিগারেট ছেড়ে দিবেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আজই আপনার সিগারেট ছাড়ার প্রথম দিন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি আবার সিগারেট ধরবেন।'

ওসি সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন, 'আপনি যা বলেছেন তা ঠিক তবে যে কোনো বুদ্ধিমান লোক অবজারভেশন থেকে কথাগুলো বলতে পারে। আপনিই বলুন পারে না?'

'পারে।'

'আচ্ছা আমার স্ত্রীর নাম কি বলতে পারবেন? আমার স্ত্রীর নাম যদি বলতে পারেন তাহলে বুঝব আপনার কিছু ক্ষমতা আছে।'

'আপনার স্ত্রীর নাম আমি বলতে পারব না তবে আপনার স্ত্রীর নামের মধ্যে ধাতব শব্দ আছে। সুরেলা ধাতব আওয়াজ। আপনার স্ত্রীর নাম কী?'

'নূপুর!'

ওসি সাহেব অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। সিগারেট ধরালেন। লম্বা টান দিয়ে নিজেই হতভম্ব হয়ে গেলেন। এখন তিনি একবার সিগারেটের দিকে তাকাচ্ছেন, একবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন। বিস্মিত মানুষ দেখতে ভালো লাগে। ওসি সাহেবকে দেখতে ভালো লাগছে। ভদ্রলোক হাতের সিগারেট ফেলে দিতে চাচ্ছেন কিন্তু ফেলতে পারছেন না।

রাত নয়টায় সব ঝামেলা চুকিয়ে আমি থানা থেকে ছাড়া পেলাম। বাইরে ঝুম বৃষ্টি। রাস্তায় এক হাঁটু পানি। ওসি সাহেব বললেন, 'পুলিশের গাড়ি দিচ্ছি আপনি যেখানে যেতে চান, নামিয়ে দেব। আমি সঙ্গে যাব। বলুন কোথায় যাবেন? আমার বাসায় যাবেন? রাতে আমাদের সঙ্গে খাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু বন্ধু-বান্ধবকে আসতে বলেছি। বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে নূপুর নিজে রাঁধবে। ওর রান্নার হাত ভালো। যাবেন?'

'যাব। পথে দু'টা জায়গায় যেতে হবে। এক মিনিট করে লাগবে।'

'কোনো সমস্যা নেই। জিপে উঠুন।'

পুলিশের গাড়ি প্রথম থামল সাত্তার সাহেবের হোমিও ফার্মেসিতে। সাত্তার সাহেব ফার্মেসি বন্ধ করছিলেন। পুলিশের গাড়ি দেখে চমকে উঠলেন। গাড়ি থেকে আমাকে নামতে দেখে আরো চমকালেন।

আমি বললাম, 'সাত্তার সাহেব, আমি যে পুলিশের লোক এটা আশা করি এখন বুঝতে পারছেন। পুলিশের গাড়ি নিয়ে ঘুরছি।'

সাত্তার সাহেবের মুখ হা হয়ে গেল। আমি বললাম, 'পুলিশকে কখনো বিশ্বাস করবেন না। পুলিশ যখন বলেছে আমি CID-র কেউ না, তখনই আপনার বুঝা উচিত ছিল। যাই হোক এখন আপনি প্রফেসর কেরামত আলির বাসার ঠিকানা দিন। তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপার আছে।'

'উনার বাসার ঠিকানা আমি জানব কীভাবে?'

আমি চাপা গলায় বললাম, 'কেরামত আলি সাহেবের সঙ্গে আপনার ডিল হয়েছে উনার বাসায়। অবশ্যই আপনি বাসা চেনেন। ঠিকানা দিন। পুলিশি থাবড়া খাবার আগেই দিয়ে দিন।'

সাত্তার সাহেব ঠিকানা দিলেন।

আমি বললাম, 'আমার দিক থেকে ফিফটি ফিফটি ডিল কিন্তু এখনো আছে।' বলেই চোখ টিপলাম। সাত্তার সাহেবের কোনো ভাবান্তর হল না। তাঁর মধ্যে জবুথবু ভাব। ব্রেইন মনে হয় আবারো হ্যাংগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

প্রফেসর কেরামত আলি থাকেন ধানমন্ডিতে। রোড ৩/এ, আমার ধারণা সাত্তার সাহেব আগেই টেলিফোনে আমার কথা বলে রেখেছেন। কারণ প্রফেসর সাহেব আতঙ্কে অস্থির হয়ে ঘর থেকে বের হলেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'আমাকে কী জন্যে প্রয়োজন?'

আমি বললাম, 'আপনার সঙ্গে একটা সিগারেট খাব এই জন্যে এসেছি।'

'সিগারেট খাবেন?'

'হ্যাঁ। আপনি সিগারেট খানতো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হুঁ।'

'তাহলে ধরান।'

প্রফেসর সাহেবের হাতের সিগারেট কাঁপছে। তিনি যে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন তা বুঝা যাচ্ছে। তিনি সিগারেট টানছেন, তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমি কিছুই না বলায় তার টেনশান আরো বাড়ছে। আমি সিগারেট শেষ করে বললাম, 'প্রফেসর সাহেব যাই?'

প্রফেসর কেরামত আলি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। আমি নিশ্চিত এই ভদ্রলোক আজ সারারাত এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারবে না। কিছুক্ষণ পর পর টেলিফোন করবেন সাত্তার সাহেবকে। সাত্তার সাহেবও ঘুমাতে পারবেন না।

ওসি সাহেবের বাড়িতে কোনো লোকজন নেই। ফাঁকা বাসা। অনেকক্ষণ কলিং বেল বাজাবার পর ওসি সাহেবের স্ত্রী নূপুর এসে দরজা খুলল। পরীর মতো চেহারার বাচ্চা একটা মেয়ে। সে আমাকে দেখে কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'সজল ভাই, আপনি কোত্থেকে? আমিতো ভেবেছিলাম এই জীবনে আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।'

ওসি সাহেব বললেন, 'তুমি উনাকে চেন?'

নূপুর বলল, 'না, চিনি না। এমি এম্নি সজল ভাই ডাকছি। তুমি উনাকে নিয়ে এসেছ, এই জন্যে তোমার আগামী এক হাজার অপরাধ ক্ষমা করলাম।'

নূপুরের চোখ ছলছল করছে। সে যে কেঁদে ফেলার আয়োজন করছে তা পরিষ্কার। এই মেয়ের সঙ্গে আমার আগে দেখা হয়নি। সে সজল ভাই সজল ভাই কেন ডাকছে কে জানে।

ওসি সাহেব বললেন, 'লোকজন কেউ আসে নি?'

নূপুর বলল, 'না। আমি সবাইকে টেলিফোন করে আসতে নিষেধ করেছি। আজকের দিনটা শুধু আমাদের দু'জনের, বাইরের লোক কেন থাকবে? তবে সজল ভাই অবশ্যই থাকবেন।'

ওসি সাহেব বললেন, 'উনি কি বাইরের কেউ না?'

নূপুর বলল, 'না।'

খাবারের আয়োজন ভালো না। খিচুড়ি এবং ডিম ভুনা। আজকের বিশেষ দিনের জন্যে উপযুক্ত খাবার নিশ্চয়ই না। ডিমও রান্না করা হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'টা। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের জন্যে ব্যবস্থা। ওসি সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'খাবার কি এই?'

নূপুর বলল, 'হ্যাঁ এই। শোন তুমি আগে খেয়ে নাও। আমি সজল ভাইকে নিয়ে পরে খাব। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা।'

ওসি সাহেব বললেন, 'খাবারটা গরম কর। দুপুরের কিছু থাকলে ফ্রিজ থেকে বের কর। ডিম ভাজ। দু'টা ডিম আমরা তিনজন কিভাবে খাব? ভদ্রলোককে আমি প্রায় জোর করে এনেছি।'

নূপুর অনাগ্রহের সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে গেল। ওসি সাহেব আমাকে বললেন, 'ভাই, কিছু মনে করবেন না। আমার স্ত্রী পুরোপুরি সুস্থ কোনো মানুষ না। তার ভয়াবহ এপিলেপ্সি আছে। একেকবার এপিলেপ্সির এ্যাটাক হয় আর সে অদ্ভুত কোনো গল্প তৈরি করে। সব গল্পেই একজনের সঙ্গে তার প্রণয় থাকে। যার সঙ্গে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে মফস্বল কোনো শহরের কাজি অফিসে বিয়ে করে। বিয়ের পর পর সেই ছেলে স্ত্রী রেখে পালিয়ে যায়। সজল সে রকমই কেউ হবে। এপিলেপ্সি রোগ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?'

আমি বললাম, 'জানি। এপিলেপ্সিকে বলা হয় ধর্ম প্রচারকদের রোগ। অনেক ধর্ম প্রচারক এই রোগে ভুগতেন। আমার বাবারও এই রোগ ছিল।'

'তিনি কি ধর্ম প্রচারক?'

'হ্যাঁ, তাঁর ধর্মের নাম মহাপুরুষ ধর্ম। এ বিষয়ে আপনাকে আরেকদিন বলব।'

শেষ পর্যন্ত তিনজনই খেতে বসেছি। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, টেবিলে অনেক খাবার। পোলাও আছে, মুরগির রোস্ট আছে, খাসির মাংসের রেজালা আছে। শুরুতে শুধু দু'টা ডিম কেন দেয়া হয়েছিল কে জানে।

নূপুর বলল, 'সজল ভাই, আপনার সব কথা কিন্তু আমি আমার হাজব্যান্ডকে বলে দেব। জানি আপনি রাগ করবেন। করলে করবেন।'

ওসি সাহেব বললেন, 'কথাটা না বললেই হয়। একজন এম্বারাস্‌ড হবে এমন কথা বলার দরকার কী?'

নূপুর বলল, 'এম্বারাস্‌ড হলে হবে। আমাকে উনি কী অবস্থায় ফেলেছিলেন সেটা জান? বিয়ে করবেন এই কথা বলে তিনি আমাকে বাড়ি থেকে বের করলেন। আমি তখন বাচ্চা একটা মেয়ে, ক্লাস নাইনে পড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে নিয়ে গেলেন কুমিল্লায়, সেখানে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে আমাকে তুলবেন। কুমিল্লায় গিয়ে পৌঁছলাম। সজল ভাই বন্ধুর বাড়ি আর খুঁজে পান না।'

ওসি সাহেব বললেন, 'তোমাদের তাহলে বিয়ে হয় নি?'

'বিয়ে কেন হবে না? কুমিল্লায় নেমে প্রথম আমরা ঠাকুরপাড়ায় এক কাজী অফিসে বিয়ে করলাম, তারপর বন্ধুর বাড়ি খুঁজতে বের হলাম।'

ওসি সাহেব বললেন, 'বাড়ি কি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল?'

নূপুর বলল, 'এত কথা তোমাকে বলব না। পরে এসব নিয়ে আমাকে খোঁটা দেবে। সজল ভাই, যেমন চুপচাপ খাচ্ছেন, তুমিও তাই কর। নিঃশব্দে খাও। সজল ভাই আমার রান্না কেমন?'

'অসাধারণ। রান্নার কমপিটিশন হলে সিদ্দিকা কবীর ফেল করবে।'

'সজল ভাই কি যে ঠাট্টা করেন! আমিতো উনার বই দেখেই রাঁধি।'

'যে রান্নার বই লেখে সে রাঁধতে পারে না।'

নূপুর বলল, 'সজল ভাই! কুমিল্লার এক হোটেলে আমরা কী জঘন্য খাবার খেয়েছিলাম আপনার মনে আছে? আপনি যে ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, এটা কিসের মাংস? কুকুরের না বানরের। হিঃ হিঃ হিঃ।'

হাসতে হাসতে মেয়েটা গড়িয়ে পড়ছে। ওসি সাহেব দুঃখিত চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা বাজল। ওসি সাহেব গাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

বাসার দরজা তালাবন্ধ। দারোয়ান বলল, 'স্যার সন্ধ্যাবেলা রিকশা করে কোথায় যেন গেছেন। সঙ্গে চার-পাঁচটা বই ছিল। দারোয়ান নিজেই রিকশা ডেকে দিয়েছে।'

পল্টু স্যার দারোয়ানের কাছে চাবি এবং চিঠি রেখে গেছেন। আমি বাসায় ফিরলে আমাকে যেন চিঠি এবং চাবি দেয়া হয়।

চিঠিতে লেখা—

হিমু,

অঙ্কের একটা বই পড়তে পড়তে লকারের কম্বিনেশন নাম্বারটা মনে পড়ল। আমি ফিবোনাক্কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরিয়েল ব্যবহার করেছি। ফিবোন্নাক্কি সিরিয়েল হচ্ছে এর যে কোন সংখ্যার আগের দুটি সংখ্যার যোগফল। লকারের নাম্বারটা এই ভাবেই পেয়ে যাবে।

নানান কারণে গৃহত্যাগ করলাম। ডাক্তাররা খোঁচাখুঁচি করে আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে, এটা আমার ভালো লাগছে না। অন্যের কিডনি নিয়ে বাঁচার প্রশ্নই উঠে না।

আমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে না। যে হারিয়ে যেতে চায় তাকে হারিয়ে যেতে দিতে হয়।

ইতি
তোমার স্যার।

ফিবোন্নাক্কি সিরিয়েলের প্রথম সাতটি সংখ্যা

১ ১ ২ ৩ ৫ ৮ ১৩ ২১

AMARBOI.COM

আমি চাচ্ছিলাম সবার সামনে লকার খুলতে। তা সম্ভব হল না। সাত্তার সাহেব হাজতে। পুলিশের ধারণা তিনিই পল্টু স্যারকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন, কিংবা গুম খুন করেছেন।

বাদল রানুকে পাওয়া গেল না। তারা হানিমুনে কাঠমুণ্ডু গিয়েছে। তারা যেদিন গেছে তার একদিন পর খালু সাহেবও চলে গেছেন। বৌমাকে না দেখে তাঁর না-কি অস্থির লাগছিল।

লকার খোলার সময় মাজেদা খালা ছিলেন। ওসি সাহেব ছিলেন।

লকারের সিল গালা করা দলিল পাওয়া গেল। দলিল পড়ে জানা গেল তিনি তাঁর সব কিছু দরিদ্র মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

দলিল পড়ে ওসি সাহেবের চোখ ছলছল করতে লাগল। তিনি বললেন, 'পুলিশদের সমস্যা কী জানেন? তারা সব সময় খারাপ লোকদের দেখে, চোর, ডাকাত, খুনি, ধর্ষক,...। ভালো মানুষদের সঙ্গে তাদের দেখা হয় না। হঠাৎ হঠাৎ যখন দেখা হয় তারা আবেগ তাড়িত হয়ে পড়ে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাজেদা খালা বললেন, ইস এতগুলো টাকা খামাখা নষ্ট। ওসি সাহেব কঠিন চোখে মাজেদা খালার দিকে তাকানোয় তিনি ঝিম মেরে গেলেন।

আমি আগের জীবনে ফিরে গেছি। পথে হাঁটা। আগে বেশির ভাগ সময় রাতে হাঁটতাম, এখন হাঁটি দিনে। যদি হঠাৎ পল্টু স্যারের দেখা পাওয়া যায়।

সেই সম্ভাবনা অবশ্যি ক্ষীণ। উনি মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ। এ ধরনের মানুষরা ডুব দিয়ে আড়ালে চলে যেতে চাইলে তাদের খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। অনেকের সঙ্গেই দেখা হয় তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না।

একদিন দেখা হয়ে গেল কিসলুর সঙ্গে। সে জিন্সের প্যান্টের সঙ্গে তিন সাইজ বড় একটা মেরুন রঙের শার্ট পরে হাঁটছে। আমাকে হঠাৎ দেখে থমকে গেল। দৌড়ে পালিয়ে যাবার আগের পজিশন। যে কোনো মুহূর্তে অলিম্পিক দৌড় দেবে। আমি বললাম, কি অবস্থা?

'জি। ভালো অবস্থা?'

'পিস্তলের গুলি পাওয়া গেছে?'

'জি না।'

'গুলি ছাড়া পিস্তলতো ছুরি কাঁচির চেয়ে নিম্নস্তরের অস্ত্র। কোনো একটা মজা পুকুর দেখে ফেলে দাও।'

'জি আচ্ছা।'

'চল একজনের কাছে নিয়ে যাই। সে নতুন ধারার রান্নার রেসিপি জানে।'

'রান্নার রেসিপি দিয়ে আমি কি করব?'

'একটা বিদ্যা শিখা থাকল। কোন বিদ্যা কখন কাজে লাগে কিছুইতো বলা যায় না।'

'একটা জরুরি কাজ ছিল।'

'তোমার যে কাজ, দুপুর তার জন্যে উপযুক্ত সময় না। চল যাই ঘুরে আসি।'

কিসলু বিরস মুখে বলল, 'চলুন।'

তাকে নিয়ে গেলাম হাজতে দেখা হওয়া থুথুওয়ালার কাছে। সে থাকে কলাবাগানের সামনের নার্সারিতে। মালির কাজ করে। কিসলুকে দেখে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, রক্তের পুডিং কীভাবে রানতে হয় জানেন ভাইজান? এক গামলা টাটকা রক্ত নিবেন। পরিমাণ মতো লবণ এবং গোলমরিচ দিবেন...

কিসলু বিড় বিড় করে বলল, 'একি পাগল?'

আমি বললাম, 'নাহ্।'

'রক্তের পুডিং বানাতে চায় সে পাগল না?'

'তুমি গুলি করে রক্ত বের কর তোমাকে কেউ পাগল বলে না। আর এই বেচারা রক্তটাকে দিয়ে একটা খাদ্য বানানোর কথা বলছে তাকে পাগল বলছ। কথাটা কি ঠিক?'

কিসলু চুপ করে রইল। থুথুওয়ালা বলল, 'হিমু ভাই, আপনার জন্যে একটা গাছের চারা আলাদা করে রেখেছি। একদিন এসে নিয়ে যাবেন।'

'গাছের নাম কী?'

'দুপুরমণি। ঠিক দুপুরে ফোটে। টকটকা লাল রঙের ফুল। বিরাট সৌন্দর্য।'

কিসলু আমার হাত থেকে ছাড়া পেতে চাচ্ছে। সাহস করে বলতে পারছে না। আমি বললাম, তোমার বন্ধুর খবর কী? সোহাগ! সে আছে কেমন?

'জানি না।'

'জান না কেন? বন্ধু বন্ধুর খোঁজ রাখবে না! তোমার মতো লোকজনদের একা চলাফেরা করাও তো বিপজ্জনক।'

'বিদায় দেন যাই। জরুরি কাজ ছিল।'

'তোমাকে যখন পেয়েছি, এত সহজে ছাড়ছি না। চল দুই ভাই মিলে একটা ছিনতাই করি।'

'কী বললেন!'

'গুলি হোক বা না হোক, তোমার সঙ্গেতো একটা পিস্তল আছেই? ব্রিফকেস হাতে এমন কাউকে আটকাও। ব্রিফকেস রিলিজ করে আমার কাছে দাও। আমি ঝেড়ে দৌড় দিব।'

কিসলু এই পর্যায়ে নিজেই ঝেড়ে দৌড় দিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল এক পত্রিকা হকারের উপর। হকার গলা উচিয়ে বলল, ধর ধর।

ঢাকা শহরে কেউ একজন ধর ধর বলা মানে মহা বিপদ। চারদিক থেকে ধর ধর শুরু হয়ে গেল। কিসলু প্রাণপণে ছুটছে। তার পেছনে পেছনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকেই ছুটছে। এদের সঙ্গে জুটেছে একজন পুলিশ সার্জেন্ট। মনে হয় বেচারার আজকের আমদানি ভালো হয় নি। পুলিশ সার্জেন্টের আমদানি ভালো না হলে তারা আহত বাঘের মতো হয়ে যায়। তখন তারা অসীম সাহসে ছিনতাইকারী ধরে।

কিসলুর পরিণতি দেখার জন্যেই আমাকে ছুটে যেতে হল। সে সার্জেন্টের হাতেই ধরা খেয়েছে। গণধোলাই শুরুর আগের অবস্থায় আমি উপস্থিত হয়ে সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ দিলাম। পল্টু স্যারের ড্রাইভারের কারণে চোখ টিপটা আমি বেশ ভালো রপ্ত করেছি। পুলিশ সার্জেন্ট আমার চোখ টিপে উৎসাহিত। ধরেই নিয়েছেন আমদানি ভালো হবে। ব্যাংকে এলসি খোলা হয়ে গেছে। তিনি কঠিন গলায় বললেন, ভিড় করবেন না। যে যার কাজে চলে যান। একে আমি থানায় নিয়ে যাচ্ছি। জিজ্ঞাসাবাদ হবে।

জাগ্রত জনতা নিভে গেল। তবে তাদের এত সহজে অকুস্থল ছেড়ে যাবার মানসিকতা নেই। আমি উঁচু গলায় বললাম, এ আমার আপন ভাইগ্না। হেরোইন খায়। আমার পকেট থেকে মানিব্যাগ নিয়ে দৌড় দিয়েছে। এক সঙ্গে গল্প করতে করতে যাচ্ছি—হঠাৎ মানিব্যাগ তুলে নিয়ে দৌড়। একে থানায় দিয়ে কোনো লাভ আছে? পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেবে। আমি বরং একে কানে ধরে তার মা'র কাছে নিয়ে যাই। আপনারা চলে যাবেন না। আপনারা আমার পেছনে পেছনে আসুন।

পুলিশ সার্জেন্ট বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

আমি বললাম, 'পুলিশের সঙ্গে আমার কথা নাই। ইচ্ছা করলে আপনিও মোটর সাইকেল নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আসুন।'

ঢাকা শহরে অনেক দিন পর একটা মজার দৃশ্যের অবতারণা হল। আমি কিসলুর কানে ধরে এগুচ্ছি। আমার পেছনে জাগ্রত জনতা। সবার শেষে মোটর সাইকেলে পুলিশ সার্জেন্ট। জনতার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। আমি কিসলুর কানে কানে বললাম, তুমি তোমার বাড়িতে নিয়ে চল। এ ছাড়া গতি নাই। বাসা কোথায়?

'কাওরান বাজার।'

'মা বাসায় আছেন তো?'

'হু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা শহরে যারা ঘোরাঘুরি করে তাদের বেশির ভাগেরই কোনো কাজ নেই। সবাই জুটে যাচ্ছে। মিছিলে মানুষের সংখ্যা বাড়তেই থাকল। আমার ধারণা আজকের এই ঘটনার পর কিসলুর রূপান্তর হবে। ভালোর দিকে না-কি আরো মন্দের দিকে তা বলা অবশ্য বেশ কঠিন। অসম্ভব ভালো এবং অসম্ভব মন্দের বিভাজন রেখা অতি সূক্ষ্ম।

মাঝে মাঝে আমি খালু সাহেবের অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে উত্তেজিত অবস্থায় পাওয়া যায়। বাদল বিষয়ে উত্তেজনা।

'বাদলের কাণ্ড শুনেছ?'

'নতুন কিছু করেছে?'

'নুতন কিছু না। সেই পুরানো গীত। বৌমার সঙ্গে ঝগড়া। বৌমা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে বসে আছে।'

'আপনি বললেই তো খাওয়া শুরু করবে।'

'আমি কেন বলব? প্রতিবার আমাকে কেন ঝামেলা মিটাতে হবে?'

'আপনার কথা রানু ফেলতে পারবে না বলেই যা করার আপনাকে করতে হবে।'

'আমি যখন বেঁচে থাকব না, তখন কী হবে?'

'তখন একটা বিরাট সমস্যা হবে।'

'বৌমার জন্যে আমি টেনশানে অস্থির হয়ে থাকি। এত ডিপেনডেন্ট আমার উপর। সেদিন শাড়ি কিনবে রঙ পছন্দ করতে পারছে না। দোকান থেকে টেলিফোন করেছে। বাধ্য হয়ে অফিস বাদ দিয়ে গেলাম।'

'কী রঙ পছন্দ করলেন?'

'দুইটা শাড়ি ছিল, একটা হালকা সবুজ আর একটা কফি কালার। আমি কফি কালারটা পছন্দ করলাম।'

'আপনার দিনতো খালু সাহেব ভালোই যাচ্ছে।'

খালু সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলার মতো ভান করে বললেন, 'এটাকে তুমি ভালো বলছ? বিশাল যন্ত্রণায় আছি। ঐ দিন তোমার খালার সঙ্গে রাগ করে বললাম, ভাত খাব না। বৌ মা সঙ্গে সঙ্গে বলল, বাবা খাবে না। কাজেই আমিও খাব না। তোমার খালা গেল আরো রেগে। বিরাট ক্যাচাল শুরু হয়ে গেল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালু সাহেবের সঙ্গে যতবারই কথা হয় আনন্দ পাই। একটা মানুষ জগতের আনন্দ যজ্ঞের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছে, এটা অনেক বড় ব্যাপার। আনন্দ যজ্ঞে আমাদের সবার নিমন্ত্রণ। কিন্তু আমরা নিমন্ত্রণের কার্ড হারিয়ে ফেলি বলে যেতে পারি না। দূর থেকে অন্যের আনন্দ যজ্ঞ দেখি।

একদিন হাজতে সাত্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অল্প কিছুদিন হাজতবাসের কারণেই ভদ্রলোক বুড়িয়ে গেছেন। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে। আমাকে দেখে হাহাকার করে উঠলেন।

'বাবা, আমাকে এই নরক থেকে বের করতে পারবে?'

'পল্টু স্যারকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এরা আপনাকে ছাড়বে না।'

'ওদেরকে বল, আমি খুঁজে বের করব। হারানো মানুষ খুঁজে বের করার অনেক সিস্টেম আছে। ঝাড়-ফুঁক আছে। জ্বীন দিয়ে তদবিরের ব্যবস্থা আছে। যারা এসব করে তাদেরকে আমি চিনি।'

দেখি কিছু করতে পারি কি-না।'

'তুমি অবশ্যই করতে পারবে। তোমার কথা এরা শুনবে। এখানে এক হারামজাদার সঙ্গে আমাকে রেখেছে, সে রোজ রাতে আমার গায়ে পেশাব করে। তাকিয়ে দেখ কালো গেঞ্জি গায়ের বদমাইশটা।'

আমি কালো গেঞ্জিওয়ালার দিকে তাকালাম। সে দাঁত বের করে বলল, 'গত রাতে পেশাব করি নাই, স্যার। উনারে জিজ্ঞেস করে দেখেন। যদি মিথ্যা বলি, আমি মানুষের জাত না।'

সাত্তার সাহেব ধরা গলায় বললেন, 'কার সাথে আমাকে রেখেছে দেখেছ? এরচে মরণ ভালো না?'

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, 'কথা সত্য স্যার।'

সাত্তার সাহেব বললেন, 'এম্নিতেই সারা রাত ঘুম হয় না। হঠাৎ যদি কোনো কারণে চোখ লাগে এই বদমাইশটা পা দিয়ে খোঁচা দেয়।'

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, 'গপ সপ করার জন্যে আপনেরে জাগাই।'

'তোর সঙ্গে কী গল্প করব?'

'আমি দুইটা মার্ডার করছি এই গপ শুনবেন?'

'না—চুপ থাক।'

'শুনেন না। মজা পাইবেন। রাইতে হাতে ইট নিয়া ঘুরতাছি শোয়ার জায়গা পাই না। ভালো জায়গা পাইলে মাথার নিচে ইট দিয়া ঘুম দিব। হঠাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখি সাত আট বছরের এক পুলা ঘুমাইতাছে। সুন্দর চেহারা। ইট নিয়া আগাইলাম। মাথাত বাড়ি দিয়া মাথা থেতলায়া দিব এই আমার চিন্তা।...'

সাত্তার সাহেব বললেন, 'আর বলবি না। চুপ চুপ।'

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, 'চুপ চুপ কইরা লাভ নাই তোরে পুরা গল্প শুনতে হবে।'

সাত্তার সাহেব হতাশ গলায় বললেন, 'হিমু এর হাত থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার কর। তোমাকে আমি কথা দিলাম আমি মক্কা শরীফে যাব। সেখানে তওবা করে শুদ্ধ হব।'

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, 'স্যার আমারে সাথে নিবেন? আমি তওবা করব না। আমি দেখব। আমি তওবা বিশ্বাস করি না। পাপ করলে শাস্তি। তওবা আবার কী? আমি শাস্তির জন্যে তৈয়ার। একবার একজনের বিচি ফালায়া খাসি বানায়া দিছিলাম। আমি একা না। আমরা ছিলাম তিন জন। দুই জন চাইপ্যা ধরছে। আমি অপারেশন করছি।'

সাত্তার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী বলছে শুনছ? এই রকম একজনের সঙ্গে বাস করছি।'

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, 'সুযোগ পাইলে আপনের উপরে একটা অপারেশনের ইচ্ছা আছে। একলা পারব না। আরো দুই তিন জন হাজতে ঢুকলে তারারে দলে টাইন্যা একটা চেষ্টা নিব। স্যার ছেপ খাবেন?'

সাত্তার সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, 'ছেপ খাব মানে!'

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, 'হা করেন। মুখে ছেপ দেই। খায়া দেখেন মজা পাবেন। দুষ্ট লোকের ছেপ খাইতে মজা। সাধু লোকের ছেপে মজা নাই। স্যার হা করেন।'

আমি সাত্তার সাহেবকে এই অবস্থায় রেখে চলে এলাম। তিনি নরক যন্ত্রণা ভোগ করছেন। এর জন্যে তাকে নরকে যেতে হয় নি। পৃথিবীতেই তাঁর জন্যে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যাপারগুলো কী কাকতালীয়ভাবে ঘটে? না কেউ একজন ব্যবস্থা করে দেন? এই বিষয়ে বিখ্যাত একটা কবিতাও আছে—

কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক
কে বলে তা বহুদূর
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক
মানুষেতে সুরাসুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কালো গেঞ্জিওয়ালাকে দেখেছি— সে উত্তর মেরু হলে দক্ষিণ মেরুর একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। রোগা, গাত্র বর্ণ ধবধবে সাদা। হলুদ রঙের একটা শার্ট পরেছেন। শার্ট ছাপিয়ে তাঁর গায়ের রঙ ছিটকে বের হচ্ছে। তিনি বড় একটা এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি হাতে ডাস্টবিনের সামনে দাঁড়িয়ে আয় আয় বলে কাকে যেন ডাকছেন। আমি এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাইলাম, 'কাকে ডাকছেন?'

তিনি লজ্জিত গলায় বললেন, 'কাকদের ডাকছি। ওদের জন্যে খিচুড়ি রান্না করে এনেছি।'

'একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'কাকরা সারাজীবন আবর্জনা খায়। ভালো কিছু খেতে পারে না। এই জন্যেই মাঝে মাঝে আমি ওদের খিচুড়ি রান্না করে খাওয়াই।'

'কতদিন পর পর খাওয়ান।'

'মাসে দু'বারের বেশি পারি না। আমি গরিব মানুষ।'

ভদ্রলোক পাতিলের ঢাকনা খুলে দিয়েছেন। কাকরা এসে খিচুড়ি খাচ্ছে। তিনি আগ্রহ নিয়ে দেখছেন। তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দ ঠিকরে বের হচ্ছে। আমি দ্রুত দূরে সরে গেলাম কারণ আমার বাবা বলে গেছেন—

"তোমার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তুমি
কিছু মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষের
সাক্ষাৎ পাইবে। অতি অবশ্যই তুমি
তাহাদের নিকট হইতে সহস্র হাত
দূরে থাকিবে। কারণ মহাপুরুষদের
আকর্ষণী ক্ষমতা প্রবল। একবার
তাহাদের আকর্ষণী ক্ষমতার ভিতর
পড়িলে আর বাহির হইতে
পারিবে না। তাহাদের বলয়ের
ভিতর থাকিয়া তোমাকে চক্রাকার
ঘুরিতে হইবে। ইহা আমার
কাম্য নয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক দুপুরে মাজেদা খালার সঙ্গে দেখা। তিনি গ্লাস ভর্তি করে আখের রস খাচ্ছেন। তৃপ্তিতে তাঁর চোখে খুশি খুশি ভাব এসে গেছে।

'এই হিমু! এদিকে আয়, আখের রস খাবি?'

'খাব।'

'একে গ্লাস ভর্তি করে দাও। বরফ কুচি বেশি দেবে।'

আমি গ্লাসে চুমুক দিচ্ছি। বরফের কুচি মুখে ঢুকে চিড়বিড় ভাব হচ্ছে। ভালো লাগছে।

'পল্টু ভাইজানের শোবার ঘর থেকে ছবিটা আমি নিয়ে এসেছি। ছবিটা আমি আমার শোবার ঘরে টানিয়েছি।'

'ছবিটার কোনো নাম দিয়েছ?'

'নাম দেব কেন?'

'এত সুন্দর একটা ছবি নাম ছাড়া মানায় না। মোনালিসার সঙ্গে মিল দিয়ে ছবির নাম দাও 'মাজেলিসা।' মাজেদা থেকে মাজেলিসা।'

'চুপ করে আখের সরবত খা। উদ্ভট উদ্ভট কথা।'

'তুমি রোজ নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাক।'

'তা থাকি। এতে মনটা খারাপ হয়। কী ছিলাম আর কী হয়েছি। আগে মনটাও ছিল সরল। এখন কুটিল হয়ে গেছে।'

'উল্টোটা হওয়া উচিত ছিল খালা। মধ্য দুপুরেই শুধু মানুষের ছায়া পড়ে না। মানুষ হয় ছায়াশূন্য।'

'এর মানে কী?'

'কোনো মানে নেই এম্নি বললাম।'

'উল্টাপাল্টা কথা আমাকে বলিস নাতো! বুঝতে পারি না। মাথা এলোমেলো লাগে। আরেক গ্লাস সরবত খাবি?'

'খাব।'

খালা আরো দু'গ্লাসের অর্ডার দিলেন।

'পল্টু ভাইজানের কোনো খোঁজ পেয়েছিস?'

'না। মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ তো! নিজেরা ধরা না দিলে ধরা যায় না।'

'পত্রিকায় ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দে।'

'কী দরকার?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একটা মানুষ এম্নি এম্নি হারিয়ে যাবে?'

'মানুষের জন্মই হয়েছে হারিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

'ফিলসফির কথা আমাকে বলবি না। থাপ্পড় খাবি।'

আমি চুপ করে গেলাম। আখের রসে মন দিলাম। আজকের রস অন্যদিনের চেয়ে ভালো হয়েছে। অমৃতের কাছাকাছি। রস থেকে পুদিনা পাতার গন্ধ আসছে। যদিও কোনো পাতা দেখা যাচ্ছে না। দার্শনিকভাবে বলা যায়—"সে নেই তার গন্ধ রেখে গেছে।"

এক রাতে ওসি সাহেব তাঁর বাসায় দাওয়াত করলেন। তাঁর দেশের বাড়ি থেকে কৈ মাছ এসেছে। নানান পদের কৈ মাছ হবে। কৈ উৎসব।

বাসায় পৌঁছে দেখি জটিল অবস্থা। ওসি সাহেবের কাজের মেয়ে চুরি করে পালিয়েছে। গয়না টাকা-পয়সা নিয়েছে। কত টাকা, কী কী গয়না এখনো বের হয় নি। কারণ ওসি সাহেবের স্ত্রী নূপুরের এপিলেপটিক এ্যাটাক হয়েছে। সে আধমরার মতো শুয়ে আছে।

ওসি সাহেব বললেন, 'কাজের মেয়েটা টাকা গয়না নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে নি, যে হাঁড়িতে করে কৈ মাছ পাঠিয়েছে সেটাও নিয়ে গেছে।' নূপুর বলল, 'মেয়েটা যখন চুরি করছিল তখন আমার এ্যাটাক শুরু হয়েছে। আমি চোখের সামনে ছায়া ছায়া ভাবে দেখছি সে চাবি দিয়ে আলমিরা খুলছে। টাকা বের করছে। অথচ আমার কিছুই করার নেই।'

আমি বললাম, 'তুমি কি একটু উঠে বসতে পারবে? আমার একটা ঘুম ঘুম খেলা আছে। এই খেলাটা খেলতাম। খেলাটা ঠিকমতো খেলতে পারলে এপিলেপটিক অসুখটা ভালো হয়ে যাবার কথা।'

ওসি সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'প্লিজ! প্লিজ।'

আমি বললাম, 'নূপুর আমি তোমাকে যা চিন্তা করতে বলব, তাই চিন্তা করবে। চোখ বন্ধ কর।'

নূপুর চোখ বন্ধ করল।

'এখন তুমি আছ একটা গভীর বনে। চারদিকে বিশাল সব বৃক্ষ। আলো ছায়ার খেলা। তুমি আপন মনে ঘুরছ। তোমার চারপাশে কেউ নেই। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা কাঠের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালে। বাড়িটা অনেক উঁচুতে। সেখানে উঠার কাঠের সিঁড়ি আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিঁড়ি বেয়ে তুমি উঠছ। কারণ তুমি জান কাঠের বাড়িতে তোমার জন্যে এক আনন্দময় বিস্ময় অপেক্ষা করছে। তুমি একের পর এক সিঁড়ি ভাঙছ। যতই উপরে উঠছ ততই তোমার শীত শীত লাগছে এবং ঘুম পাচ্ছে। অনেক কষ্টে তুমি ঘুম আটকে রেখেছ। কারণ ঘুমিয়ে পড়লে তুমি আর আনন্দময় বিস্ময়কর দৃশ্যটা দেখতে পাবে না।

এখন তুমি কাঠের ঘরের দরজার সামনে। দরজায় হাত রাখা মাত্র দরজা খুলে যাবে। দরজায় তুমি হাত রেখেছ। দরজা খুলে যাচ্ছে। নূপুর, তুমি কী দেখছ?

'দেবশিশুর মতো একটা ফ্রক পরা বাচ্চা মেয়ে বসে আছে। সে মনে হয় রাগ করেছে। ঠোঁট ফুলিয়ে রেখেছে।'

'মেয়েটা কার নূপুর?'

'মনে হয় আমার।'

'হাত বাড়াও। হাত বাড়ালেই মেয়েটা ঝাঁপ দিয়ে তোমার কোলে এসে পড়বে। হাত বাড়াও। এখন মেয়েটা কোথায়?'

'আমার কোলে।'

'দেখ ঘরে একটা খাট আছে। খাটে বিছানা করা। তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে খাটে উঠে পড়। এখন দু'জনই ঘুমাও। তোমার খুব শান্তির ঘুম হবে। এই ঘুম যখন ভাঙবে তখন তোমার মাথার অসুখটা সেরে যাবে। আর কখনো মাথায় ঝড় উঠবে না।'

নূপুর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। ওসি সাহেব দৌড়ে গেলেন। স্ত্রীকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। ওসি সাহেবের চোখ ভর্তি বিস্ময়। তিনি আমার হাত ধরে কাঁপাকাঁপা গলায় বললেন, 'নূপুর কি সত্যি ভালো হয়ে যাবে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' এতো বিশ্বাস কোত্থেকে পেলাম কে জানে। আমি বললাম, 'আপনাদের পরীর মতো রূপবতী একটা মেয়ে হবে। অবিকল রূপার মতো। তাকে নিয়ে আপনাদের হবে সোনার সংসার।'

'রূপা কে?'

'আছে একজন। সে আমার জন্যে অদ্ভুত সারপ্রাইজ নিয়ে অপেক্ষা করে। আমি কখনো তা দেখি না।'

'কেন দেখেন না?'

'দেখলেই তো সারপ্রাইজ নষ্ট। ভাই, আমি বিদায় নিচ্ছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন মধ্যদুপুর।

আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আমার হাতে দুপুরমণি গাছের চারা। অপেক্ষা করছি সেই মাহেন্দ্রক্ষণের যখন আমার ছায়া পড়বে না এবং দুপুরমণি গাছে ফুল ফুটবে। অস্পষ্টভাবে মনে হল বাবা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখ অশ্রুসজল। তিনি ধরা গলায় বললেন, 'হিমু! বাবা শোন, আমার দীর্ঘদিনের সাধনা নষ্ট হয় নি। তোকে দেখে বড়ই আনন্দ হচ্ছে।'

'বাবা আমি কি মহাপুরুষ হয়ে গেছি?'

'বলা কঠিন।'

'কঠিন কেন?'

'সব মানুষের মধ্যেই একজন মহাপুরুষ বাস করেন। তাঁরা কখনো প্রকাশিত হন। কখনো হন না। সমস্যা এইখানেই। তুই তোর মা'র ছবিটা দেখেছিস?'

'না।'

'দেখবি না?'

আমি জবাব দিলাম না। আকাশের দিকে তাকালাম। সূর্য মাথার উপর উঠে গেছে, এখন কথা বলার সময় না।

নৈঃশব্দ্যের সময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমুর নীল জোছনা

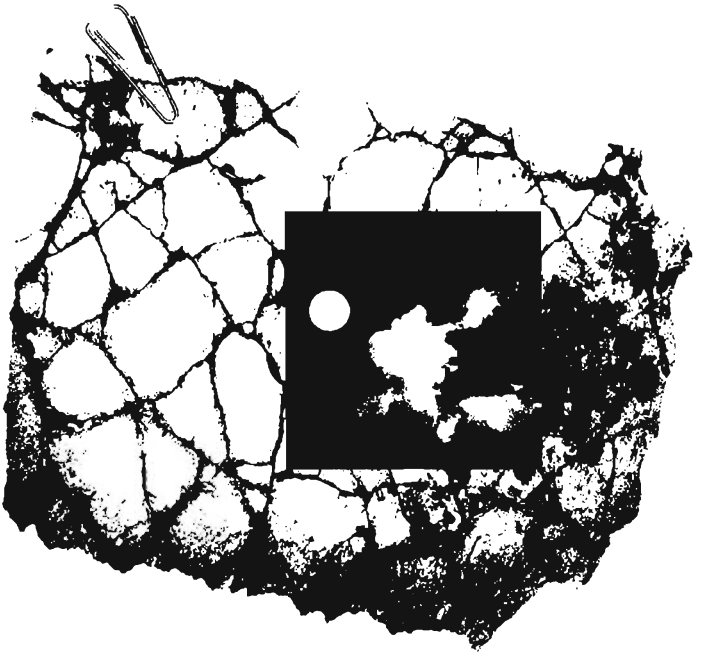

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝুম বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙল। এই বৃষ্টির আরেক নাম আউলা ঝাউলা বৃষ্টি। কিছুক্ষণ দক্ষিণ দিক থেকে ফোঁটা পড়ছে, কিছুক্ষণ উত্তর দিক থেকে। মাঝে মাঝে বাতাসের ঝাপ্টা। সামান্য বিরতি, আবার শুরু। মেসবাড়ির একটা অংশে টিনের ছাদ। সেখানে শিলাবৃষ্টির ঝনঝন শব্দও হলো। ব্যাপারটা কী?

নভেম্বর মাস বৃষ্টি-বাদলার মাস না। আকাশে অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের জন্যে নিশ্চয়ই কোনো গড়বড় হয়েছে। আষাঢ়-শ্রাবণে বৃষ্টি নেই। নভেম্বর-ডিসেম্বরে বৃষ্টি। হিমালয়ের বরফ গলে যাচ্ছে। হিমবাহ দক্ষিণ মেরু ছেড়ে সাগরে ভাসতে শুরু করেছে। পেঙ্গুইন পাখিরা ডিম দিচ্ছে না। সিল মাছরা পানি ছেড়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে ডাঙায় বসে আছে। পৃথিবীর চৌম্বকশক্তিতেও নাকি কী সব হচ্ছে। উত্তর মেরু হয়ে যাবে দক্ষিণ মেরু। আমাদের কাছের মালদ্বীপ সমুদ্রে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। ভবিষ্যতে মালদ্বীপ ফুটবল টিমের সঙ্গে বাংলাদেশ হয়তো আর সেমিফাইন্যাল খেলবে না—এমন দুশ্চিন্তা নিয়ে বিছানায় উঠে বসতেই শুনলাম, ভাইজান, ঘুম ভাঙছে? গুড মর্নিং ডিয়ার স্যার।

মাথা ঘোরালেই প্রশ্নকর্তাকে দেখতে পাব। মাথা না ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ বৃষ্টি দেখা যাক। এই বৃষ্টি বেশিদিন দেখা যাবে না। পত্রিকায় পড়েছি—জলবায়ু যেভাবে বদলাচ্ছে তাতে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে বৃষ্টি হবে না। বৃষ্টি হবে আরবে। উটের বদলে তারা কোষা নৌকায় চলাচল করবে। বাংলাদেশ হবে মরুভূমি। আমরা উটের পিঠে চড়ব। ভাত-মাছের বদলে ডিনার করব খেজুর দিয়ে।

ভাইজান কি একটু আমার দিকে তাকাবেন? সিম্পল রিকোয়েস্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আমি তাকালাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আসলে আমার ঘুম ভাঙে নি। এখনো ঘুমুচ্ছি এবং স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্ন ছাড়া এই দৃশ্য দেখা সম্ভব না।

দেখলাম, বিছানার পাশে হাতলভাঙা চেয়ারে স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বসে আছেন। গায়ে আলখাল্লা। তিনি কলা দিয়ে পাউরুটি খাচ্ছেন। বেশ আগ্রহ করে খাচ্ছেন। টেবিলের উপর বিড়ির প্যাকেট এবং দেয়াশলাইও দেখা যাচ্ছে। তিনি সম্ভবত ব্রেকফাস্ট শেষ করে বিড়ি ধরাবেন।

মহাপুরুষদের স্বপ্নে দেখাও বিড়ম্বনা। আমি একবার স্বপ্নে আইনস্টাইনকে দেখেছিলাম। তিনি বেত হাতে ক্লাস নিচ্ছেন। আমি ক্লাসের একজন ছাত্র। ব্ল্যাক বোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছি। সেখানে লেখা $E=mc^2$, আইনস্টাইন আমাকে বললেন, You boy, 'm' মানে কী? আমি বললাম, জানি না স্যার।

আইনস্টাইন বললেন, কাছে আয়। মেরে আজ তোর হাড্ডি গুঁড়া করব।

আমি কাছে গেলাম না। তিনি নিজেই এগিয়ে এলেন। আমার ঘুম ভাঙল বেতের বাড়ি খেয়ে।

AMARBOI.COM

এখানে ঘটনা কী বুঝতে পারছি না। গত রাতে বাদলের সঙ্গে বিয়েবাড়ির দাওয়াত খেতে গিয়েছিলাম। খাসির রেজালার বিশাল বাটি দু'জনে শেষ করেছি। ঝামেলা কি সেখান থেকে শুরু? যাবতীয় দুঃস্বপ্ন না-কি বদহজমের কারণে হয়। পাউরুটি হাতে কবিগুরুর উৎস সম্ভবত গত রাতের মনু বাবুর্চির খাসির রেজালা।

ভাইজান কি আমারে দেখে চমক খাইছেন?

আমি জবাব দিলাম না। স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফেরা যায় কি না সেই চেষ্টা করছি।

আমার নাম ছামাদ। বহুরূপী ছামাদ। রবি ঠাকুরের ভেক ধরছি। হয়েছে না?

হয়েছে।

আমি কাজী নজরুল পারি। গান্ধিজি পারি। গান্ধিজি সাজলে ছাগল নিয়া ঘুরতে হয়, এইটা সমস্যা।

সমস্যা কী জন্যে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাগল ভ্যা ভ্যা ডাক পাড়ে। একটা ছাগল দৌড় দিয়া পালাইছিল, ধরতে পারি নাই। দুই হাজার তিনশ টাকার ছাগল। তারপর থাইকা ঠিক করেছি গান্ধিজি অফ। আর না। ঠিক করেছি না?

অবশ্যই ঠিক করেছেন।

ভাইজান, চায়ের ব্যবস্থা কি করা যায়? সকালে পরপর দুই কাপ চা না খেলে আমার পাইখানা ক্লিয়ার হয় না।

আমার গা দিয়ে হালকা শীতল স্রোত বয়ে গেল। গল্প-উপন্যাসে পড়েছি, অতি ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনার মুখোমুখি হলে মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে যায়। আমার ক্ষেত্রে সারা শরীর দিয়েই বইছে। আর কেনইবা বইবে না! অবিকল রবীন্দ্রনাথের মতো দেখতে একজন লোক বলছে সকালে দুই কাপ চা না খেলে তার পাইখানা ক্লিয়ার হয় না। কী ভয়ঙ্কর! আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, ছামাদ, আপনি কি আমাকে চেনেন?

জি-না। আপনার দরজা খোলা ছিল, ঢুকে পড়েছি। গুস্তাকি মাফ হয়। আর আমারে আপনি বলবেন না। তুমি। স্রেফ তুমি। আপনার দিল যদি চায় তুইও বলতে পারেন।

তুমি কি মেসের অন্য কাউকে চেনো?

জি-না।

আমার এখানে উদয় হলে কীভাবে বলবে?

ছামাদ বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলল, সকালে নাশতা করার জন্যে একটা পাউরুটি আর দু'টা কলা কিনেছি। পার্কে যাব। বেঞ্চে বসে নাশতা করব। মাথায় এই চিন্তা। শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। সঙ্গে নাই ছাতা। কী করি কী করি? দেখি মেসের দরজা খোলা। ঢুকে পড়লাম। দারোয়ান আমাকে দেখল কিন্তু কিছু বলল না। মনে হয় পোশাক দেখে টাসকি খেয়েছে। এই হচ্ছে ঘটনা। আর কিছু জানতে চান?

রবি ঠাকুর, নজরুল, গান্ধিজি—এদের ভেক ধরার প্রয়োজন কী?

ভিক্ষার সুবিধা হয়। ধরেন রবি ঠাকুর সাজলাম, যারা রবি ঠাকুররে চিনে তারা খুশি হয়ে পাঁচ-দশ টাকা দেয়। একবার পাঁচশ টাকা পেয়েছিলাম। এক আপা দিয়েছিলেন। উনার মোবাইল নাম্বার আছে আমার কাছে। অনেকে ঘাড়ে হাত দিয়ে ছবি তুলে। সবার হাতে মোবাইল, ছবি তুলতে অসুবিধা নাই। খটাখট পিকচার।

চুল দাড়ি সব নকল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জি। তবে টাইট ফিটিং, টানাটানি করলেও ছুটবে না। দাড়ি ধরে টান দিয়া দেখেন।

ছামাদ মুখ এগিয়ে দিল।

ভাইজান, শক্ত করে টান দেন। কোনো অসুবিধা নাই। ছুটে গেলে গাম দিয়ে লাগায়ে ফেলব। গাম সাথে আছে।

আমি দাড়ি ধরে টানলাম। দাড়ি মুখ থেকে খুলে এল না। ছামাদ আনন্দিত গলায় বলল, রবি ঠাকুর সাজা আমার জন্যে সহজ। আমার চেহারাটা উনার মতো। উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। আগে পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি ছিল। অভাবে অনটনে উচ্চতা এক ইঞ্চি কমেছে।

আলখাল্লা পেয়েছ কোথায়?

আমার এক চাচাতো ভাই আছে, নাম সামছু। এফডিসিতে কাজ করে। ডাইরেক্টর এমদাদ সাহেবের থার্ড এসিসটেন্ট। সে বানায়ে দিয়েছে। এফডিসির দরজি বিরাট এক্সপার্ট। যা বলবেন বানায়ে দেবে। রবি ঠাকুরের ড্রেস ঠিক আছে না?

আমি বললাম, সবই ঠিক আছে। পায়ের স্পঞ্জের স্যান্ডেল ঠিক নাই। চটিজুতা দরকার। উনি চটিজুতা পরতেন।

জানি। টাকার অভাবে কিনতে পারি না। দুইবেলা খাওয়া জুটে না, আর চটিজুতা! শুনেছি রবি ঠাকুর ছিলেন জমিদারের ছেলে, আর আমার বাবা ছিলেন মোটর মেকানিক। কার্বুরেটরের কাজ উনার মতো কেউ জানত না। মারা গেলেন ক্যানসারে। মৃত্যুর আগে আমারে বললেন, বাবা ছামাদ, যা করতে মন চায় করবি। একটাই উপদেশ, কার্বুরেটর ঠিক রাখবি। গাড়ির যেমন কার্বুরেটর ঠিক থাকলে সব ঠিক, মানুষেরও একই ঘটনা।

তোমার কার্বুরেটর কীভাবে ঠিক রাখছ?

দুষ্ট কাজ কখনো করি না। খাওয়া জুটলে খাই, না জুটলে নাই। রবি ঠাকুর সাইজা মানুষরে আনন্দ দেই। মানুষরে আনন্দ দেওয়া বিরাট সোয়াবের কাজ।

টেবিলে পাউরুটির কিছু গুঁড়া পড়ে ছিল। ছামাদ আঙুলে করে পাউরুটির গুঁড়া মুখে দিয়ে দিল। আমি বললাম, চলো তোমাকে চটিজুতা কিনে দেই। রবি ঠাকুর স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরে ঘুরছেন এই দৃশ্য সহ্য হচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে চা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সকালে চা না খেলে অস্থির লাগে। একটা বিষয় বুঝলাম না, রবি ঠাকুর সাজলে অল্পতেই অস্থির লাগে। ভাইজান, উনি কি অস্থির ছিলেন?

মনে হয় না। তিনি অস্থির প্রকৃতির হলে বাংলা সাহিত্যে অস্থিরতা চলে আসত। তুমি উনার লেখা কিছু পড়েছ?

ইস্কুলে তালগাছের লেখাটা পড়েছিলাম। 'তালগাছ একপায় দাঁড়িয়ে'—ঐটা। লেখাটায় ভুল আছে।

কী ভুল?

উনি লিখেছেন 'উঁকি মারে আকাশে'। গাছের কি চউখ আছে? আসমানের দিকে ক্যামনে উঁকি মারবে। বিরাট ভুল না?

আমি চুপ করে রইলাম। ছামাদ উৎসাহের সঙ্গে বলল, বড় মানুষ ভুল করেছে এইজন্যে পাবলিক কিছু বলে না। আপনে আমি ভুল করলে খবর ছিল। বিড়ি একটা খাবেন? খালিপেটে বিড়ির আলাদা মজা। ধোঁয়া ব্রেইনের মধ্যে গিয়া লাগবে।

আমি খালিপেটে বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ব্রেইনে লাগানোর ব্যবস্থা করলাম। ব্রেইনের চেয়ে ফুসফুসে বেশি লাগছে। কাশতে কাশতে জীবন বের হওয়ার উপক্রম।

ছামাদ বলল, কেমন বুঝতেছেন?

আমি কাশতে কাশতে বললাম, ভালো বুঝতেছি।

ঠ্যাং উপরে মাথা নিচে—এই অবস্থায় বিড়ি কখনো খেয়েছেন?

না।

বিরাট মজা। প্রথমে মাথার মধ্যে একটা চক্কর দেয়। তারপরে...

তারপরে কী?

এখন বলব না। প্র্যাকটিক্যালে দেখবেন। যদি অনুমতি দেন আজ সারা দিন আছি আপনার সাথে।

সারা দিন তোমাকে নিয়ে আমি করব কী?

ছামাদ হাই তুলতে তুলতে বলল, আত্মীয়-বান্ধবের বাড়িতে নিয়া যাবেন। বলবেন, রবি ঠাকুর নিয়া আসছি। অটোগ্রাফ নিতে চাইলে নাও। ছবি তুলতে চাইলে তোলো। দশজনের মধ্যে আটজন বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু দুইজন বিশ্বাস করবেন। তখনই মজা। ভাইজান, চায়ের ব্যবস্থা কিন্তু এখনো করেন নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বিছানা থেকে নামতে নামতে বললাম, চলো মাজেদা খালার ফ্ল্যাটে যাই। চা-নাশতা সেখানেই হবে।

মাজেদা খালা চোখ কপালে তুলে বললেন, বসার ঘরে কে বসে আছে?

আমি বললাম, অনুমান করো কে?

রবি ঠাকুর নাকি?

হুঁ।

বলিস কী? উনি মারা গেছেন না?

তাঁর ক্লোন। বিজ্ঞানের আবিষ্কার।

বলিস কী? উনার ক্লোন হয়েছে? জানতাম না তো। একটা ভেড়ার ক্লোন হয়েছে জানি, নাম ডলি।

নিজের চোখেই তো দেখলে। পত্রিকা পড়ো না, জানবে কীভাবে? আজকের পত্রিকা পড়েছ? গুরুদেব সম্পর্কে নিউজ থাকার কথা।

খালা বললেন, আমার তো মনে হয় ড্রেস অ্যাজ ইউ লাইক। কেউ রবি ঠাকুর সেজেছে।

আমি বললাম, তুমি জীবনে কখনো ড্রেস অ্যাজ ইউ লাইকে কাউকে রবি ঠাকুর সাজতে দেখেছ? মুক্তি সাজে, মুক্তিযোদ্ধা সাজে। চুড়িওয়ালা, বাদামওয়ালা সাজে। রবীন্দ্রনাথ সাজে না।

খালা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। আমি বললাম, চা-নাশতার ব্যবস্থা করো খালা। বিখ্যাত মানুষ। চিরতার পানি আছে?

চিরতার পানি দিয়ে কী হবে?

রবি ঠাকুর সকালে নাশতার আগে এক গ্লাস চিরতার পানি খেতেন। ইনিও খান। তবে এক গ্লাস খান না। এক চামচ।

চিরতার পানি এখন কোথায় পাব?

তিতা করলা চিপে রস বের করে এক চামচ দাও। এতেই হবে।

নাশতা কী দেব?

গোশত-পরোটা, ডিমের ওমলেট।

উনি কি গরুর মাংস খান?

অবশ্যই। গরুই এখন উনার প্রধান খাদ্য।

তুই কি কাউকে রবি ঠাকর সাজিয়ে নিয়ে এসেছিস?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কাজটা আমি কেন করব? আমার স্বার্থ কী?

সেটাও একটা কথা।

খালা চিন্তিত মুখে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খালু সাহেবের ঘরে আমার ডাক পড়ল। খালু সাহেব খাটে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাঁর চোখমুখ কঠিন। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। এটা নতুন কিছু না। সবসময় এরকমই থাকে। শুধু যখন কঠিন ডায়েরিয়া হয় তখনই তাঁর চোখমুখ স্বাভাবিক দেখায়। মনে হচ্ছে আজ তিনি ডায়েরিয়ামুক্ত। খালু সাহেবের সামনে একটা ইংরেজি খবরের কাগজ। যেসব বঙ্গভাষী ইংরেজি খবরের কাগজ পড়েন তাদের জাত আলাদা। আমি খালু সাহেবের বাঁ-পাশে রাখা সাইড টেবিলে বসতে বসতে বললাম, কেমন আছেন খালু সাহেব? ওরস্যালাইন চলছে নাকি চলছে না?

তিনি আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, চেয়ারে বসো। সাইড টেবিল বসার জন্যে না। আর শোনো, ডোন্ট ট্রাই টু বি ফানি। তুমি চার্লি চ্যাপলিন না।

আমি জায়গা বদল করলাম। খালু সাহেব শান্ত গলায় বললেন, তুমি নানাবিধ যন্ত্রণা তৈরি করেছ। বর্তমান যন্ত্রণাটির নাম কী?

আমি বললাম, কোন যন্ত্রণার কথা বলছেন?

সোফাতে শুয়ে সকালবেলা যে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে সে কে?

তার ভালো নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ডাকনাম ছামাদ। ছামাদ মিয়া।

আমার সঙ্গে ফাজলামি করবে না। Speak out.

ছামাদ মিয়া রবীন্দ্রনাথ সেজেছে। সে আগে একটা চায়ের দোকানের ক্যাশিয়ার ছিল। টাকা চুরির অপরাধে চাকরি গেছে। তবে সে রবীন্দ্রনাথের কসম খেয়ে বলেছে যে, টাকা চুরি করে নি। ছামাদ বাবার উপদেশ মতো তার কার্বুরেটর ঠিক রেখেছে। যাদের কার্বুরেটর ঠিক তারা চুরি চামারি করে না। ছামাদের বাবা মোটর মেকানিক। তাঁর মটো হলো—'কার্বুরেটর ঠিক থাকলেই সব ঠিক। হে মানব সম্প্রদায়, তোমরা কার্বুরেটর ঠিক রাখো।'

অকারণ কথা বলবে না। বদটা রবীন্দ্রনাথ সেজেছে কেন?

অল্পকথায় বলব, না ব্যাখ্যা করে বলব?

অল্পকথায় বলো।

সারা পৃথিবীতেই বিখ্যাত ব্যক্তির মতো সাজার প্রবণতা আছে। চার্লি চ্যাপলিনের জীবদ্দশাতেই চার্লি চ্যাপলিন সেজে পাঁচজন ঘুরে বেড়াত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদের আলাদা করা মুশকিল হতো। আইনস্টাইনের সময়ে তিনজন আইস্টাইনের ভেক ধরেছিল। এক নকল আইনস্টাইন বিজ্ঞানী নীলস বোরের সঙ্গে দেখা করে বলেছিল—'থিওরি অব রিলেটিভিটি বোগাস!' আইনস্টাইনের কথা শুনে নীলস বোরের মাইল্ড স্ট্রোকের মতো হয়েছিল। তিনি বুঝতেই পারেন নি যে নকল আইনস্টাইনের সঙ্গে কথা হচ্ছে। আমাদের ছামাদও একই পথের পথিক।

খালু সাহেব ইংরেজি খবরের কাগজ চোখের সামনে ধরতে ধরতে বললেন, তোমাকে তিন মিনিট সময় দিলাম। এই তিন মিনিটের মধ্যে তুমি ঐ বস্তু নিয়ে বিদায় হবে। আর কোনোদিন যেন তোমাকে এবং ঐ বস্তুকে আমার ফ্ল্যাটে না দেখি।

আমি বললাম, তিন মিনিটের মধ্যে তো খালু সাহেব বিদায় হতে পারব না। গুরুদেব নাশতা করবেন। দু'কাপ চা খাবেন। চা খাবার পর তার পাইখানা ক্লিয়ার হবে। তারপর তিনি যাবেন। উনি আপনার ফ্ল্যাটে এসেছেন পাইখানা ক্লিয়ার করার জন্যে।

খালু সাহেবের হাত থেকে পত্রিকা পড়ে গেল। তিনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তাঁর চোখে আগুন দাউদাউ করছে। খালু সাহেব সাধু-সন্ন্যাসী পর্যায়ের কেউ হলে তাঁর চোখের আগুনে আমি ভস্ম হয়ে যেতাম। ভাগ্যিস তিনি সাধু-সন্ন্যাসী না। ইংরেজি খবর পড়া বাঙালি সন্তান, যার মাসে দু'বার সিরিয়াস ডায়েরিয়া হয়।

You get lost!

আমি মধুর ভঙ্গিতে হেসে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

টেবিলে নাশতা দেওয়া হয়েছে। মাজেদা খালা এবং তাঁর নতুন কাজের মেয়ে হামিদা পাশেই দাঁড়িয়ে। মাজেদা খালার চোখে কৌতূহল। হামিদার চোখে ভয়। কাজের মেয়েরা কী কারণে জানি ভয় পেতে পছন্দ করে।

গুরুদেব টেবিলে বসে খাবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মাজেদা খালা বললেন, চায়ের কাপে করলার রস। আগে করলার রস খান। গুরুদেব বললেন, করলার রসের আমি কেঁথা পুড়ি।

মাজেদা খালা এবং হামিদা মুখ চাওয়া-চাওয়ি পর্বের ভেতর দিয়ে গেল। 'কেঁথা পুড়ি' রাবীন্দ্রিক ভাষার মধ্যে পড়ে না।

ছামাদ কাজের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বুয়া?

বুয়া এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, জে স্যার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুরি করবা না খবরদার। কার্বুরেটর ঠিক রাখবা।

বুয়া চিন্তিত গলায় বলল, জে আচ্ছা রাখুম নে।

ঘরে পান আছে না?

জে আছে।

জর্দা দিয়ে পান রেডি রাখো।

জে আচ্ছা।

মাজেদা খালা ফিসফিস করে বললেন, উনি কি দুপুরে খাবেন? দুপুরে খেলে উনার পছন্দের খাবার তৈরি করতাম।

আমি বললাম, অন্য কোনো দুপুরে এসে খেয়ে যাব। আজ উনি অনেক জায়গায় যাবেন। খালু সাহেবের গাড়িটা পাওয়া গেলে ভালো হতো। উনার মতো মানুষকে নিয়ে তো রিকশায় করে যাওয়া যায় না। দেখি কী করা যায়।

খালু সাহেব নতুন গাড়ি কিনেছেন—টয়োটা আলাফার্ডো না কী যেন নাম। নিশ্চয়ই দামি গাড়ি। কারণ এই গাড়ি বের করা হয় না। গ্যারেজে জামা গায়ে দিয়ে রাখা হয়। ড্রাইভার মজিদ সপ্তাহে দুইদিন গাড়ির গায়ে কী সব ক্রিম ঘষাঘষি করে।

গুরুদেবকে নিয়ে আমি নিচে নামতেই খালু সাহেবের ড্রাইভার মজিদের সঙ্গে দেখা। আমি বললাম, মজিদ! উনাকে চিনেছ? মজিদ বলল, উনারে চিনব না! কী বলেন হিমু ভাই। উনার গানের সিডিতে আমার গাড়ি ভর্তি।

মজিদ এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে কদমবুসি করল। আমি বললাম, নতুন গাড়িটা বের করো। আজ উনাকে নিয়ে ঘুরব। পত্রিকার অফিসে যেতে হবে। ইন্টারভিউ-এর কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না দেখা দরকার। টিভি চ্যানেলগুলোর সঙ্গে কথা বলতে হবে। একটা টকশো'র ব্যবস্থা যদি হয়ে যায়। চ্যানেলগুলোতে রান্নারও নানান অনুষ্ঠান হয়। সেখানে উনাকে সেলিব্রেটি হিসাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। রান্নার একটা অনুষ্ঠান 'বাংলার ভর্তা।'। সেখানে উনি একটা রেসিপি দিতে পারেন—'কাঁচকলার খোসার ভর্তা'। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে বাংলা সাহিত্য নিয়ে কথা বললেন।

খালু সাহেবের দামি গাড়ি চলছে। আমি বসেছি ড্রাইভারের পাশে। ছামাদ পেছনের সিটে আয়েসি ভঙ্গিতে বসা। গাড়িতে গান বাজছে। গুরুদেবের গান—

'আহা আজি এ বসন্তে'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছামাদ বলল, ভাইজান, ঝিমানি গান না। হিন্দি ছাড়েন। শমসাদ বেগমের সিডি আছে? উনার একটা গান 'সাঁইয়া দিলমে আনা রে' নোবেল প্রাইজের যোগ্য। আজেবাজে জিনিস নোবেল পায়। ভালোটা পায় না। আফসোস।

হিন্দি গানের ক্যাসেট খুঁজে পাওয়া গেল না। ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ুয়া বঙ্গসন্তানরা হিন্দি গান শোনেন না। তাঁরা রবীন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্র গীতিতে নিজেদের আটকে রাখেন।

ভাইজান, আমরা কই রওনা দিলাম?

বুঝতে পারছি না। প্রথম যাচ্ছি কোনো একটা টিভি চ্যানেলের অফিসে। দেখি কিছু করা যায় কি না।

আপনার মতলব তো বুঝতেছি না। মতলব খোলাসা করেন।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, মতলব আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। দেখি কী হয়। প্রথম চেষ্টা টকশো।

ছামাদ বলল, জিনিসটা কী?

কথা বলার অনুষ্ঠান। কথা বলতে পারো তো?

এক বছর বয়স থাইকা কথা বলা ধরেছি। প্রথম কথা কী বলি শুনতে চান?

চাই।

বাপজানের কাছে শুনেছি আমার প্রথম কথা—'ঘাউ'।

ঘাউ কী?

ছামাদ দুঃখিত গলায় বলল, জানি না কী। শিশুবয়সে কী ভাইব্যা বলেছি কে জানে। এখনো মাঝে মধ্যে চিন্তা করি—ঘাউ কেন বলতাম। ঘেউ বললেও বুঝতাম কুকুরের ভাষা। ঘাউটা কী?

ছামাদ চোখ বন্ধ করল। মনে হয় 'ঘাউ' কেন বলত তা-ই ভাবছে। আমি নিজেও চোখ বন্ধ করলাম। আমারও শৈশবে ফেরার চেষ্টা।

শৈশবে আমার প্রিয় বই ছিল মোহন সিরিজ। দস্যু মোহনের রোমাঞ্চকর কাণ্ডকারখানা। তার মানবসেবা। একটা বইতে পড়লাম দস্যু মোহনকে পদ্মার বুকে লঞ্চের ডেকে ধরা হলো। তাকে বস্তায় ভরে, বস্তার মুখ সেলাই করে পদ্মায় ফেলে লঞ্চ চলে গেল।

এর পরপরই লেখক লিখলেন, "তাহার পরে কীভাবে কী ঘটিল কে জানে, দস্যু মোহনকে দেখা গেল পদ্মার পাড়ে বসিয়া হাসিমুখে চুরুট টানিতেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখক সম্ভবত দস্যু মোহনকে বস্তার ভেতর থেকে উদ্ধারের কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে 'কীভাবে কী ঘটিল কে জানে'র আশ্রয় নিয়েছেন।

ছামাদের বিষয়েও আমি লিখতে পারি—"কীভাবে কী ঘটিল কে জানে, ছামাদকে দেখা গেল পরিবেশ ও বনমন্ত্রীর সঙ্গে একটি টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতেছে।"

এখনকার পাঠকরা অনেক সচেতন। কাজেই 'কীভাবে কী ঘটিল কে জানে'-তে যাওয়া যাচ্ছে না। কীভাবে ঘটেছে তার ব্যাখ্যায় যেতেই হবে।

ছামাদকে নিয়ে আমি একটি টিভি চ্যানেলের অফিসে ঢুকলাম। চ্যানেলের নাম দিচ্ছি না। তারা মামলা-মোকদ্দমা করে দিতে পারে। ধরা যাক টিভি চ্যানেলের নাম 'চ্যানেল আঁখি'।

রিসিপশনে এক ট্যারা সুন্দরী বসে আছে। চ্যানেলের মালিকরা তাদের সব আত্মীয়স্বজনকে চ্যানেলে চাকরি দেন। এই রূপসী ট্যারার অন্য কোথাও কিছু হচ্ছিল না বলেই মনে হয় এখানে কাজ পেয়েছে।

ট্যারারা কার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে বোঝা কঠিন। তাদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় জটিল অস্বস্তিতে থাকতে হয়। তরুণী আমাকে কিংবা ছামাদকে বিরক্ত মুখে বলল, 'আলাপচারিতা' অনুষ্ঠানে এসেছেন?

আমি বললাম, জি ম্যাডাম। উনি এসেছেন, আমি স্যারের পিএ।

এত লেট করেছেন! লাইভ অনুষ্ঠান। মন্ত্রী মহোদয় বসে আছেন। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। দর্শকরা সরাসরি টেলিফোন করছেন। এক্ষুনি চলে যান চার নম্বর স্টুডিওতে।

আমি বললাম, চার নম্বর স্টুডিও তো চিনি না।

রিসিপশনিস্ট বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

মহিলা ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে, আমরাও তার পেছনে ছুটছি। এর মধ্যে মহিলা মোবাইল টেলিফোনে কাকে যেন বলল, সমুদ্র স্যার। উনি চলে এসেছেন। আমি নিয়ে যাচ্ছি। সিচুয়েশন আন্ডার কনট্রোল।

স্টুডিওতে আমি ঢুকতে পারলাম না। বাইরে বসে রইলাম। যেখানে বসে আছি সেখানে এক বিশাল ফ্ল্যাটস্ক্রিন টিভি। টিভিতে দেখছি রূপবতী হাস্যমুখী এক উপস্থাপিকা। শুধু তার ঠোঁট কুচকুচে কালো। আজকাল কালো লিপস্টিকের চল হয়েছে। দেখেই মনে হয় বিড়ি খাওয়া মহিলা। উপস্থাপিকার পাশে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। উনি বেঁটে এবং স্থূলকায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়জামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে মুজিবকোট পরেছেন। মুজিবকোট বঙ্গবন্ধুকেই মানায়। এই কোট বেঁটে এবং মোটারা পরলে তাদের লাগে পেঙ্গুইন পাখির মতো। মন্ত্রী মহোদয়ের পাশে হাস্যমুখী ছামাদ। বাকি ঘটনা নিম্নরূপ।

উপস্থাপিকা : যানজটের কারণে আমাদের একজন অতিথির অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে সামান্য বিলম্ব হয়েছে। তার জন্যে দর্শকমণ্ডলির কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অতিথির পরিচয় দিচ্ছি, তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবেশ বিজ্ঞানী ডা. সালাত হোসেন খান। কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত পরিবেশ বিষয়ক...

ছামাদ: ম্যাডাম, সামান্য মিসটেক হয়েছে। আমার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে রবিদা বলতে পারেন।

[মন্ত্রী মহোদয় এবং উপস্থাপিকার মুখ চাওয়াচাওয়ি। উপস্থাপিকার মুখের হাসি নিভে গিয়েছিল, তিনি অতিদ্রুত সেই হাসি নিয়ে এলেন।]

উপস্থাপিকা : আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানে! কোন রবীন্দ্রনাথ?

ছামাদ : তালগাছ রবীন্দ্রনাথ।

'তালগাছ উঁকি মারে আকাশে'। যদিও ইহা সম্ভব নহে। তালগাছের চক্ষু নাই। আপু, ঐ গানটা কি শুনেছেন—'ও আমার চক্ষু নাই রে'?

মন্ত্রী মহোদয় : What is happening? Who is this person?

ছামাদ : (মুখভর্তি হাসি। পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেট বের করতে করতে) আপু, এখানে কি বিড়ি খাওয়া যাবে? (মন্ত্রী মহোদয়ের দিকে বিড়ির প্যাকেট বাড়িয়ে) স্যার, একটা টান দিয়া দেখেন মাথায় কেমুন চক্কর দেয়।

(রিং বাজছে)

উপস্থাপিকা : (এখনো মুখভর্তি হাসি) দর্শকদের একজন টেলিফোন করেছেন। ভাই, আপনি আপনার বাসার টিভি সেটের সাউন্ড কমিয়ে দিন। এখন বলুন আপনার নাম কী?

দর্শক : নূরে আলম।

উপস্থাপিকা : আপনি কোত্থেকে টেলিফোন করেছেন?

দর্শক : মগবাজার।

উপস্থাপিকা : মগবাজার থেকে জনাব নূরে আলম টেলিফোন করেছেন। আপনি কার সঙ্গে কথা বলতে চান?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শক : গুরুদেবের সঙ্গে।

রবিদা, ভালো আছেন?

ছামাদ : ভালো আছি।

দর্শক : আপনি রিয়েল না ফলস?

ছামাদ : (বিড়ি ধরানোর চেষ্টা করছেন বলে জবাব দিতে পারছেন না।)

মন্ত্রী মহোদয় : প্রচার বন্ধ হচ্ছে না কেন?

দর্শক : রবিদা, আপনার পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল কেন?

ছামাদ : ভাই, চটিজুতা খরিদ করতে পারি নাই। এখান থেকে বের হয়ে খরিদ করব ইনশাল্লাহ।

মন্ত্রী মহোদয় : অনুষ্ঠান এক্ষুণি বন্ধ করা প্রয়োজন। সমুদ্র কোথায়? সমুদ্র।

ছামাদ: স্যার সমুদ্র কক্সবাজারে। এখানে সমুদ্র কই পাবেন!

উপস্থাপিকা : (মুখের হাসি আরো বিস্তৃত) কারিগরি ত্রুটির কারণে আলাপচারিতা অনুষ্ঠানটি এখন প্রচার করা যাচ্ছে না বলে আমরা দুঃখিত। দর্শকদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা।

অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হলো ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠানের ফিলার। কাকতালীয়ভাবে সেই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নাচ হচ্ছে। বর্ষার গান—"আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে।" নাচছেন অভিনেত্রী তানিয়া। ছবির নাম 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত'।

আমি মুগ্ধ হয়ে নাচ দেখছি। ঘরে পাঞ্জাবি পরা এক লোক ঢুকেছেন। তিনি ক্ষুব্ধ গলায় বলছেন, রবীন্দ্রনাথকে কে নিয়ে এসেছে খুঁজে বের করো। স্যাবোটাজ হয়েছে। বিরাট স্যাবোটাজ। পুলিশে কি খবর দেওয়া হয়েছে?

চারদিকে ছোটাছুটি হচ্ছে। এখন আর চ্যানেলের অফিসে থাকা সমীচীন নয় বলে কেটে পড়ার প্রস্তুতি নিলাম। 'য পলায়তি স জিবতী।'

কেটে পড়া সম্ভব হলো না। রিসিপশনের মেয়েটি বলল, আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিএ না?

জি।

আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

ম্যাডাম চলে যাচ্ছি। গুরুদেবকে রেখে গেলাম। টকশোতে সামান্য ঝামেলা হয়েছে। তাতে সমস্যা নেই, অন্য যে-কোনো অনুষ্ঠানে তাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢুকিয়ে দিতে পারেন। আপনাদের একটা অনুষ্ঠান আছে না—'জাপানি রান্না'? গুরুদেব জাপানি রান্নায় আগ্রহী। তাঁর একটা বই আছে 'জাপান যাত্রীর পত্র', সেখানে....

কথা বলবেন না। এবং পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ আসছে। আপনারা দু'জনই থানায় যাবেন।

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, ম্যাডাম কাজটা কি ভালো হবে? 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রেপ্তার'—শুনতেও খারাপ। আপনাদের চ্যানেলে গ্রেপ্তার হয়েছেন এটা আপনাদের জন্যে ব্যাড পাবলিসিটি।

কথা শেষ হওয়ার আগেই পুলিশ চলে এল। আমাদের তিনজনের স্থান হলো ধানমন্ডি থানার হাজতে। আমি, ছামাদ এবং খালু সাহেবের ড্রাইভার মজিদ। মজিদ হতভম্ব। এটাই নাকি তার প্রথম হাজত খাটা।

মজিদ বারবার বলছে, আমারে কেন পুলিশ ধরল! আমি করেছি কী? আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। আমার বাবা ভুরুঙ্গামারীতে যুদ্ধ করেছেন।

ছামাদ বলল, ভুরুঙ্গামারী জায়গাটা কোথায়?

মজিদ বিরক্ত গলায় বলল, আমি জানব কীভাবে? যুদ্ধ তো আমি করি নাই। আমার বাবা করেছেন।

আপনার বাবা যেখানে যুদ্ধ করেছেন সেখানে আপনি যাবেন না? দেখে আসবেন না? আপনার তো কার্বুরেটর ঠিক নাই।

আমার আবার কার্বুরেটর কী? আমি গাড়ি নাকি? আপনি রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন বলে যা মন চায় বলবেন?

আমি যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি। এই গুণটি আমি ছামাদের মধ্যেও দেখলাম। দেয়ালে হেলান দিয়ে সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বিড়ি টানছে। মজিদ অস্থির। সে হাঁটাহাঁটি করছে। একটু পরপর বলছে, কী করি কন তো?

পুলিশ কনস্টেবলদের একজন পুরোপুরি বিভ্রান্ত। লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। চলে যায় আবার আসে। এক পর্যায়ে সে নিজের কৌতূহল সামলাতে না পেরে আমাকে বলল, দাড়িওয়ালা উনার পরিচয় কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, উনার নাম রবীন্দ্রনাথ।

বিশ্বকবি?

হুঁ।

উনার মতো মানুষ হাজতে। কী অবস্থা! তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একবার দেখলাম সব বিশিষ্টজন গ্রেপ্তার। হাসিনা আপা, খালেদা ম্যাডাম। এখন বিশ্বকবি হাজতে। উনি করেছেন কী?

অভিযোগ এখনো তৈরি হয় নাই। 'টিভি চ্যানেলে হামলা' জাতীয় কিছু হবে।

উনি বিড়ি টানতেছেন দেখে মনটা দেওয়ানা হয়েছে। সাধারণ কেউ তো না। বিশ্বকবি। জিজ্ঞেস করেন তো উনি চা খাবেন কি না।

আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করুন।

পুলিশ কনস্টেবল বিনীত গলায় বলল, কবি সাব, চা খাবেন? চা এনে দেই?

ছামাদ তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঘাউ'।

পুলিশ কনস্টেবল লাফ দিয়ে সরে গেল।

শুরু হলো আমাদের হাজতবাস।

AMARBOI.COM

আমরা তিনজন ওসি সাহেবের খাস কামরায়, তার মুখোমুখি বসেছি। ওসি সাহেবের চেয়ারটা মনে হয় নতুন কেনা হয়েছে। গদির সঙ্গে লাগানো পলিথিনের ঢাকনা এখনো খোলা হয় নি। চেয়ারটা রিভলভিং। ওসি সাহেব অস্থির প্রকৃতির। সারাক্ষণই চেয়ার ঘোরাচ্ছেন। একবার এদিকে তাকাচ্ছেন, পরমুহূর্তে সাঁই শব্দে চেয়ার ঘুরে যাচ্ছে।

ওসি সাহেবের বাঁপাশে সিভিল ড্রেসে একজন বসে আছেন। তার হাতে ওয়াকিটকি। এতে বোঝা যাচ্ছে তিনিও পুলিশের একজন। তার মুখভর্তি বসন্তের দাগ। এই ধরনের খাবলা খাবলা মুখ আজকাল আর দেখা যায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ইন্টারেস্টিং বিষয় থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।

ওসি সাহেবের হাতেও ওয়াকিটকি। তিনি বিরক্তমুখে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। এর মধ্যে মজিদ বলল, স্যার আমি একজন জেনুইন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। আমার পিতা ভুরুঙ্গামারিতে ফাইট করেছেন। উনার সাথীরা সবাই মারা পড়েছেন। আমার পিতাও মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন।

ওসি সাহেব হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, আমি একজনের সঙ্গে কথা বলছি দেখস না বদামইশ? থাপ্পড় খেতে চাস? পুলিশের থাপ্পড় কখনো খেয়েছিস?

জি-না স্যার।

বিড়বিড় করছিস কী জন্যে?

দোয়া পড়তেছি স্যার। দোয়ায়ে ইউনুস। ইউনুস নবী মাছের পেটে এই দোয়া পড়ে খালাস পেয়েছিলেন।

মনে মনে পড়, ঠোঁট নাড়বি না। ঠোঁট নড়লে সুই দিয়ে ঠোঁট সিলাই করে দেব।

ঠোঁট আর নড়বে না স্যার। Promise.

ওসি সাহেব ওয়াকিটকি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তার গলা দিয়ে বুলন্দ আওয়াজ বের হচ্ছে। তিনি মাঝে মাঝে চেয়ারটা পুরোপুরি ঘোরাচ্ছেন। ৩৬০ ডিগ্রি এঙ্গেল পূর্ণ করছেন। তিনি যে মজা পাচ্ছেন তা বোঝা যাচ্ছে। উনার নাম নাজমুল হুদা। প্লাস্টিকের লেখা নাম। পকেটের উপর লাগানো। 'হুদ' কারও নাম হতে পারে না। আরবের এক পাখির নাম হুদ। মনে হয় 'হুদা' নাম। আক্ষর পড়ে গেছে।

নাজমুল হুদ ওয়াকিটকি মুখের কাছে নিয়ে বললেন, স্যার এখন আপনি ডিসিশান দিন—এই তিনটাকে নিয়ে আমি কী করি। মন্ত্রী মহোদয়ের টেলিফোন পেয়ে ছুটে গেছি। তিনটাকে ধরে নিয়ে এসেছি। এখন কী? চ্যানেল আঁখির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা কোনো মামলা করবে না বলে জানিয়েছে।

মন্ত্রী মহোদয়ের পিএস-এর সঙ্গে কথা বললাম। তিনি বললেন, স্যার কিছুই বলবেন না। উনি কোনো দায়িত্বও নিবেন না। প্রথমবার মন্ত্রী হয়েছেন তো, কোনো ঝামেলা চান না। তিনি মিডিয়ার ভয়ে অস্থির। তাঁর সংবর্ধনার জন্যে অঞ্চলে ১৮৩টা তোরণ করা হয়েছিল। মিডিয়ায় সেই খবর চলে আসার পর থেকে তিনি মিডিয়া ভয় পান। এখন স্যার আপনি একটা ডিসিশান দিন। জি স্যার, আপনার কথা বুঝতে পারছি। Over.

বসন্তের দাগওয়ালা বিরক্ত মুখে বললেন, আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বুঝলাম না। হাজতে থাকুক, সকালে কোর্টে চালান করে দিব। এখন পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো ডলাও খায় নাই। পুলিশের হাতে ধরা খেয়েও ডলা ছাড়া পার হবে এটা ঠিক না। পুলিশের উপর থেকে পাবলিকের ভয় চলে যাবে। রাতে আমার হাতে ছেড়ে দেন, পাকিস্তানি ডলা দিয়ে সকালবেলা কোর্টে চালান করে দেব।

কোর্টে যে চালান করবেন চার্জ কী?

একটা কিছু দিলেই হয়। উলফা কানেকশন, দশ ট্রাক অস্ত্র মামলা। উলফায় যেতে না চান, উদীচী বোমা হামলা আছে। আমাদের হাতে জিনিসের তো অভাব নাই।

নাজমুল হুদ বললেন, এদের সামনে এই আলোচনাটা না করলে ভালো হয়।

বসন্তওয়ালা বিরস মুখে বললেন, ডলা ঠিকমতো পড়লে আলোচনা কিছুই মনে থাকবে না।

পাকিস্তানি ডলা, পাকিস্তানি ডলা বলছেন। জিনিসটা কী?

সেভেনটিওয়ানে অনেকে এই ডলা খেয়েছে। উপরের চামড়া টাইট থাকে, ভিতরের হাড্ডি ছাতু হয়ে যায়।

না না, আমার থানায় এইসব চলবে না।

বসন্ত দাগওয়ালা হতাশ হয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন। কিছু মানুষ অল্পতেই হতাশাগ্রস্ত হয়।

নাজমুল হুদ ছামাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই তুই রবি ঠাকুর সেজেছিস কী জন্যে?

ছামাদ বলল, ঘাউ!

ওসি সাহেব কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সম্ভবত রবিঠাকুরের কাছ থেকে তিনি 'ঘাউ' আশা করেন নি। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তুই কী বললি?

ছামাদ বলল, ঘাউ। এবারের ঘাউ আগের চেয়েও জোরালো। বসন্তের দাগওয়ালা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি মেরুদণ্ড সোজা করে বসলেন। তার চোখে মুখের ভঙ্গি বলছে—খাইছি তোরে। পাকিস্তানি ডলা কামিং।

ওসি সাহেব বললেন, তুই যদি আরেকবার ঘাউ বলিস, তাহলে আমার হাতের ব্যাটনটা তোর মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে দেব। মুখ ছাড়া অন্য কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গা দিয়ে ঢুকাতে বলতাম। ইংরেজি সাহিত্যে এমএ করেছি বলে বলতে পারছি না। মুখে বাঁধছে।

আমি গলাভর্তি আনন্দ নিয়ে বললাম, স্যার আপনি ইংরেজি সাহিত্যে এমএ?

নাজমুল হুদ বললেন, তাতে তোর কোনো সমস্যা?

জি-না স্যার।

এমএ-তে শেষ না। কবি রবার্ট ফ্রস্টের উপর এমফিল করেছি। বিশ্বাস হয়?

আমি বললাম, বিশ্বাস হয় না স্যার।

নাজমুল হুদ হতাশ গলায় বললেন, আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না।

মজিদ বলল, আমার বিশ্বাস হয় স্যার। আপনারে দেখলেই বুঝা যায় আপনি বিরাট জ্ঞানী। আপনার চোখেমুখে জ্ঞান।

তোরে না বললাম ঠোঁট নাড়াবি না। ঠোঁট নাড়ালি কোন সাহসে?

স্যার ভুল করেছি। মাফ করে দেন। আর একটা কথা যদি বলি তাহলে মাটি খাই।

নাজমুল হুদ তাকালেন ছামাদের দিকে। কঠিন গলায় বললেন, যা জিজ্ঞেস করব জবাব দিবি। ঘাউ করবি না।

ছামাদ বলল, ঘাউ করব না স্যার। ঘাউ করলে আমিও মাটি খাই।

তুই থাকিস কোথায়?

আগে গোরানে থাকতাম। তিন কাঠা জমির উপরে বাপ একটা দোতলা বাড়ি করেছিলেন। সেই বাড়ি ছাত্রলীগের কংকন ভাই দখল করেছেন। সেখানে বঙ্গবন্ধু জ্ঞান বিকাশ কেন্দ্র খুলেছেন।

জ্ঞান বিকাশ কেন্দ্রে কী হয়?

উনারা ক্যারাম খেলেন, তাশ খেলেন। গল্পগুজব করেন। সন্ধ্যার পর লাল পানি খান বলে শুনেছি। নিজের চোখে দেখি নাই। শোনা কথায় বিশ্বাস করা ঠিক না।

ছামাদের কথায় ওসি সাহেবের মনে হলো মন সামান্য নরম হয়েছে। তাঁর গলা উঁচুপর্দা থেকে মধ্যমপর্দায় নেমে এল। তিনি বললেন, বাড়ির দখল নেওয়ার চেষ্টা করিস নাই?

একটা মামলা করেছিলাম। পরের দিন মামলা তুলে নিয়ে কংকন ভাইয়ের পায়ে ধরে মাফ চেয়েছি। উনার হাতে চুমু খেয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে চুমু খেয়েছিস কেন?

পুরুষ মানুষ, এইজন্যে হাতে চুমু খেয়েছি স্যার।

চা খাবি?

খাব স্যার। আপনার অসীম দয়া।

ওসি সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, রবীন্দ্রনাথ সেজে আর খবরদার ঝামেলা করবি না। চা খেয়ে বিদায় হয়ে যা।

জি আচ্ছা।

বসন্ত দাগওয়ালা বললেন, কাজটা আপনি ঠিক করছেন না স্যার। পরে বিপদে পড়তে পারেন। র‍্যাবের হাতে দিয়ে দিন—ক্রসফায়ারে ঝামেলা শেষ করে দিবে। ওদের কাজকর্ম আমার পছন্দ। ধর তক্তা মার গ্যাজাল।

ওসি সাহেব অন্যমনস্ক গলায় বললেন, তাও করা যায়।

ছামাদ বলল, চা লাগবে না স্যার। যদি অনুমতি দেন আমরা আপনাকে কদমবুসি করে এখনই চলে যাই।

নাজমুল হুদ বললেন, কদমবুসি করতে হবে না। চলে যা। আর শোন, তুই তুই করে বলেছি বলে কিছু মনে নিবি না। পুলিশে চাকরি করার কারণে ভদ্রতা গেছে। অথচ এই আমি একসময় এমফিল করেছি রবার্ট ফ্রস্টের উপর।

AMARBOI.COM

"Woods are lovely dark and deep
And I have promised to keep
And miles to go before I sleep."

আমরা তিনজন একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। থানার গেট থেকে বের হয়ে তিনজন তিনদিকে হাঁটা। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কিছুক্ষণ গম্ভীর ভঙ্গিতে হাঁটছিলেন। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিলেন। বাঙালির স্বভাব হলো কাউকে দৌড়াতে দেখলে তার পেছনে পেছনে দৌড়াবে। দুইজন টোকাই এবং একজন মধ্যবয়স্ক লুঙ্গিপরা মানুষকে তার পেছনে পেছনে দৌড়াতে দেখলাম।

মুক্তিযোদ্ধার সন্তান মজিদও দৌড়াচ্ছে। তার পেছনে কেউ নেই। সে দৌড়াতে দৌড়াতে এক চলন্ত বাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে পড়ল। বেচারা ভালো ভয় পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় যাওয়া যায় বুঝতে পারছি না। হাজতবাসের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। হাজতবাস হচ্ছে না বলে সিস্টেমে গণ্ডগোল হয়ে গেছে। হাজতের কাছাকাছি কোথাও রাত কাটাতে ইচ্ছা করছে। এই সমস্যা সবারই হয়। ফাঁসির এক আসামিকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গলায় দড়ি পরাবার আগে আগে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা ঘোষণার খবর চলে এল। জেলার তার পাছায় লাথি দিয়ে বললেন, যা বাড়ি চলে যা। সে বাড়ি গিয়ে ফ্যানের সঙ্গে লাইলনের দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়ল। খেল খতম ফাঁসি হজম।

ক'টা বাজে জানা দরকার। ঘড়ি দেখে ঠিক করতে হবে রাতটা কোথায় কাটাব। মেসে যেতে ইচ্ছা করছে না। রাত যদি এগারোটার কম হয় তাহলে বাদলের কাছে চলে যাব। এগারোটার বেশি হলে ধানমন্ডি থানায় ফিরে গিয়ে ওসি সাহেবকে বলব, স্যার রাতটা হাজতে থাকতে দিন। আপনার পায়ে ধরি। I touch your foot.

আজকাল হাতঘড়ির চল উঠে গেছে। সময় জিজ্ঞেস করলে লোকজন বিরক্ত হয়। কারণ সময় জানতে তাকে মোবাইল ফোন বের করে টেপাটিপি করতে হয়। সময় ঘড়ির কাছ থেকে চলে গেছে মোবাইল ফোন সেটের কাছে।

লাইটপোস্টের কাছে মোটামুটি উদাস দৃষ্টির এক ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে গেলাম। বিনীত গলায় বললাম, ভাই, কয়টা বাজে?

ভদ্রলোক বললেন, সঙ্গে ঘড়ি নাই।

মোবাইল সেটটা দেখে বলুন কয়টা বাজে।

মোবাইল ফোন সেট নাই। চুরি গেছে।

ভদ্রলোকের কথা শেষ হওয়ার আগে তার ফোন বেজে উঠল। তিনি বিন্দুমাত্র লজ্জিত বোধ করলেন না। উঁচুগলায় কথাবার্তা চালাতে লাগলেন।

আফতাব? ভালো আছ? আমি ঢাকায় না তো। ঢাকায় থাকলে অবশ্যই তোমার সঙ্গে দেখা করতাম। আমি এখন রাজশাহীতে। সপ্তাহখানিক থাকব। হ্যাঁ, তোমার বিপদের কথা শুনেছি। সো স্যাড।

আমি ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। মোবাইল ফোনের কারণে তিনি ঢাকায় থেকেও রাজশাহীতে অবস্থান করতে পারছেন। এটাকে বিজ্ঞানের 'পশ্চাৎযাত্রা' বলা যেতে পারে।

টেলিফোনে ভদ্রলোকের কথাবার্তা থেকে আন্দাজ করছি, তিনি আফতাব সাহেবের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলেন। টাকা আজই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরত দেওয়ার কথা। তিনি টাকার ব্যবস্থাও করেছেন, রাজশাহীতে থাকার কারণে দিতে পারছেন না।

ভদ্রলোক টেলিফোন শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কী চান?

সময় জানতে চাই।

অন্য কারও কাছ থেকে জানেন। ফালতু ঝামেলা।

আফতাব ভাই আপনার কাছে কত পায়?

হোয়াট?

উনি বিপদে আছেন, টাকাটা ফেরত দেওয়া উচিত না? আপনি যখন বিপদে পড়েছিলেন তখন আফতাব ভাই ঠিকই আপনাকে সাহায্য করেছে।

আপনি তাকে চিনেন?

অবশ্যই চিনি। আমি আপনাকেও চিনি।

ভদ্রলোক হকচকিয়ে গেলেন। তার মধ্যে আমতা আমতা ভাব চলে এল। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। আমি রিকশা থামিয়ে ভদ্রলোককে বললাম, আসুন যাই।

কোথায় যাব?

আফতাব ভাইয়ের কাছে যাই। উনাকে টাকাটা দিয়ে আসি।

পুরা টাকা তো আমার সঙ্গে নাই। অল্প আছে।

যা আছে তাই দিন। বাকিটা দুই দিন পরে দিবেন। দেরি করবেন না। রিকশায় ওঠেন। রিকশা কোথায় যাবে বলে দিন।

ভদ্রলোক বিরসমুখে রিকশায় উঠে এলেন।

রিকশায় করে আমরা চলে এলাম কলাবাগানে। সারা পথই ভদ্রলোক উসখুস করতে লাগলেন। একবার মনে হলো উনি চলন্ত রিকশা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়বেন। আমি শক্ত করে তার পাঞ্জাবি চেপে ধরলাম। নেমে গেলে পাঞ্জাবির অর্ধেকটা আমার হাতে রেখে নামতে হবে। ভদ্রলোক এই রিস্ক নিবেন বলে মনে হয় না। পাঞ্জাবিটা দামি।

পাঞ্জাবি ধরে আছেন কেন?

রিকশায় চড়লে আমার কিছু একটা ধরে থাকতে হয়। কিছু ধরে না থাকলে ভয় লাগে। মনে হয় পড়ে যাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুড ধরে রাখুন।

হুড ধরে একবার ক্যাঁচা খেয়েছি, এইজন্যে হুড ধরি না। আফতাব ভাইয়ের কাছ থেকে কত টাকা ধার করেছিলেন?

আপনার তা দিয়ে দরকার কী? পাঞ্জাবিটা ছাড়েন তো।

পাঞ্জাবি ছাড়ব না।

কলাবাগানে ঢোকার কয়েকটা গলি। একটার সামনে এসে ভদ্রলোক রিকশা থামালেন। আমি বললাম, গলিতে ঢুকব না? ভদ্রলোক ইশারায় দেখালেন এবং গলা নামিয়ে বললেন, আফতাব বসে আছে। চায়ের দোকানের সামনে।

মেয়ে দু'টা কে?

তারই মেয়ে। বাবার সঙ্গে থাকে। একজনের নাম কেয়া আরেকজনের নাম খেয়া।

আরেকটা মেয়ে হলে তো বিপদে পড়ত, নাম রাখতে হতো গেয়া।

ভদ্রলোক রিকশা ভাড়া মিটালেন এবং কিছু বোঝার আগেই গলির ভেতর ঢুকে গেলেন। এতক্ষণ পাঞ্জাবি ধরে থাকা বৃথা গেল। পুরনো দিনের গদ্যের ভাষায়—'চক্ষের নিমিষে পক্ষি উড়িয়া গেল।'

আফতাব দুই মেয়েকে নিয়ে বসে আছেন চায়ের দোকানের সামনের ফুটপাতে। ফুটপাত রাস্তা থেকে উঁচু। তিনজনই পা ঝুলিয়ে বসেছে। হিসাবমতো মেয়ে দু'টির বসার কথা বাবাকে মাঝখানে রেখে বাবার দু'পাশে। তারা সে রকম করে নি। দুইবোন হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে বসা। বড় মেয়েটির বয়স ৬/৭ হবে। ছোটটি ৪/৫। দু'টা মেয়েই ফুটফুটে। আমি এগিয়ে গেলাম। অতি পরিচিত কেউ এমন ভঙ্গিতে বললাম, কেয়া-খেয়া, এত রাতে রাস্তায় বসে আছ কেন? সমস্যা কী?

তিনজনই চমকে তাকাল। আমি মেয়ে দু'টির পাশে বসতে বসতে বললাম, বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে নাকি?

কেয়া বলল, হ্যাঁ বের করে দিয়েছে।

আমি বললাম, ঘটনা কী বলো? অল্প কথায় বলবে, ডিজিটাল যুগে অল্প কথা বলতে হয়।

কেয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল তাকে থামিয়ে তার বাবা বলল, আপনাকে চিনলাম না। আপনার পরিচয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার নাম হিমু। আমি এই মেয়ে দু'টার মামা হই। আপনার নাম আফতাব না?

হ্যাঁ। কিন্তু এখনো আমি আপনাকে চিনলাম না।

আমি বললাম, চেনাচিনি পরে। আগে আপনাদের ঘটনা শুনি। এত রাতে আমার দুই ভাগ্নি রাস্তায় বসা—এর মানে কী? এরা কি রাতে খাওয়াদাওয়া করেছে?

মেয়ে দু'জন একসঙ্গে বলল, না। ছোট মেয়েটা বলল, মামা! বাবার কাছে টাকা নাই।

আমি বললাম, টাকা না থাকলেও খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কেয়া মা এবং খেয়া মা, বলো কী খেতে চাও? পোলাও, মুরগির রোস্ট, সঙ্গে ডিম ভুনা—চলবে?

দু'জন আবারও একসঙ্গে বলল, চলবে।

খাবারের সঙ্গে কোক বা পেপসি এইসব কিছু লাগবে?

কেয়া বলল, আমি খাব সেভেন আপ।

খেয়া বলল, আমি ফান্টা।

আমি বললাম, খাওয়ার প্রবলেম সেটেল হয়ে গেল। এখন আফতাব ভাই, আপনার প্রবলেম শুনি। বাড়ি ভাড়া দিতে পারেন নাই বলে বহিষ্কার?

আফতাব বলল মেয়ে দু'টার সামনে বলতে চাচ্ছি না।

আমি বললাম, এদের সামনেই বলতে হবে। বাচ্চাদের সমস্যা থেকে দূরে রাখা যাবে না। এরা বড় হবে সমস্যার মধ্যেই।

আফতাব আমাকে হাত ধরে চায়ের দোকানের কাছে নিয়ে গলা নিচু করে সমস্যা বললেন।

সমস্যা জটিল না, সাধারণ সমস্যা। আফতাব একজনের সঙ্গে সাবলেট থাকতেন। ছ'মাসের ভাড়া বাকি পড়ায় এই অবস্থা। ছ'মাস ধরে আফতাবের চাকরিও নাই। এক কনস্ট্রাকশান কোম্পানিতে কাজ করত। রড চুরির দায়ে চাকরি চলে গেছে।

রড চুরি করেছেন?

হুঁ।

এই প্রথম চুরি করেছেন না আগেও করেছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগেও করেছি। ফার্মেসিতে যখন চাকরি করতাম তখন করেছি। বড় চুরি না, ছোটখাটো চুরি।

রড চুরিটাই বড়? নাকি এরচেয়ে বড় কিছু আছে? ঝেড়ে কাশেন, ঝেড়ে না কাশলে হবে না।

আফতাব বিড়বিড় করে বললেন, একবার একটা NGO-তে চাকরি করতাম। তখন নতুন মোটরসাইকেল চুরি করে বেচে দিয়েছি।

আপনি তো কামেল আদমি।

রড দু'জনে মিলে চুরি করেছিলাম। হাফ টন রড। অন্যজনের চাকরি আছে। তার প্রমোশনও হয়েছে। বাদ দেন তার কথা, বাচ্চা দু'টাকে আপনি এক রাতের জন্যে রাখতে পারবেন? আমার উপকার হয়। নারায়ণগঞ্জে একজনের কাছে কিছু টাকা পাই, টাকাটা উদ্ধার করতে পারি।

এত রাতে নারায়ণগঞ্জ যাবেন?

গভীর রাত ছাড়া তাকে পাওয়া যাবে না। সে বাড়িতে ঢোকে রাত একটার পর।

তাহলে যান। এরা থাকুক আমার সঙ্গে।

ধার হিসেবে একশ টাকা দিতে পারবেন?

পারব। একশ টাকার একটা নোটই আমার কাছে আছে। নিয়ে যান।

আফতাব চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, অচেনা অজানা একজনের কাছে মেয়ে দু'টা রেখে যাচ্ছেন। আপনি কী রকম বাবা?

আফতাব আবার বসে পড়ল। ছোট মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মামা, আমরা কখন পোলাও খাব?

আমি বললাম, তোমার বাবা নারায়ণগঞ্জে যখন রওনা হবে আমরাও তখন পোলাও খেতে রওনা হব।

ছোট মেয়ে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা তুমি যাও না কেন?

আমি বললাম, আফতাব, আমি পাকেচক্রে এখানে উপস্থিত হয়েছি বাচ্চা দু'টাকে সাহায্য করার জন্যে। প্রায়ই দেখা গেছে মহাবিপদে যারা পড়ে তাদের মাঝে মাঝে উদ্ধারের ব্যবস্থা প্রকৃতি করে। বাচ্চা দু'টাকে নিয়ে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নাই। তাদের কোথায় নিয়ে যাব তা এখনো জানি না, কাজেই আপনাকে ঠিকানা দিতে পারছি না। ধানমণ্ডি থানায় আমি বাচ্চা দু'টা কোথায় আছে জানিয়ে রাখব। সেখানে গেলেই খোঁজ পাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট মেয়েটা বলল, মামা! আমরা খেতে যাব না?

যাব। এখনই যাব।

কোথায় যাব?

এখনো জানি না কোথায় যাব। আশেপাশেই কোথাও যেতে হবে, দূরে যাওয়া যাবে না। তোমরা হাঁটতে পারবে না। আর আমার সঙ্গে টাকাও নেই যে রিকশা করে নিয়ে যাব।

বাবা যাবে না?

না।

আমরা একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়ির নাম 'কমলকুটির'। গেটে ধাক্কাধাক্কির শব্দ শুনে লুঙ্গি পরা গেঞ্জি গায়ে এক বৃদ্ধ বের হলেন, বৃদ্ধ অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার?

আমি বললাম, স্যার বাই এনি চান্স, আজ কি আপনার বাসায় পোলাও এবং মুরগির রোস্ট রান্না হয়েছে? সঙ্গে ভুনা ডিম। বাচ্চা দু'টা এই খাবার ছাড়া অন্য কিছু খাবে না।

হু আর ইউ?

আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম হিমু। বড় মেয়েটার নাম কেয়া, ছোটটার নাম খেয়া।

রাত বারোটার সময় পোলাও রোস্ট? ফাজলামির একটা সীমা থাকা দরকার। আমি কি আপনার পরিচিত?

জি-না।

রাত বারোটার সময় কারও বাড়ির দরজা ভেঙে ফেলে খাবার চাওয়া যায়?

অবশ্যই যায় না।

আপনাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

এত জোরে চিৎকার করবেন না স্যার। ছোট বাচ্চাটা ভয় পাচ্ছে।

হৈচৈ শুনে এক বৃদ্ধা বের হয়ে এসেছেন। বৃদ্ধর পাশে দাঁড়িয়েছেন। বৃদ্ধার মনে হয় কাঁচা ঘুম ভেঙেছে। তিনি ভয়ে অস্থির হয়ে বললেন, কী হয়েছে?

বৃদ্ধ বললেন, উটকা নুইসেন্স। কিছু হয় নাই ঘুমাতে যাও।

বৃদ্ধ বিকট শব্দে দরজা বন্ধ করলেন। খেয়া বলল মামা! আমার ভয় লাগছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, ভয়ের কিছু নাই। ঝিম ধরে দাঁড়িয়ে থাক। এক্ষুণি দরজা খুলবে। এক থেকে একশ পর্যন্ত গুনতে থাক, এরমধ্যে দরজা খুলবে।

খেয়া একত্রিশ পর্যন্ত গোনার সময় দরজা খুলল। বৃদ্ধ গম্ভীর গলায় বললেন, খেতে আসো।

আমি বললাম, পোলাও-রোস্ট, ডিম ভুনা আছে তো?

আছে।

ফান্টা এবং সেভেন আপ লাগবে। না থাকলে আনিয়ে দিতে হবে।

আমরা খেতে বসেছি। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধ রাগী চোখে তাকিয়ে আছেন কিন্তু বৃদ্ধার মুখ হাসিহাসি। তিনি মনে হয় অত্যন্ত মজা পাচ্ছেন। বৃদ্ধা আমাকে বললেন, বাবা, তুমি কি কারও কাছ থেকে খবর নিয়েছ যে আজ আমাদের বাড়িতে এইসব রান্না হয়েছে?

না।

তাহলে জানলে কীভাবে?

অনুমান করেছি। আমার অনুমানশক্তি ভালো।

বৃদ্ধ বললেন, আজ একটা বিশেষ উপলক্ষে এইসব রান্না হয়েছে। উপলক্ষটা বলো, দেখি তোমার অনুমানশক্তি।

আজ আপনাদের ম্যারেজ ডে। আপনারা ভেবেছিলেন আপনাদের ছেলেমেয়েরা আসবে। খাবার তাদের জন্যে রান্না করা। তারা কেউ আসে নাই।

বৃদ্ধা লজ্জিত গলায় বললন, প্রত্যেকেই সংসার নিয়ে থাকে। নানান ঝামেলায় ভুলে গেছে। ভুলে যেতেই পারে, তাই না?

অবশ্যই।

বৃদ্ধা হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে গিয়ে বললেন, বাচ্চা দু'টা আরাম করে খাচ্ছে দেখে এত শান্তি লাগছে। অনেকদিন পর এমন একটা শান্তি পেলাম।

বৃদ্ধ বললেন, ঘরে সেভেন আপ নাই স্প্রাইট আছে, এতে কি চলবে?

কেয়া বলল, চলবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধা বললেন, ড্রাইভারকে বলো গাড়ি নিয়ে বের হতে। যেখান থেকে পারো সেভেন আপ আনবে।

কেয়া বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বলল, নানু! আমরা দু'জন রাতে কোথায় ঘুমাব?

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। আমি বললাম, এরা দু'জন আজকের রাতটা আপনাদের সঙ্গে থাকবে।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আবারও মুখ চাওয়াচাওয়ি। খেয়া বলল, রাতে আমি নানুর সঙ্গে ঘুমাব। কেয়া বলল, আমিও নানুর সঙ্গে ঘুমাব।

বৃদ্ধ বললেন, এরা কারা? কোত্থেকে এসেছে?

আমি বললাম, আপনি অতি কঠিন প্রশ্ন করে বসেছেন যার উত্তর কেউ জানে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে বহুদূর এগিয়ে গেলেও আমরা জানি না—আমরা কোত্থেকে এসেছি, কেন এসেছি। যাই হোক, সকালে এসে আমি ওদের কিছুক্ষণের জন্যে থানায় নিয়ে যাব।

বৃদ্ধা বললেন, থানায় কেন?

আমি বললাম, এরা লস্ট প্রপার্টি। লস্ট প্রপার্টির খোঁজ থানায় দিতে হয়।

বৃদ্ধা বললেন, এরা তোমার কেউ না?

জি-না।

পথে কুড়িয়ে পেয়েছ?

প্রায় সে রকমই।

বৃদ্ধা বিড়বিড় করে বললেন, কমল এইরকম কাজ করত। অসময়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বাসায় নিয়ে এসে বলত, মা এ আজ সারা দিন না খেয়ে আছে। ওকে ভাত খাওয়াও। কত রাগ করতাম কমলের উপর।

বৃদ্ধ বললেন, কমলের প্রসঙ্গ থাক।

বৃদ্ধা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। তিনি নিজেকে সামলাতে পারছেন না।

আমি বললাম, কমল কতদিন হলো মারা গেছে?

বৃদ্ধ বলল, অনেকদিন। প্রায় কুড়ি বছর।

আমার ধারণা এই বৃদ্ধ কমলকে ভুলে গিয়েছিলেন। প্রকৃতি একটা বিশেষ ঘটনা ঘটিয়ে আবার মনে করিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতি এমন খেলা সবসময় খেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে রাতটা কমলকুটিরে কাটাতে হলো। বৃদ্ধ শুরু থেকে কঠিন মুখ করে ছিলেন, হঠাৎ তিনি কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় চলে গেলেন। তিনি বললেন, আমার স্ত্রী তোমাকে তার ছেলের মতো দেখছে। সেই ছেলে দুপুররাতে চলে যাবে? তুমি ফাজলামি করছ? গেস্টরুমে তোমার জন্যে ব্যবস্থা করেছি। আরাম করে ঘুমাও। তোমার কী সমস্যা, বাচ্চা দুটির কী সমস্যা আমি জানতে চাচ্ছি না। যাকে আমার স্ত্রী সন্তানের মতো দেখছে সে আমার কাছেও সন্তান। তোমাদের সমস্যা পরে শুনব। এখন ঘুমাও। আমি হার্টের রোগী। রাতজাগা আমার জন্যে নিষেধ। আমার স্ত্রীর জন্যেও নিষেধ। তুমি বলেছিলে বাচ্চা দুটিকে থানায় নিতে হবে। নিয়ে যাও, কিন্তু আবার ফিরে আসবে। এটা আমার অর্ডার। আমি আর্মিতে ছিলাম। ব্রিগেডিয়ার হিসেবে রিটায়ার করেছি। এই বাড়িতে সামরিক ব্যবস্থা চালু আছে। আমার অর্ডারের বাইরে কিছু হয় না। বুঝেছ?

আমি বিকট চিৎকার দিয়ে বললাম, ইয়েস স্যার। আই আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার।

বৃদ্ধ হেসে ফেললেন। তার হাসি দেখে বাচ্চা দু'টা হাসতে শুরু করল। ভেতর থেকে বৃদ্ধা ছুটে এলেন। কিছু না বুঝে তিনিও হাসতে শুরু করলেন।

AMARBOI.COM

ভোরে ঘুম ভেঙেছে। আমি কেয়া-খেয়াকে নিয়ে বসেছি। তাদের বাবার খোঁজ বের করা দরকার। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দু'জনই ঘুমে। তারা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন। বেলা পর্যন্ত ঘুমাবেন এটাই স্বাভাবিক।

কেয়া বাবার মোবাইল নাম্বার জানে। সেই নাম্বারে টেলিফোন করলাম। একটি মেয়ে রোবটদের গলা নকল করে বলল, সংযোগ দেওয়া সম্ভব না, আপনি যদি ভয়েস মেইলে কিছু বলতে চান...ইত্যাদি। আমি বললাম, কেয়া, নাম্বারটা ভুল না তো?

কেয়া বলল, নাম্বারটা ভুল মামা।

খেয়া বলল, নাম্বারটা ভুল মামা। অবশ্যই ভুল। একশবার ভুল।

ছোটমেয়েটার মধ্যে বড় বোনের কথা ব্যাখ্যা করার প্রবণতা আছে। বড় মেয়েটাও দেখি ছোটটার কথা ব্যাখ্যা করে। যতই সময় যাচ্ছে এদের অদ্ভুত গুণাবলি প্রকাশিত হচ্ছে। তারা বাবাকে নিয়ে মোটেই ব্যস্ত না। তাদের মা কোথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম। বড়টা বলল, বলা যাবে না। ছোটটা বলল, বলা ঠিক হবে না। বললে বড় আপার পাপ হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, পাপ হলে বলার দরকার নাই। চলো ধানমন্ডি থানায় যাই। তোমরা কোথায় আছ জানিয়ে আসি। তোমাদের বাবা দুশ্চিন্তা করবেন।

খেয়া বলল, দুশ্চিন্তা করবে না।

কেয়া বলল, ও ঠিকই বলেছে। দুশ্চিন্তা করবে না। একটুও করবে না।

আমি বললাম, দুশ্চিন্তা না করলেও জানানো দরকার। তোমার বাবা ধানমন্ডি থানাতে খোঁজ করবেন। চলো যাই। থানার ঝামেলা শেষ হোক, তোমাদের এখানে দিয়ে যাব।

ওসি সাহেব ছিলেন না। বসন্ত দাগওয়ালা আছেন। আজ তাঁর গায়ে খাকি পোশাক। শার্টের পকেটের উপর নাম লেখা। মনে হয় তার নাম আব্দুল গফুর। প্লাস্টিকের 'র' উঠে গেছে বলে নাম এখন আব্দুল গফু। এই থানার সবার নাম থেকে একটা করে অক্ষর উঠে যাচ্ছে কেন কে জানে! ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত না তো?

আমাকে দেখে গফু সাহেব আনন্দিত হলেন বলে মনে হলো। তিনি পাশের কনস্টেবলকে বললেন, এদের হাজতে ঢুকিয়ে দাও। কুইক।

আমি বললাম, কী কারণে হাজতে ঢোকাচ্ছেন জানতে পারি?

আজকের খবরের কাগজ পড়েছ?

জি-না স্যার।

খবরের কাগজ পড়া থাকলে বুঝতে কেন হাজতে। তোমার কপালে আছে পাকিস্তানি ডলা।

বলেই তিনি ওয়াকিটকিতে কাকে যেন বললেন, আসামির সন্ধানে যেতে হবে না স্যার। আসামি নিজেই ধরা দিয়েছে। এই তো আমার সামনে, সঙ্গে দু'টা ট্যাবলেট। জি স্যার হাজতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। না ট্যাবলেট দু'টার বিষয়ে কিছু জানি না। এক্ষুণি জানছি। ওভার।

গফু সাহেব ওয়াকিটকি নামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এরা কারা?

আমি বললাম, বড় জনের নামে কেয়া, তারপরেরটার নাম খেয়া। এদের নাম ক খ গ ঘ হিসেবে রাখা হচ্ছে। তারপরেরটার নাম হবে গেয়া। পঞ্চমটার নাম নিয়ে সমস্যা—ঙেয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি দেখি রসে টইটুম্বুর। রসমালাই হয়ে গেছ। চিপ দিয়ে রস বের করে শুকনা খড় বানিয়ে ফেলব। তুমি বাচ্চা দু'টার কে?

কেউ না। তবে ওরা আমাকে মামা ডাকছে। কথায় আছে না 'বাঁশতলায় বিয়াইছে গাই সেই সূত্রে মামা ডাকাই।'

গফু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ফাজলামি একদম বন্ধ। বাচ্চা দু'টার বাবা কোথায়?

আমি বললাম, জানি না স্যার।

কেয়া বলল, স্যার আমিও জানি না।

খেয়া বলল, বড় আপা সত্যি জানে না। আল্লার কসম জানে না।

বাবা করে কী?

আমি বললাম, উনি একজন বিশিষ্ট চোর স্যার। চুরির দায়ে তিনবার উনার চাকরি গেছে। সর্বশেষ চাকরি গেছে রড চুরির কারণে। এরা দুই বোন হলো চোর কন্যা। এই তোমরা স্যারকে সালাম দাও।

দু'জনই একসঙ্গে বলল, স্লামালিকুম। স্লামালিকুম, স্লামালিকুম।

গফু বললেন, এই ট্যাবলেট দুটাকে হাজতে ঢোকাও। এরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে।

আমি বললাম, স্যার একটা খবরের কাগজ কি দেওয়া যাবে? কী অপরাধে হাজতবাস সেটা কাগজ পড়ে জানতাম।

আর একটা কথা না।

কেয়া বলল, এত জোরে ধমক দিবেন না স্যার। আমি ভয় পাই।

খেয়া বলল, বড় আপা খুব ভয় পায়। আল্লার কসম, বড় আপা ভয় পায়।

আমার হাতে যে খবরের কাগজ তাতে সেকেন্ড লিড নিউজ হচ্ছে—

টকশোতে রবীন্দ্রনাথ
মন্ত্রী বিভ্রান্ত
(স্টাফ রিপোর্টার)

একটি টিভি চ্যানেলের লাইভ টকশোতে অবিকল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখা গেছে। তিনি বন ও পরিবেশ মন্ত্রীর সঙ্গে একটি টকশোতে অংশ নেন। মন্ত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহোদয় পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি বারবার অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করতে বলেন, তারপরেও শো বন্ধ হয় না। শেষ পর্যন্ত উনি ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ানোর পর একটি রবীন্দ্রনাথের গানের অনুষ্ঠান শুরু করা হয়।

যেসব দর্শক কিছুক্ষণের জন্যে হলেও প্রোগ্রামটি দেখেছেন তারাও মন্ত্রী মহোদয়ের মতোই বিভ্রান্ত।

মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন এটি বিরোধীদলের স্থূল ষড়যন্ত্র। জনতার কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কমাতেই এই সাজানো নাটকের আয়োজন করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, কথিত রবীন্দ্রনাথকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে রিমান্ডে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। অনেক রাঘববোয়াল ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে জানোনা হয়েছে।

এই প্রতিবেদক কথিত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানেন পুলিশের কাস্টডিতে এমন কেউ নেই। ওসিকে সাময়িকভাবে ক্লোজ করা হয়েছে। পুলিশের আইজি জানিয়েছেন, পুলিশের দিক থেকে কোনো অবহেলা হয়ে থাকলে দায়ী ব্যক্তি কঠোর শাস্তি পাবে।

চ্যানেল আঁখি কর্তৃপক্ষের কেউ টেলিফোন ধরছেন না। চ্যানেল আঁখি'র মুখপাত্র হিসেবে ভাসান খান বলেছেন, ব্যাপারটা ক্ষুদ্র ভুল বুঝাবুঝি। জনৈক অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে ভুলক্রমে টকশো'র প্রোগ্রামে চলে যান। ভুল ধরা পড়া মাত্র অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করা হয়েছে। ভাসান খানের কাছে নাটকের নাম এবং পরিচালকের নাম জানতে চাইলে ভাসান খান আমতা আমতা করতে থাকেন।

প্রতিবেদক ব্যাপক অনুসন্ধান করেও এমন কোনো নাটকের সন্ধান পান নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ রবীন্দ্র গবেষণা পরিষদের প্রধান ড. হাকিমুল কবির বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ একজন বিশ্বকবি। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত তাঁর রচনা, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। ভুল সুর এবং ভুল উচ্চারণে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া বর্তমানে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চ্যানেল আঁখি এই ফ্যাশনের আগুনে বাতাস অতীতে দিয়েছে। এখনও দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথকে কেন টকশোতে আনা হলো এর পেছনের উদ্দেশ্য জাতি জানতে চায়। রবীন্দ্র গবেষণা পরিষদ পুরো ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করছে।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে দেশের বুদ্ধিজীবীরা আগামীকাল মানব বন্ধনের কর্মসূচি দিয়েছেন। কাগজে মন্ত্রীমহোদয়ের সঙ্গে কথিত রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি ছাপা হয়েছে। ছবিটা প্রচারিত অনুষ্ঠান থেকে নেওয়া। ছবিতে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্ত্রী মহোদয়কে এক পুরিয়া গাঁজা নিতে সাধাসাধি করছেন। এরকম খবর ছাপা হওয়ার পর হৈচৈ পড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি হাত থেকে কাগজ নামাতে নামাতে বললাম, লাগ ভেলকি লাগ।

কেয়া বলল, মামা! আমাদের কি জেল হয়ে গেছে?

আমি বললাম, সেরকমই মনে হচ্ছে।

খেয়া বলল, আমরা পাপ করেছি এইজন্যে আমাদের জেল হয়েছে। পাপ করলে জেল হয়।

কেয়া বলল, পাপ করলে ফাঁসিও হয়। মামা, আমাদের ফাঁসি হবে না তো?

সম্ভাবনা কম।

খেয়া বলল, ফাঁসি হলে জিভ এরকম বের হয়ে থাকে। তাই না মামা?

খেয়া মুখ থেকে জিভ বের করে দেখাল। কেয়া বলল, হয় নাই। এরকম।

খেয়া বলল, না এরকম। আমি দেখেছি তো।

কেয়া বলল, আমিও তো দেখেছি।

আমি বললাম, কোথায় দেখেছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেয়া বলল, বলব না। বললে আল্লা পাপ দিবে।

আমি বললাম, থাক তাহলে বলার দরকার নাই।

কেয়া-খেয়া চুপ করে আছে। চুপ না থেকে অবশ্যি উপায়ও নেই। কারণ দু'জনের জিভ মুখ থেকে বের করা। ফাঁসির পর জিভের অবস্থার প্রদর্শনী। আমি বড় ধরনের রহস্যের সন্ধান পাচ্ছি। রহস্যের জট খোলার হলে খুলবে। তাড়াহুড়া করলে আন্ধা গিট্টু লেগে যাবে। আল্লাপাক এইজন্যেই বলেন, হে মানব সন্তান তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া।

আমি কাগজ পাঠে মন দিলাম। বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রলীগ তাদের বিজয় কেতন উড়িয়ে যাচ্ছে। শিক্ষক লীগ এখনো পথে নামে নি, তবে নেমে যাবে। একটা খবরে যথেষ্ট পুলকিত বোধ করলাম। আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ মিলিয়ে নিজের পকেটের টাকা খরচ করে পাঁচটা রাস্তা পাকা করে ফেলেছে। জনগণের দুঃখে কাতর হয়েই তারা কাজটা করেছে। কাজের টেন্ডার বাজারে ছাড়ার আগেই কাজ শেষ। টেন্ডারে যেহেতু কাজ তারাই পাবে, আগে করে ফেলতে কোনো সমস্যা নাই। বরং সুবিধা আছে। কাজ খারাপ হচ্ছে এই নিয়ে তদারকি করার কেউ নেই। তাদের পয়সাও খাওয়াতে হবে না।

নাজমুল হুদ এসেছেন। হাজতের দরজা খুলে আমাকে তার কাছে নেওয়া হলো। আমার সঙ্গে কেয়া-খেয়া।

ওসি সাহেব বললেন, এই বাচ্চা দু'টা জিভ বের করে রেখেছে কেন?

আমি বললাম, জানি না স্যার।

ওরা কি সবসময় জিভ বের করে রাখে?

মিনিট দশেক আগে জিভ বের করেছে, তারপর থেকে আর ঢোকাচ্ছে না।

স্ট্রেঞ্জ! এই তোমরা জিভ মুখে ঢোকাও।

দু'জন সঙ্গে সঙ্গে জিভ ঢুকিয়ে আবার বের করে ফেলল। ওসি সাহেব চমৎকৃত হয়ে বললেন, চাইল্ড সাইকোলজি বোঝা কঠিন। আমার সাইকোলজি পড়ার শখ ছিল, কী মনে করে ইংরেজি পড়লাম। এই বাচ্চারা জিভ মুখে ঢোকাও। দু'জনের জিভ ঢুকল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বের হয়ে এল।

ওসি সাহেব আবারও বললেন, স্ট্রেঞ্জ। এখন তার চোখে রীতিমতো মুগ্ধতা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, পুরো ব্যাপারটার একটা ভিডিও করে রাখলে কেমন হয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, ভালো হয় স্যার।

ওসি সাহেব খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, মোবাইল ফোনের ফালতু ভিডিও না। প্রফেশনাল ভিডিও। আমার শালাকে খবর দেই। সে প্যাকেজ নাটক বানায়। নাম হিরন্ময় কারিগর। ছদ্মনাম। ভালো নাম ছানাউল্লাহ। তার কোনো নাটক দেখেছেন?

আমি বললাম, জি-না স্যার।

আমিও দেখি নাই। নাটক দেখার সময় কোথায়! চোর-ডাকাত আর সন্ত্রাসী দেখে সময় পাই না। আমার শালা বলেছে তার একটা নাটক ভালোবাসা দিবসে প্রচার হবে। নাটকের নাম 'ভালোবাসার তিন কাহন'। তিনটা মেয়ে একটা ছেলেকে ভালোবাসে। শেষে ঠিক হয় লটারি হবে। লটারিতে যে মেয়ের নাম উঠবে সে-ই ছেলেটিকে বিয়ে করতে পারবে। বাকিরা দূরে সরে যাবে। লটারিতে তিনজনের নামই একসঙ্গে উঠে। নাটক এখানেই শেষ।

আমি বললাম, তিনজনের নাম একই সঙ্গে কীভাবে উঠবে?

ওসি সাহেব বললেন, আমিও একই প্রশ্ন আমার শালাকে করেছিলাম। সে বলল, নাটকের এইটাই 'ক্লিক'। পরদায় দেখতে হবে। আচ্ছা, এই কন্যারা, জিভ ভেতরে।

জিভ ভেতরে চলে গেল তবে এবার আর বের হলো না। ওসি সাহেব বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। হতাশ গলায় বললেন, এদের সমস্যাটা কী? জিভ বের করছে না কেন? এই জিভ বের করো। বের না করলে কঠিন শাস্তি।

শাস্তির কথায় দুই কন্যার ভাবান্তর হলো না। তারা কঠিন মুখ করে বসে রইল। নাজমুল হুদ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কাগজ পড়েছেন?

আমি বললাম, জি স্যার।

কোনো বক্তব্য আছে?

আপনার জন্যে খারাপ লাগছে স্যার।

আমার জন্যে খারাপ লাগছে কেন?

আপনি সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন এইজন্যে খারাপ লাগছে।

নাজমুল হুদের মুখে আনন্দের হাসি দেখা গেল। তিনি হঠাৎ এত আনন্দিত কেন বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোকের হাবভাব যথেষ্টই বিস্ময়কর।

তিনি আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, আমরা পুলিশরা হচ্ছি কাকের মতো। কাকের মাংস কাক খায় না। পুলিশের মাংস পুলিশ খায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। সাংবাদিকদের ঠাণ্ডা রাখার জন্যে বলা হয়—সাময়িক বরখাস্ত। এক থানার ওসি ক্লোজ হলে অন্য থানায় তাকে ওপেন করা হয়। এখন কি পরিষ্কার?

জি স্যার।

দেশে নিউজের আকাল বলে নিউজ তৈরি করা হচ্ছে। এক ছাত্রলীগের নিউজ কত ছাপবে। কয়েকদিন রবীন্দ্রনাথের নিউজ ছাপা হবে। তারপর শেষ। আপনি খামাখা থানায় এসে ধরা খেয়েছেন কেন—এটাই তো বুঝলাম না।

বাচ্চা দু'টার জন্য এসেছি স্যার। ওরা মিসিং চাইল্ড। ওরা জানে না ওদের বাবা কোথায়। ওরা যে আমার কাস্টডিতে আছে এটা রিপোর্ট করতে থানায় এসে ধরা খেলাম।

ওসি সাহেব বললেন, ধরা খাওয়াখাওয়ির কিছু নাই। থানায় রিপোর্ট করে বাচ্চা নিয়ে চলে যান।

রবি ঠাকুরকে খুঁজে বের করবেন না?

না। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অনেক মাতামাতি হয়েছে। আর না। বাচ্চা দু'টা কোন ঠিকানায় আছে ভালোমতো লিখে রেখে চলে যান। আমি আমার শালাকে ক্যামেরা দিয়ে পাঠাব। সে জিভের ব্যাপারটা রেকর্ড করে ফেলবে। নাম মনে আছে তো? হিরন্ময় কারিগর।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে আপনি বিপদে পড়বেন না তো?

বিপদের মধ্যেই আছি। নতুন আর কী পড়ব।

আপনি বললে আমি ছামাদ মিয়াকে খুঁজে বের করতে পারব।

কোনো প্রয়োজন নাই। ইউ গেট লস্ট। ম্যাচের কাঠির আগুনকে দাবানল বানানোর কিছু নাই। সকাল আটটার সময় ডিরেকটিভ বাংলাদেশের সব থানায় থানায় চলে গেছে।

Catch poet Tagore
Don't misbehave
Handle with honour.

আমি চিন্তাই করতে পারছি না কার মাথায় এরকম একটা ডিরেকটিভ দেওয়ার চিন্তা এসেছে। যান যান আপনি ভাগেন। আরে কী আশ্চর্য, বাচ্চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'টা আবার জিভ বের করে ফেলেছে। ভেরি ইন্টারেস্টিং ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই তোমরা দু'টা মিনিট বসো। কেক খেয়ে যাও।

ওসি সাহেবের ওয়াকিটকি বেজে উঠেছে। তিনি রিভলভিং চেয়ারে ঘুরতে ঘুরতে কথা বলছেন।

না না স্যার। কোনো সাংবাদিকের সঙ্গে আমি কথা বলব না। আপনি যদি প্রয়োজন মনে করেন, আমাকে ক্লোজ করে অন্য কোনো থানায় ওপেন করে দেন। তবে স্যার আমার ধারণা রবীন্দ্র হাঙ্গামা থেমে যাবে। সাংবাদিকরা নতুন একটা নিউজ আইটেম পেয়েছে। এটা নিয়েই এখন তাদের মাতামাতি করার কথা। পড়েন নাই? এক পরিবারের সাতজনের অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু। আমরা সেফ সাইডে আছি। কয়েকদিন এইটা নিয়েই চলবে ইনশাল্লাহ। কীভাবে আগুন ধরল, মৃত্যুর আগে কে কী বলল, এইসব ছাপা হতে থাকবে। খবরের কাগজের দোষ দিয়েও তো লাভ নাই স্যার। পাবলিক খবর চায়। এত খবর সাপ্লাই দিবে কীভাবে? ডিমান্ড বেশি সাপ্লাই কম। আমি স্যার সাবসিডিয়ারিতে ইকনমিক্স নিয়েছিলাম, সেখানে পড়েছিল অব ডিমিনিশিং রিটার্ন। আমি বেশি কথা বলছি? সরি স্যার। আর কথা বলব না। মুখ বন্ধ।

কেয়া-খেয়ার জন্যে পেস্ট্রি এসেছে। খেয়া চামচ দিয়ে ঠিকমতো খেতে পারছে না। ওসি সাহেব বললেন, চামচ আমার কাছে দাও আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

কেয়া বলল, পুলিশ মামা! আমাকেও খাইয়ে দিতে হবে।

ওসি সাহেব বললেন, নো প্রবলেম।

দু'জনেই হা করে আছে। ওসি সাহেব পালা করে ওদের মুখে পেস্ট্রি দিচ্ছেন।

বসন্ত দাগওয়ালা এক ফাঁকে ঘরে ঢুকলেন, বিরক্তমুখে বললেন, কী হচ্ছে?

ওসি সাহেব বললেন, পেস্ট্রি খাওয়া হচ্ছে।

ধামড়ি দুই মেয়ে। এদের মুখে তুলে খাওয়াতে হবে কেন? স্যার আপনি মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করেন।

ওসি সাহেব যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করলেন। পেস্ট্রি পর্ব শেষ হওয়ার পর কোক আনালেন। সেটাও গ্লাসে করে মুখে তুলে খাওয়ানো হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেয়া বলল, পুলিশ মামা গল্প বলো।

ওসি সাহেব গল্প শুরু করলেন। ঠাকুরমা'র ঝুলির ডালিম কুমারের গল্প। কনস্টেবলরা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। একজন দু'জন করে ঘরে ঢুকছে। বাংলাদেশের থানাগুলোতে অনেক কিছুই হয়, রূপকথার আসর কখনো বসে না।

ওসি সাহেব হাত-পা নেড়ে গল্প বলছেন। শ্রোতার সংখ্যা বাড়ছে।

'ডালিম কুমার যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে। তার হাতে তলোয়ার। সে চেপেছে ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়ার ক্ষুরে টগবগ শব্দ হচ্ছে...'

হিমুর গল্প সবসময় উত্তমপুরুষে লেখা হয়। এই চ্যাপ্টার থেকে হিমু উত্তমপুরুষে লেখা হচ্ছে না। হিমু-পাঠে অভ্যস্ত পাঠকদের সাময়িক সমস্যা হতে পারে। আমি দুঃখিত, কিছু করার নেই। চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতেই পাত্র-পাত্রী কে কোথায় কী করছে জানিয়ে দেই।

WWW.AMARBOI.COM

কেয়া-খেয়া

এরা দু'জন কমলকুটিরে মহাসুখে আছে। বৃদ্ধ ধমকা-ধমকি করেও কিছু করতে পারছেন না। তাদের জন্যে জামা, জুতা কেনা হয়েছে। দু'জনই বার্বিডল উপহার পেয়েছে। কেয়া তার বার্বিডলের নাম দিয়েছে ফুনফুন, খেয়া তারটার নাম দিয়েছে কুনকুন। তাদের আলাদা রুম দেওয়া হয়েছে। এই রুমে তারা থাকছে না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার শোবার ঘরে থাকছে। রাতে শোওয়ার সময় একপাশে বৃদ্ধ, অন্যপাশে বৃদ্ধা, মাঝখানে দুই কন্যা। বৃদ্ধ ঘনঘন বলছেন, একি বিপদে পড়লাম! কিন্তু তিনি যে অত্যন্ত আনন্দে আছেন তা বোঝা যাচ্ছে। বার্বিডল তিনিই কিনে এনেছেন। মাঝে মাঝে এই দু'বোন জিভ বের করে কেন বসে থাকে এটা নিয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা চিন্তিত। এদেরকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানোর পরিকল্পনা তাঁদের আছে।

বাচ্চা দু'টি বৃদ্ধ-বৃদ্ধার স্থবির জগতে কী আলোড়ন এনেছে তা বোঝানোর জন্যে টেলিফোন কথাবার্তার কিছু অংশ দেওয়া হলো। বৃদ্ধা তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। এই মেয়ে অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধা : বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না রে মা। কেয়ার স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেছে। স্যান্ডেল কিনতে যেতে হবে।

মেয়ে : কেয়া কে?

বৃদ্ধা : আমাদের সঙ্গে থাকে। দুই বোন কেয়া-খেয়া। কী যে দুষ্টু!

মেয়ে : আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এরা কারা?

বৃদ্ধা: ওদের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাল বলেছি—আমি তোদের সঙ্গে থাকব না। জঙ্গলে চলে যাব। তারপর দুই বোন শুরু করল কান্না।

মেয়ে: মা, তুমি বাবাকে দাও তো। বাবার সঙ্গে কথা বলি।

বৃদ্ধা: তোর বাবা খেয়াকে নিয়ে গেছে আইসক্রিম কিনতে। তোর বাবা আদর দিয়ে দুই বিচ্ছুকে মাথায় তুলেছে। কাল কী দেখলাম শোন। তোর বাবা ঘোড়া সেজেছে। দুই বোন ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে আছে। আমাকে দেখে কেয়া বলল, নানু, তুমি আসো। ঘোড়ায় ওঠো। তিনজনের জায়গা হবে। কী যে যন্ত্রণায় আছি।

ওসি, ধানমন্ডি

নাজমুল হুদ

তাকে ধানমন্ডি থানা থেকে ক্লোজ করে তেজগাঁ থানায় ওপেন করা হয়েছে। আবার তাকে ধানমন্ডি থানায় ফিরিয়ে নেওয়া হবে বলে আপাতত কোনো ডিউটি দেওয়া হয় নি। তিনি থানায় হাজিরা দিয়ে তার শালা হিরন্ময় কারিগরের কাছে গেছেন। হিরন্ময় কারিগর একটা ডকুমেন্টারি বানাচ্ছেন। ডকুমেন্টারির নাম 'একজন গার্মেন্টকর্মীর একদিন'। গামেন্টকর্মীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন চিত্রনায়িকা মিস রিনকি। যার সাম্প্রতিক ছবি 'প্রেম দে, না দিলে থাপ্পড় খাবি' সুপারহিট হয়েছে। মিস রিনকি নানান নখড়া করছেন। হিরন্ময় কারিগর নখড়া সামলাতে পারছে না।

ছামাদ মিয়া

ছামাদ মিয়া রবীন্দ্রনাথ সেজে হিমুর মেসের ঘরে বসে আছে। হিমু মেসে নেই তাতে কোনো সমস্যা হয় নি। হিমুর ঘরের দরজা সবসময় খোলাই থাকে। তাকে নিয়ে যে খবরের কাগজে বিরাট হৈচৈ হচ্ছে এটা সে জানে বলেই আবারও রবীন্দ্রনাথ সাজা। এবারের সাজ আগেরবারের চেয়েও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো হয়েছে। মেসের অনেকেই উঁকি মেরে তাকে দেখে যাচ্ছে। একজন এসে তার মেয়ের জন্যে অটোগ্রাফ নিয়েছে। ছামাদ ইংরেজিতে অটোগ্রাফ দিয়েছে। সেখানে লেখা—Be Hapy. দু'টা 'p' এর জায়গায় একটি 'p' ইংরেজি বানানে ছামাদ সামান্য দুর্বল।

মেসের ম্যানেজার 'ভোর বাংলা' নামের পত্রিকার সম্পাদককে জানিয়েছে—যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এত হৈচৈ তাদের কাগজে হয়েছে তিনি বাংলা মেসে উপস্থিত আছেন। 'ভোর বাংলা'র সিনিয়র সাংবাদিক ফজলু মোটরসাইকেল নিয়ে রওনা হয়েছেন। তার সঙ্গে সিনিয়র ফটো সাংবাদিক ময়না ভাই আছেন। তারা মালিবাগের কাছে জ্যামে আটকা পড়েছেন। ভয়ঙ্কর জ্যাম। আজ সারা দিনে ছুটবে এরকম মনে হয় না।

জনাব গফু

ইনি এখন ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি। তিনি যে কাজেকর্মে আগের ওসির চেয়েও দক্ষ তা প্রমাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হিমুর মেসের ঠিকানায় অভিযান চালাবার জন্যে ফোর্স নিয়ে জিপে উঠে বসে আছেন। জিপ ছাড়ছে না, কারণ জনাব গফুর র‍্যাবকে খবর দিয়েছেন। তিনি চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন পত্রিকার হেডলাইন—

কথিত রবীন্দ্রনাথের ডানহাত হিমু গ্রেফতার

(স্টাফ রিপোর্টার)

পুলিশ-র‍্যাবের যৌথ অভিযানে অবশেষে কথিত রবীন্দ্রনাথ নাটকের হোতা হিমু গ্রেফতার। অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন চৌকশ পুলিশ অফিসার জনাব গফুর। হিমু মুখ খুলতে শুরু করেছে। সে ইতোমধ্যেই অনেক রাঘববোয়ালের নাম বলেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তারা হিমুকে চার দিনের রিমান্ডে নিতে চায়। রিমান্ডে না নেওয়া হলে অনেক অজানা তথ্য অজানাই থেকে যাবে। চৌকশ অফিসার হিমুকে গ্রেফতারের নাটকের যে রোমহর্ষক বর্ণনা দেন তা উনার জবানিতেই পত্রস্থ করা হলো। ইত্যাদি...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমু

হিমু নিখোঁজ। সে কোথায় আছে, কী করছে জানা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝেই হিমু ডুব দেয়, মনে হয় এবারও ডুব দিয়েছে। আমরা হিমুর ভেসে ওঠার প্রতীক্ষায় আছি।

'ভোর বাংলা'র সিনিয়র সাংবাদিক জনাব ফজলু কিছুক্ষণ হলো ছামাদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করেছেন। এখন তিনি পুরোপুরি হতাশ। ছামাদ মিয়া শখের বশে রবীন্দ্রনাথ সাজে। এই নিউজের কোনো ভেল্যু আছে? পাবলিক চায় একসাইটমেন্ট। একজন শখে রবীন্দ্রনাথ সাজে, এর মধ্যে একসাইটমেন্ট কোথায়?

ফজলু বিরসমুখে বললেন, আপনি মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে টকশো করলেন কেন?

ছামাদ বলল, আমি কিছু জানি না স্যার। ভুলে ঢুকেছি। আর যাব না। যদি যাই মাটি খাই। ঘাউ।

ঘাউ বললেন কেন?

মাঝে মধ্যে নিজের অজান্তেই বলি। আর বলব না।

আপনার চুল-দাড়ি সবই নকল?

জি। তবে টাইট ফিটিং। টান দিয়া দেখেন।

ফজলু দাড়ি টানাটানির কোনো আগ্রহ বোধ করলেন না। সংবাদের হেডলাইন কী দেবেন এই নিয়েই তার চিন্তা। 'পর্বতের মুষিক প্রসব' এই হেডলাইন হতে পারে। তাতে এক সংখ্যাতেই শেষ। দুই-তিন সংখ্যা চালানোর মতো কিছু থাকবে না। প্রথম দিন একটু আভাস দিয়ে পরের দুই দিনে যবনিকা অপসারণ করা দরকার। পাবলিক একটু একটু করে জানবে, পুরোটা জানবে না।

রবীন্দ্রনাথের লাইন দিয়ে নিউজ হতে পারে—শিরোনাম হবে 'আজি হতে শতবর্ষ পরে।' শতবর্ষ পরে ছামাদ মিয়া নামের একজনের ইচ্ছা হলো রবীন্দ্রনাথ সাজবে। এই নিয়ে গল্প। প্রথম দিন রবীন্দ্রনাথ হিসেবে তার ছবি। দ্বিতীয় দিনে আসল ছামাদের ছবি। শিরোনাম—কে এই ছামাদ?

ফারুক বললেন, দাড়ি গোঁফ খোলেন। আলখাল্লা খোলেন। নরমাল ছবি তোলা হবে। লুঙ্গি গেঞ্জি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছামাদ দ্রুত আদেশ পালন করল। ময়না ভাই ছবি তুলতে তুলতে বললেন, স্যার আপনি পোশাকটা পরেন। আপনার একটা ছবি তুলে দেই। রবীন্দ্রনাথ সাজলে আপনাকে কেমন লাগে দেখি।

ফারুক বললেন, এইসব ফাজলামির কি আর বয়স আছে?

ছামাদ বিনীত গলায় বলল, পরেন না স্যার। গরিবের একটা রিকোয়েস্ট।

ময়না ভাই বললেন, সুন্দর করে তুলে দেই, বাঁধিয়ে বাড়িতে রাখবেন। ভাবি মজা পাবেন।

ফারুক বললেন, তোমার ভাবি মজা পাবে কথাটা ঠিক বলেছ। যে-কোনো ফালতু জিনিসেই সে মজা পায়। দেখি দাড়িগোঁফ পরাও। কুটকুট করবে না তো?

ফারুক রবীন্দ্রনাথ সেজে তিনটা ছবি তুললেন। ঘরের ভেতরে আলো কম থাকায় বারান্দায় এলেন ছবি তুলতে। থিমেটেক ছবি। বারান্দার রেলিং-এ ঝুঁকে উদাস চোখে আকাশের মেঘমালা দেখতে দেখতে ছবি। ময়না ভাই একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এবং আকাশ ধরার চেষ্টা করছেন। এইসময় অফিসার গফুর র‍্যাব নিয়ে বারান্দায় ঢুকলেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় কবিগুরুর হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেওয়া হলো। তিনি ওয়াকিটকিতে তৎক্ষণাৎ ডিআইজি সাহেবকে জানালেন, কবিগুরু আন্ডার অ্যারেস্ট স্যার। ওভার।

সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার এবং সিনিয়র ফটোগ্রাফার দু'জনই থানা হাজতে। ভয়ঙ্কর অপরাধী ছাড়া কাউকে থানা হাজতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে রাখার নিয়ম নেই। কিন্তু সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার জনাব ফারুককে অতিরিক্ত নিরাপত্তার কারণে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে রাখা হয়েছে। হাত বন্ধ থাকায় তিনি মুখ থেকে নকল চুল দাড়ি খুলতে পারেন নি। আলখাল্লাও খুলতে পারেন নি। তাঁকে ভয়ঙ্কর চিন্তিত এবং বিমর্ষ দেখা যাচ্ছে। সেই তুলনায় সিনিয়র ফটোগ্রাফার ময়না ভাইকে বেশ স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। তিনি বেশ আয়েশ করেই সিগারেট টানছেন। ফারুক বললেন, হ্যান্ডকাফ খোলার ব্যবস্থা করুন। গলা চুলকাচ্ছে, চুলকাতে পারছি না। ময়না ভাই বললেন, আমি কীভাবে হ্যান্ডকাফ খুলব? চাবি তো আমার কাছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় চুলকাতে হবে ঠিকমতো বলুন আমি চুলকিয়ে দিচ্ছি। গলা? সামনের দিকে না পেছনের দিকে? আরেকটা কথা স্যার বিপদে অস্থির হতে নাই। আপনি বেশি অস্থির।

থানার সামনে ক্যামেরা হাতে বিভিন্ন চ্যানেলের লোকজন। এদের মধ্যে দু'জন সাহেবও আছেন। তারা CNN থেকে কাভার করতে এসেছেন। তাদের কাউকেই হাজতিদের সঙ্গে দেখা করতে হচ্ছে না। তবে শোনা যাচ্ছে পুরো ঘটনা জানিয়ে একটা প্রেস বিফ্রিং করা হবে। ব্রিফিং করবেন ভারপ্রাপ্ত ওসি জনাব গফু। তিনি এখন বাথরুমে বসে আছেন। বাথরুমে নাপিত এসেছে, সে তাকে শেভ করে দিচ্ছে। সকালে তাড়াহুড়োর কারণে শেভ করা হয় নি। এতগুলো ক্যামেরার সামনে মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। দ্রুত শেভ করতে গিয়ে ঝামেলা হয়েছে। নাপিতের ক্ষুরের টানে গালের কোনো ভেইন কেটেছে। রক্ত পড়ছে, তুলা চেপেও রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। নাপিত একটা পাকিস্তানি থাপ্পড় খেয়ে তবদা মেরে গেছে।

প্রেস ব্রিফিং শুরু হয়েছে। গফু গালে তুলা চেপে ধরেই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন।

'দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা আমার। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি কথিত রবীন্দ্রনাথ একটা মেসবাড়ির কক্ষে মিটিং করছে তার পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করার জন্যে।

কালবিলম্ব না করে আমি থানার ফোর্স, চারজন র‍্যাব ভাই এবং বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দু'টি কুকুর নিয়ে অকুস্থলে হানা দেই। গোপন সূত্রের খবর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভুল প্রমাণিত হয়। আল্লাপাক রাব্বুল আলামিনের অনুগ্রহে এইবার ভুল প্রমাণিত হয় নাই। আমি সশব্দে বুটের এক ধাক্কায় দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে শিকারি হায়েনার মতো লাফ দিয়ে আসামির উপর পড়েই তাকে ঝাপটে ধরি। ধস্তাধস্তিতে আমার যে গাল কেটে গেছে তা বুঝতেও পারি নাই।'

ভারপ্রাপ্ত ওসি সাহেব গাল থেকে তুলা সরালেন। দর্শকসারি থেকে 'উফ্' শব্দ উঠল। দর্শকদের মধ্যে নাপিতও ছিল। সে পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। একজন একটির বেশি প্রশ্ন করতে পারবেন না। বলুন আপনার কী প্রশ্ন?

গ্রেফতারের পর কথিত রবীন্দ্রনাথ কী বলছেন?

দুঃখের বিষয় তিনি কিছুই বলছেন না। কিছু জিজ্ঞেস করলে বিড়বিড় করছেন।

তিনি কি একাই ধরা পড়েছেন, না সদলবলে ধরা পড়েছেন?

আমরা তার একজন সহযোগীকে ধরতে সমর্থ হয়েছি। তার অন্য সহযোগী একফাঁকে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে পালিয়ে যায়।

এরা কি কোনো জঙ্গী সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত?

আসামির লম্বা দাড়ি দেখে সে রকমই মনে হচ্ছে। দেশজুড়ে ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। আমরা শীঘ্রই এই বিষয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারব। তবে আপনাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি—আরো তিনজন কথিত রবীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একজন শান্তাহার রেলস্টেনের চা-বিক্রেতা। সে নিজেকে নির্দোষ দাবি করছে। তার চেহারাই এরকম। অন্যজনকে সীমান্ত অতিক্রমের সময় ধরা হয়। সে চাদরের নিচে লুকিয়ে ভারত থেকে ফেনসিডিল আনে। লম্বা চুল-দাড়ির কারণে তাকে সুফি মানুষের মতো লাগে বলে রিভিআর ধরে না। তৃতীয়জন বলছেন তিনি কাহালুর ছাত্রলীগের সংস্কৃতি সম্পাদক। তাঁর বয়স একষট্টি তবে তিনি তাঁর ছাত্রত্ব সম্পর্কে গ্যারান্টি দিচ্ছেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে সবসময় কোনো না কোন বিষয়ে অধ্যয়ন করেছেন। বর্তমানে তিনি ন্যাশনাল হোমিওপ্যাথি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। এখন আমি আর একটি প্রশ্ন নেব। হ্যাঁ আপনি প্রশ্ন করুন। এখন আপনার টার্ন।

এমন কি হতে পারে যে ছাত্রলীগকে জনগণের সামনে ছোট করার জন্যে কেউ রবীন্দ্রনাথ সেজে ছাত্রলীগে ঢুকে পড়েছে?

অবান্তর প্রশ্ন। জবাব দিব না।

অবান্তর হবে কী জন্যে? পত্রপত্রিকায় দেখেছি অনেক শিবিরের ক্যাডার দাড়ি কামিয়ে ছাত্রলীগে ঢুকেছে। নিয়মিত শেভ করছে।

পলিটিক্যাল প্রশ্নের জবাব দিব না। আমরা সরকারি কর্মচারী। আমাদের কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। তবে ঘটনা সত্য হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভোর বাংলা'র সম্পাদক থানায় এসেছেন। তিনি দুটি বৈঠক করেছেন। প্রথম বৈঠক সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার ফারুক খানের সঙ্গে। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হয়।

সম্পাদক : (হতভম্ব। বিস্মিত। রাগান্বিত এবং হতাশাগ্রস্ত। সবই একই সঙ্গে)
আপনি সাংবাদিকতার নামে এই কাজ করছেন? নিজেই রবীন্দ্রনাথ সেজে টক শোতে অংশ নিচ্ছেন। আবার নিজেই এই বিষয়ে রিপোর্ট করছেন। সাপ হয়ে দংশন করছেন। ওঝা হয়ে ঝাড়ছেন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

ফারুক : ঘটনা এরকম না।

সম্পাদক : ঘটনা কী রকম? আপনি কি অস্বীকার করবেন যে, আপনি রবীন্দ্রনাথ সাজেন নি? এখনো তো দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে বসে আছেন।

ফারুক : আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারছি না। সব আউলা লেগে যাচ্ছে। ময়না ভাই প্লিজ ঘটনা কী হয়েছে বলুন।

ময়না : স্যার উনার কোনো দোষ নাই। আমি ক্যামেরা হাতে বলছি। মাতাল যেমন মদের বোতলে হাত দিয়ে মিথ্যা বলতে পারে না, ক্যামেরাম্যানও ক্যামেরায় হাত দিয়ে মিথ্যা বলতে পারে না।

সম্পাদক : কথা পেঁচাবেন না, টু দ্য পয়েন্ট কথা বলুন।

ময়না : সব দোষ আসলে ভাবির।

সম্পাদক : এখানে ভাবি এল কোত্থেকে? ভাবি কে?

ময়না : ফারুক স্যারের স্ত্রী। উনার অদ্ভুত স্বভাব। সব ফালতু জিনিসে উনার আনন্দ। মেয়েছেলে এ রকমই। কবি বলেছেন, স্ত্রী চরিত্রম দেবা না জানন্তি, কুত্রাপি মনুষ্যা। এর অর্থ...

সম্পাদক : ভ্যারভ্যার করছেন কেন?

ময়না : ভ্যারভ্যার কখন করলাম?

সম্পদক : এই তো এখন করছেন। ইডিয়টের মতো ননস্টপ যা ইচ্ছে বলে যাচ্ছেন।

ময়না : আমাকে ইডিয়ট বলেছেন?

সম্পাদক : হ্যাঁ বলেছি। রাগ সামলাতে না পেরে বলেছি। সরি ফর দ্যাট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ময়না : তোর চাকরি আর করব না। আমি ট্যাকনিকাল পারসন। আমার চাকরির অভাব? তোর পত্রিকায় চাকরি না করলে কী হয়? আমার '....ল' হয়?

সম্পাদক : তুই তুই করছেন কেন এবং অশালীন কথা বলছেন কেন?

ময়না ভাই : রাগ সামলাতে না পেরে তুই তুই করছি। সরি ফর দ্যাট। এই নে তোর পত্রিকার ক্যামেরা।

সম্পাদক : ক্যামেরা তো ভাঙা।

ময়না : ক্যামেরা পুলিশ আছাড় দিয়ে ভেঙেছে। আমি ভাঙি নাই। সাহস থাকলে পুলিশের সাথে গিয়া দরবার কর।

সম্পাদক লেন্স ভাঙা ক্যামেরা হাতে উঠে দাঁড়ালেন।

দ্বিতীয় বৈঠক।

স্থান : ওসি সাহেবের কক্ষ।

সম্পাদক : আপনার সম্পর্কে আমাদের কাছে কিছু তথ্য আছে। সেনসেটিভ কিছু তথ্য।

গফুর : (হাসিমুখে) আপনি সাংবাদিক, আপনার কাছে তো তথ্য থাকবেই। আপনি রোগী হলে আপনার কাছে থাকত পথ্য।

সম্পাদক : রসিকতা করার চেষ্টা করবেন না। আমি উন্মাদ পত্রিকার সম্পাদক না। আমার পত্রিকার নাম 'ভোর বাংলা'। যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। একটা পত্রিকার অনেক ক্ষমতা। পত্রিকা এমন এক রিপোর্ট করতে পারে যে এক রিপোর্টে আপনার চাকরি শেষ। রিপোর্টের কারণে আপনাকে জেলের ভাত খেতে হচ্ছে।

গফুর : কী রিপোর্ট?

সম্পাদক : যেমন ধরুন ভাসমান পতিতাদের কাছ থেকে আপনি নিয়মিত তাদের আয়ের একটা অংশ নিয়ে থাকেন। তাদের একজনের নাম শমিতা। তাকে প্রায়ই আপনার বিশেষ শারীরিক প্রয়োজনে সাড়া দিতে হয়।

গফুর : (অবাক) শমিতা কে?

সম্পাদক : বললাম না, ভাসমান পতিতা। শমিতা পত্রিকায় বিশাল ইন্টারভ্যু দিবে। সেই ইন্টারভ্যু ছবিসহ ছাপা হবে। আপনারা পুলিশেরা যেমন ইচ্ছেমতো সাক্ষী হাজির করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেন। আমরাও পারি ইচ্ছেমতো ইন্টারভ্যুর ব্যবস্থা করতে। নেপোলিয়ানের মতো জেনারেল পত্রিকার ভয়ে অস্থির থাকতেন। আপনি কেউ না, ডোবার পুঁটিমাছ। পুঁটিমাছ আমি ধরব না। ডোবা সেঁচে ফেলব। আপনি শুকনা ডোবায় খাবি খাবেন।

গফুর : আমাকে কী করতে হবে?

সম্পাদক : রবীন্দ্রনাথ হিসেবে যাকে ধরেছেন, তাকে ছেড়ে দিতে হবে। সে আমার পত্রিকার সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার। অত্যন্ত ভালো মানুষ। পাকে চক্রে রবীন্দ্রনাথ সেজেছে।

গফুর : এখন তাকে ছাড়া কীভাবে সম্ভব? আমি কনফারেন্স করে বলেছি যে কথিত রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়েছে। সাংবাদিকরা ছবি তুলেছে।

সম্পাদক : দাড়ি গোঁফ আলখাল্লাসহ ছবি উঠেছে। চেহারা কিছুই বোঝা যাবে না। ফারুকের সঙ্গে ময়না বলে যে বদটাকে ধরেছেন ওকে দাড়ি গোঁফ পরিয়ে দিলেই হবে। বুঝতে পারছেন কী বলছি?

গফুর : (একই সঙ্গে হতাশ, চিন্তিত, বিস্মিত এবং রাগত)

সম্পাদক : কথা বলছেন না কেন? আপনি কি চান একজন রিপোর্টার আপনার পেছনে লাগিয়ে দেই যাতে সে আপনার নাড়িনক্ষত্র বের করে নিয়ে আসতে পারে। আপনি নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে হাজতে পিটিয়ে মেরে ফেলে বলেছেন, হার্টঅ্যাটাকে মারা গেছে। এখন বলুন, ফারুক কি ছাড়া পাচ্ছে?

ওসি : অবশ্যই পাচ্ছে। আপনার মতো একটা মানুষের অনুরোধ আমি রাখব না তা কি হয়?

সম্পাদক : ময়না বলে যেটা আছে ঐটাকে একটু সাইজ করে দিবেন। এটা আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ। আগের অনুরোধ ছিল পত্রিকার পক্ষ থেকে। আপনার কি গল্প-কবিতা লেখার বদঅভ্যাস আছে?

জি-না।

গল্প-কবিতা কিছু লেখা থাকলে পাঠিয়ে দিবেন। সাহিত্য পাতায় ছাপিয়ে দিব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধানমন্ডি থানার ক্লোজ হওয়া ওসি নাজমুল হুদ অনেক দিন পর বিমলানন্দ উপভোগ করছেন। চোর-ডাকাতের পেছনে দৌড়াতে হচ্ছে না। গুরুত্বপূর্ণ মানুষজন টেলিফোনে গুরুত্বহীন বিষয়ে কথা বলছেন না। মন্ত্রী মহোদয়দের পলিটিক্যাল এপিএসরা হুমকি-ধামকি করছে না। তিনি তার শ্যালক হিরন্ময় কারিগরের কাজ দেখছেন। তার বসার জায়গা হয়েছে সুপারহিট নায়িকা মিস রিনকির কাছাকাছি। মাঝখানে দু'টা ফাঁকা চেয়ার আছে। তিনি ইচ্ছা করলে একটা চেয়ার ডিঙিয়ে নায়িকার পাশে বসতে পারেন। যে-কোনো কারণেই হোক তার সাহস হচ্ছে না। শোনা গেছে এই নায়িকা নানান নখরা করে, তাকে তেমন কোনো নখরা করতে দেখা যাচ্ছে না। নায়িকা একটু পরপর হ্যান্ডব্যাগ থেকে আয়না বের করে একদৃষ্টিতে আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকছে। এটা নিশ্চয়ই নখরার মধ্যে পড়ে না।

নাজমুল হুদকে নাশতা দেওয়া হয়েছে। ট্যাবলেট সাইজের সিঙ্গাড়া। নাজমুল হুদ অতি সুস্বাদু ছয়টা সিঙ্গাড়া খেয়ে ফেলেছেন। আরও খেতেন, চক্ষুলজ্জায় খেতে পারছেন না। নায়িকা মিস রিনকির সামনেও কাঁচামরিচ পেঁয়াজসহ একগাদা সিঙ্গাড়া দেওয়া হয়েছে। নায়িকা একটা সিঙ্গাড়া ভেঙে খানিকটা মুখে দিয়ে মুখ বিকৃত করেছেন। এরপর ওসি সাহেবের পক্ষে দুই হালি সিঙ্গাড়া খেয়ে ফেলা যায় না।

কিছুক্ষণ আগে মিস রিনকির একটা শট হয়েছে। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি থেকে বের হয়ে সে চুড়িওয়ালির কাছ থেকে কী সুন্দর করেই না চুড়ি কেনার অভিনয় করল, অসাধারণ।

মিস রিনকি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, পানি খাব। আশেপাশে কেউ নেই। ওসি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কত বদমাইশকে নিজের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়েছেন, আর ইনি সম্মানী মহিলা। অপূর্ব অভিনয়।

মিস রিনকি পানির গ্লাস হাতে নিলেন। ছোট্ট চুমুক দিলেন। জিভ ভেজানোর মতো কয়েক ফোঁটা পানি মুখে নিলেন। অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, ধন্যবাদ। নায়িকারা নায়ক ছাড়া অন্য কারও চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। ওসি সাহেব বললেন, আপনার চুড়ি কেনার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

ও আচ্ছা।

কেন মুগ্ধ হয়েছি বলব? যদি বিরক্ত না হন, অল্পকথায় বলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিস রিনকি হ্যাঁ না কিছু বলল না। পানির গ্লাসে আরেকবার ছোট্ট চুমুক দিল। ওসি সাহেব বললেন, আপনি চুড়িওয়ালির সামনে বসলেন। হাতভর্তি করে চুড়ি পরলেন। অনেক দরাদরি করলেন। দরে বনল না। মন খারাপ করে সব চুড়ি ফেরত দিলেন। হাত থেকে চুড়ি বের করার সময় দু'টা চুড়ি ভেঙে গেল। আপনি ভাঙা চুড়ির দাম দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, আবার ফিরে এসে ভাঙা চুড়ি দু'টা নিয়ে চলে গেলেন। অসাধারণ, অসাধারণ! আমার হাতে অস্কার পুরস্কার থাকলে আজই একটা পেয়ে যেতেন।

বসুন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

ওসি সাহেব বসলেন। রিনকি বলল, এখানে যা করেছি সব নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে করেছি। ডিরেক্টর শুধু বলেছে আপনি হাতে চুড়ি পরবেন। দাম না বনায় হাত থেকে চুড়ি খুলে দিয়ে চলে যাবেন। বাড়তি কাজ অর্থাৎ চুড়ি ভেঙে যাওয়া, ভাঙা চুড়ির টাকা দেওয়া এবং ভাঙা চুড়ি নিতে আবার আসা—সব আমি আমার চিন্তা থেকে করেছি।

আবারও বলছি, অসাধারণ।

আপনাকে ধন্যবাদ। আমার কপাল খারাপ, সব অগা মগা বগা ডাইরেক্টরের হাতে পড়ি।

এই ডাইরেক্টর কেমন? হিরন্ময় কারিগর। অগা মগা বগার মধ্যে কোন ক্লাসে পড়ে?

সে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। বগা শ্রেণীর। বগার চেয়েও খারাপ, ছগা বলতে পারেন।

ঠিকই বলেছেন, আসলেই ছগা। দু'বারে এসএসসি পাস করেছে। ইন্টারমিডিয়েটে আটকে গেছে। সেদিন এক পত্রিকায় ছগার ইন্টারভ্যু ছাপা হয়েছে। ছগা বলেছে সে অস্ট্রেলিয়া থেকে সিনেমাটোগ্রাফির উপর ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। ডিগ্রি তো দূরের কথা, অস্ট্রেলিয়া কোথায় তা-ই ছগাটা জানে না।

তাকে চিনেন?

আমার ছোট শ্যালক।

সরি, না জেনে অনেক কিছু বলেছি।

না জেনে কেন বলবেন! জেনেশুনেই বলেছেন। হাতি চেনে মাহুতকে, সাপ চেনে ওঝাকে, নায়িকা চেনে ডিরেক্টরকে।

আপনি খুব গুছিয়ে কথা বলেন। আপনি কি অভিনয় করেন?

না, তবে আপনাকে দেখে অভিনয় করার ইচ্ছা হয়েছে। জানি পারব না। চা খাবেন? চা দিতে বলব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলুন।

এখন কোন শট হবে?

বলতে পারছি না। ডিরেক্টর বলতে পারবেন।

নাজমুল হুদ ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দৃশ্য নেওয়াকে যে শট বলে তা-ই জানতাম না। পুলিশের লোক তো। আমার কাছে শট মানে গুলি করা।

আপনি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে?

জি। ধানমন্ডি থানার ওসি ছিলাম, এখন আমাকে ক্লোজ করা হয়েছে।

আপনার ছেলেমেয়ে কী?

বিয়ের দ্বিতীয় দিনে আমার স্ত্রী মারা যান, তারপর আর বিয়ে করি নাই। একদিকে ভালোই হয়েছে। পুলিশের চাকরিতে ঘরে ফিরতে ফিরতে কোনোদিন রাত দুটা বাজে, কোনোদিন তিনটা বাজে। রেহনুমা দ্বিতীয় দিনে মরে গিয়ে বেঁচে গেছে।

আপনার স্ত্রী বিয়ের দ্বিতীয় দিনে মারা গেছেন শুনে খুব খারাপ লাগল। আমার আসলেই মনটা খারাপ হয়ে গেছে।

ওসি সাহেব বললেন, দ্বিতীয় দিনে মারা গেছে এটা মন খারাপ করার মতো কোনো ঘটনা না। সে ফাঁস নিয়ে মারা গেছে। অন্য জায়গায় প্রণয় ছিল। জোর করে বিয়ে দিয়েছে। কাজেই বিয়ের শাড়ি ফ্যানের সঙ্গে লাগিয়ে ফাঁসিতে ঝুলে পড়েছে।

AMARBOI.COM

Oh God! আপনার এই স্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তারপরেও আপনার যোগাযোগ আছে?

কেন থাকবে না? রেহনুমা মারা গেছে। তার বাবা-মা, ভাইবোন এরা তো বেঁচে আছে। রেহনুমার ছোটভাই ছোটবোন দুজনই দুলাভাই বলতে পাগল।

মিস রিনকি ইতস্তত করে বললেন, কিছু মনে করবেন না। আপনি কি ঘুষ খান?

খাওয়ার খুবই ইচ্ছা হয় কিন্তু খাই না। সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম, ঘুষ না খাওয়ার পেছনে এটা একটা কারণ। সাহিত্যের সঙ্গে অভাব যায়, ঘুষ যায় না।

এই মাসের ১৩ তারিখ রাতে কি আপনার কাজ আছে?

চাকরি থাকলে কাজ থাকবে। না থাকলে ফ্রি। কেন বলুন তো?

১৩ তারিখ আমার জন্মদিন। আমি সবসময় চেষ্টা করি জন্মদিনের রাতে ১৩ জন ভালো মানুষ আমার সঙ্গে ডিনার করবেন। আপনাকে আমি সিলেক্ট করলাম। আমার জন্মদিনে আপনার নিমন্ত্রণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভালো মানুষ?

প্রাথমিকভাবে সে রকমই মনে হচ্ছে।

জীবনে প্রথম কেউ আমাকে ভালো মানুষ বলল। যাই হোক, এখন বলুন আপনাকে নিয়ে ১৩, নাকি বাদ দিয়ে ১৩?

আমাকে নিয়ে ১৩।

যিশুখ্রিষ্টের লাস্ট সাপারের মতো?

হ্যাঁ।

১৩ জনের মধ্যে কতজন জোগাড় হয়েছে?

আমি তো আছিই। আমাকে ছাড়া আর মাত্র দু'জন জোগাড় হয়েছে। একজন আপনি। অন্যজনকে আপনি চিনবেন না। তার প্রধান কাজ রাতে ঢাকা শহরের পথে পথে হাঁটা। তার ভালো নাম হিমালয়। ডাকনাম হিমু। অনেক দিন হয়ে গেল তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। আপনি পুলিশের লোক, আপনি কি তাকে ১৩ তারিখের আগে খুঁজে বের করতে পারবেন?

কী নাম বললেন?

হিমু।

নাজমুল হুদের কাছে নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে। হিমু যে চোর-ডাকাত কেউ না এটা বোঝা যাচ্ছে। চোর-ডাকাতের নাম তার মনে থাকে। ভালো মানুষের নাম মনে থাকে না। তিনি নিশ্চিত মিস রিনকির নাম তার মনে থাকবে না। তবে মিস রিনকিকে নিয়ে দু'লাইনের ছড়া বানালে নামটা মনে থাকবে। ভালো মানুষের নাম তিনি এইভাবে মনে রাখেন।

আনন্দ ফিনকি
নায়িকা রিনকি।

এই তো হয়েছে। রিনকি নাম তিনি আর ভুলবেন না। তিনি বিড়বিড় করে কয়েকবার ছড়াটা বললেন, যাতে কখনো ভুলে না যান।

রিনকি বলল, বিড়বিড় করে কী বলছেন?

নাজমুল হুদ বললেন, কিছু না কিছু না। তাকে অত্যন্ত লজ্জিত মনে হলো। আরেকটা ছড়া তার মাথায় এসেছে।

রিনকির চোখ কালো
এই মেয়েটা ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকাল দশটা পাঁচ।

বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান কংকন ভাই তালা খুলে গবেষণা কেন্দ্রে ঢুকলেন। মেঝেতে অনেকগুলো পত্রিকা পড়ে আছে। তিনি পত্রিকার সংখ্যা গুনলেন। তার ভুরু খানিকটা কুঁচকাল। মাত্র চারটা পত্রিকা। গবেষণা কেন্দ্র থেকে সব পত্রিকা অফিসে চিঠি গেছে নিয়মিত সৌজন্যসংখ্যা পাঠানোর জন্যে। গবেষণার জন্যে পত্রিকা প্রয়োজন। সবাই পাঠাচ্ছে না। চিঠিতে কাজ হবে না। কিসলুকে পাঠাতে হবে। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে কিসলুর আঙ্গুলে ঘি আনতে হবে।

কংকন ভাইয়ের পত্রিকা পড়ার অভ্যাস নেই (তার কোনোকিছু পড়ারই অভ্যাস নেই) তারপরেও একটা পত্রিকা হাতে নিলেন। নাম 'ভোর বাংলা'। পত্রিকার প্রধান খবর—

রবীন্দ্ররহস্য ঘনীভূত

কংকন ভাই আগের কোনো খবর পড়েন নি, কাজেই রবীন্দ্ররহস্য বিষয়ে কিছুই জানেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধরা পড়েছেন শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদ থেকে গত মাসেই কবিগুরুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কাঙালিভোজ হয়েছে। ওয়ান আইটেম। গরুর মাংসের তেহারি। এখন দেখা যাচ্ছে, তিনি বেঁচে আছেন এবং পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। এমন একজন সম্মানিত মানুষকে পুলিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া গ্রেফতার করবে না। তাহলে কি বর্তমান সরকার রবীন্দ্রনাথবিরোধী অবস্থান নিয়েছে? যদি নিয়ে থাকে তাহলে বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রকেও একশানে যেতে হবে। কবিগুরুর কুশপুত্তলিকা দাহের ব্যবস্থা করতে হবে। কুশপুত্তলিকার অভাব নেই। তিনটা বানানোই আছে। কংকন ভাই মনোযোগ দিয়ে দ্বিতীয়বার খবরটা পড়ে মোটামুটি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন।

একটা মেস থেকে রবীন্দ্রনাথকে গ্রেফতার করেছেন থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি জনাব গফুর। যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট, গাত্রবর্ণ গৌর। সাংবাদিকরা তার ছবি তুলেছেন।

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ বদল হয়েছেন। দেখা গেছে হাজতের রবীন্দ্রনাথের উচ্চতা তিন ফুট। গাত্রবর্ণ ঘন কৃষ্ণ। ভারপ্রাপ্ত ওসিকে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহস্য সমাধানের জন্যে ব্যাপক তদন্ত শুরু হয়েছে। দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছে আবেদন করা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাটকের মূল নায়ককে পুলিশে ধরিয়ে দিতে। মূল নায়কের নাম ছামাদ মিয়া। ছামাদ মিয়া সম্পর্কে যে-কোনো তথ্য র‍্যাব বা থানাকে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কংকন ভাই খবর পড়ে কিছুক্ষণের জন্যে তবদা মেরে রইলেন। দেশে এত কিছু ঘটে গেছে তিনি জানতেন না। ছামাদ মিয়া সম্পর্কে তথ্য তার কাছে আছে। এই বদমাইশ কাজী নজরুল ইসলাম সেজে বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রে এসেছিল। থাপ্পড় খেয়ে বিদায় হয়েছে।

কংকন ভাই সিগারেট ধরালেন। চা ছাড়া সিগারেট টেনে সুখ পাওয়া যায় না। হাশেম এখনো আসে নি বলে চা খাওয়া যাচ্ছে না। গবেষণা কেন্দ্রে চা-কফির ব্যবস্থা আছে। সিগারেট টানতে টানতে কংকন ভাইয়ের মাথায় নতুন আইডিয়া চলে এল। তিনি খানিকটা উত্তেজিত বোধ করলেন। রবীন্দ্র-ঝামেলা মিটে গেলেই এই আইডিয়া নিয়ে এগুতে হবে। দেরি করা যাবে না।

আইডিয়ার খুঁটিনাটি কিসলুকে জানাতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু জানানো যাচ্ছে না। তার মোবাইল ফোন গত রাতে চুরি গেছে। মানুষ মোবাইল ফোন সেট পকেটে রাখে। কংকনও রাখত, আই ফোন কেনার পর পকেটে রাখা বন্ধ করেছে। আই ফোন হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘোরার আনন্দই আলাদা। সবাই সারাক্ষণ দেখছে হাতের মুঠোয় কী জিনিস। মানুষকে দেখাতে গিয়েই দুর্ঘটনা। হাতের মুঠোর জিনিস ফসকে গেছে। এখন কংকন ভাই খানিকটা স্বস্তি বোধ করছেন। মাথায় যে আইডিয়া এসেছে তার সফল বাস্তবায়ন হলে একটা নতুন আই ফোন কেনার পরেও হাতে কিছু ক্যাশ টাকা থাকবে।

বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের নাম পাল্টে 'নজরুল পাঠচক্র' দেওয়া। এখানে লোকজন আসবে, জাতীয় কবির রচনা পাঠ করবে। তাঁর সম্পর্কে জানবে।

বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র নাম রাখার কিছু বিপদ আছে। সরকার বদল হলেই নাম বদল হবে। নতুন নাম 'জিয়া গবেষণা কেন্দ্র'। বাড়ি ছাত্রদলের দখলে চলে যাবে। 'নজরুল পাঠচক্র'-এ এই চক্কর থাকবে না। নতুন নামকরণ উপলক্ষে কাঙালিভোজের আয়োজন করা হবে। আলোচনা সভা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পত্রপত্রিকা এবং টিভি চ্যানেলগুলোকে দাওয়াত দেওয়া হবে।

এটা কংকন ভাইয়ের অপ্রধান আইডিয়া। প্রধান আইডিয়া হচ্ছে, যখন রান্নাবান্না শুরু হবে তখন একদল উচ্ছৃঙ্খল মানুষ হামলা করবে। অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যাবে। কয়েকজন গুরুতর আহত হবে।

এতে লাভ দু'টা। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে না। ডেকোরেটরের কাছ থেকে রান্না করার হাঁড়িপাতিল ভাড়া করলেই হবে। জখমও হবে ডেকোরেটরের লোকজন। এদের জখম হওয়ার সময়ও হয়ে গেছে। ফ্রি সার্ভিস দিতে চায় না। ঘাড়ে ধরে আদায় করতে হয়। দেশের প্রতি মায়া নাই। আছে টাকার ধান্দায়। বদমাইশের দল।

দ্বিতীয় লাভ হলো প্রচার।

কংকন ভাই কাঙালিভোজ উপলক্ষে চাঁদা সংগ্রহ কীভাবে করা যায় তা ভাবতে লাগলেন। আশেপাশের বাড়িতে যেতে হবে। সঙ্গে থাকবে কিসলু। কিসলুর চেহারা দেখলেই বাড়িওয়ালার কলিজা পানি হয়ে যাবে। মুখ ফুটে চাঁদা চাওয়ার আগেই চাঁদা চলে আসবে। চা-নাশতা চলে আসবে। অনেকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হবে। অতি ভদ্র অতি বিনয়ী নারীকণ্ঠে টেলিফোন যাবে।

নারীকণ্ঠ বলবে, বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদ থেকে বলছি। আমি রিনা। কেমন আছেন? শুভ দুপুর। (চাঁদা চাইতে হবে বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের নামে। নজরুল পাঠচক্রের নামে চাঁদা চাইলে দুই টাকার ছেঁড়া নোটও পাওয়া যাবে না।)

টেলিফোনে যে নারীকণ্ঠ চাঁদা চাইবে সে কংকন ভাইয়ের স্ত্রী, নাম সুমনা। মহিলা লীগের প্রচার সম্পাদিকা। সুমনা আদর্শ পত্নী। স্বামীর সব কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত। সে বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের একজন গবেষক। মন্ত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের তার ভালো দক্ষতা আছে। গত মাসেই ত্রাণমন্ত্রীর কাছ থেকে পাঁচশ কম্বল, তিনশ স্যুয়েটার এবং আঠারো টিন অলিভ ওয়েল নিয়ে এসেছে। সব গবেষণা কেন্দ্রে জমা আছে।

কংকন ভাইয়ের কক্ষে গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় যিনি ঢুকলেন তার গায়ে হলুদ পাঞ্জাবি। পা খালি। তার নাম হিমু। ভালো নাম হিমালয়। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কংকন ভাইকে দেখে বিনয়ে গলে গিয়ে বললেন, কংকন ভাই, কেমন আছেন? শুভ দুপুর।

কংকন ভাই বললেন, আপনি কে?

আমাকে একজন পাঠিয়েছে।

কে পাঠিয়েছে?

তাঁর নাম তো বলতে পারছি না। নিষেধ আছে। তিনি আপনার কাছে সামান্য চাঁদা চান। খুবই অল্প।

হতভম্ব কংকন ভাই অনেক কষ্টে নিজের হতভম্ব ভাব সামলালেন, তখন রাগ তাকে অভিভূত করল। তিনি রাগে তোতলাতে তোতলাতে বললেন, আমার কাছে চাঁদা চায়। বান্দির পুতটা কে?

কংকন ভাই, আপনি উনার বিষয়ে যে নোংরা কথা বলেছেন সেটা আমি শুনি নাই। মাঝে মাঝে আমি কানে কম শুনি। যাই হোক, আপনি তের তারিখ রাত আটটার মধ্যে টাকার ব্যবস্থা করবেন। বেশি না, তের লাখ। তের তারিখের সঙ্গে মিল রেখে তের লাখ। দশ তারিখ হলে বলতাম দশ লাখ। আপনার তিন লাখ টাকা বাঁচত। কিন্তু উনি ডেট দিয়েছেন তের।

তের লাখ টাকা চাঁদা চায়! আমার কাছে? আপনি কে? কী নাম?

আমার নাম হিমু। অনেকে ডাকে হিমালয়। হিমালয় ঠাণ্ডা তো কাজেই হিমালয়। আমি নিজেও ঠাণ্ডা আবার কেউ কেউ ডাকে হিমবাহ। হিমবাহ বুঝেন তো? পানির উপরে সামান্য বের হয়ে থাকে। সবটাই থাকে নিচে। আপনি আমার পানির উপরের অংশ দেখছেন। নিচেরটা দেখছেন না।

তোমার পেটের ভুঁড়ি বের করতে আমার এক মিনিট লাগবে। আমারে চিনো না।

আপনাকে কেন চিনব না! আপনি কংকন ভাইয়া। অন্যের বাড়ি দখল করে আসর জমিয়ে বসেছেন। আজ আপনি একা কেন? আপনার লোকজন কোথায়? মোবাইলে টেলিফোন করে লোকজন যে ডাকবেন তাও সম্ভব না। মোবাইল হারিয়ে ফেলেছেন, তাই না? আহারে, এমন দামি সেট!

তুই জানস ক্যামনে? এই মোবাইলের খবর তুই ক্যামনে জানস?

হিমু বলল, শুরু করেছিলেন আপনি, তারপর তুমি, এখন তুই। আমি আপনি দিয়ে শুরু করেছি, শেষ পর্যন্ত আপনি বলব। ভদ্রতার খেলাফ হবে না। কষ্ট করে জানালা দিয়ে একটু বাইরে তাকাবেন। কাউকে কি দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়? উনাকে চিনেন? উনার নাম জগলু। আঙুলকাটা জগলু। উনি নিজের আঙুল কাটেন না। অন্যের আঙুল কাটেন। এইজন্যেই নাম আঙুলকাটা জগলু। কংকন ভাই, আপনার এখানে চায়ের ব্যবস্থা আছে না? এক কাপ চা খাওয়া যাবে?

কংকন কিছু বলল না। আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকাল। কিসলুর আসার কথা। এখনো কেন আসছে না। জানালা দিয়ে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ভাওতাবাজি হতে পারে। আঙুলকাটা জগলুকে কংকন চিনে। আঙুলকাটা জগলু দিনেদুপুরে বের হবে না। তাছাড়া সে যতদূর জানে আঙুলকাটা জগলু জেলে। তার কাছে মনে হচ্ছে পুরোটাই ভাওতাবাজি। দেশ চলছে ভাওতার উপরে।

কংকন ভাই, চায়ের কথা বলেছিলাম।

চা বানানোর লোক নাই।

অপেক্ষা করি, আপনার লোকজন আসুক। চা খাই। আমি আপনার এখান থেকে চা না খেয়ে চলে যাব এটা কেমন কথা? আপনার ইজ্জত আছে না?

সাহস থাকলে বসে থাক।

হিমু শান্ত গলায় বলল, সাহসের আমার অভাব নাই। সাহসের অভাব আপনার। আমি চায়ের জন্যে অপেক্ষা করব। আসুক আপনার লোকজন। শুনেছি আপনার এখানে ক্যারাম খেলা হয়, একদান ক্যারামও খেলব।

কংকনের ঠোঁটের কোনায় এই প্রথম সামান্য হাসির আভাস দেখা গেল। কারণ কিসলু আসছে। দরজা দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে। কিসলুর সঙ্গে হাশেমও আছে।

কংকন বলল, তুই বোস তোরে আমি চা খিলাব। একজন মুখ হা করায়ে ধরে রাখবে অন্যজন মুখে গরম চা ঢালবে। যত পারিস খাবি।

হিমু বলল, ধন্যবাদ। চা মুখে ঢেলে দিবে, আমাকে কিছু করতে হবে না—এইজন্যে শুকরিয়া। কংকন ভাই, আপনি মহান।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে কিসলু ঢুকল। তার পেছনে পেছনে হাশেম। কিসলু ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল, হিমু ভাই! আপনি এখানে। কী আশ্চর্য! আমাকে চিনেছেন?

না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কিসলু। আপনার জন্যে জানে বাঁচলাম। ঐ রাতে আপনি না থাকলে জানে মরতাম। ওরে বাপরে, কী বিপদ যে গেছে! আপনারে এইখানে দেখব চিন্তাই করি নাই। যে রাতে আপনারে প্রথম দেখি আমি কিন্তু আপনারে মানুষ ভাবি নাই। ভাবছি ফেরেশতা। কিছু মনে নিয়েন না হিমু ভাই, আপনারে কদমবুসি করব।

হিমু বলল, দ্রুত এক কাপ চা খাওয়াও তো কিসলু।

চা এক কাপ কী জন্যে খাবেন? চা খাবেন হাজার কাপ।

কংকন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে। সে তার এক জীবনে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা দেখেছে, এরকম দেখে নি। তার শরীর ঝিমঝিম করছে। সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করছে। বিচিত্র কারণে সিগারেট ধরাতে ভয় লাগছে।

কিসলু লোকটাকে কদমবুসি করেছে এটা না হয় মানা গেল। তার দেখাদেখি হাশেমও কদমবুসি করে হাত কচলাচ্ছে—এর অর্থ কী?

হিমু বলল, কিসলু। চা দু'কাপ বানাবে। বাইরে আঙুলকাটা জগলু আছে। উনাকে এক কাপ চা দিবে।

কিসলু বিড়বিড় করে বলল, খাইছে আমারে! আমি তো মরতে বসছিলাম আঙুলকাটা জগলুর কাছে। এ আবার জেলে আছে?

হিমু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জেলে নকল জগলু। আসলটা বাইরে। তুমি চা নিয়ে যাও। দেখলেই চিনবে। আমি দোতলায় যাচ্ছি। কংকন ভাইকে দোতলায় পাঠাও। তার সঙ্গে আমার প্রাইভেট কিছু কথা আছে।

হিমু এবং কংকন ভাই মুখোমুখি বসা। হিমুর হাতে চায়ের কাপ। কংকন ভাইয়ের হাতে পানির গ্লাস। গ্লাসে কয়েক টুকরা বরফ। পানিতে 'ভদকা' নামক ওষুধ খানিকটা দেয়া হয়েছে। এই ওষুধ ভয় কমাতে সাহায্য করে। ওষুধের দু'টা বোতল কংকন ভাইয়ের প্রাইভেট আলমারিতে সবসময় থাকে।

হিমু বলল, ভয় পেয়েছেন?

কংকন জবাব দিল না। হিমু বলল, আমাকে শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন। আমি নির্বিষ। তের লাখ টাকা চাঁদার কথা যা বলেছি সেটাও ভুয়া। আপনাকে চাঁদা জোগাড় করতে হবে না।

কংকন ভাইয়ের ফ্যাকাশে মুখে কিছু রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে। ফ্যাকাশেভাব কিছুটা দূর হয়েছে। তিনি ঘনঘন গ্লাসে কয়েকটা চুমুক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলেন। হিমু বলল, চাঁদা না দিলেও তের তারিখে এই বাড়িটা ছেড়ে দেবেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণা অন্য কোথাও করবেন। ভালো কথা, আপনি ছাত্রলীগ করেন। বঙ্গবন্ধু যখন সপরিবারে নিহত হলেন তখন কিন্তু আপনার ছাত্রলীগ টুঁ শব্দ করে নাই। মিটিং মিছিল দূরের কথা।

সেই সময়ের ছাত্রলীগ কী করছে তার দায়িত্ব তো আমাদের না।

হিমু বলল, আচ্ছা এই সময়ের ছাত্রলীগের কথাই হোক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে অ্যারেস্ট করে জেলে ঢোকানো হলো। তখনো কিন্তু আপনারা টুঁ শব্দ করেন নি। মিটিং না, মিছিল না । আজ অন্যের বাড়ি দখল করে গবেষণা কেন্দ্র খুলে বসেছেন।

ওষুধে কাজ দিয়েছে। হারানো সাহস ফিরে আসছে। কংকন খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, আপনি কি ভেবেছেন এত সহজে পার পেয়ে যাবেন? না। আমি এর শোধ যদি না নেই আমার নাম কংকন না। আমার স্ত্রীর নাম সুমনা না।

হিমু নামের মানুষটা হাসছে। এই লোকটা হাসছে কেন? তার হাসির কী আছে? হাসির শব্দ শুনে কংকনের আবার ভয় লাগতে শুরু করেছে। কংকন বড় করে গ্লাসে চুমুক দিল। সে বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছে।

হিমু বলল, যে অন্যকে ভয় দেখায় সে নিজে সবসময় ভয়ের মধ্যে থাকে। ভয়ে আপনার কলিজা শুকিয়ে গেছে। ভয়ের প্রধান কারণ হলো, আপনি আমাকে বুঝতে পারছেন না। মানুষ ভূতপ্রেত বুঝে না বলে ভূতপ্রেত ভয় পায়। মৃত্যুকে বুঝতে পারে না বলে মৃত্যু ভয় পায়। আপনি আমাকে এই কারণেই ভয় পাচ্ছেন। আমি এখন চলে যাব। ভাই, ভয়টা দূর করেন। কাউকে ভয় দেখাতে আমার ভালো লাগে না। এরপরেও কেন যে মাঝে মাঝে ভয় দেখাই!

এই বাড়ি বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের জন্যে ছামাদ দান করেছে। আমার কাছে দলিল আছে। আমার নামে দলিল।

আপনি আবার ছামাদের নামে দলিল করে দিবেন। ছামাদ বেচারার নিজের বাড়ি থাকতে ফুটপাতে ঘুমায়।

সেটা আমার দেখার বিষয় না। বাড়ি লিখে দেওয়ার সময় মনে ছিল না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমু উঠে দাঁড়াল। শান্ত গলায় বলল, ভাই আমি যাচ্ছি। সুমনা ভাবিকে আমার সালাম দিবেন।

হিমুকে বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল কিসলু। কিসলু গলা নামিয়ে বলল, আপনি বললেন আঙুলকাটা জগলুর কথা। আমি চা নিয়ে দেখি কেউ নাই। তখনই বুঝলাম ঘটনা আছে। হিমু ভাই, ঘটনা কী? আঙুলকাটা জগলু কি ছিল?

না।

তার কথা কী জন্যে বলেছেন?

কংকনকে ভয় দেখানোর জন্যে বলেছি।

কংকন ভাই ভয় খাওয়ার জিনিস না, তয় আপনারে বিরাট ভয় পাইছে। অবশ্য আপনারে তো ভয় পাইতেই হবে।

হিমু বলল, কিসলু যাই?

কিসলু বলল, চলেন একটা চায়ের দোকানে বসি। আপনার সঙ্গে এক কাপ চা খাই। আপনার মুখ থেকে দু'টা ভালো কথা শুনি। চারদিকে মন্দ কথা শুনি, দুষ্ট কথা শুনি। দু'টা ভালো কথা শুনতে মন চায়।

রাস্তার পাশে চায়ের দোকান। দোকানের সামনে বেঞ্চি পাতা। হিমু এবং কিসলু বসেছে। হিমু হাসতে হাসতে বলল, ভালো কথা শোনার জন্যে প্রস্তুত?

কিসলু বলল, জি হিমু ভাই।

হিমু বলল, একজন সাধুর গল্প শোনো। সাধুর নাম ঋষি কাশ্যপ। তার কাছে ভয়ঙ্কর এক খুনি এসেছে। সে সাধুর কাছে দীক্ষা নিতে চায়।

সাধু বললেন, তুমি অতি ভয়ঙ্কর মানুষ। তারপরেও তোমাকে আমি দীক্ষা দিব। একটা শর্ত আছে। আজ সন্ধ্যার মধ্যে তোমাকে যে-কোনো একটা ভালো কাজ করতে হবে।

কী রকম ভালো কাজ সাধুজি?

যে-কোনো ভালো কাজ। যত তুচ্ছই হোক ভালো কাজ হলেই হবে। একটা ভালো কাজ করে আমার কাছে আসবে, আমি তোমাকে দীক্ষা দিব।

ভয়ঙ্কর মানুষ ভালো কাজের সন্ধানে বের হলো। একটা কুকুরের সঙ্গে তার দেখা। কুকুরটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে যাচ্ছে, কারণ তার একটা ঠ্যাং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। পিঠে ঘা। ভয়ঙ্কর মানুষটার মনে হলো কুকুরটা কষ্ট পাচ্ছে। তার কষ্ট লাঘব হওয়া দরকার। সে থান ইট দিয়ে কুকুরের মাথায় বাড়ি দিয়ে তাকে মেরে ফেলে সাধুর কাছে উপস্থিত হয়ে ভালো কাজটা কী করেছে তা বলল। বিস্তারিত বলল। সে ভালো কাজ করতে পারায় আনন্দিত।

সাধুজি বললেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। স্নান করে আসো, তোমাকে দীক্ষা দেব।

কিসলু বলল, এটা কী করে সম্ভব? ঐ লোক তো ভয়ঙ্কর মন্দ কাজ করেছে। ভালো কাজ তো করে নাই।

হিমু বলল, যে ভালো কাজ করতে পারে তার দীক্ষার প্রয়োজন নাই। যে ভালো কাজ করতে পারে না তারই দীক্ষার প্রয়োজন।

হিমু ভাই, জটিল গল্প শুনলাম।

হিমু বলল, এই গল্প আমি আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি। বাবা প্রায়ই আমাকে শিক্ষামূলক জটিল গল্প বলতেন। ভালো কাজ বা সৎকর্ম নিয়ে বাবার একটা থিওরি আছে। থিওরিটা সত্য। শুনবে?

কিসলু আগ্রহ নিয়ে বলল, শুনব।

বাবা বলতেন, যে-কোনো মানুষ যদি প্রতিদিন একটি করে ভালো কাজ সাত দিন করে সে মহাপুরুষের পর্যায়ে উঠে যাবে। এর পর সে যা-ই বলবে তা-ই সত্য হবে।

বলেন কী!

চেষ্টা করে দেখবে? প্রতিদিন একটা ভালো কাজ করাও কিন্তু বেশ কঠিন।

অবশ্যই চেষ্টা করে দেখব। এখনই একটা ভালো কাজ করব। ঐ দেখেন হিমু ভাই, একটা বুড়া মানুষ রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছে, গাড়ির কারণে পার হতে পারছে না। তাকে যদি রাস্তা পার করায়ে দেই কাজটা কি ভালো কাজ হবে?

অবশ্যই হবে।

কিসলু লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছুটে গেল রাস্তায়। দু'হাত তুলে গাড়ি থামাল। বৃদ্ধকে হাত ধরে রাস্তা পার করল। বৃদ্ধ বলল, আব্বাজি, আপনার নাম?

কিসলু বলল, আমার ডাকনাম কিসলু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধ বলল, আধাঘণ্টার উপর চেষ্টা করতেছিলাম। রাস্তা পার হইতে পারি নাই। আপনে পার করেছেন। আজ মাগরেবের ওয়াক্তে আপনার জন্যে দোয়া করব বলে আপনার নাম জানতে চেয়েছি।

কিসলুর চোখে পানি এসে গেল। সে বের হলো দ্বিতীয় ভালো কাজের সন্ধানে। একটা ভালো কাজ করে সে তৃপ্তি পাচ্ছে না।

হিমুর বাবা ভালো কাজ বিষয়ে হিমুকে লিখিত উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন—

> বাবা হিমালয়,
>
> ভালো কর্ম বা সৎকর্ম করার তোমার প্রয়োজন নাই। সৎকর্ম নেশার মতো। একটি সৎকর্ম করলে আরেকটি করতে ইচ্ছা করবে। সৎকর্মের নেশা তৈরি হবে। যে-কোনো নেশাই মানুষের জন্যে ক্ষতিকর। নেশা হলো নেশা। ভালো নেশা মন্দ নেশা বলে কিছু নাই। তুমি সেই সৎকর্ম করবে যা অন্যরা করতে পারছে না। অন্যদের করার ক্ষমতা নাই।
>
> সৎকর্ম যেমন নেশা তৈরি করে অসৎকর্মও করে। নেশাগ্রস্ত হয়ে দুষ্টলোক একের পর এক অসৎকর্ম করতে থাকে।
>
> এখন কি বুঝতে পারছ সৎকর্ম অসৎকর্ম একই মুদ্রার দুই পিঠ?

কিসলু সন্ধ্যা মেলাবার আগেই চারটি সৎকর্ম করে ফেলল। সৎকর্ম এবং তার ফলাফল নিম্নরূপ—

১. বৃদ্ধকে রাস্তা পার করানো।
(বৃদ্ধ তার নাম জানতে চেয়েছে এবং বলেছে মাগরেবের নামাজে তার জন্যে দোয়া করবে।)

২. একজন টোকাইকে পাউরুটি এবং কলা কিনে দেওয়া।
(টোকাই পাউরুটি-কলা হাতে নিয়েই দৌড় দিয়েছে। তার আচরণ রহস্যময়।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. এক মহিলা মালিবাগ যাবে, রিকশা পাচ্ছিল না। কোনো রিকশাই মালিবাগ যাবে না। তার জন্যে রিকশার ব্যবস্থা করে দেওয়া।
(এই মহিলার আচরণও টোকাইয়ের মতো। সে গম্ভীরমুখে রিকশায় উঠেছে। কিসলুর দিকে ফিরেও তাকায় নি। যেন রিকশা এনে দেওয়া কিসলুর দায়িত্ব।)

৪. একজন ট্রাফিক পুলিশকে এক বোতল পানি কিনে দেওয়া।
(পানির বোতল পেয়ে ট্রাফিক পুলিশ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিল। তার চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম। ট্রাফিক পুলিশ বলল, ভাই, আপনি আমাকে পানির বোতল দিলেন কী জন্যে? কিসলু বলল, অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করেছি আপনি রোদে দৌড়াদৌড়ি করছেন। আপনাকে দেখে মনে হলো, আপনার পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। ডিউটি ছেড়ে যেতে পারছেন না।
ট্রাফিক পুলিশ বলল, ভাই আপনি হাতটা বাড়ান। আপনার হাতটা একটু ধরব।)

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে, এখন ভালো কাজ না করলেও চলে; ভালো কাজ সন্ধ্যা পর্যন্ত করার কথা। তারপরেও কিসলুর মাথায় ঘুরতে লাগল—আর কী করা যায়? সে রীতিমতো অস্থির।

AMARBOI.COM

অফিসার গফুরকে ধানমন্ডি থানা থেকে ক্লোজ করে খাগড়াছড়ি থানায় ওপেন করা হয়েছে। তিনি সেখানে ভালো আছেন। থানা কম্পাউন্ডের পেছনে অনেকখানি জায়গা। তিনি সেখানে সবজি চাষ শুরু করেছেন। পাহাড়ি বেগুন লাগিয়েছেন। থানায় কাজকর্ম নাই। পাহাড়িরা ঘুষ দেওয়া শিখতে পারে নি বলে থানায় আসে না। মামলা-মোকদ্দমা নাই। ঝামেলা নিজেরা মিটিয়ে ফেলে। কাজেই অফিসার গফুর সবজি চাষে মন দিয়েছেন। রাতে জঙ্গল দেখেন। হাতির ভয়ে সারা রাত তাকে জেগে থাকতে হয়। প্রায়ই বন্য হাতির পাল বের হয়। এদের ঝোঁকটা কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে থানার দিকে। একটা পুরো রাত তাকে থানা কম্পাউন্ডের বিশাল শিরিষগাছে উঠে কাটাতে হয়েছে। সেই রাতে হাতির পাল আরেকটু হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থানায় ঢুকে যেত। শিরিষগাছে দ্রুত ওঠার জন্যে তিনি অর্ডার দিয়ে একটা মই বানিয়েছেন। মই গাছের সঙ্গে সেট করা হয়েছে।

নাজমুল হুদকে পুরনো জায়গায় এনে ওপেন করা হয়েছে। রবীন্দ্র-সমস্যার পূর্ণ সমাধানের জন্যে তাকে সাত দিন সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সাত দিনে সমাধান না হলে তাকেও খাগড়াছড়ি যেতে হবে। ১৩ তারিখ সাত দিন শেষ হবে। তবে খাগড়াছড়ি নিয়ে তিনি চিন্তিত না। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, চাকরি ছেড়ে দেবেন। তার মধ্যে অভিনয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যাচ্ছে। তিনি আজিজ সুপার মার্কেট থেকে একটা বই কিনেছেন। বইয়ের নাম 'অভিনয় কলা'। বইয়ে অভিনয়-বিষয়ে অনেক টিপস দেওয়া আছে। চোখের এবং মুখের এক্সারসাইজ দেওয়া আছে। আয়নার সামনে এইসব এক্সারসাইজ তিনি নিয়মিত করছেন। গলার স্বর উন্নত করার জন্যে হারমোনিয়াম কিনে 'সারেগামাপাধানিসা' করছেন। আবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি হয়ে বৃন্দ আবৃত্তি করছেন।

রাতে তার ভালো ঘুম হচ্ছে না। অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছেন। সব স্বপ্নই অভিনয়বিষয়ক এবং প্রতিটি স্বপ্নে মিস রিনকি থাকছেন। শুধু থাকছেন তা-না, তার স্ত্রী হিসেবে অভিনয় করছেন। গত রাতের স্বপ্নে তিনি এবং মিস রিনকি একটা স্কুলের সামনে দাঁড়ানো। দু'জনেই ভক্তদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন। স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ হচ্ছে তাদের শিশুকন্যা স্কুলে। তারা শিশুকন্যাকে নিতে এসেছেন। স্বপ্নে শিশুকন্যার নাম জানা যায় নি।

ওসি সাহেব তার খাসকামরায়। আজ তার মেজাজ ভয়ঙ্কর খারাপ। মেজাজ খারাপের প্রধান এবং একমাত্র কারণও মিস রিনকি। পত্রিকায় তাকে নিয়ে একটা খবর বের হয়েছে। তিনি নাকি চিত্রজগতের সুপার হিরো গালিব খানের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। প্রতিবেদক দাবি করছেন, তার কাছে কাবিননামার ফটোকপি আছে। প্রয়োজনে তিনি তা প্রকাশ করবেন। মিস রিনকি এবং গালিব খানের ছবিও ছাপা হয়েছে। ছবিতে দু'জন দু'জনের দিকে প্রেমপূর্ণ নয়নে তাকিয়ে আছেন।

ওসি সাহেবের ইচ্ছা করছে ভয়ঙ্কর কিছু করতে, যাতে এক কথায় তার নিজের চাকরি চলে যায়। খাকি পোশাক পরে বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না। ভয়ঙ্কর কী করবেন তাও মাথায় আসছে না। আপাতত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলপয়েন্টের খোঁচায় গালিব খানের দু'টা চোখ ফুটা করে দিয়েছেন। অন্ধ গালিব খানকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

নাজমুল হুদের এমন মানসিক অবস্থায় থানায় ঢুকল কংকন ভাই। সে এসেছে সচেতন নাগরিক হিসাবে ছামাদ মিয়া বিষয়ে তথ্য দিতে এবং হিমুকে নিয়ে একটা ডায়েরি করিয়ে রাখতে। ডায়েরিতে লেখা হবে হিমু তাকে জীবননাশের হুমকি দিয়েছে।

ওসি সাহেব, আমার নাম কংকন। আমি বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান পরিচালক। ভালো আছেন?

এই বলে কংকন হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়াল। ওসি সাহেব 'ও' বলে ঝিম মেরে রইলেন। হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়ালেন না। কংকনের মাথা ঝিমঝিম করছে। সে হাত বাড়িয়ে আছে, ওসি সাহেব হাত বাড়াচ্ছেন না। এ-কী ভয়ঙ্কর অপমান! এত বড় অপমানের ভেতর দিয়ে তাকে একবার শুধু যেতে হয়েছিল। সে গিয়েছিল ধর্মমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। তাকে এক ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পর মন্ত্রীর পিএস বলল, দেখা হবে না। কংকন বলল, আপনি কি উনাকে আমার কার্ড দিয়েছেন? পিএস বলল, দিয়েছিলাম। মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, দেখা হবে না। কংকন সেই অপমানের শোধ ভালোভাবে নিয়েছিল। এক পয়সা দামের ওসির অপমানের শোধ সে কীভাবে নিবে তা-ই এখন ভাবছে। কংকন হাসিমুখে বলল, আপনি বোধহয় লক্ষ করেন নি আমি হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়িয়েছি।

ওসি সাহেব আবারও বললেন, ও। এবারও তাকে হাত বাড়াতে দেখা গেল না। তিনি রিভলভিং চেয়ারে একটা চক্কর দিলেন। হাতের বলপয়েন্ট দিয়ে গালিব খানের নাম কেটে লিখলেন গাধা খান।

কংকন গম্ভীর মুখে বসল। হাত গুটিয়ে নেওয়া ছাড়া তার আর কিছু করার নেই। ঘরে ওসি ছাড়া আর কেউ নেই বলে তার অপমান কারও চোখে পড়ল না। 'মানী ব্যক্তির মান আল্লা রক্ষা করেন'—কথাটা ভুল না।

আপনাকে আগে একবার বলেছি, মনে হয় মিস করেছেন, আমি বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান পরিচালক।

ওসি সাহেব খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন, তাহলে বলেন দেখি বঙ্গবন্ধু পাঞ্জাবির নিচে গেঞ্জি পরতেন নাকি পরতেন না? ঝটপট জবাব চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতভম্ব কংকন বলল, এটা আমাদের গবেষণার বিষয় না। ওসি সাহেব, আমার নাম কংকন। নামটা আপনার পরিচিত থাকার কথা। আমি ছাত্রলীগের...

কংকন কথা শেষ করার আগেই নাজমুল হুদ আনন্দিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, পাইছি তোরে।

কী বললেন?

বললাম, পাইছি তোরে। তুই ছামাদের বাড়ি দখল করে গবেষণা কেন্দ্র খুলেছিস। ঠিক ধরেছি না? আজ তোকে পাকিস্তানি ডলা দেওয়া হবে। পাকিস্তানি ডলা কী জানস? উপরের চামড়া থাকবে টাইট, ভিতরে হাড্ডি গুঁড়া। এক্কেবারে ট্যালকম পাউডার।

কংকন বলল, আপনি বোধহয় জানেন না। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনাকে খাগড়াছড়িতে ট্রান্সফার করতে পারি।

ট্রান্সফার কর। তারচেয়ে ভালো হয় চাকরি খেয়ে ফেল। বান্দরের বাচ্চা খান্দর। তুই একটা খান্দর। খান্দর কী জানস? বান্দরের থাকে একটা লেজ আর খান্দরের থাকে দুইটা লেজ। তোর প্যান্টের ভিতর আছে দুইটা লেজ। পাছায় হাত দিয়ে দেখ।

কংকন শান্ত গলায় বলল, আপনার টেলিফোনটা কি ব্যবহার করতে পারি? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একটা কল করব।

কোনো সমস্যা নাই, কল কর। আইজি স্যারকে কর। প্রধানমন্ত্রীর পিএসকে কর। যত ইচ্ছা টেলিফোন করতে থাক। টেলিফোন করার আগে মাথাটা একটু সামনে এগিয়ে আন। তোর কান মলে দিব।

কী বললেন?

বললাম মাথাটা একটু সামনে আন, তোর কান মলে দিব। বান্দরের বাচ্চা খান্দর।

ইউ আর এ ম্যাড পারসন।

নাজমুল হুদ আনন্দিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। বেল টিপে কনস্টেবলকে ডেকে বললেন, এই খান্দরটাকে কানে ধরে হাজতে নিয়ে ঢুকাও।

কংকন কল্পনাও করে নি সত্যি সত্যি এই কাজ করা হবে। এক পয়সা দামের কনস্টেবল তাকে কানে ধরে হাজতে ঢোকাবে। হাজতের দেয়ালে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে মোবাইল ফোন নেই যে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারও সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তার গা ঝিমঝিম করছে। বারবার মনে হচ্ছে এইসব কিছুই ঘটে নাই। সে দুঃস্বপ্ন দেখছে। ঘুম ভাঙলেই দেখবে সে সুমনার পাশে শুয়ে আছে। তার পায়ের উপর সুমনার গাবদা পা।

ওসি সাহেব মিস রিনকির খবর আরেকবার পড়লেন। তার মেজাজ আরও খানিকটা খারাপ হলো। তিনি গাধা খান নাম কেটে লিখলেন খান্দর খান। এতে তার মন খানিকটা শান্ত হলো। 'খ' এর অনুপ্রাসটা ভালো লাগছে। এইসময় থানায় ঢুকল কেয়া-খেয়ার বাবা, আফতাব। সে ভয়ে ভয়ে বলল, স্যার আমার মেয়ে দু'টার সংবাদ নিতে এসেছি। ওদের নাম...

ওসি সাহেব কথা শেষ করতে দিলেন না। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, হাজতে ঢুকে যাও। দেরি করবা না। এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনব, এর মধ্যে হাজতে ঢুকবে। এক—দুই—

আফতাব বলল, আপনি কী বললেন বুঝলাম না স্যার, কোথায় ঢুকে যাব?

হাজতে ঢুকে যাবে। আর কোথায়?

আফতাব ভীত গলায় বলল, আমার মেয়েরা কি আপনাকে উল্টাপাল্টা কিছু বলেছে? ওদের কথা বিশ্বাস করার কিছু নাই।

ওসি সাহেব বিকট গলায় চিৎকার দিলেন, ঘাউ!

আফতাব লাফ দিয়ে সরে গেল। বিকট ঘাউ সে আশা করে নি। ওসি সাহেব ছামাদের কাছে ঘাউ শুনেছিলেন। তার মস্তিষ্ক ঘাউ জমা করে রেখে দিয়েছিল, সময় বুঝে বের করেছে। আফতাব বিড়বিড় করে বলল, স্যার আমি নিরাপরাধ।

ঘাউ ঘাউ!

এবারের ঘাউ প্রচণ্ড নিনাদে। সেকেন্ড অফিসার এবং দু'জন কনস্টেবল ছুটে এল। আফতাব বলল, জোবেদা নিজে ফাঁসিতে ঝুলেছে। আমি নামাতে গেছি। মেয়েরা এটা বুঝে নাই। তারা ভেবেছে আমি ফাঁসিতে ঝুলায়েছি।

জোবেদা কে?

কেয়া খেয়ার মা।

সে ফাঁসিতে ঝুলল কেন? তার সমস্যা কী?

জানি না স্যার কী সমস্যা।

তোর কী সমস্যা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফতাব চুপ করে আছে। তার কলিজা শুকিয়ে আসছে। তিন বছর আগের ঘটনা সবাই ভুলে বসে আছে। আজ হঠাৎ কী হয়ে গেল।

ওসি সাহেব বললেন, পুলিশ ইনভেসটিগেশন হয় নাই?

হয়েছিল। পুলিশ রিপোর্ট দিয়েছে আত্মহত্যা।

পুলিশকে কত টাকা দিয়েছিলি?

তিন লাখ চব্বিশ হাজার। ভিটামাটি সব গেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট খবর দিয়ে আনাচ্ছি। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে জবানবন্দি দিবি। যা ঘটেছে সব খুলে বলবি।

স্যার, আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। বাচ্চাগুলোকে কে দেখবে?

আমি দেখব। সেকেন্ড অফিসার, হ্যান্ডকাফ পরায়ে চেয়ারের সাথে একে আটকে দাও। ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর দাও। বদমাইশটা জবানবন্দি দিবে। দিবি না?

জি স্যার দিব।

যে ওসিকে ঘুষ দিয়েছিলি তার নাম কী?

স্যার উনার নাম গফুর। মুখে বসন্তের দাগ।

AMARBOI.COM

কংকনকে হাজত থেকে বের করা হচ্ছে। সে বলল, খবর তাহলে হয়েছে। ওসি সাহেব নিশ্চয়ই পাতলা পায়খানা শুরু করেছেন। কাপড়চোপড় নষ্ট করে ফেলার কথা। হা হা হা।

সেকেন্ড অফিসার বললেন, হা হা বন্ধ। তোকে ডলা দিতে নিয়ে যাচ্ছি। ফিমেল হাজত খালি, ঐখানে তোকে ডলা দেওয়া হবে। ওসি সাহেবের হুকুম।

কংকন হতভম্ব গলায় বলল, ওসি সাহেবের না হয় মাথা খারাপ। ভাই, আপনার কি মাথা খারাপ? আমি ছাত্রলীগের বিশিষ্ট কর্মী। বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক।

সেকেন্ড অফিসার গলা নামিয়ে বললেন, আমি ছাত্রজীবনে ছাত্রদল করেছি। আপনাকে পাকিস্তানি ডলা আমি নিজে দিব। পনেরো মিনিট ডলার পর আপনি যদি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন তাহলে ডলা বন্ধ হবে। তা না হলে ডলা চলতেই থাকবে। তুলতুলা শরীর বানায়েছেন, ডলা দিতেও আরাম হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কংকনের মুখে স্কচটেপ লাগানো হলো। কোনোরকম শব্দ করার তার উপায় রইল না।

আফতাব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দিয়েছে। সে স্ত্রী হত্যার দায় স্বীকার করেছে। ওসি সাহেবের ঘাউ শব্দই তার জন্যে কাল হয়েছে।

কংকনও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দিয়েছে। তবে তার জন্যে পাকিস্তানি কৌশলের প্রয়োজন পড়েছে। কংকন বলেছে—

'আমি ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। পুলিশ কী করে যেন টের পায়। দৌড়ে আমাকে ধরে ফেলে। আমার পকেটে যে পিস্তল পাওয়া গেছে এটা আমার। বুকপকেটের ক্ষুরটা এক নাপিতের দোকান থেকে সংগ্রহ করেছি।'

প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যে পিস্তল, ক্ষুর, চাপাতি, রাম দা, পুলিশের সংগ্রহে সবসময় থাকে।

কংকনের সঙ্গে তার স্ত্রী সুমনার টেলিফোনের কথাবার্তা মূল কাহিনীর জন্যে জরুরি না। তারপরেও উদ্ধৃতির লোভ সামলাতে পারছি না। পুরো টেলিফোনের কথাবার্তা ওসি সাহেবের সামনে হয় এবং কথাবার্তা রেকর্ড করা হয়। বিচারপর্ব শুরু হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা আলামত হিসাবে কোর্টে জমা দেওয়া হয়।

AMARBOI.COM

কংকন : হ্যালো সুমনা।

সুমনা: সারা দিন কোনো খোঁজ নাই। মোবাইল হারায়ে ফেলেছ, তোমার তো উচিত ছিল আজ একটা মোবাইল কেনা। তুমি কোথায়?

কংকন : আমি ধানমন্ডি থানায়।

সুমনা : থানায় কেন? কোনো সমস্যা? কথা বলছ না কেন? হ্যালো হ্যালো।

কংকন : আমি ধরা পড়েছি সুমনা।

সুমনা : কী করেছ যে ধরা পড়েছ। কথা বলো না কেন? হ্যালো হ্যালো।

কংকন : ছিনতাই।

সুমনা : ছিনতাই মানে? তুমি ছিনতাই করেছ?

কংকন : করার আগেই ধরা পড়েছি।

[এই পর্যায়ে সেকেন্ড অফিসার চাপা গলায় বললেন, আপনার পকেটে কি পাওয়া গেছে ভাবিকে কাইন্ডলি বলেন, না বললে আবার পাকিস্তান।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুমনা : হ্যালো হ্যালো।

কংকন : পুলিশ আমার পকেটে পিস্তল আর ক্ষুর পেয়েছে।

সুমনা : পিস্তল, কার পিস্তল?

কংকন : আমার।

সুমনা : হায় খোদা, তুমি কী বলো!

[সেকেন্ডে অফিসার বললেন, ভাবিকে বলুন, I love you, আজ ভ্যালেনটাইনস ডে।]

কংকন : সুমনা, I love you.

আজ ভ্যালেনটাইনস ডে জানার পর ওসি সাহেব খানিকটা বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। কাকতালীয়ভাবেই তখন তার কাছে একটা টেলিফোন এল।

নারীকণ্ঠ : হ্যালো!

ওসি: আপনি কে? কাকে চান?

নারীকণ্ঠ: ধমকাচ্ছেন কেন? পুলিশে চাকরি করেন বলে কেউ টেলিফোন করলেই ধমক দিয়ে শুরু করবেন? সরি বলুন।

ওসি : আপনি কে? কী চান?

নারীকণ্ঠ : আমি রিনকি। আমি কিছু চাই না।

ওসি : মিস রিনকি, ক্ষমা চাই, ক্ষমা চাই ক্ষমা চাই। ক্ষমা চাই।

নারীকণ্ঠ : একবার ক্ষমা চেয়েছেন যথেষ্ট। একশবার ক্ষমা চাই বলতে হবে না।

ওসি : আপনি আমাকে টেলিফোন করবেন চিন্তাই করি নাই। ম্যাডাম, আপনাকে অভিনন্দন জানাতে ভুলে গেছি।

নারীকণ্ঠ : অভিনন্দন কেন? আমি কী করেছি?

ওসি : আপনার বিয়ের খবরটা কাগজে পড়লাম। হাওয়া থেকে পাওয়া। ছবিসহ নিউজ। আপনাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।

নারীকণ্ঠ : আপনি মনে হয় নিয়মিত কাগজ পড়েন না। নিয়মিত কাগজ পড়লে জানতেন যে মাসে একবার আমার বিয়ে হয়।

ওসি : Oh my Good! বিয়ে করেন নি? আমার বুক থেকে মনে হচ্ছে দুই মণ ওজনের গ্রানাইট পাথর নেমে গেছে।

নারীকণ্ঠ : আমার বিয়ে হয় নি তাতে আপনার বুক থেকে পাথর নামল কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওসি : না মানে ইয়ে, আমি আপনার ভক্ত তো। ভক্তদের কাছে নায়িকার বিয়ে হওয়া দুঃসংবাদ। আমি কি বোঝাতে পেরেছি?

নারীকণ্ঠ : জি পেরেছেন। আচ্ছা শুনুন আমি খুবই অসুস্থ। জ্বর। একটু আগে থার্মোমিটার দিয়ে মেপেছি—একশ দুই। আপনি কি আমাকে দেখতে আসবেন?

ওসি : এক্ষুণি আসছি। ঠিকানা বলুন।

নারীকণ্ঠ : খালি হাতে আসবেন না। ফুল আনবেন। আজ ভ্যালেনটাইনস ডে।

ওসি: অবশ্যই ফুল আনব। অবশ্য। অবশ্যই, অবশ্যই।

নারীকণ্ঠ : আপনি আবার ভেবে বসবেন না যে আমি আপনার প্রেমে পড়েছি।

ওসি : আমি ভাবছি না। নায়িকারা নায়কদের প্রেমে পড়ে। খাকি পোশাক পরা পুলিশের প্রেমে পড়ে না। নিয়ম নাই।

ওসি সাহেবের সঙ্গে দুই হাজার টাকা ছিল। তিনি সেকেন্ড অফিসারের কাছ থেকে তিন হাজার টাকা ধার করে পাঁচ হাজার টাকার গোলাপ কিনলেন। পাঁচ টাকা করে গোলাপের দাম। এক হাজার গোলাপ পাওয়া গেল।

যেদিন তার স্ত্রী রেহনুমা মারা যায় সেদিন ভোরবেলায় তিনি তার স্ত্রীকে এক হাজার গোলাপ উপহার দিয়েছিলেন।

জনৈক মন্ত্রী টেলিফোন করেছেন। ওসি সাহেব থানায় নেই। টেলিফোন ধরলেন সেকেন্ড অফিসার। মন্ত্রী মহোদয় বললেন, আপনি কি অফিসার ইনচার্জ?

জি স্যার, ওসি সাহেব অপারেশনে গেছেন। আমি সেকেন্ড অফিসার। আমার নাম আখলাখ।

কংকন নামে কেউ কি আপনাদের কাস্টডিতে আছে?

জি স্যার।

তিনি আমাদের একজন বিশিষ্ট কর্মী। তাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

অবশ্যই স্যার। আমি নিজে গাড়ি করে বাসায় পৌঁছে দিব।

ধন্যবাদ। আপনার নামটা যেন কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আখলাখ।

আপনি ভালো অফিসার। আমি আপনার জন্যে হাই লেভেলে সুপারিশ করব।

স্যার থ্যাংক য়্যু।

কংকনকে কতক্ষণের মধ্যে রিলিজ করছেন?

আপনার কাছ থেকে লিখিত অর্ডার পাওয়া মাত্র রিলিজ করে দিব। কংকন ভাইজানের নিউজ পত্রিকায় চলে গিয়েছে তো, এখন রিলিজ করলে পত্রিকাওয়ালারা আমাকে ধরবে। আপনার লিখিত অর্ডার পেলে বলতে পারব মন্ত্রীর লিখিত নির্দেশে সন্ত্রাসী ছেড়ে দিয়েছি।

মন্ত্রী মহোদয় বললেন, হুঁ।

আখলাখ বললেন, স্যার আমার সামনে একজন সাংবাদিক বসে আছেন। কংকন ভাইকে রিলিজ করতে বলছেন তো, উনি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান। উনাকে টেলিফোনটা দেই?

মন্ত্রী মহোদয় সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে দিলেন।

আখলাখের সামনে কেউ নেই। মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলার কৌশল সে শিখেছে ওসি নাজমুল হুদের কাছে। আখলাখ হাজতের দিকে গেলেন। কংকনকে বের করলেন। কংকন বলল, মন্ত্রীর টেলিফোন এসেছে?

আখলাখ বললেন, হুঁ।

এখন বুঝবি কত ধানে কত চাল।

আখলাখ বললেন, আমার আগে তুই বুঝবি। তোকে নিয়ে যাচ্ছি ডলা দিতে। যতবার মন্ত্রীর টেলিফোন আসবে ততবার ডলা খাবি।

ভাই, আমি তো জবানবন্দি দিয়েছি। আপনি বলেছিলেন জবানবন্দি দিলে ডলা দিবেন না। ভাই, আপনার পায়ে ধরি, আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু যোগাযোগ করায়ে দেন। আমি তাকে বলব যেন আর কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ না করে। আপনাকে আমি ভাই ডাকলাম। ধর্মের ভাই।

আখলাখ কংকনকে তার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিল। সুমনা বলল, তুমি ভয় পেয়ো না। আমি হাই লেভেলে যোগাযোগ করেছি। এখন যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর অফিসে।

কংকন বলল, সব যোগাযোগ বন্ধ করো। তুমি কিসলুকে খুঁজে বের করো। যদি কেউ কিছু করতে পারে কিসলু পারবে। আর কেউ কিছু পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিসলু সৎকাজের সন্ধানে বের হয়েছে। চুনোপুটি সৎকাজের বদলে রুইকাতলা টাইপ সৎকাজ তার ভাগ্যে জুটেছে। ঝিনাইদহ থেকে এক ফ্যামিলি এসেছে ঢাকায়। বাস থেকে নামতে গিয়ে পরিবারের প্রধান ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে। এখন মারা যায়, তখন মারা যায় অবস্থা। কিসলু তাকে নিয়েই ছোটাছুটি করছে।

তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ডাক্তার বলেছেন ছয় ঘণ্টা পার না হলে কিছু বলা যাবে না। কিসলু ঠিক করেছে ছয় ঘণ্টা সে হাসপাতালেই থাকবে। কখন কী দরকার হয়। আহত মানুষটির স্ত্রী কিসলুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবা, আপনি আমার ছেলে। কিসলু বলল, মা, অস্থির হবেন না। এক মনে আল্লাকে ডাকেন। আমার মন বলছে সব ঠিক হয়ে যাবে। আল্লা মেহেরবান।

ছয় ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই ডাক্তার বললেন, পেশেন্টের অবস্থা অনেক ইমপ্রুভ করেছে। পেশেন্ট আশঙ্কামুক্ত।

কিসলুর এখানকার দায়িত্ব শেষ। সে পরের সৎকাজের সন্ধানে পথে নেমেছে।

AMARBOI.COM

মেসের ঘরে হিমু শুয়ে আছে। শহর জুড়ে লোডশেডিং। আকাশে থালার মতো চাঁদ ওঠায় শহর অন্ধকারে ডুবে যায় নি। জানালা দিয়ে হিমুর ঘরে জোছনা ঢুকেছে। জোছনার কোনো রঙ থাকে না। শুধু সিনেমার জোছনা হয় নীল। হিমুর কাছে আজ রাতের জোছনা সিনেমার জোছনার মতো নীল লাগছে। জোছনারাতে বনে যাওয়ার নিয়ম। হিমু চোখ বন্ধ করে বলল, শহরটা অরণ্য হয়ে যাক। হিমু চোখ মেলল, হ্যাঁ শহরটা অরণ্য হয়ে গেছে। এখন শহরের অলিতে গলিতে হাঁটা মানে গহীন বনের ভেতরের পায়ে চলা পথে হাঁটা।

দরজার আড়াল থেকে কেউ একজন ক্ষীণ গলায় ডাকল, হিমু ভাই।

হিমু বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, কে ছামাদ?

জি হিমু ভাই।

বাইরে কেন? ভিতরে আসো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লজ্জায় ঘরে ঢুকতে পারতেছি না। সারা দিন এক পিস টোস্ট বিস্কুট আর এক কাপ চা ছাড়া কিছুই খাই নাই। ভাত খাইতে মন চাইতেছে। চারটা ভাতের ব্যবস্থা করতে পারবেন?

হিমু বলল, বুঝতে পারছি না। নীল জোছনার রাতে হা করে জোছনা খাওয়া নিয়ম। ভাত খাওয়া ঠিক না।

তাহলে বাদ দেন। না খেয়ে আমার অভ্যাস আছে।

বাদ দিলাম। চলো আজ জোছনা খাব।

চলেন যাই। পুলিশের ভয়ে লুকায়া ছাপায় থাকি। স্বাধীন চলাফেরা বন্ধ। আপনার সঙ্গে আজ হাঁটব।

হিমু বলল, জোছনারাতে পুলিশ কাউকে ধরে না। নিয়ম নাই। ভয়ঙ্কর কোনো সন্ত্রাসীর দেখা পেলেও আজ রাতে পুলিশ তার দিকে তাকিয়ে হাসবে। নীল জোছনার নিয়ম তাই।

হিমু পথে নামল। তার হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে তার বিশেষ কোনো গন্তব্য আছে। গন্তব্যহীন পথযাত্রা না। তারা দু'জন প্রেসক্লাবের সামনে এসে দাঁড়াল। শহর এখনো অন্ধকারে ডুবে আছে। ন্যাশনাল গ্রীডে নিশ্চয়ই বড় ধরনের সমস্যা হয়েছে। সমস্যা যে হয়েছে তা আকাশের চাঁদ ধরতে পেরেছে। সে জোছনা বাড়িয়ে দিয়েছে।

আরে, হিমু ভাই না?

কে কিসলু?

জি।

সৎকাজ চালিয়ে যাচ্ছ?

এর উপরেই আছি। আজ সারা দিনে কী কী করেছি শুনেন। হাসপাতালে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কারও 'A' নেগেটিভ ব্লাড লাগবে কি না। ব্লাড দিলাম। তারপর একজনরে পাওয়া গেল রাস্তায় উসটা খেয়ে পড়ে চশমা ভেঙে ফেলেছে। চশমা ছাড়া কিছুই দেখে না। আন্ধা। তারে বাড়িতে নিয়া গেলাম। সে আমারে ছাড়বে না। ভাত খাওয়াবে। তারপর...

কিসলু! সৎকাজের বর্ণনা বন্ধ। আমি ছামাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। তোমাদের বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের বাড়িটা ছামাদের। তুমি তাকে বাড়ির দখল বুঝিয়ে দিবে। আজ রাতেই নিয়ে যাবে। এই একটা সৎকাজে অনেক দূর আগাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই আমি উনারে নিয়া যাব। বাড়ির দখল যেন তার থাকে সেই চেষ্টা নিব। হিমু ভাই, আমি অনেকদূর আগায়েছি। এখন অনেক কিছু বুঝতে পারি।

কী রকম?

ছামাদ ভাই সারা দিন কিছু খান নাই। উনার ভাত খাইতে ইচ্ছা করতেছে। এইটা পরিষ্কার বুঝতে পারতেছি।

ঠিকই বুঝেছ। তুমি আরও অনেকদূর যাবে। চলো হাঁটতে বের হই।

উনার খাওয়ার ব্যবস্থা আগে করি।

না।

তারা তিনজন হাঁটতে হাঁটতে ধানমন্ডি লেকের পাড়ে চলে এল। কিসলু বলল, জোছনা ফাইট্যা পড়তাছে। ঠিক না হিমু ভাই?

হুঁ।

চলেন লেকের ধারে বসি।

চলো।

তারা তিনজন কাঁঠালগাছের নিচে এসে বসল। কাঁঠালগাছের বড় বড় শিকড় বের হয়ে লেকের পানির দিকে নেমে গেছে। শিকড়ে বসার সুন্দর জায়গা তৈরি হয়েছে। প্রকৃতির নিজের হাতে বানানো বেঞ্চ। তিনজন চুপচাপ বসে আছে। কারও মুখে কোনো কথা নাই। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। বাতাসে কাঁঠালগাছের পাতায় শব্দ হচ্ছে। গাছে কাকের বাসা। হঠাৎ একসঙ্গে কয়েকটা কাক কা কা করে উঠল। এদের সঙ্গে আশেপাশের অনেক কাক যুক্ত হলো। চারদিকে কা কা কা কা কা। ছামাদ ভীত গলায় বলল, হিমু ভাই! ঘটনা কী?

হিমু বলল, প্রবল জোছনায় কাকদের মধ্যে বিভ্রম তৈরি হয়। তারা ভোর হয়েছে ভেবে ডাকাডাকি শুরু করে। প্রকৃতি যে শুধু মানুষের জন্যে বিভ্রম তৈরি করে তা-না, পশু পাখি সবার জন্যেই তৈরি করে।

কে যেন এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। বাইশ-তেইশ বছরের একজন যুবক। তার হাতে একটা পুঁটলি। লেকের পানি ঘেঁসে সে এগুচ্ছে। পানিতে সুন্দর ছায়া। যেন দু'জন মানুষ এগিয়ে আসছে। একজন আসছে পানির ভেতর দিয়ে। যুবক এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। শান্ত গলায় বলল, আপনারা এখানে কী করেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমু বলল, জোছনা দেখি।

আপনাদের মধ্যে হিমু কে?

আমি।

যুবক বলল, আপনারা কি রাতের খানা খেয়েছেন?

হিমু বলল, না।

আপনাদের জন্যে খানা নিয়ে এসেছি।

হিমু বলল, খাবার কে পাঠিয়েছে?

যুবক জবাব না দিয়ে পুটলি খুলে প্লাস্টিকের বাক্স বের করল। তিনটা বাক্স। বড় এক বোতল পানি। কাগজের প্লেট, প্লাস্টিকের চামচ।

হিমু আবারও বলল, খাবার কে পাঠিয়েছে?

যুবক বলল, খাবার গরম আছে খেয়ে নেন। খাবার পাঠিয়েছেন রূপা আপা। উনি জানালা দিয়ে আপনাকে দেখেছেন। আপনি উনার বাড়ির সামনে দিয়ে এসে গাছের নিচে বসেছেন।

হিমু বিড়বিড় করে বলল, আজ রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা। কাকদের কা কা চিৎকারের কারণে হিমুর কথা বোঝা গেল না। নীল জোছনায় কাকদের হৃদয়ে অস্থিরতা। তারা তাদের অস্থিরতা ছড়িয়ে দিতে চাইছে। মানুষ যেমন ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়, ফুল ছড়িয়ে দেয় সৌরভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমুর আছে জল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কানের কাছে কেউ একজন বলছে, হিমু, চোখ মেল!

আমি চোখ মেলতে পারছি না। চোখের পাতা সীসার মতো ভারী। ভারী প্রসঙ্গে চোখের পাতাকে সীসার সঙ্গে তুলনা করা হয় কেন? অনেক ধাতু আছে সীসার চেয়ে ভারী, যেমন লোহা। আমরা কখনো বলি না, চোখের পাতা লোহার মতো ভারী। লেখকরা এক একটা জিনিস চালু করেন, সেগুলি চালু হয়ে যায়। প্রাচীনকালে বাতাসে প্রদীপ নিভত, তখন ধপ করে শব্দ হতো। লেখকরা লিখলেন, 'দপ' করিয়া প্রদীপ নিভিয়া গেল। তা-ই চালু হয়ে গেল। ইলেকট্রিক বাতি নেভা প্রসঙ্গেও এখনকার লেখকরা লিখেছেন, দপ করে বাল্ব নিভে গেল।

আমি ডান পায়ে ঝাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলাম। ঘুম তাড়ানোর সহজ উপায় পা দিয়ে ঝাঁকি দেওয়া। পারলাম না। হাত-পা যেন অবশ হয়ে গেছে। পায়ের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ভালোই ঠাণ্ডা লাগছে। এতে ঘুম আরও গাঢ় হচ্ছে। হাত-পা গুটিয়ে কুকুরকুণ্ডলি নিদ্রা। মাছের তেলে মাছ ভাজার মতো নিজের ওমে নিজে গরম হওয়া।

হিমু, চোখ মেল!

আবার শুনলাম। কোনো একজন আমার ঘুম ভাঙানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেই কোনো একজনের গলা ক্রিকেটের ধারাভাষ্যকার চৌধুরী জাফরুল্লাহ শরাফতের মতো ভারী। উনি আমাকে কেন ডাকবেন বুঝতে পারছি না। ক্রিকেটের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা কি কোনো স্বপ্নদৃশ্য? মনে হয় না। স্বপ্নদৃশ্য হলে যে ডাকছে তাকে দেখা যেত। চৌধুরী জাফরুল্লাহ সাহেবকে স্বপ্নে দেখারও কিছু নেই। আমি বিড়বিড় করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বললাম, আপনি যে-ই হোন, কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করবেন না। বলতে বলতে ঘুম ভেঙে গেল।

প্রথম কিছুক্ষণ বুঝতেই পারলাম না আমি কোথায়। ঘুম ভাঙার পর নিজের অবস্থান বুঝতে দশ সেকেন্ড সময় লাগে। নিয়ম হচ্ছে এই দশ সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে থাকা। তারপর চোখ মেলে নিজের অবস্থান বুঝে নেওয়া। আমি তাই করলাম। অবস্থান জানা গেল।

আমি শুয়ে আছি দোতলা লঞ্চের ডেকে। অন্ধকারে লঞ্চ চলছে। ইঞ্জিনের ধক ধক শব্দ হচ্ছে। একজন বৃদ্ধ ছাড়া আমার আশপাশে কেউ নেই। বৃদ্ধের চেহারা হো-চি-মিনের মতো। বয়স সত্তরের বেশি। পিঠ ধনুকের মতো খানিকটা বেঁকেছে। বৃদ্ধের চোখে মোটা কাচের চশমা। কাচ এতই মোটা যে পিছনের চোখ দেখা যাচ্ছে না। হাতে বেতের বাঁকানো লাঠি। শুনেছি হযরত মুসা আলায়হেস সালামের লাঠি নাকি বাঁকা ছিল। লাঠির মাথায় চোখ আঁকা ছিল। এই বৃদ্ধের লাঠিতে চোখ নেই। চশমা এবং লাঠিতে বৃদ্ধকে মানিয়েছে। লঞ্চে কোনো শখের ফটোগ্রাফার থাকলে তাঁর অনেকগুলো ছবি উঠত। এই বৃদ্ধই কি আমাকে ডাকছিলেন? সম্ভাবনা ক্ষীণ। বৃদ্ধের আমার নাম জানার কথা না।

বাজানের ঘুম ভাঙছে?

হুঁ।

শীতে কষ্ট পাইতেছিলেন, এইজন্যে আমার চাদরটা আপনার গায়ে দিছি। নয়া চাদর, আমার মেয়েজামাই খরিদ করে দিয়েছে।

এখন কি চাদর ফেরত চান?

বৃদ্ধ কিছু বলল না, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। সে নিশ্চয়ই আমার কাছে ধন্যবাদসূচক কথাবার্তা আশা করছিল। নিজের গায়ের চাদর অন্যকে দিয়ে বৃদ্ধ কিছু প্রশংসা আশা করতেই পারে। মানুষ প্রশংসা শুনতে ভালোবাসে।

আমি শোয়া থেকে বসলাম। আয়োজন করে হাই তুলতে তুলতে বৃদ্ধকে বললাম, দুটা টাকা দিন তো। ময়লা নোট দিবেন না। ময়লা নোট ভর্তি থাকে জীবাণু। এখন জীবাণু ছানাছানি করতে পারব না। হাতের কাছে লাইফবয় সাবান নেই যে হাত ধুয়ে জীবাণুর কাছ থেকে সুরক্ষা নিব।

বাজান, আপনার কথা কিছু বুঝতেছি না।

আরও সহজ করে বলি, দুটা টাকা দেন চা খাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চা খাওয়ার টাকা দিব?

হ্যাঁ। টাকা ছাড়া ওরা চা দিবে কোন দুঃখে!

আমি দিব?

হ্যাঁ, আপনি দিবেন। গায়ে চাদর দিয়েছেন, এখন চা খিলান।

দুই টাকা ভাংতি নাই।

ভাংতি না থাকলে পাঁচ টাকার একটা নোট দেন। তিন টাকা ফেরত দিব।

বৃদ্ধ অসহায় ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করতে করতে বলল, গায়ের চাদরটা ফিরত দেন।

আমি বললাম, এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ। হাত থেকে কিছু বের হয়ে গেলে আর ফেরত আসে না। কাজেই খামাখা চাদর চাদর করে মুখে ফেনা তুলবেন না। চাদরের ব্যাপারটা ভুলে যান।

বৃদ্ধ হতাশ গলায় বলল, বাজান এইসব কী কন?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, সহজ কথা দিয়ে শুরু করেছি। আরও কঠিন কথা শুনতে হবে। রাতে লঞ্চের হোটেলে খানা খাব। খানার টাকা দিবেন। লঞ্চের টিকিট কাটি নাই। টিকেটের টাকা দিবেন। হাংকি পাংকি করবেন না। হাংকি পাংকি বোঝেন তো?

বাজান! আমি তো বিরাট বিপদে পড়লাম।

বিপদে তো অবশ্যই পড়েছেন। মানুষ খাল কেটে কুমির আনে, আপনি চাদর বিছিয়ে বাঘ নিয়ে এসেছেন। 'হালুম'।

আমার বিকট হালুম শুনে বৃদ্ধ চমকে খানিকটা পিছালেন। তাঁর চোখে সংশয়। তিনি ধরে নিয়েছেন চাদর ফেরত পেতে তাঁর ঝামেলা হবে। আমি বৃদ্ধের হাত থেকে টাকা নিয়ে বের হয়ে গেলাম। বৃদ্ধ চোখ বড় বড় করে আমার দিকে কিংবা আমার গায়ে তাঁর চাদরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। দূর থেকে দেখলাম তাঁর ঠোঁট নড়ছে। সম্ভবত দোয়া পাঠ করছেন।

তিনতলা লঞ্চের দোতলায় চায়ের দোকান। এখানে শুধু চা বিক্রি হয় না, ভাতও বিক্রি হয়। অ্যালুমিনিয়ামের বিশাল সাইজের বেশ কয়েকটা ডেগ সাজানো আছে। ভাত বিক্রি শুরু হয় নি। দোকানের এক কোনায় সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। সাইনবোর্ডে লেখা—'চাঁনপুর ক্রস করিবার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খানা দেওয়া হইবে।' খানার তালিকা দেওয়া আছে। ছোট ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে লেখা—

ইলিশ মাছ
ইলিশ মাছের ডিম
সবজি
ডাল-খাসি
মসুর ডাল
(মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করিবেন।)

কোন খাবারের কী মূল্য তা লেখা ছিল; এখন মুছে গেছে, কিংবা মুছে ফেলা হয়েছে।

দোকানের সামনে বেঞ্চ পাতা। বেঞ্চে যুবক বয়সী দুইজন উদাস ভঙ্গিতে চা খাচ্ছে। দুজনের গলাতেই লাল রঙের মাফলার। দুজনের গায়ের শার্টের রঙ হলুদ। তাদের চোখে চশমার ফ্রেমও একই। বোঝাই যাচ্ছে এরা কঠিন বন্ধু। বিয়ে করার সময়ও এরা চেষ্টা করবে একই পরিবারের দুই বোনকে বিয়ে করতে। একজনের হাতে মোবাইল। মোবাইলে নোংরা কোনো ভিডিও ক্লিপিং আছে। দুজনই আগ্রহ নিয়ে দেখছে এবং খ্যাকশিয়ালের মতো খিকখিক করে হাসতে গিয়েও হাসছে না। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

দোকানের মালিক কাঠের উঁচু চেয়ারে বসা। মাথাভর্তি ঘন চুল ছোট ছোট করে কাটা। ডাকাতের মতো চেহারা। এই লোকের দৃষ্টি ক্রমাগত ঘুরছে, কোথাও স্থির হচ্ছে না। আমি চায়ের কাপ নিয়ে দুই যুবকের মাঝখানে বসলাম। তারা সহজেই জায়গা ছাড়ল। বিরক্ত হলো না। যদিও বিরক্ত হওয়ার কথা। দুই বন্ধুর মাঝখানে হাইফেন হয়ে থাকা মোটেও গ্রহণযোগ্য না। তাদের ভিডিও দেখা কিঞ্চিৎ বাধাগ্রস্ত হলো। চায়ে চুমুক দিয়ে ডানপাশের যুবককে বললাম, চায়ে কর্পুরের গন্ধ পাচ্ছেন?

যুবক তার কাপে চুমুক দিয়ে বলল, হুঁ।

কড়া গন্ধ না?

হুঁ।

চায়ে কর্পুরের গন্ধ কেন পাওয়া যায় জানেন?

না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানতে চান? অবশ্যি না-জানাই ভালো। জেনে ফেললে কাপের বাকি চা-টা খেতে পারবেন না। দুই টাকার চা নষ্ট হবে।

যুবক তীক্ষ্ণ গলায় বলল, বলেন তো কী ঘটনা।

আমি বললাম, ডেডবডি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিতে হলে চা পাতা দিয়ে মুড়ে নিতে হয়। চা-পাতার সঙ্গে থাকে কর্পুর। চা-পাতার ভেষজগুণের কারণে ডেডবডিতে পচন ধরে না। ঐ চা-পাতা পরে খুবই সস্তা দরে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ডেডবডির চা-পাতায় বানানো চায়ে থাকে কর্পুরের গন্ধ। এখন বুঝেছেন?

পরিষ্কার বুঝেছি। আর বলতে হবে না।

যুবক চায়ের কাপ নামিয়ে আঙুল ফুটাতে লাগল। যুবকের চোখমুখ শক্ত। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যুবক একটা ঘটনা ঘটাবে। বাঘ শিকারের ওপর লাফ দিয়ে পড়ার আগে মাটিতে লেজ দিয়ে বাড়ি দেয়। মানুষের লেজ না থাকার কারণে সে আঙুল ফুটায়। অনেকে থুথু ছিটায়।

এই যুবকের বন্ধু ভীতুপ্রকৃতির। সে চাপা গলায় বলল, বাদ দে দোস্ত। বাদ দে।

বাদ দিব কেন?

ঝামেলায় যাওয়ার দরকার কী?

ঝামেলার প্রয়োজন আছে। এই হারামজাদার নাকটা আমি যদি না ফাটাই আমার নাম শাকুর না। আমার নাম 'কুকুর'।

আমি গলা নামিয়ে আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, শাকুর ভাই, ভিডিওতে কী দেখাচ্ছেন, আমাকে দেখাবেন?

আমার কথা বলার ভঙ্গিতে হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, শাকুর ভাই আমার দিকে বন্ধু-ভঙ্গিতে তাকালেন। হাই তুলতে তুলতে বললেন, প্রাইভেট জিনিস দেখছি। আপনার দেখা ঠিক না। দেখলে লজ্জা পাবেন।

দেশি মেয়ে না বিদেশি?

দেশি।

মডেলকন্যা?

না, আমাদের অঞ্চলের মেয়ে। নিজে ইচ্ছা করে তুলেছে, এখন আমাদের দুইজনকে দোষ দেয়। আমরা নাকি ফান্দে ফেলে ছবি তুলেছি। আপনি বলেন, মেয়েছেলে কি ফান্দে পড়ার জিনিস? ফান্দে পড়িয়া বগা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান্দে।—এই গান শোনা যায়। কিন্তু ফান্দে পড়িয়া 'বগী' কান্দে এমন গান নাই।

আমি বললাম, অতি সত্য কথা বলেছেন। এ রকম সত্য কথা সচরাচর শোনা যায় না।

তাহলেই বোঝেন।

আপনাদের ভিডিওর দোকান আছে?

হুঁ। আমাদের ভিডিওর ব্যবসা। ভিডিও ফিল্ম বানাব। আমি পরিচালক। আমার প্রথম কাজ। নায়িকার সন্ধানে ঢাকা গিয়েছিলাম।

নায়িকা পেয়েছেন?

একজন পেয়েছি। হাইট খুবই কম। এইটাই সমস্যা। কায়দা করে ক্যামেরা ধরতে হবে। অর্ডার দিয়ে এক ফুট হাইটের জুতা বানাতে হবে।

ভালো ঝামেলায় আছেন বুঝতে পারছি। আপনি কি চায়ের দোকানিকে সত্যি মারবেন?

অবশ্যই। না মারলে বাপ-মায়ের দেওয়া আকিকা করা নাম চেঞ্জ করতে হবে। এটা ঠিক না।

মারামারি শুরু হবে কখন?

রাগ উঠাচ্ছি। রাগ এখনো উঠে নাই। আমার রাগ উঠতে দেরি হয়। এমনও হয়েছে রাগ উঠতে দেড়-দুই ঘণ্টা লেগেছে।

আমি উঠে পড়লাম। শাকুর ভাইয়ের রাগ উঠুক, তারপর দেখা যাবে কতদূর কী হয়। আপাতত লঞ্চ ঘুরেফিরে দেখা যাক। ভূ-পর্যটক রমানাথ। লঞ্চ-পর্যটক হিমু। আমার পর্যটন শুরু হলো লঞ্চের পেছন থেকে।

দুই হাত হাতকড়ায় আবদ্ধ একজনকে দেখা গেল। কোমর দড়ি দিয়ে বাঁধা। পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি। মুখভর্তি দাড়ি। মাথায় বাবরি চুল। সাদা লুঙ্গির ওপর মাওলানা ভাসানী টাইপ সাদা পাঞ্জাবি। তার সঙ্গে চারজন রাইফেলধারি পুলিশ। সবাই পা লেপ্টে মেঝেতে বসে আছে। তাদের কাছাকাছি লাল প্লাস্টিকের চেয়ারে একজন সাব-ইন্সপেক্টর বসা। শার্টের পকেটে নাম লেখা—জাকির হোসেন।

উৎসুক কিছু মানুষ দূর থেকে দেখছে। কাছে আসার সাহস পাচ্ছে না। আমি এগিয়ে গেলাম। বিনীত গলায় বললাম, জাকির ভাই, আপনাদের কিছু লাগবে? চা-সিগারেট? লাগলে বলেন, এনে দিব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাকির হোসেন বিরস গলায় বললেন, কিছু লাগবে না।

তিনি ম্যাচের কাঠি দিয়ে কান চুলকাচ্ছেন। কাঠির যে অংশে বারুদ সেই অংশই কানের ভেতর ঢুকানো। তাকিয়ে থাকতে অস্বস্তি লাগে। মনে হয় এই বুঝি কাঠিতে আগুন ধরে যাবে।

আমি বললাম, স্যার হাতকড়া পরা মাওলানা সাহেবের ঘটনাটা কী?

ঘটনা তোমার জানার প্রয়োজন নাই।

আমি পত্রিকার লোক। ঘটনা জানলে নিউজ করে দিতাম। ছবিসহ নিউজ। সঙ্গে আপনার মিনি ইন্টারভিউ।

কোন পত্রিকা?

আমি 'কালের চিৎকার' পত্রিকার ভ্রাম্যমাণ লঞ্চ-সাংবাদিক। লঞ্চে ঘুরে ঘুরে নিউজ সংগ্রহ করি।

হাতকড়া পরা মানুষটি আগ্রহ নিয়ে তাকাচ্ছে। তার মুখ হাসি হাসি। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সাংবাদিক ভাই বসেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বসলাম। এইসব ক্ষেত্রে দেরি করতে নাই। জাকির হোসেন কঠিন চোখে তাকালেন তবে কিছু বললেন না। তিনি কাঠি দিয়ে কান চুলকিয়েই যাচ্ছেন। মনে হয় কাঠিতে আগুন না ধরা পর্যন্ত তিনি থামবেন না।

আমি হাতকড়া বাঁধা মানুষটার দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনার নাম কী?

আমি পীর হাবিব কুতুবি।

আপনি পীর নাকি?

জি। আমার হাজারের ওপর মুরিদ আছে। মুরিদানদের মধ্যে জজ আছে, উকিল আছে, সাংসদ আছে। একজন প্রতিমন্ত্রী আছে।

বলেন কী!

সবই আল্লাহর লীলা, আমার কিছু না। 'সুবাহানাল্লাহে ওয়াল হামদু লিল্লাহে ওয়া-লা-ইলাহা ইল্লালাহু ওয়াল্লাহু আকবর।' অর্থ-'আমি আল্লাহতালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহতালার জন্যে। আর তিনি ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নাই এবং আল্লাহতালাই সর্বশ্রেষ্ঠ।'

আপনার এই অবস্থা কেন?

পীর হাবিব কুতুবি হাসিমুখে বললেন, ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ছিলাম। এখন আমাকে বরিশাল সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানেই ফাঁসি দিবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাঁসি?

জি। বরিশাল হলো মফস্বল শহর। সেখানে ফাঁসির ব্যবস্থা কেমন কে জানে! ভালো থাকার কথা না। সরকারের কাজকর্ম কিছুই বুঝি না। তাদের উচিত ছিল আমাকে ঢাকায় ফাঁসি দেওয়া। তাদের খরচ বাঁচত। সাংবাদিক ভাই, আমার এই কথাটা মনে করে লিখবেন।

অবশ্যই লিখব। আপনার ফাঁসি হলো কেন? করেছিলেন কী?

আমি কিছুই করি নাই। আমার পালা জ্বিন 'কফিল' করেছে। আমার দুই স্ত্রী এবং এক শালি তিনজনকে একসাথে খুন করেছে। দোষ পড়েছে আমার ঘাড়ে। তবে আশায় আছি শেষ মুহূর্তে জ্বিন কফিল বুঝবে কাজটা সে অন্যায় করেছে। আদালতে গিয়ে বলবে, হুজুরে কেবলা, পীর হাবিব কুতুবি নির্দোষ।

আদালতে সে যাবে কীভাবে? জ্বিন চোখে দেখা যায় না বলে শুনেছি।

ভুল শুনেছেন। তারা নানান বেশ ধরতে পারে। কুকুরের রূপ নেয়, সাদা সাপের রূপ নেয়। মাঝে মধ্যে মানুষের বেশও ধরে।

জ্বিন কফিল কি এখন আপনার সঙ্গে আছে?

জি আছে। পালা জ্বিন। যাবে কোথায় বলেন? তবে সে এখন কষ্টে আছে।

কষ্টে কেন?

পানির উপর দিয়ে যাচ্ছি তো এই কারণে কষ্ট। জ্বিন জাতি পানির উপর দিয়ে চলাচল করতে পারে না।

এটা জানতাম না।

আগুনের তৈরি জিনিস, বোঝেন না কেন? 'রাব্বি আন্নী মাচ্ছানিয়াদ্দুরু ওয়া আন্তা আরহামুর রাহেমীন।' অর্থ—'হে প্রভু নিশ্চয়ই আমাকে কষ্ট আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে এবং তুমি দয়ালুদের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু।'

পীর সাহেব, জ্বিন এখন কোথায়?

ওসি সাহেবের কোলে বসে আছে। জ্বিন জাতি উঁচা জায়গায় থাকতে পছন্দ করে।

ওসি সাহেব নড়েচড়ে বসলেন, আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, হ্যালো সাংবাদিক! অনেক কথা শুনেছেন। এখন যান। খুচরা আলাপ বন্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, একটা অনুরোধ। দুষ্টপ্রকৃতির খুনি জ্বিন কফিল আপনার কোলে বসে আছে। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান চুলকাবেন না। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

কী দুর্ঘটনা?

মনে করুন কাঠির মাথা ভেঙে কানের ভেতর থেকে গেল। বিরাট টেনশন—কাঠির মাথায় আগুন ধরে যায় কি না।

ইউ গেট লস্ট।

চলে যাচ্ছি স্যার। প্রয়োজন পড়লে খবর দিবেন। আমি তিনতলার ডেকে আছি।

ওসি সাহেব ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, খামাখা বাতচিত করতেছেন কেন? নিষেধ করলাম না? সাংবাদিকের আমি ... ছিঁড়ি।

অশ্লীল কথা বলবেন না স্যার।

চুপ বললাম। চুপ।

চায়ের দোকান থেকে হইচইয়ের শব্দ আসছে। মনে হয় ধুন্ধমার শুরু হয়েছে। দৌড়াদৌড়ির শব্দ। চিৎকারের শব্দ। মাঝনদীতে লঞ্চ হঠাৎ থেমে গেল। প্রতি লঞ্চেই তিনজন আনসার থাকে। আনসারদের বাঁশির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অতি ক্ষুদ্র ঝামেলার সময়ও দেখা যায় আনসাররা নিজেদের রাইফেল ফেলে দিয়ে প্রাণপণ শব্দে বাঁশি বাজায়।

জাকির হোসেন চিন্তিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তাকিয়ে পুলিশি ধমক দিলেন, এখনো দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চলে যেতে বললাম না?

পীর সাহেব বললেন, সাংবাদিক ভাই থাকুক না। উনার সঙ্গে কথা বলে মজা পাচ্ছিলাম।

এত মজার প্রয়োজন নাই।

পীর সাহেব বললেন, আপনাদের নাই। মজা পাওয়ার অনেক সময় আপনাদের আছে। আমার মজার প্রয়োজন আছে। কারণ আমার সময় শেষ। সাংবাদিক ভাই, আপনাকে একটা আমল শিখায়ে দেই। এই আমল নিয়মিত করলে নাজাত পাবেন। আমাদের সবার জন্যে নাজাত প্রয়োজন, এমনকি জ্বিন জাতির জন্যেও নাজাত প্রয়োজন।

আমি জাকির হোসেনের দিকে তাকিয়ে বললাম, স্যার অনুমতি দেন। আমলটা শুনে যাই। আমার নাজাত পাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাকির হোসেন হ্যাঁ-না কিছু বললেন না। মনে হচ্ছে আমল শোনার অনুমতি দিলেন। পীর সাহেব বললেন, সাংবাদিক ভাই! যতবার ঘুমাতে যাবেন, ততবার এই আমল করবেন। খাসনিয়তে বলবেন, 'আল্লাহুমা বি ইছমিকা আমতু ওয়া আহ্ইয়া।' অর্থ—'হে আল্লাহ্, তোমারই নামে আমি মৃত্যুর কোলে অর্থাৎ নিদ্রায় যাইতেছি এবং জীবিত হইব।' সাংবাদিক ভাই মনে থাকবে?

থাকবে।

তাহলে যান হইচই কী হইতেছে খোঁজ নেন। আপনারা সাংবাদিক মানুষ। যেখানে হইচই সেখানেই সংবাদিক। যেখানে খুন-খারাবি সেখানে পুলিশ, যেখানে আল্লাহ-খোদার নাম সেখানে পীর মুরশিদ। যেখানে মদ মেয়েমানুষ সেখানেই দালাল।

আমি জাকির হোসেনের দিকে তাকিয়ে বললাম, স্যার! হইচইটা কিসের সেই সন্ধান নিয়ে আপনাকে কি জানাব?

জাকির হোসেন কঠিন গলায় বললেন, প্রয়োজন নাই।

পীর কুতুবি বললেন, উনার প্রয়োজন নাই কিন্তু আমার প্রয়োজন আছে। সাংবাদিক ভাই, কী ঘটনা আমাকে জানাবেন। আমি জ্বিন কফিলের মাধ্যমে সংবাদ নিতে পারি। তবে সে মিথ্যা কথা বলে। জ্বিন জাতি মানুষের চেয়েও বেশি মিথ্যা বলে।

AMARBOI.COM

চায়ের দোকানের ঝামেলা এখনো লাগে নাই, তবে লাগবে। আনসারের বাঁশি বাজানোর কারণ ভিন্ন। চলন্ত লঞ্চে ছিনতাই হয়েছে। ছিনতাইকারী ধরা পড়েছে। তার বয়স সতেরো-আঠারো। করুণ চেহারা। পায়জামা-পাঞ্জাবিতে তাকে নিতান্তই অসহায় দেখাচ্ছে। সে এক পান-ব্যবসায়ীর খুঁতির টাকা সরিয়েছে। টাকার পরিমাণ খারাপ না। দুই লাখ ছেচল্লিশ হাজার। পান ব্যবসায়ী এখন কোনো ঝামেলায় যাচ্ছেন না। টাকাটা ফেরত চাচ্ছেন। টাকা আনসারদের কাছে। তারা টাকা ফেরত দিবে না। তারা হেডকোয়ার্টারে টাকা জমা দিবে। প্রমাণ দিয়ে সেখান থেকে টাকা নিতে হবে।

লাল মাফলার শাকুর ভাই আমাকে দেখে বললেন, ঘটনা বুঝেছেন? আনসাররা টাকা মেরে দেওয়ার ধান্ধায় আছে। শাকুর ভাইয়ের দোস্ত বললেন, ইহা সত্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পান ব্যবসায়ী কোথায়?

পুলিশের ওসি সাহেবের কাছে গেছে। বোকাসোকা মানুষ। এ টাকা উদ্ধার করতে পারবে না। তবে আমি ব্যবস্থা নিব। আনসারের গলায় পাড়া দিয়ে টাকা বের করব। টাকা খরচ হবে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে।

পান ব্যবসায়ী কিছু পাবে না?

কিছু অবশ্যই পাবে। টাকা উদ্ধার করে দিব, সেই খরচ আছে না?

আছে।

একজন ওসি সাহেব লঞ্চে আছেন তাকেও ভাগ দিতে হবে।

আমি বললাম, বেশি ভাগাভাগি করলে দেখা যাবে আপনার ভাগেই কিছু পড়ল না।

শাকুর ভাই বললেন, আমি টাকা নিয়ে কী করব? নাটক বানাচ্ছি টাকার প্রয়োজন আছে, তবে অন্যের টাকা কেন নিব? আমি ছাত্রলীগ বা জাতীয় ছাত্রদল করলেও একটা কথা ছিল। যে-কোনো টাকায় এদের হক আছে। সত্য কথা বলছি না?

অবশ্যই।

নাটক করার অভ্যাস আছে?

না। তবে শখ আছে। শিখিয়ে দিলে পারব। আপনার মতো গুণী পরিচালকের হাতে পড়লে জীবনের একটা গতি হয়ে যাবে।

চোখ টেরা করতে পারেন?

চেষ্টা করলে পারব।

চোখ টেরা করে দেখান তো।

আমি চোখ টেরা করে দেখালাম। পরিচালক সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আপনাকে দিয়ে হবে। আমার একটা ক্যারেক্টার আছে, মেয়েছেলে দেখলেই টেরা হয়ে যায় এবং তোতলাতে শুরু করে। কমেডি ক্যারেক্টার। তোতলাতে পারেন?

সেইভাবে পারি না। তবে চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

তোতলাতে তোতলাতে বলুন তো, 'কেমন আছ রিনা?'

কে কে কে মনআ ছরি না।

বাহ্ ভালো হয়েছে। হানড্রেড পারসেন্ট O.K. আপনাকে নিয়ে নিলাম।

আমি পরিচালককে কদমবুসি করে ফেললাম। পরিচালক হৃষ্ট গলায় বললেন, ভিডিও ক্লিপ দেখতে চেয়েছিলেন, নেন আড়ালে নিয়ে দেখেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাটখেতের ভেতরে ভিডিও করা। ক্লিয়ার ভিউ পাবেন না। তারপরেও যা আছে যথেষ্ট। মেয়ের নাম সুলতানা, ক্লাস নাইনে পড়ে। এই বয়সেই পেকে ঝানু নারিকেল হয়ে গেছে। দেখেন কেমন খিলখিল হাসি। দেখলেন?

হুঁ।

কেউ খিলখিল করে হাসতে হাসতে নেংটা হতে পারে? তাও ক্যামেরার সামনে?

কাজটা কঠিন।

এলাকার সাংসদ লোকজন নিয়ে যখন আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন তাকেও আমি এই কথা বললাম। আমি ভদ্রভাবে বললাম, স্যার খিলখিল করে হাসতে হাসতে কোনো মেয়ের পক্ষে কি ক্যামেরার সামনে কাপড় খোলা সম্ভব?

সাংসদ বললেন, আজকালকার মেয়েদের পক্ষে সবই সম্ভব। আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অ্যাকশন চাই। আমার এলাকায় অনাচার হবে না।

আমি তখন ওসি সাহেবকে কুড়ি হাজার টাকা নজরানা দিলাম। ওসি সাহেব টাকা পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, ক্যামেরার সামনে এই অবস্থায় খিলখিল অসম্ভব। পুরো ঘটনা আপোষে ঘটেছে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। সাংসদদের সব কথা শুনলে আমাদের চলে না। আমাদের ইনকোয়ারি করতে হবে। কঠিন তদন্ত হবে। তারপর ব্যবস্থা।

শাকুর ভাই আপনার নাটকের নাম কী?

নাটকের নাম 'কেঁদো না পারুল'। রোমান্টিক অ্যাকশান এবং হাই ফ্যামিলি ড্রামা। নাম কেমন হয়েছে?

আমি বললাম, প্যান প্যানা নাম হয়েছে। 'কান্দিস না পারুল' নাম হলে ভালো হতো।

দুই বন্ধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। মনে হয় নাম পছন্দ হয়েছে।

শাকুর ভাইয়ের বন্ধু বললেন, 'কান্দিস না পারুল' নামের মধ্যে পাওয়ার আছে। এটা নিয়ে আরও চিন্তা করা প্রয়োজন। আপনি মোবাইলে ভিডিও ক্লিপিং দেখতে থাকুন। নাটকের নাম আজ রাতেই ফাইনাল হবে।

আমি বললাম, মোবাইল ফোন আপনার কাছে থাকুক। অবসর সময়ে আপনার সঙ্গে আরাম করে দেখব। এইসব জিনিস একা দেখা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যি কথা বলেছেন। যান কোথায় যাচ্ছেন, ঘুরে আসেন তারপর তিন ভাই মিলে আরাম করে দেখব। দেখার মতো অনেক জিনিস আছে।

আমি দোতলার ডেকে চলে গেলাম। বৃদ্ধ আগের জায়গাতেই বসা। আমাকে দেখে করুণ গলায় বলল, বাজান। চাদরটা কি দিবেন? আমার শীত লাগতেছে।

আমি বললাম, লঞ্চ বন্ধ। বাতাস নাই। শীত লাগবে কেন?

বৃদ্ধ চিন্তিত গলায় বলল, লঞ্চ বন্ধ কী জন্যে?

জানি না। খোঁজ নিব?

বাজান! খোঁজ নেন। জানি না কী জন্যে যেন ভয় লাগতেছে।

লঞ্চের খোঁজ নিয়ে জানলাম, অবস্থা ভয়াবহ। একই সঙ্গে লঞ্চের হাল ভেঙেছে, ইঞ্জিন নষ্ট হয়েছে। লঞ্চ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে পানিতে ভাসছে। সারেঙের নাম খালেক। বাড়ি চট্টগ্রাম। তার জ্বর উঠেছে একশ পাঁচ। সে বিড়বিড় করে আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে। সকিনা'র মা নামে একজনকে চোখ বড় বড় করে খুঁজছে। যে পানি ঢালছে, কিছুক্ষণ পর তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে, ও সকিনার মা, তুঁই কডে? আঁর শরীর পুড়ি যার গৈ। তুঁই কডে?

লঞ্চ চাঁদপুরকে বাঁ-পাশে রেখে চলে যাচ্ছে। আব্দুল খালেক লাফ দিয়ে উঠে বিছানায় বসল। ঝলমলে চাঁদপুরের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বলল, যারগৈ! চাঁনপুর যারগৈ। চাঁদপুর চলে যাওয়াতে তাকে খুবই আনন্দিত মনে হচ্ছে।

এখন মধ্যরাত্রি। লঞ্চ মোহনায় দুলছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যে-কোনো মুহূর্তে ঝড় শুরু হবে। ঝড়ের সময় লঞ্চকে কে সামলাবে বোঝা যাচ্ছে না। সারেং খালেকের জ্বর আরও বেড়েছে। মাথায় পানি ঢেলে এই জ্বর কমানো যাবে না। দমকল ডাকতে হবে।

অল্প বাতাস ছেড়েছে, এতেই লঞ্চ এপাশ-ওপাশ করা শুরু করেছে।

ছোট জেনারেটর এতক্ষণ চলছিল। কিছুক্ষণ আগে জেনারেটর বন্ধ হয়েছে। পুরোপুরি বন্ধ হয় নি, মাঝে মাঝে চালু হচ্ছে। এখন ভরসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকটা হারিকেন। আজকালকার চায়নিজ মোবাইলে টর্চলাইটের মতো থাকে। মোবাইলধারীরা তাদের টর্চলাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে। এতে অন্ধকার কমে নি, বরং বেড়েছে।

সারেঙের মাথায় যে পানি ঢালছে তার নাম হাবলু মিয়া। বয়স পনের-ষোল। হাস্যমুখী। সম্ভবত তার জীবনের মটো হলো, 'সর্ব অবস্থায় আনন্দে থাকতে হবে।'

আমি বললাম, লঞ্চের লোক বলতে কি তোমরা দু'জন? আর কেউ নাই?

কী বলেন স্যার! দুইজনে কি এতবড় লঞ্চ চলে? ইঞ্জিন মাস্টার আছে। খালাসি আছে। লঞ্চমালিকের ছোটপুলা কাদের সাব আছেন।

কাদের সাব কোথায়?

সারেঙের কেবিনে আছেন। উনার কাছে খবর্দার যাবেন না।

সমস্যা কী?

উনি অসামাজিক কাজে ব্যস্ত। তার উপর মাল খেয়েছেন। স্যারের কেবিনে মেয়েছেলে আছে।

বলো কী?

উনার সঙ্গে লাইসেন্স করা পিস্তল আছে। মিজাজও উগ্র। আমারে তাক কইরা একবার গুল্লি দিছিলেন। নিশা অবস্থায় ছিলেন বইল্যা গুল্লি লাগে নাই। নিশা'র মধ্যেও 'উবগার' আছে।

নিশার উপকারের কথা ভেবেই হয়তো হাবলু মিয়া মনের আনন্দে হলুদ দাঁত বের করে হাসল। তার কাছ থেকে লঞ্চে অসামাজিক কাজের নানান গল্প শুনে ডেকে ফিরছি, হঠাৎ একটা কেবিনের জানালা খুলে গেল। আতঙ্কিত এক তরুণীর গলা শোনা গেল।

এক্সকিউজ মি! আপনি কি এই লঞ্চের কেউ?

আমি বললাম, হ্যাঁ। ম্যাডাম কী লাগবে বলুন? চা খাবেন? চা এনে দিব?

চা আমার সঙ্গে আছে। চা লাগবে না। আপনি এক মিনিটের জন্যে কেবিনে আসবেন? আমি প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছি।

সাঁতার জানেন না?

সাঁতার কেন জানতে হবে? লঞ্চ কি ডুবে যাবে নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ ডুববে। তবে সাঁতার জেনেও লাভ নেই। তারপরেও গাপপুর-গুপপুর করে কিছুক্ষণ ভেসে থাকা।

প্লিজ আপনি কেবিনে এসে কিছুক্ষণ বসুন।

আপনি একা?

জি আমি একা। আমি আমার মামার বাড়ি বরগুনা যাচ্ছি। সবাই বলছিল বাই রোডে যেতে। আমি ইচ্ছা করে লঞ্চে যাচ্ছি। অনেকেই আমার সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। আমি কাউকে আনি নি। আমার আত্মীয়স্বজনরা সারাক্ষণ বকবক করে। ওদের বকবকানি শুনতে ভালো লাগে না।

ওদের না এনে ভালো করেছেন। দলবল নিয়ে মারা যাওয়ার কোনো মানে হয় না। কবি রবীন্দ্রনাথ এইজন্যেই বলেছেন, একলা মরো, একলা মরোরে।

উনি একা মরতে বলেছেন?

উনি একলা চলতে বলেছেন। মৃত্যুও তো অনির্দিষ্টের দিকে চলা।

লঞ্চ কি সত্যি ডুববে?

ঝড় উঠলেই ডুববে। ঝড় এখনো ওঠে নি। ঝড় উঠলেই দেখবেন লঞ্চ ডানদিকে কাত হয়ে ভুস করে ডুবে যাবে। আপনার সঙ্গে ভিডিও ক্যামেরা আছে? ভিডিও ক্যামেরা থাকলে লঞ্চ ডোবার প্রক্রিয়াটা ভিডিও করে রাখতে পারেন। ভিডিও করার সময় বাঁ দিকে থাকবেন। খেয়াল রাখবেন লঞ্চ ডুববে ডানদিকে।

ডানদিকে কাত হবে কেন?

কারণ লঞ্চের লোকজন ডানদিকে মালামাল বোঝাই করেছে।

প্লিজ ভেতরে এসে কিছুক্ষণ বসুন। প্লিজ। আমার কাছে চার্জ লাইট আছে। চার্জলাইট জ্বালাচ্ছি।

আমি কেবিনে ঢুকলাম। পাশাপাশি দু'টা বিছানা। আমি মেয়েটির মুখোমুখি বসলাম। প্রথমবারের মতো তার দিকে ভালোমতো তাকালাম। কিছুক্ষণের জন্যে আমার বাকরুদ্ধ হলো।

নদের চাঁদের সঙ্গে এই মেয়ের দেখা হলে তিনি বলতেন,

"বাড়ির কাছে শানে বাঁধা চারকোনা পুসকুনি
সেই ঘাটেতে তোমার সঙ্গে সাঁতার দিব আমি॥
অন্দরমহলে আমার ফুলের বাগান
দুইজনে তুলিব ফুল সকাল বিহান॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দহার পরাইয়া নাকে দিব নথ।
নূপুরে সোনার ঝুনঝুনি বাজবে শত শত।"

এই মেয়ে নদের চাঁদের মহুয়ার চেয়ে সুন্দর। মহুয়ার চেহারায় নিশ্চয়ই গ্রাম্য ভাব ছিল। এই মেয়ে টাঁকশালের নতুন রুপার টাকার মতো ঝকঝক করছে।

অতি রূপবতীদের চেহারায় কোথাও-না-কোথাও কিছু ত্রুটি থাকে। আমি ত্রুটি খুঁজে বেড়াচ্ছি। এমন কি হতে পারে মেয়েটার একটা দাঁত গেজা? কান ছোট বড়? নাকের ভেতর থেকে লোম উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে!

রূপবতী বলল, আপনি ট্যারা নাকি?

না। আমি একটা ভিডিও নাটকে সুযোগ পেয়েছি। নাটকের চরিত্র সুন্দর মেয়ে দেখলেই ট্যারা হয়ে যায়। প্রাকটিসের ওপর আছি। আপনাকে দেখে ট্যারা হওয়া প্রস্তুত করলাম। আপনার ভয় কি ক ক ক কমেছে?

তোতলাচ্ছেন কেন?

আমি যে চরিত্রটা করছি সে যে শুধু ট্যারা তা-না। তোতলাও।

ভালো কথা, আপনি করেন কী?

প্যাসেঞ্জারদের চা-পানি খাওয়াই। কেবিন ঝাঁট দেই। আপনি কি রাতে খাবার খাবেন? আগে অর্ডার দিয়ে রাখতে হবে।

আমি টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে এসেছি। বিশাল বড় টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার দিয়েছে, আমার মনে হয় লঞ্চের অর্ধেক মানুষ খেতে পারবে। আপনার নাম জানা হয় নি। আপনার নাম কী?

হিমু।

আমার নাম তৃষ্ণা। আমি বাংলাদেশে থাকি না। Ph.D করছি Physics-এ, ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন।

থিসিসের বিষয় কী?

থিসিসের বিষয় বললে কি বুঝবেন?

বোঝার কথা না, তারপরেও বলুন।

হিগস কণা। কখনো নাম শুনেছেন?

হিগস হচ্ছে ঈশ্বরের কণা, এই কথা শুনেছি। তবে নামকরণ ভুল। সব কণাই ঈশ্বরের কণা। আপনার নাকে সামান্য সর্দির ইশারা দেখতে পাচ্ছি। সর্দি কণাও ঈশ্বরের কণা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃষ্ণা নাক মুছতে মুছতে বলল, আপনি কি সত্যি লঞ্চের বয়?

তৃষ্ণার কথা শেষ হওয়ার আগেই লঞ্চ প্রবলভাবে দুলে উঠল। ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে গেল। মনে হয় বড় কোনো ঘূর্ণনে পড়েছে। তৃষ্ণা বলল, কী সর্বনাশ! হচ্ছেটা কি?

আমি বললাম, তেমন কিছু হচ্ছে না, লঞ্চ ঘুরছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব কিছুই ঘুরে। সূর্য ঘুরে, পৃথিবী ঘুরে, ইলেকট্রন ঘুরে, লঞ্চ কেন ঘুরবে না? তৃষ্ণা! শাড়িতে আপনাকে খুবই সুন্দর লাগছে, তবে আপনি শাড়ি পাল্টে শার্ট-প্যান্ট পরে নিন।

কেন?

লঞ্চ ডুবলে শাড়ি পরে সাঁতার কাটা মুশকিল।

এইসব আপনি কী বলছেন? সত্যি কি লঞ্চ ডুববে?

ডুববে। আমি একটা লাইফ বেল্ট জোগাড় করে নিয়ে আসি। লাইফ বেল্ট নিয়ে কেবিনে ঘাপটি মেরে বসে থাকবেন। লঞ্চ ডুবে যাওয়ার পর লাইফ বেল্ট নিয়ে বের হবেন। এর মধ্যে খাওয়াদাওয়া করে নিন।

Oh God! Oh God!

Oh God, Oh God করবেন না, বরং ও আল্লাহ ও আল্লাহ করুন। আল্লাহপাক নানান ধরনের ভাষা দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় তাঁকে ডাকা পছন্দ করেন।

আপনি অবশ্যই লঞ্চের বয় বেয়ারা কেউ না। প্লিজ আপনার পরিচয় দিন।

কঠিন সমস্যায় ফেললেন।

কঠিন সমস্যা হবে কেন?

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই মানুষ তার পরিচয় খুঁজে বেড়াচ্ছে, এখনো পরিচয় পায় নি। যেদিন সে তার পরিচয় পাবে সেদিনই সর্বজ্ঞানের সমাপ্তি।

আপনি চলে যাচ্ছেন নাকি?

হ্যাঁ।

প্লিজ আরেকটা সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যান। আমার পাশের কেবিনে এক হাসবেন্ড-ওয়াইফ উঠেছেন। হাসবেন্ডের অনেক বয়স। স্ত্রী কমবয়েসী। ওরা কেবিনে উঠেই দরজা বন্ধ করেছেন। আর দরজা খুলছেন না। মাঝে মাঝে ঐ কেবিনে একটা মুরগি ডেকে উঠে, তখন মহিলা ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। আমি কয়েকবার ডাকাডাকি করেছি, কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুরগি ডাকার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। রহস্যভেদের ব্যবস্থা করছি। আমি একটা চক্কর দিয়ে আসি তারপর দরজা ভেঙে এদের বের করার ব্যবস্থা করব।

দরজা ভাঙতে হবে কেন?

দরজা না ভাঙলে এরা বের হবে না। এরা মোটেই স্বামী-স্ত্রী না। অসামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্যে কেবিন ভাড়া করেছে। সারা রাত আমোদ-ফুর্তি করতে করতে যাবে। ভোরবেলা পৌঁছবে বরিশাল। এরা দু'জন কেবিন থেকে নামবে না। সারা দিন কেবিনে থাকবে। খাওয়াদাওয়া করবে। রাতে ঢাকা ফিরবে। লঞ্চের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত।

আপনি জেনে বলছেন, নাকি অনুমানে বলছেন?

জেনেই বলছি। সারেঙের অ্যাসিসটেন্ট হাবলু মিয়ার সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ ভাব হয়েছে। সে-ই বলেছে। তিন নম্বর কেবিনের এক প্রফেসর সাহেবও এই চুক্তিতে ভাড়া নিয়েছিলেন। তার ছাত্রী সঙ্গে যাবে। শেষ মুহূর্তে ছাত্রী আসে নি। প্রফেসর সাহেব মুখ ভোতা করে বসে আছেন। তার ভাড়ার টাকা পুরোটাই জলে গেছে। টাকা শুধু যে জলে গেছে তা না, তিনি নিজেও জলে যাবেন এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কালের চিৎকার পত্রিকার চলমান লঞ্চ সাংবাদিক হিসেবে কোথায় কী ঘটছে দেখা দরকার। আমি ভ্রমণে বের হলাম। তৃষ্ণা মেয়েটি ভয় পেতে থাকুক। ভয় ভাঙানোর জন্য যথাসময়ে তার কাছে যাওয়া যাবে। তৃষ্ণা ছাড়া লঞ্চের আর কাউকে ভীত দেখলাম না। সবাই স্বাভাবিক আচরণ করছে। লঞ্চ মোহনায় ঘুরপাক খাচ্ছে—এটা যেন কোনো ব্যাপার না।

এখন *কালের চিৎকার* প্রতিবেদকের প্রতিবেদন।

আনসার বাহিনী

আনসার বাহিনীর চার সদস্যের তিনজন টাকা নিয়ে পলাতক। একজন পাবলিকের কাছে ধরা খেয়েছে। তাকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে তাকে পানিতে ফেলা দেওয়া হবে। যিনি তাকে পানিতে ফেলার ঘোষণা দিয়েছেন তার নাম রুস্তম। মধ্যবয়সী গাট্টাগোট্টা মানুষ। কুৎকুতে চোখ। চিবুকে ছাগলা দাড়ি। রুস্তম বরিশাল ট্রাকচালক সমিতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোষাধ্যক্ষ। বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস আছে। কিছুক্ষণ জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনলাম।

প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা আমার। আনসার বাহিনী আমাদের রক্ষক হয়ে হয়েছে ভক্ষক। ছিনতাইয়ের টাকা উদ্ধার করে নিজেরা গাপ করে দিয়েছে। ভেবেছে পার পাবে? পার পাবে না। একজন ধরা খেয়েছে, তাকে পানিতে ফেলে দেওয়া হবে। সে যদি সাঁতার দিয়ে কূলে উঠতে পারে এটা তার ভাগ্য। যদি কূলে উঠতে না পারে, যদি সলিল সমাধি হয় সেটাও তার ভাগ্য। বলেন, আল্লাহু আকবার।

দুর্বল ভঙ্গিতে কয়েকজন মিলে বলল, আল্লাহু আকবার।

রুস্তম হুংকার দিয়ে বলল, তবে আপনারা যদি মনে করেন আমি একা তাকে পানিতে ফেলব আপনারা ভুল করেছেন। আমরা সবাই মিলে পানিতে ফেলব। এই জন্যেই কবি বলেছেন, সবে মিলে করি কাজ হারিজিতি নাহি লাজ। জনতার আদালত তৈরি হয়েছে। জনতার আদালতে সবার বিচার হবে। অপরাধী যে-ই হোক তাকে পানিতে ফেলা হবে। বলুন, আল্লাহু আকবার।

আবার দুর্বল ধ্বনি, আল্লাহু আকবার। রুস্তম রণহুংকার দিয়ে বলল, আপনাদের গলায় জোর নাই, মুরগির বাচ্চাও তো আপনাদের চেয়ে উঁচা গলায় কক কক করে। বুলন্দ আওয়াজ দেন, আল্লাহু আকবার।

আগের চেয়েও ক্ষীণ আওয়াজ উঠল, আল্লাহু আকবার।

অপরাধী

ছিনতাইকারী শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। তবে তাকে মোটেই চিন্তিত মনে হচ্ছে না। সে মার খায় নি এতেই খুশি। লঞ্চ-বাস-ট্রেনের কামরায় ধরা পড়া ছিনতাইকারীর জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। এরা পালিয়ে যেতে পারে না বলে মার খেতে খেতে শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে মারা যায়। কিছু আছে বিড়ালের মতো কঠিন প্রাণশক্তি, এরা লুলা হয়ে বেঁচে থাকে। লুলা হওয়ার কারণে ভিক্ষার সুবিধা হয়। ভিক্ষুক শ্রেণীতে লুলা স্বামীর অনেক কদর। আর্মি অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়াররা রূপবতী স্ত্রী পায়। লুলা ভিক্ষুকরাও রূপবতী ভিক্ষুক স্ত্রী পায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চায়ের দোকানের মালিক এখনো ধরা খায় নি। সে চা বিক্রি করে যাচ্ছে। লাশের চায়ের ব্যাপারই মনে হয় চাপা পড়ে গেছে। তবে আমি নিশ্চিত যথাসময়ে বিষয়টা উঠবে।

চা-ওয়ালা নিজের মনে বিড়বিড় করছে—পানিতে ফেলব। তর বাপের পানি!

রুস্তম বলল, ব্রাদার কিছু বলছেন?

না কিছু বলি নাই।

যা বলার আওয়াজে বলবেন। বিড়বিড়ানি বন্ধ। আপনার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হবে।

আমার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত?

পাবলিকেরে লাশের চা খিলাইছেন। পাবলিক আপনেরে ছাড়বে না।

চা-ওয়ালা বলল, পাবলিকের মা'রে আমি ...।

রুস্তম বলল, হারামির পুত কী বলেছে আপনারা শুনছেন? জাগ্রত পাবলিক, আপনারা শুনছেন?

হুনলাম।

শুধু শুনবেন? ব্যবস্থা নিবেন না?

অবশ্যই ব্যবস্থা নিব।

AMARBOI.COM

সামান্য হুটাপুটির পরেই চা-ওয়ালা ধরা খেয়ে গেল। তার স্থান হলো ছিনতাইকারীর পাশে। ছিনতাইকারী নিচু গলায় বলল, কিছুক্ষণ রঙতামাশা করে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ওস্তাদ কোনো চিন্তা নাই।

চা-ওয়ালা বলল, তুই চুপ থাক বদমাইশ। ওস্তাদ ডাকবি না, আমি তোর ওস্তাদ না।

ছিনতাইকারীর আসল এক ওস্তাদ লঞ্চে আছে। তার খোঁজ পাইলে রুস্তম যে আছে নতুন লিডার হইছে হে পিসাব করে লুঙ্গি ভিজায়ে দিবে।

আসল ওস্তাদ কে?

উনার নাম আতর। আতর মিয়া।

নাম তো আগে শুনি নাই। ও আচ্ছা আচ্ছা শুনেছি। নাম শুনেছি। সে লঞ্চে কী জন্যে?

আছে কোনো মতলব। আমি জিগাই নাই। দেখা হয়েছে, সালাম দিয়েছি। উনি বলেছেন, ভালো আছ? আমি বলেছি, জি ওস্তাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিশ বাহিনী আগের জায়গাতেই আছে। তাদের সামনে দু'টা হারিকেন। একটায় তেল শেষ। দপদপ করছে, যে-কোনো সময় নিভবে। ওসি সাহেব দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান চুলকানো বন্ধ করেছেন। কোনো একটা ঘটনা মনে হয় ঘটেছে। ওসি সাহেবের মুখ পাংশুবর্ণ।

আমি বললাম, স্যার কেমন আছেন?

ওসি সাহেব জবাব দিলেন না। বিরক্ত চোখে তাকালেন। পীর সাহেব বললেন, স্যারের অবস্থা কাহিল। জ্বিন কফিল উনার পিছে লাগছে।

কী করছে সে?

দেয়াশলাইয়ের মাথা ভাঙছে। ভাঙা মাথা এখন স্যারের কানের ভেতরে। জ্বিন কফিলরে আমার মতো ভালো কেউ চিনে না। সে এখন কী করব শুনেন। ভাঙা মাথার মধ্যে ফায়ারিং করবে। ধুম কইরা আগুন জ্বলবে।

তাহলে তো বেকায়দা অবস্থা।

সাংবাদিক ভাই ধরেছেন ঠিক। অবস্থা বেগতিক। আমি সূরা বাকারা পড়ে জ্বিনরে এখনো সামলায়া রাখার চেষ্টা নিতেছি। কতক্ষণ পারব জানি না। দোয়া রাখবেন।

অবশ্যই দোয়া রাখব।

এদিকে জ্বিন খবর দিয়েছে বিরাট ঝড় উঠবে, লঞ্চডুবি হবে। জানমালের বেশুমার ক্ষতি হবে।

দু'টি হারিকেনের একটি দপ করে নিভে গেল। ওসি সাহেব চমকে উঠলেন। এতটা কেন চমকালেন বোঝা গেল না।

সাংবাদিক ভাই সাঁতার জানেন?

তা জানি। তবে এই সাঁতারে কাজ হবে না।

পীর সাহেব বললেন, সাংবাদিক ভাই অস্থির হবেন না, পানিতে ডুবে মৃত্যু এক অর্থে আল্লাহপাকের খাস রহমত।

বলেন কী?

শহীদের দরজা পাবেন। পানিতে ডুবে মৃত্যু হলেই শহীদের দরজা। বেহেশ্‌তে চলে যাবেন। আপনার সেবার জন্য থাকবে সত্তরজন হুর। গেলমান কতজন পাবেন সেই বিষয়ে কিছু বলা নাই, তবে বেশুমার পাওয়ার কথা। এখন চেষ্টা করে দেখেন পানিতে ডুবে মরতে পারেন কি না। কাছে আসেন, কানে কানে একটা কথা বলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কাছে এগিয়ে যেতেই ওসি সাহেব ধমক দিলেন, যেখানে আছেন সেখানে থাকেন কাছে আসবেন না। আমি তারপরেও এগিয়ে গেলাম। পীর সাহেব ফিসফিস করে বললেন, আমি পানিতে ঝাঁপ দেওয়ার ধান্ধায় আছি। ঝাঁপ একা দিব না, ওসি সাহেবকে নিয়ে ঝাঁপ দিব। বুদ্ধি ভালো করেছি না?

হুঁ।

ইচ্ছা করলে এখনই ঝাঁপ দিতে পারি, অপেক্ষায় আছি।

কিসের অপেক্ষা?

কানের ভেতরে দেয়াশলাইয়ের মাথা ফাটুক মজা দেখি। কানের ভেতরে ফায়ারিং হলে ওসি সাহেব নিজেই পানিতে ঝাঁপ দিবে। আমাকে ধাক্কা দিতে হবে না।

ওসি সাহেব বললেন, অনেক কথা হয়েছে, আর না। বিদায়। বিদায়।

ওসি সাহেবের গলায় আগের জোর নাই। তিনি খানিকটা পুতিয়ে গেছেন।

ডিরেক্টর শাকুর এবং তাঁর বন্ধু

এই দু'জন মূল রঙ্গমঞ্চে অনুপস্থিত, তাঁদের এক কোনায় বিছানা পেতে আধশোয়া হয়ে থাকতে দেখা গেল। ডিরেক্টর সাহেবের হাতে মোবাইল ফোন। দুই বন্ধু গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে সুলতানার কর্মকাণ্ড দেখছে। মিডিলক্লাস মানসিকতার নমুনা। ঝামেলা থেকে দূরে সরে ব্যক্তিগত আনন্দে সময় কাটানো।

আমি চলে গেলাম একতলার নিচের মালঘরে। দুনিয়ার ড্রাম জড়ো করা। শত শত বস্তা। বস্তায় পানি পড়ছে, ভিজছে। কী আছে বস্তায় কে জানে। লাইফ বেল্ট পাওয়া গেল না।

হিমু ভাই, কিছু খুঁজেন?

আমি চমকে তাকালাম। টিনের ড্রামের উপর যে বসে আছে তাকে চিনলাম না। মুখভর্তি দাড়িগোঁফের জঙ্গল। গায়ে নীল গেঞ্জিতে লেখা—

Life starts at forty.

লেখার নিচে নগ্নবক্ষা এক থাই তরুণী। তরুণী চোখ টিপ দিয়ে তাকিয়ে আছে।

ভাইজান আমাকে চিনেছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

আমি আতর। এখন চিনেছেন? আতর মিয়া।

চিনলাম। গেঞ্জি তো পরেছ জবরদস্ত।

আতর মিয়া মুখ বিকৃত করে বলল, এই জিনিস মানুষ পরে! বাধ্য হয়ে পরেছি। লোকজন আমার দিকে তাকায় না গেঞ্জির মেয়েটার দিকে তাকায়ে থাকে। আমারে কেউ চিনে না।

তুমি পলাতক?

জে। র‍্যাবের হাত থেকে বাঁচার জন্য সুন্দরবন চলে যাচ্ছি। মাসখানিক থাকব। র‍্যাব ঠাণ্ডা হলে ফিরব। আমাদের কাছে খবর আছে মাসখানিকের মধ্যে র‍্যাব ঠাণ্ডা হবে।

সুন্দরবনে যে যাচ্ছ তোমাকে তো বাঘে খেয়ে ফেলবে।

ক্রসফায়ারের চেয়ে বাঘ ভালো। হিমু ভাই! সুন্দরবন যাবেন? সপ্তাহখানিক থাকলেন। ফরেস্টের বাংলোয় থাকার ভালো ব্যবস্থা আছে। ফরেস্টের লোকজন দেখভাল করে। তাদের আদরযত্নও ভালো। ফ্রেশ হরিণের মাংস সাপ্লাই করে। র‍্যাব বা পুলিশ যখন আসে তখন বনবিভাগ এডভান্স খবর দেয়। আমরা ডিপ ফরেস্টে চলে যাই।

তুমি কি আগেও ছিলে সুন্দরবনে?

কয়েকবার ছিলাম। র‍্যাবের যন্ত্রণায় মাঝে মধ্যে যেতে হয়। হিমু ভাই! আপনাকে পেয়েছি এখন আর ছাড়ব না। সেবা করব। আপনাকে সেবা করা বিরাট ভাগ্যের ব্যাপার।

আমি বললাম, হরিণের মাংস ছাড়া সুন্দরবনে আর কী পাওয়া যায়?

ফ্রেস চিংড়ি খাবেন। চাষের চিংড়ি না। ভাঙ্গন মাছ আস্ত ভেজে দিবে। মাখনের মতো মোলায়েম। সামুদ্রিক রিটা কখনো খেয়েছেন? সামুদ্রিক রিটা খাবেন, সারা জীবন মনে থাকবে। হিন্দু এক বাবুর্চি আছে। নাম হরি ভট্টাচার্য। তার হাতে হরিণের মাংস অপূর্ব। মাংসটা মধু দিয়ে মাখায়ে দু'দিন বাসি করে তারপর রান্না। আহা কী জিনিস! হিমু ভাই। এখন বলেন, লঞ্চে আপনার কোনো সেবা লাগবে? সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিছুক্ষণের মধ্যে লঞ্চের দখল নিব।

একা?

আমারে চিনেন না হিমু ভাই? আমার কি দোকা লাগে? টাকা নিয়ে তিন আনসার পালায়েছিল। এদের ধরে টাকা উদ্ধার করেছি। তিনটাকে বাথরুমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছি। ওসি সাহেবকে পঞ্চাশ হাজার দিয়েছি। উনি আর শব্দ করবেন না। ঝিম ধরে থাকবেন। রুস্তম নামে একটা ফালাফালি করতেছে, তাকে একটা থাবড়া দিয়ে কনট্রোল নিজের হাতে নিব। তার আগে বলেন, আপনার কোনো সার্ভিস লাগবে?

না।

আমাকে শুধু একটা খবর দেন, লঞ্চটা কি ডুববে? লঞ্চ ডুবে যাবে, আপনে এডভান্স খবর পাবেন না—এটা কখনো হবে না।

লঞ্চ ডুববে।

আতর ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সামান্য সমস্যা হয়ে গেল। যাই হোক অসুবিধা নাই। আপনি আছেন কোথায়?

কেবিনে। কেবিন নাম্বার চার।

পাঁচ নাম্বার কেবিনে ফুর্তি করার জন্য এক হারামজাদা মেয়ে নিয়ে আছে। খবর পেয়েছেন?

হুঁ।

জাতি কোনদিকে যাচ্ছে খেয়াল করেছেন?

হুঁ।

আমার মনের ইচ্ছা এই দুইটাকে সুন্দরবনে নিয়ে বাঘের হাতে ছেড়ে দেওয়া। লঞ্চ ডুবে গেলে সেটা সম্ভব হবে না।

আমি বললাম, এরা দু'জন দরজা বন্ধ করে বসে আছে। আপাতত এদের বের করার ব্যবস্থা করো।

আতর বলল, চলেন যাই। বের করি। হালকা পাতলা দরজা। এক লাথি দিলেই ভেঙে হবে চাইর টুকরা।

আতর আমার সঙ্গে কেবিনের দিকে রওনা হলো। এখন আতর প্রসঙ্গে বলি। বায়তুল মোকাররমের সামনে আতর মিয়ার একটা আতর এবং তসবির দোকান আছে। দোকানের নাম—

'দি নিউ মদিনা আতর হাউস'

দি নিউ মদিনা আতর হাউসে কার্টনে করে ছোটখাটো অস্ত্রের লেনদেন হয়। আতর মিয়ার সব অ্যাসিসটেন্টের নাম পুলিশের সন্ত্রাসী তালিকায় আছে। আতরের নাম নেই। আতর মিয়ার কথা হচ্ছে—কোনো ইনসান আমার হাতে খুন হয় নাই। মানুষ হলেই ইনসান হয় না। মানুষের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে অনেক হায়ওয়ান ঘুরে বেড়ায়। এরা অফ হয়ে গেলে জগতের উপকার হয়।

আতর মিয়ার সঙ্গে আমার পরিচয়ের কাহিনীতে কোনো নাটকীয়তা নাই। সময় পেলে সেই গল্প করব। আজ সময় নেই। ঝড় শুরু হয়ে গেছে।

আচ্ছা, ঠিক আছে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই গল্পটা করি। সেদিনও এরকম ঝড়-বৃষ্টি। মানুষের যেমন ডিপ্রেশন হয় সাগর-মহাসাগরেরও ডিপ্রেশন হয়। বঙ্গোপসাগরে ডিপ্রেশন। সাত নম্বর বিপদ সংকেত। ঢাকায় বৃষ্টি, দমকা বাতাস। কিছুক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজলাম। বৃষ্টির পানি বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। শরীর হিম হয়ে গেছে। এক কাপ গরম চা খেতে পারলে ভালো হতো। চায়ের দোকানের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি—দি নিউ মদিনা আতর হাউস থেকে একজন হাতের ইশারায় আমাকে ডাকল। কাছে গেলাম। সেই লোক সন্দিগ্ধ চোখে আমাকে দেখতে লাগল। একসময় বলল, আপনার পাঞ্জাবি হলুদ?

আমি বললাম, হ্যাঁ বৃষ্টিতে ভিজে কমলা হয়ে গেছে।

বুঝতে পারছি। দূর থেকেই নিউ মদিনা হাউস দেখা যায়। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন কেন?

গরম চা খুঁজছি।

হুঁ। হয়েছে। 'গরম চা'। পেমেন্ট নিয়ে যান। ঘরে ঢুকেন।

আমি ঘরে ঢুকলাম। লোক গলা খাকারি দিয়ে বলল, আমার নাম আতর মিয়া। আপনার সঙ্গে আগে মুখোমুখি দেখা হয় নাই। আজ দেখা হলো। আপনাদের সঙ্গে ব্যবসা করে আরাম পেয়েছি। এই প্যাকেটে দুই লাখ পঁচিশ আছে। আমি গুনে দিয়েছি তারপরেও গুনে নিন।

আমি টাকা গুনতে পারি না। আপনি গুনেছেন এই যথেষ্ট। বেশি গুনলে টাকা কমে যায়।

আতর মিয়া বলল, টাকার প্যাকেটটা পলিথিন দিয়ে মুড়ে দেই। পকেটে রেখে দিন, বৃষ্টিতে ভিজবে না।

আমি বললাম, আমার পাঞ্জাবির পকেট নাই।

পকেট নাই কেন?

পকেট থাকলেই পকেটে টাকা-পয়সা রাখতে হয়। দিগদারি। আমি দিগদারি পছন্দ করি না।

করেন দিগদারির কাম আর দিগদারি পছন্দ করেন না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, গরম এক কাপ চা খাওয়ান আমি চলে যাব। টাকা থাকুক আপনার কাছে।

টাকা নিবেন না?

না।

কবে নিবেন?

টাকা আমার না, আমি নিব না। যার টাকা সেও নিবে না। সে ধরা খেয়েছে। এটা আমার অনুমান।

টাকা আপনার না?

না।

সাংকেতিক কথা 'গরম চা' কীভাবে বলেছেন?

এমনি বলেছি। মনে এসেছে বলেছি।

গায়ে হলুদ পাঞ্জাবি 'গরম চা' বলেন কী? পয়েন্টে পয়েন্টে মিলে গেছে।

আতর মিয়া ঝিম ধরে গেল। আতর মিয়া একটি কথাও বলল না। চা আনল। চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। তখন তার মোবাইলে একটা টেলিফোন এল। সে ইশারায় আমাকে দাঁড়াতে বলল। আমি দাঁড়ালাম। টেলিফোন শেষ করে আতর বলল, আপনার কথা সত্য। উনি ধরা খেয়েছেন।

আমি বললাম, পুরুষের জন্মই হয়েছে ধরা খাওয়ার জন্য। কেউ স্ত্রীর হাতে ধরা খায়, কেউ পুত্র-কন্যার হাতে ধরা খায়। কেউ ধরা খায় প্রেমিকার কাছে। আবার কেউ কেউ র‍্যাবের কাছে ধরা খায়।

আতর মিয়া বলল, আপনি কই থাকেন? আপনার ঠিকানা কী?

কেন?

যোগাযোগ রাখতাম।

কোনো প্রয়োজন নাই। হঠাৎ হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হবে সেটাই তো ভালো।

আতরের সঙ্গে পরে আরও দুইবার দেখা হয়েছে। শেষবার দেখা হয় মধ্যরাতে।

মধ্যরাত খুবই বিস্ময়কর সময়। তখন পেত্নী মারে ঢিল। মধ্য দুপুর থাকে ভূতের হাতে, মধ্য রাত পেত্নীর হাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেত্নী ঢিল মারতে থাকুক আমি ঘটনাটা বলি। কাওরান বাজারের সামনে দিয়ে আসছি। মাছের আড়তে এক বেচারি বলল, হিমু ভাই না? যান কই?

আমি বললাম, কোথাও যাই না। হাঁটতে বের হয়েছি।

একটা ইলিশ মাছ নিয়া যান। আজ ভালো ইলিশ আসছে। দেড় কেজি, দুই কেজি।

ইলিশ মাছ দিয়ে আমি করব কী?

ভাইজা খাবেন আর কী করবেন। টাটকা ইলিশ। এমন টাটকা ইচ্ছা করলে কাঁচাও খাইতে পারেন। কাঁচা ইলিশ কোনোদিন খাইছেন?

না।

আমার অনুরোধ রাখেন, একটা পিস হইলেও কাঁচা খায়া দেখেন। লবণের ছিটা দিবেন, কাগজি লেবু চিপ্যা লেবুর রস দিবেন। কচকচায়া খাবেন। এই হিমু ভাইরে সবচেয়ে বড় মাছটা গাঁইথা দে।

আমি বিশাল এক ইলিশ হাতে নিয়ে হাঁটছি। আমার পেছনে পেছনে দু'টা কুকুর আসছে। রাজধানীর কুকুর বলশালী হয়। এরা যথেষ্ট বলশালী। হাঁটার মধ্যে জংলিভাব আছে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লে ওরাও খানিকটা দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি বললাম, তোরা কি কাঁচা ইলিশ খাবি?

দু'জনই ঘড়ঘড় শব্দ করল। কুকুরের ভাষা বুঝতে না পারার কারণে কী বলল বুঝতে পারলাম না।

আরও খানিকটা এগুতেই মাইক্রোবাসের দেখা পেলাম। মাইক্রোবাসের ইঞ্জিনে কোনো সমস্যা হয়েছে। ড্রাইভার বনেট খুলে ইঞ্জিন ঠিক করার চেষ্টা করছে।

ড্রাইভারের পাশে চিন্তিত মুখে শুটকা টাইপের এক লোক টর্চ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। টর্চ একটু পরপর নিভে যাচ্ছে। আমি তাদের পাশে দাঁড়ালাম। কুকুরের ঘড়ঘড় শব্দ শুনে দু'জনই ফিরে তাকাল।

মাইক্রোবাসের ভেতর অত্যন্ত বলশালী একজন বসা। সে ঘাড় সোজা করে বলল, এই লোক কী চায়?

আমি বললাম, আমি কিছু চাই না। আপনার গাড়ি থেকে কড়া আতরের গন্ধ আসছে। আমার কুকুর দু'টা আতরের গন্ধে অস্থির হয়ে গেছে।

কুকুর দু'টা একসঙ্গে কলজে শুকিয়ে যাওয়ার মতো আওয়াজ করল। টর্চ হাতে ড্রাইভারের পাশের লোক হঠাৎ দৌড় দিল। তার দেখাদেখি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড্রাইভার। কেউ দৌড়ালে জংলি কুকুর তার পেছনে পেছনে যাবে এটাই স্বাভাবিক। দু'টা কুকুরই ছুটে গেল। একজন শুটকা লোককে কামড়ে ধরল, আরেকজন ড্রাইভারকে। তাদের চিৎকার শুনলাম, বাঁচান আমাদের বাঁচান।

আমি ডাকলাম, তোরা ফিরে আয়। শুটকা লোক ফুটপাতে পড়ে রইল। কুকুর দু'টা ফিরে এল।

মাইক্রোবাসে বসা লোক ভীত গলায় বলল, আপনি কী চান?

আমি বললাম, আপনি গাড়িতে বস্তাভর্তি করে কাউকে নিয়ে যাচ্ছেন। যাকে নিয়ে যাচ্ছেন তার গা থেকে আতরের গন্ধ বের হচ্ছে। আমার ধারণা তার নাম আতর মিয়া। আপনার পরিকল্পনা কী? বস্তা বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ ব্রীজ থেকে পানিতে ফেলা? বস্তায় ইট কি ভরা আছে? আপনি তো ভাই বিরাট ঝামেলায় আছেন। গাড়ি নষ্ট। লোকবলও কমে গেল। সঙ্গে মোবাইল ফোন আছে না? টেলিফোন করে লোক আনবার ব্যবস্থা করুন। অন্য গাড়ি আনুন। এই ধরনের জটিল কাজে সবসময় ব্যাকআপ ব্যবস্থা থাকতে হয়।

গাড়ির ভেতর থেকে ভোঁ ভোঁ শব্দ পাওয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টহল পুলিশ আসতে দেখা গেল। আমি মাইক্রোবাসে বসা লোকটার দিকে তাকিয়ে বললাম, ভাইসাহেব, পুলিশ আসতেছে। আমার মনে হয় আপনার উচিত দৌড় দিয়ে পালানো। আতর মিয়াকে ধরার অনেক সুযোগ পাবেন।

মাইক্রোবাসের দরজা খুলল। ঐ লোক বের হলো। ঝেড়ে দৌড় দিল। পেছনে পেছনে কুকুর দু'টা ছুটে গেল। সেও ধরাশায়ী হলো।

মানুষের বিপদ দেখে পুলিশ এগিয়ে আসবে এটাই স্বাভাবিক। এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ঘটনা ঘটল না। পুলিশ দু'জনও উল্টোদিকে দৌড় দিল।

বস্তার ভেতর থেকে আতর মিয়াকে অর্ধমৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হলো। আতর মিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, হিমু ভাই। আপনি মানুষ না অন্য কিছু! এখন থেকে আমি আপনার কেনা গোলাম।

কুকুর দু'টাকে ইলিশ মাছ উপহার দিয়ে আমি কেনা গোলাম নিয়ে হাঁটা দিলাম। মধ্যযুগে মুনিবরা কেনা গোলাম নিয়ে হাঁটত। যুগের অভ্যাস বদলায় না। এই যুগেও আমি কেনা গোলাম নিয়ে হাঁটছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃষ্ণার কাছে ফিরে এসেছি। সে ভোল পাল্টেছে। শাড়ির বদলে জিন্সের প্যান্ট, গাঢ় হলুদ রঙের ফুলহাতা জামা। গলায় হলুদ পাথরের মালা। আগেরবার চোখের পাতা নীল ছিল। এখন হলুদ। এর মধ্যে চোখে রঙ করাও শেষ।

মেয়েরা ভয়ঙ্কর দুর্যোগেও সাজ ঠিক রাখতে ভোলে না।

আতর মিয়া আমার সঙ্গে নেই। সে নাকি পাঁচ মিনিট পরে আসবে। রুস্তমকে টাইট দিতে পাঁচ মিনিট লাগবে। পুরো টাইট দিবে না। স্ক্রুর দুই প্যাঁচের টাইট। ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচং।

আমাকে দেখে তৃষ্ণা কেবিন থেকে বের হয়ে এসে কোমল গলায় বলল, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

জীবনানন্দ দাশ আমাদের নানাভাবে প্রভাবিত করেছেন। 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'—বাক্যটি নানানভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রতিবারই শুনতে ভালো লাগে।

আমি বললাম, ভয় লাগছে?

তৃষ্ণা বলল, ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম। আপনাকে দেখে ভয় কমেছে। সত্যি কমেছে। আপনি আর যেতে পারবেন না। এখানে থাকতে হবে।

পাশের কেবিনের মেয়েরা কান্না থেমেছে?

হ্যাঁ, তবে মাঝে মাঝে ফোঁপানোর শব্দ হচ্ছে। এবং যথারীতি মোরগ ডাকছে।

আমি বললাম, মহা বিপদের সময় পশুপাখি ডাকাডাকি করে শুনেছি, মোরগ মনে হয় সেই কারণেই ডাকছে।

কেবিনের ভেতর মোরগ আসবে কেন?

তাও কথা।

বাঁ-পাশের কেবিনের দরজা খুলে এক ভদ্রলোক বের হলেন। তাঁর গায়ে আলজেরিয়া ফুটবল দলের জার্সির মতো স্লিপিং স্যুট। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। ভদ্রলোক ভয়ে চিমশা মেরে গেছেন। তাঁর ফ্রেঞ্চকাট দাড়িগোঁফ ঝুলে গেছে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী হচ্ছে বলতে পারেন?

আমি বললাম, ঝড় হচ্ছে।

ঝড় হচ্ছে সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমাদের করণীয় কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা ছাড়া তেমন কিছু করণীয় নেই। গণ তওবার আয়োজন হচ্ছে। তওবায় সামিল হতে পারেন। তওবা পড়ানোর জন্যে যোগ্য মাওলানার সন্ধানে কিছুক্ষণের মধ্যে বের হব। ইচ্ছা করলে আপনিও আমার সঙ্গে আসতে পারেন। In search of Godo-র মতো In search of মাওলানা।

You are talking nonsense!

অতি সত্য কথা বলেছেন।

লঞ্চ কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য কী করেছে? লঞ্চের মালিকপক্ষের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

মালিকপক্ষের এখন আর কেউ নাই। আমরা সবাই মালিক আমাদের এই লঞ্চের রাজত্বে। মালিকের খোঁজখবর না করে একটা কাজ করতে পারেন। কড়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে একটা দোয়া পড়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। যা ঘটবে ঘুমের মধ্যে ঘটবে। দোয়াটা হচ্ছে—'আল্লাহুমা বি ইছমিকা আমতু ওয়া আহইয়া'। এর অর্থ 'হে আল্লাহ্! তোমার নামেই আমি মৃত্যুর কোলে অর্থাৎ নিদ্রায় যাইতেছি এবং জীবিত হইব।' তবে এই দফায় জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

ফাজলামি করছেন? আমি কে আপনি জানেন? আমি ডক্টর জিল্লুর খান। হেড অব দ্যা ডিপার্টমেন্ট অব বায়োকেমিস্ট্রি। স্টেট ইউনিভার্সিটি অব লালমাটিয়া।

ঢাকা শহরে এখন স্টেট ইউনিভার্সিটির ছড়াছড়ি। ধানমণ্ডির কোনো কোনো গলিতে তিনটা-চারটা করে ইউনিভার্সিটি। মাঝারি সাইজের বাড়ি ভাড়া করে ইউনিভার্সিটি বানানো হয়। বাড়ির গ্যারাজ হয় ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের অফিস। সেই অফিসে এসি থাকে। বেশির ভাগ সময় এসি থেকে গরম বাতাস বের হয়। ফ্যান চললে ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের আরাম হতো, কিন্তু এসি-তে যে ইজ্জত ফ্যানে তা নেই।

আমি বললাম, স্যার ভালো আছেন? ভেতরে এসে বসুন। লঞ্চ দুলছে, যে-কোনো সময় আপনি পড়ে যাবেন। যেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন সেটা দেখেও ভয় লাগছে। রেলিং ধরে দাঁড়ান।

তুমি কি লঞ্চের কেউ?

জি স্যার। আমি যাত্রীদের চা, পান-সিগারেট এইগুলা কেবিনে কেবিনে দেই। আমাকে কেবিন বয় বলতে পারেন। রাতের খানা কি খাবেন? এনে দিব? মেন্যু হলো—

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাল-খাসি
ইলিশ মাছ
ইলিশ মাছের ডিম
সবজি
মসুর ডাল।

ডক্টর জিল্লুর খান বস্তিওয়ালা ভাইদের ভাষায় চলে গেলেন। খ্যাঁক খ্যাঁক করে বললেন, হারামজাদা কেবিন বয়। তুই ফাইজলামি শুরু করেছিস কী জন্যে? যা মালিকপক্ষের কাউকে ডেকে আন।

স্যার! এইটা আমার ডিউটিতে পড়ে না। তারপরেও যেতাম। লঞ্চে মালিক পক্ষের একজন আছেন। তিনি অসামাজিক কর্মে ব্যস্ত আছেন। তাঁকে ডাকার সাহস আমার নাই, কারণ তাঁর সঙ্গে একটা লাইসেন্স করা পিস্তল আছে। সারেঙ আছেন। উনার ব্রেইন কাজ করছে না। উনি শুধু বলছেন, যার গৈ, চাঁনপুর যার গৈ। 'যার গৈ' কথাটার অর্থ হচ্ছে—চলে যায়। চাঁনপুর যার গৈ অর্থাৎ চাঁদপুর চলে যায়। লঞ্চ যখন ডুবে যাবে তখন তিনি বলবেন, লঞ্চ যার গৈ। 'শ্রাবণ যার গৈ' মানে হচ্ছে শ্রাবণের দিন চলে যায়।

ডক্টর জিল্লুর খান বললেন, হারামজাদা। থাপড়ায়ে আমি তোর দাঁত ফেলে দেব।

তৃষ্ণা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। মনে হয় আমার কথাবার্তায় মজা পাচ্ছিল। সে বলল, আপনি অকারণে গালাগালি করছেন কেন?

ডক্টর জিল্লুর খান বললেন, গালাগালি করা অবশ্যই ঠিক হচ্ছে না। এই কুত্তার বাচ্চাকে আমি লাথি দিয়ে পানিতে ফেলব। সেটাই হবে সঠিক কাজ।

প্রফেসর সাহেব বাক্য শেষ করার আগেই আতর মিয়া কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দরজা কোনটা ভাঙব?

আমি বললাম, পাশেরটা।

আতরের প্রচণ্ড লাথিতে দরজা ভেঙে গেল। কেবিনে চামচিকার মতো এক প্রৌঢ়, তার পাশে সম্পূর্ণ নগ্ন এক তরুণী। তরুণী আচমকা দরজা খোলায় হকচকিয়ে গেছে। গা ঢাকার কাপড় খুঁজছে। এইসব ক্ষেত্রে যা হয়—কাপড় পাওয়া যাচ্ছে না। মার্ফিস ল কাজ করছে। মার্ফি সাহেবের সূত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে, 'যখন যেটা প্রয়োজন তখন তুমি তা পাবে না। যখন প্রয়োজন নেই, তখন সেই জিনিসই চোখের সামনে পড়ে থাকবে।' কেবিনের ভেতর কোনো মোরগ বা মুরগি দেখা গেল না।

অধ্যাপক সাহেব নগ্ন তরুণী দেখে যথেষ্ট আনন্দ পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। চোখের পাতা ফেলা সাময়িক বন্ধ রেখেছেন।

আমি আমার গায়ের চাদর বের করে প্রৌঢ়ের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললাম, চাদরটা দিয়ে ঢেকে দিন।

আতর মিয়া বলল, ঐ শিয়ালের বাচ্চা বাইর হ। ফুর্তি অনেক হইছে। ফুর্তি শেষ। বাইর হ কইলাম। এক্ষণ বাইর না হইলে ঘেটি চিপ দিয়া বাইর করব।

গাল ভাঙা চামচিকা মানব বের হয়ে এল। আতর মিয়া ভাঙা দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, সিস্টার, শইল ভালোমতো ঢাকেন। কেয়ামত শুরু হইছে আর আপনে নেংটা বসা। এইটা কোনো কথা!

প্রফেসর সাহেব আতর মিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি হঠাৎ এসে কী শুরু করেছেন! Who are you?

আতর বলল, ঝিম ধইরা খাড়ায়া থাক। কথা বললে থাপ্পড় খাবি।

তুমি চেনো আমি কে?

চিনার প্রয়োজন নাই। কিয়ামতের দিন কেউ কাউরে চিনবে না। আইজ কিয়ামত। আপনি আমারে চিনেন না, আমিও আপনেরে চিনি না।

ফ্রেঞ্চকাট বললেন, কেয়ামত হোক বা না-হোক আমাদের ভদ্রতা শালীনতা বজায় রাখতে হবে।

আতর বলল, এই দেখ আমার ভদ্রতা।

প্রচণ্ড থাপ্পড়ের শব্দ হলো। ডক্টর জিল্লুর খান হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। সেখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নিজের কেবিনে ঢুকে গেলেন। দৃশ্যটিতে নিশ্চয়ই কিছু হাস্যরস ছিল, তৃষ্ণা হেসে ফেলল। মানুষ ভয়ঙ্কর সময়েও হাসতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনজন রাশিয়ান সৈনিক নাজিদের হাতে ধরা পড়ল। তাদের ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। যে কমান্ডার গুলি করার নির্দেশ দিবেন, তিনি হঠাৎ বরফে পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। রাশিয়ান সৈন্য দু'জন হো হো করে হাসতে লাগল। তাদের মৃত্যু হলো হাসতে হাসতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতর মিয়া আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হিমু ভাই! আপনি এই চামচিকারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমি একটা চক্কর দিয়া আসি। আইজ রাইতটা যাবে চক্করের উপরে। দুইটা আতরের শিশি পকেটে নিয়া বাইর হইছি, সাথে যন্ত্রপাতি নাই। একটা যন্ত্রের সন্ধান পাইছি। লঞ্চ মালিকের পোলার লাইসেন্স করা যন্ত্র। ঐটা উদ্ধার করা বিশেষ প্রয়োজন।

আতর মিয়া নিমিষে উধাও হয়ে গেল। আমি চামচিকা মানবকে বললাম, ভাই আছেন কেমন?

চামচিকা মানবের মোবাইল বেজে উঠেছে। রিং টোন হিসাবে আছে মোরগের ডাক। এতক্ষণে মোরগ রহস্যের সমাধান হলো। চামচিকা মানব মোবাইলে বিড়বিড় করে কিছু কথা বলে মোবাইল পকেটে রেখে দিল। তাকে মোটেই বিব্রত মনে হলো না। থলথলে ভুঁড়ির নাদুসনুদুস প্রৌঢ়। গায়ের পাঞ্জাবিটা সিল্কের। সে যে পান চিবুচ্ছে তা আগে লক্ষ করি নি। মুখ থেকে জর্দার কড়া গন্ধ আসছে। সে আয়োজন করে রেলিং এর-বাইরে পানের পিক ফেলল।

আমি বললাম, আপনার নাম কী?

রশীদ খান।

আমি বললাম, রশীদ ভাই ভালো আছেন?

রশীদ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে থমথমে গলায় বলল, দরজা যে ভেঙেছে সে কে?

তার নাম আতর। বায়তুল মোকাররমে তার একটা আতরের দোকান আছে। দোকানের নাম 'দি নিউ মদিনা আতর হাউস'।

রশীদ বলল, আমি যদি ঐ শুয়োরের বাচ্চার জান কবজ না করি আমার নাম রশীদ খান না। আমার নাম শুয়োর খান।

আমি বললাম, জান কবজ করে আজরাইল। আপনি কি আজরাইল?

আমি আজরাইল না। আমি গার্মেন্টের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তবে বাংলাদেশে আজরাইল ভাড়া পাওয়া যায়।

ভাড়াটে আজরাইল দিয়ে কাজ হবে না। ঢাকা শহরের ভাড়াটে আজরাইল কন্ট্রোল করে আতর মিয়া। আপনার সঙ্গে তো মোরগ টেলিফোন আছে। মোরগ ফোনে আপনার ভাড়াটে যে-কোনো আজরাইলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাদের জিজ্ঞেস করুন আতর মিয়াকে চেনে কি না।

আমি কী করব না করব সেটা আমার ব্যাপার। আপনি বলার কে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার ভালোর জন্য বলছিরে ভাই। আতর মিয়ার বিষয়ে ঠিক ধারণা থাকলে আপনারই সুবিধা। ভুল চাল দিয়ে বিপদে পড়বেন। আতর মিয়ার চড় খেয়ে একজন হামাগুড়ি পর্যায়ে চলে গেল। সে একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে হামাগুড়ি দিয়ে। এই যাত্রায় উঠে দাঁড়াতে পারবে এরকম মনে হচ্ছে না।

তৃষ্ণা খিলখিল করে হাসছে। এমন আনন্দময় হাসি শুধু কিশোরীরাই হাসতে পারে।

রশীদ খানের পকেটে মোবাইল ফোন বাজছে। মোরগ কোঁকর কোঁ করেই যাচ্ছে।

আমি বললাম, ভাই মোরগটা ঠাণ্ডা করুন। দেরি করলে মোরগ ডিম পেড়ে দিতে পারে। আপনার পরিচিত আজরাইলদের একজন টেলিফোন করেছে।

আপনাকে বলেছে কে?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি জানি।

আমার হাসিতে ভদ্রলোক বিভ্রান্ত হলেন। তৃষ্ণাও খানিকটা বিভ্রান্ত হলো। মানুষকে বিভ্রান্ত করা মজার ব্যাপার। প্রকৃতি এই বিষয়টা সবসময় করে। মানুষকে রাখে বিভ্রান্তির ভেতর।

রশীদ টেলিফোন ধরেছেন। নিচুগলায় কথা বলছেন। নিচুগলার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি। তৃষ্ণাও পাচ্ছে, সে চকচকে চোখে বিপুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। কথাবার্তার এক পর্যায়ে রশীদ বললেন, আতর মিয়া বলে কাউকে চেনো? একটা চোখ বড়। একটা ছোট। থুতনিতে কাটা দাগ।

জবাবে ওপাশ থেকে কী বলা হলো তা আমরা শুনলাম না, তবে রশীদ খানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, বলো কী! না না, আমি কোনো ঝামেলায় যাব না। ঝামেলায় যাওয়ার আমার প্রয়োজন কী? আচ্ছা রাখি।

রশীদ খান হতাশ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আবহাওয়া যথেষ্ট শীতল। বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়ার ঝাপটা, তারপরেও রশীদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আমি বললাম, আপনার কেবিনে যে মেয়েটা আছে সে কে?

আমার স্ত্রী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে যান, কেবিনে ফিরে যান। ভাবীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করুন। সময় বেশি নাই, লঞ্চ ডুবে যাবে। একসঙ্গে মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়ার একটা ব্যাপারও আছে।

রশীদ নড়লেন না। যেখানে ছিলেন সেখানে বসে রইলেন। তার পকেটের মোরগ আবার ডেকে উঠল, কোঁকর কোঁ।

আমি বললাম, আপনার আসল স্ত্রী টেলিফোন করেছেন। টেলিফোন ধরুন। মহা বিপদের বিষয়টা তাকে জানান।

তৃষ্ণা বিস্মিত গলায় বলল, আপনি কে টেলিফোন করেছেন তা ধরতে পারেন?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, মাঝে মাঝে পারি। সবসময় না।

যে টেলিফোন করছে তার নামও কি বলতে পারেন?

বেশিরভাগ সময় পারি না, তবে এখন বলতে পারব। যে মহিলা টেলিফোন করেছেন তাঁর নাম ময়না।

রশীদ খান ভয়াবহ চমক খেলেন। একবার বড় ধরনের চমক খেলে পরপর আরও দুবার খেতে হয়। এই জন্যেই প্রবচন দানে দানে তিনদান। রশীদ খান দ্বিতীয় চমক খেলেন। আতর আবার ফিরে এসেছে। তার সঙ্গে এক তরুণী। তরুণী ভয়ে আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে।

আতর আমার দিকে তাকিয়ে হৃষ্ট গলায় বলল, সবচেয়ে কম ঝামেলার যন্ত্র জোগাড় করেছি। লঞ্চের মালিকের পুলা ডাইল খায়া বমি কইরা বমির উপর পইড়া ছিল। আমি বললাম, পিস্তল কই রাখছেন, বাইর করেন। দেরি করবেন না। দেরি করলে পেটে পাড়া দিয়া বাকি বমি বাইর করব। বলেই পেটে পাড়া দিলাম। সাথে সাথে জিনিস চলে আসল আমার হাতে। যন্ত্র ভালো, মেড ইন ইতালি।

আমি বললাম, সঙ্গের মেয়েটা কে?

আতর হাই তুলতে তুলতে বলল, এর নাম সীমা। প্রফেসর সাহেবের ছাত্রী। স্যারের সঙ্গে ভ্রমণের জন্য এসেছিলেন। সুযোগ বুঝে লঞ্চের মালিকের ছেলের কেবিনে উনাকে ঢুকায়ে দিল। যে ভ্রমণের জন্যে উনি এসেছিলেন, সেই ভ্রমণই উনার হয়েছে। স্যারের বদলে লঞ্চ মালিকের ছেলে কাদেরের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন।

সীমা ফুঁপিয়ে উঠল। আতর বলল, সিস্টার! আপনার সারা শরীর বমিতে মাখামাখি। আগে টয়লেটে যান। সাবান দিয়ে ভালোমতো সিনান করে স্যারের কাছে যান। বিদ্যা শিক্ষা নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃষ্ণা বিস্মিত দৃষ্টিতে সীমার দিকে তাকিয়ে আছে। তৃষ্ণা বলল, আপনার কাছে একসট্রা ড্রেস না থাকলে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন। আপনার গা থেকে বমির বিকট গন্ধ আসছে।

আমি বললাম, মেয়েটাকে কাপড় দিয়ে চল আমরা লঞ্চটা ঘুরে দেখি। এখানকার পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হোক।

তৃষ্ণা বলল, আপনি না বললেও আপনি যেখানে যাবেন আমি আপনার পেছনে পেছনে যাব। আজ রাতের জন্য আমি হব মেরীর little lamb.

লঞ্চ দুলছে। ভীতিকর দুলুনি না, আরামদায়ক দুলুনি। বৃষ্টি ঝরেই যাচ্ছে। আমি তৃষ্ণাকে নিয়ে পরিদর্শনে বের হয়েছি। তৃষ্ণার হাতে খেলনার মতো দেখতে ভিডিও ক্যামেরা। এই মেয়েটির ভয়ডর এখন যে চলে গেছে তা বোঝা যাচ্ছে। মহা বিপর্যয়ের ছবি তুলতে পারার আনন্দেই এখন সে আনন্দিত।

তৃষ্ণা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, হিমু! আমরা মহা বিপদে আছি, কিন্তু আমার ভালো লাগছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি স্পিলবার্গের কোনো ছবিতে অভিনয় করছি। ছবির শেষ দৃশ্যে লঞ্চ ডুবে যাবে, আমরা দু'জন একটা কাঠের তক্তা ধরে ভেসে থাকব।

আমি বললাম, অভিনেত্রী, মন দিয়ে শুনুন। হাঁটার সময় রেলিং ধরে হাঁটুন। আপনার ক্যামেরা কিন্তু ভিজে যাচ্ছে।

ওটা ওয়াটারপ্রুফ ক্যামেরা, ভিজলেও কিছু হবে না। স্কুবা ডাইভিং-এ এই ক্যামেরা ব্যবহার হয়।

তাহলে তো কথাই নেই, লঞ্চ যখন ডুবে যাবে আপনিও ডুববেন এবং তখনো ছবি তুলবেন।

লঞ্চ ডুববে না। আমার মন বলছে ডুববে না। আমি আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা বই লিখব। *রিডার্স ডাইজেস্ট*-এ একটা আর্টিকেলও লিখব। আপনি রিডার্স ডাইজেস্ট পড়েন?

না।

আমার একটা লেখা রিডার্স ডাইজেস্টে ছাপা হয়েছিল। Life নামে ওদের একটা সেকশন আছে। সেখানে মজার মজার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঘটনা ছাপা হয়। আমারটাও ছাপা হয়েছিল। একশ ডলার পেয়েছিলাম। শুধু আমার নাম ভুল ছেপেছে। লিখেছে Tritna, Bangladesh. *রিডার্স*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাইজেস্টটা আমার স্যুটকেসে আছে। আমি আপনাকে পড়তে দেব। পড়বেন তো?

পড়ব।

আপনার প্রবল ESP ক্ষমতা। তাই না?

জানি না।

আমারও ESP ক্ষমতা আছে। যারা আমার ঘনিষ্ঠ, তারা আমার এই ক্ষমতার বিষয়ে জানে।

জানারই কথা।

আপনি আমার একটা কথাও বিশ্বাস করছেন না। আপনার উপর আমার রাগ লাগছে। এখানে একটু দাঁড়ান। আপনাকে জরুরি কিছু কথা বলব।

এখানে দাঁড়িয়ে কথা বললে আপনি ভিজে যাবেন। বৃষ্টির ছাঁট আসছে।

আসুক। আমার কথা শুনলে আপনি কিন্তু ভয়ঙ্কর চমকাবেন।

অনেকদিন চমকাই না। আপনার কথা শুনে চমকালে ভালো হবে। বড় ধরনের চমক লিভারের জন্য উপকারী।

তৃষ্ণা মুখ কঠিন করে বলল, আমার ESP ক্ষমতা বলছে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। এই লঞ্চেই বিয়ে হবে। আমি পুরো বিষয়টা স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

AMARBOI.COM

কী দেখছেন?

আমি দেখছি লঞ্চ কাত হয়ে আছে। একজন বৃদ্ধ আমাদের বিয়ে পড়াচ্ছেন। তার চোখে সুরমা। বৃদ্ধকে দেখামাত্র আমি চিনব। আপনার ঠোঁটের কোণে হাসি। এর অর্থ আপনি এখনো আমার কথা বিশ্বাস করছেন না।

অবশ্যই বিশ্বাস করছি। আমি মানুষকে বিশ্বাস করতে ভালোবাসি।

তৃষ্ণা বলল, আমি আপনাকে চিনি না। আপনার বিষয়ে কিছুই জানি না। তারপরেও আপনাকে বিয়ে করতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কেন জানেন?

না।

কারণ এই বিয়ে পূর্বনির্ধারিত। সবকিছুই যে পূর্বনির্ধারিত আধুনিক বিজ্ঞান এখন এই সত্য হজম করা শুরু করেছে।

আমি জানতাম না। আমি শুনেছি Free will-এর কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিষয়ে আমরা বাসর রাতে তর্ক করব। বাসর হবে আমার কেবিনে। আমার কাছে বেলি ফুলের দুটা মালা আছে। আরও লাগবে। কী অদ্ভুত কো ইনসিডেন্স! স্যুটকেসে ফুল আঁকা একটা চাদর আছে। এখন চলুন আমরা বুড়োটাকে খুঁজে বের করি।

চলো।

আমরা বুড়োর সন্ধানে প্রথম গেলাম লঞ্চের সারেঙের ঘরে।

এর আগে সারেঙকে দেখেছি বিছানায় শোয়া। এখন দেখলাম বসা অবস্থায়। সারেঙের চোখ রক্তবর্ণ। সারেঙ তৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে পরিচিতজনের গলায় বলল, সকিনা! গম আছ নি? চাঁনপুর যার গৈ।

তৃষ্ণা বলল, এই বুড়া না।

আমরা দ্বিতীয় বুড়োর সন্ধানে বের হলাম। এই বুড়ো আমার পরিচিত। তার কাছ থেকে চাদর নিয়েছিলাম। বুড়ো ঠিক আগের জায়গায় বসে আছে। তার দৃষ্টি নিজের হাতের লাঠির দিকে। জাহাজ দুলছে, জাহাজের সঙ্গে বৃদ্ধও দুলছে। মনে হচ্ছে বিশাল রকিং চেয়ারে সে বসা।

বৃদ্ধ আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, বাজান! আমার চাদর কই?

আমি বললাম, চাদর জায়গামতোই আছে।

শীত লাগতেছে চাদরের প্রয়োজন ছিল।

আমি বললাম, ঝড় ঠিকমতো উঠুক, চাদর এনে রেলিং-এর সঙ্গে আপনাকে বেঁধে দিব। যাতে উড়ে গিয়ে পানিতে না পড়েন।

তৃষ্ণা বলল, আপনি কি ইনাকে চেনেন?

আমি বললাম, চিনি। ঝড়টা ঠিকমতো উঠলে জাহাজের যাত্রী সবাই সবাইকে চিনবে।

তৃষ্ণা বলল, আপনাকে অতি জরুরি কথাটাই জিজ্ঞাসা করা হয় নি। আপনি কি ম্যারেড?

না।

দেখুন আমার অবস্থা। বিয়ের সব ঠিকঠাক করে ফেলেছি, অথচ আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি, আপনি ম্যারেড কি না।

আমি বললাম, দুর্যোগের সঙ্গে স্বপ্নের মিল আছে। স্বপ্নে লজিক কাজ করে না। ভয়াবহ দুর্যোগেও লজিক কাজ করে না। দুর্যোগের দৃশ্যগুলোও হয় স্বপ্নের মতো ছাড়াছাড়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার বিয়েতে আপত্তি নেই তো?

না।

আমার বয়স কিন্তু বেশি। আটাশ রানিং। বাঙালি ছেলেরা শুনেছি অল্পবয়েসী মেয়ে বিয়ে করতে চায়। বাঙালি ছেলেদের অদ্ভুত মানসিকতা। তারা খুবই কমবয়েসী মেয়ে বিয়ে করতে চায় কিন্তু তাদের হতে হবে উচ্চশিক্ষিত। তাদের রূপ হতে হবে রাজকন্যাদের মতো। তাদের বাবার প্রচুর টাকাপয়সা থাকতে হবে। অথচ ছেলে কিন্তু ভ্যাগাবন্ড। আপনি কি ভ্যাগাবন্ড?

হ্যাঁ।

কী যন্ত্রণা! আমি যে জিনিস পছন্দ করি না সবই আমার কপালে এসে জুটে।

বিয়েটা কি তাহলে বাতিল?

না। বাতিল কী জন্যে হবে? আপনার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বাতিল হলে আপনি খুশি হন। পাত্রী হিসেবে আপনি কি আমাকে অপছন্দ করছেন?

না। 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।'

কথাটার মানে কী?

আপনার জন্যে ফুলের মালা গাঁথার কাজটা আমি আগ্রহ নিয়ে করব।

কার কবিতা?

রবীন্দ্রনাথের।

শুনুন, কখনোই আমার সঙ্গে কবিতা কপচাবেন না। কবিতা হচ্ছে অলসের বিলাস। আমি অলস মানুষ পছন্দ করি না।

আচ্ছা।

তৃষ্ণা বলল, এই মুহূর্ত থেকে আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন। আমিও তুমি করে বলব। এতে আপনার কোনো সমস্যা আছে?

না।

হিমু! তোমার মধ্যে আমি গা ছাড়া ভাব দেখছি কেন? ঠিক করে বলো—স্ত্রী হিসেবে তুমি কি আমাকে পছন্দ করছ না? দয়া করে ঝেড়ে কাশ। আমার একটা গুণ শুনলে তুমি চমকে উঠবে। বলব?

বলো।

বেকারি আমি ভালো পারি। কোর্স নিয়েছি।

বেকারি কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেক পেস্ট্রি এইসব বানানো। আমি যে স্টেটে থাকি সেখানে কুকি বানানোর একটা কম্পিটিশন হয়। কুকি হলো বিস্কিট। আমি সেই কম্পিটিশনে অনারেবল মেনশন পেয়েছি।

চমৎকার। ধরা যাক কয়েকটা ইঁদুর এবার।

এর মানে কী?

কবিতার লাইন।

বাঙালিদের রোমান্টিসিজম কয়েক লাইন কবিতা আবৃত্তিতে সীমাবদ্ধ। আমার জন্যে খুবই বিরক্তিকর। আগে একবার বলেছি, এখন আরেকবার বলছি, দয়া করে আমার সামনে কবিতা আবৃত্তি করবে না।

করব না।

শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ খুঁজে পাওয়া গেল। তৃষ্ণা চেঁচিয়ে বলল, ঐ তো উনি! আমি ইনাকেই স্বপ্নে স্পষ্ট দেখেছি।

তৃষ্ণা দেখাচ্ছে খুনের আসামি পীর কুতুবিকে। আমি বললাম, উনার হাতে হাতকড়া পরানো। স্বপ্নেও কি তাই দেখেছ?

স্বপ্নে হাতকড়া দেখি নি। হাতকড়া কেন?

উনি তিনটা খুন করেছেন। তাঁকে বরিশাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফাঁসি দেওয়ার জন্যে।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো। আমি উনার একটা মিনি ইন্টারভ্যু নিতে চাইলে উনি কি রাজি হবেন?

অবশ্যই রাজি হবেন। ইন্টারভ্যু দেওয়ার জন্যে উনি মুখিয়ে আছেন।

আমাদের বিয়ের কাজি হবেন কি না তা আগে জেনে নেই?

জেনে নাও।

তৃষ্ণা পীর সাহেবের দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে বলল, আচ্ছা শুনুন। আপনি কি একটা বিয়ে পড়াতে পারবেন? আমরা দু'জন বিয়ে করব, কাজি পাচ্ছি না।

পীর সাহেব বললেন, বিয়ে পড়াতে পারব। কিন্তু এখন পারব না। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিয়ে পড়ানো যায় না। এই মাসালা অনেকেই জানে না। ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়-তুফান—এসবের মধ্যে বিয়ে হবে না।

কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগুলা হচ্ছে রোজ কেয়ামতের ছোট ছোট নমুনা। রোজ কেয়ামতে যেমন বিয়ে হবে না, এখনো হবে না। ঝড়তুফান কমুক, বিয়ে পড়ায়ে দিব। দেনমোহর ঠিকঠাক করুন। আপনার হাতে ক্যামেরা না?

জি।

এই রকম একটা ক্যামেরা আমার স্ত্রীর ছিল। শৌখিনদার মেয়ে ছিল। খামাখা ছবি তুলত। জ্বিন কফিল যখন তারে খুন করে তখনো তার হাতে ক্যামেরা। আমার স্ত্রী ছবি তোলার মধ্যে ছিল। জ্বিন কফিল তার ঘরে ঢুকেছে এইটাও সে ক্যামেরায় ধরেছে। আজিব মেয়েছেলে।

তৃষ্ণা কিছু বুঝতে না পেরে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, জ্বিন কফিলের বিষয়টা তোমাকে পরে বুঝিয়ে বলব।

পীর সাহেব বললেন, এই দুনিয়ায় কিসিম দুইটা। জ্বিন এবং ইনসান। বুঝায়া বলার কিছু নাই।

আমি বললাম, আপনার স্ত্রীর ক্যামেরায় কি জ্বিনের ছবি উঠেছে?

উঁহু, আমার ছবি উঠেছে। জ্বিন আমার রূপ ধরে তার ঘরে ঢুকেছে। জিনের এই ক্ষমতা আছে। আপনারা দু'জন এখন যান, এশার নামাজের সময় পার হয়ে গেছে। এখন নামাজ আদায় করব। সামান্য দেরি হয়েছে। ওসি সাহেবের কানে ফায়ারিং হবে সেটা দেখার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। ফায়ারিং এখনো হয় নাই। মন বলতেছে নামাজে দাঁড়াব আর ফায়ারিংটা হবে। জ্বিন কফিলের বদমাইসি। একটা মজার জিনিস দেখতে চাই, সে আমারে দেখতে দিবে না।

তৃষ্ণা বলল, ফায়ারিং কী? ইনার কথাবার্তা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

তৃষ্ণার কথা শেষ হওয়ার আগেই বাতাসের প্রবল ধাক্কায় লঞ্চ ডানদিকে কাত হয়ে গেল। পীর কুতুবি বিকট ধ্বনি দিলেন—আল্লাহু আকবর!

ঝপাং শব্দ হলো, পীর কুতুবি ওসি সাহেবকে নিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুলিশদের মধ্যে যে ব্যাপক চাঞ্চল্য আশা করেছিলাম, তা দেখা গেল না। একজন শুধু পানিতে ছয় ব্যাটারি টর্চের আলো ফেলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই আলোও নিভে গেল। টর্চ বৃষ্টির পানিতে ভিজেছে। কিছুক্ষণ আলো দিয়ে সে নিভে যাবে এইটাই নিয়তি।

ঘটনার আকস্মিকতায় তৃষ্ণা হতভম্ব। সে বিড়বিড় করে বলল, এরা তো ডুবে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, পীর কুতুবি ডুববেন না। তিনি ডান্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় মোহনা পার হবেন। ওসি সাহেব ডুবে যাবেন। আমার ধারণা এর মধ্যে ডুবেও গেছেন।

তৃষ্ণা বিড়বিড় করে বলল, কী সর্বনাশ!

আমি বললাম, সর্বনাশ তো বটেই। তোমার কাজিও কিন্তু ভেসে চলে যাচ্ছে। কাজি যার গৈ। কাজি যার গৈ।

'যার গৈ' 'যার গৈ' করছ কেন?

'যার গৈ' হচ্ছে ভেসে চলে যাচ্ছে।

তাতে তোমার এত আনন্দ কেন? মুসলমানদের বিয়েতে কাজিও লাগে না। আমি বইতে পড়েছি কবুল কবুল বললেই হবে।

তৃষ্ণার কথা শেষ হওয়ার আগেই গুলির শব্দ হলো।

পুলিশ চারজন লাফ দিয়ে উঠল। তাদের মুখ ফ্যাকাসে। 'গুলি' কী বস্তু পুলিশ সবচেয়ে ভালো জানে। গুলির শব্দে আতঙ্কে তারাই সবার আগে অস্থির হয়।

তৃষ্ণা বলল, গুলি কোথায় হয়েছে?

পুলিশের একজন বলল, আমার বন্দুক থেকে মিস ফায়ার হয়ে গেছে ম্যাডাম।

তৃষ্ণা বলল, আপনা-আপনি গুলি হয়ে গেছে মানে কী? মানুষ মারা যেতে পারত।

যার বন্দুক থেকে গুলি হয়েছে সে বিনয়ের সঙ্গে বলল, আল্লাহপাকের হুকুম ছাড়া কারও মৃত্যু হবে না আপা। চিন্তার কিছু নাই।

আমরা তাকিয়ে আছি কুতুবির দিকে। কুতুবি কিছুক্ষণের মধ্যেই লঞ্চের আড়ালে চলে গেলেন।

পুলিশদের একজন হাঁপ ছাড়ার মতো করে বলল, সবই আল্লাহপাকের ইচ্ছা।

লঞ্চের নিয়ন্ত্রণ এখন আতর মিয়ার হাতে। তার ক্ষমতার উৎস ভীত এবং ক্ষুধার্ত যাত্রী। বিপদে মানুষের ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, চিন্তাশক্তি কমতে থাকে। লঞ্চ ডানদিকে কাত হয়েছে, যে-কোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটবে। সেদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজর না দিয়ে যাত্রীরা খেতে বসে গেছে। আজ রাতের খাওয়া ফ্রি। আতর মিয়ার সে রকমই নির্দেশ। খাওয়া নিয়ে ভালো হৈচৈ হচ্ছে। নতুন করে ডিম ভাজা হচ্ছে। অনেকেই ডিম ভাজা খাবে। কাঁচামরিচে ঝাল নেই কেন—এই নিয়েও তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। বেঞ্চে সবার জায়গা হয় নি। অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতে প্লেট নিয়ে খাচ্ছে। মুরগির গিলা-কলিজার একটা লুকানো হাঁড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই নিয়ে উল্লাস হচ্ছে। যাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, তারাও এক হাতা করে গিলা-কলিজা নিচ্ছে।

এদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ফাঁসির আসামিরাও শেষ খাবার আগ্রহ নিয়ে খায়। কোন আইটেম কীভাবে রাঁধতে হবে তাও বলে দেয়। "সরিষার তেল দিয়ে ইলিশ মাছ অল্প আঁচে কড়া করে ভাজতে হবে। মাছ থেকে যে তেল উঠবে সেই তেল বা সরিষার তেল আলাদা করে বাটিতে দিতে হবে। ইলিশ মাছের সঙ্গে রসুনের কোয়া থাকতে হবে।"

ক্ষমতাচ্যুত রুস্তম ঠোঁট কামড়াচ্ছে। তার দৃষ্টি আতর মিয়ার দিকে। আতর মিয়া তার লম্বা পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে আবার পকেটে রেখে দিয়েছে। রুস্তম বুঝতে পারছে না, পিস্তলটা আসল নাকি খেলনা। আজকাল খেলনা পিস্তলগুলো অবিকল আসলের মতো বানাচ্ছে। হাতে না নেওয়া পর্যন্ত আসল নকল বোঝার উপায় নেই। রুস্তমের কাছে মনে হচ্ছে নকল। নকল না হলে পকেটে লুকিয়ে রাখত না। সারক্ষণ হাতে রাখত।

নতুন কোনো চাল দিয়ে আতর মিয়ার হাত থেকে ক্ষমতা কীভাবে নেওয়া যায় তা-ই রুস্তমের একমাত্র চিন্তা। মাথায় তেমন কোনো বুদ্ধি আসছে না।

লঞ্চের রেস্টুরেন্টের সামনে কিছু জায়গা খালি করা হয়েছে। এটাই এখন মঞ্চ বা জনতার আদালত। মঞ্চে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর আতর মিয়া।

আতর বলল, ভাই ব্রাদার সবাই মন দিয়ে শুনেন। আমরা মহা বিপদে আছি। মাইনাস টু ফর্মুলা ঘটে গেছে। পীর সাহেব এবং ওসি সাহেব পানিতে পড়ে গেছেন। আপনারাও প্রস্তুত হয়ে যান। লঞ্চ অচল। শুরু হয়েছে ঝড়। এই ঝড় এখনো পাতলা। পাতলা ভাব থাকবে না। ঘন হবে। একতলায় বড় বড় সেগুন কাঠের টুকরা আছে। সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করবেন। দু'জন দু'জন করে একটা টুকরা বেছে নিবেন। হামলা হামলি বন্ধ। এক টুকরা পানিতে ফেললাম, পঞ্চাশজন তাতে ঝাঁপায়ে পড়বেন—তা হবে না। ক্লিয়ার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ কোনো শব্দ করল না।

রুস্তম বলল, আমার একটা কথা আছে।

আতর বলল, কী কথা?

আপনি একা নির্দেশ দিবেন, সেই নির্দেশে সবাই কাজ করবে তা তো হবে না। একটা কমিটি হবে। নির্দেশ যাবে কমিটির মাধ্যমে।

কমিটিটা করবে কে?

জনগণ করবে। কমিটিতে আওয়ামী লীগ থেকে একজন থাকবে, বিএনপির একজন থাকবে। সুশীল সমাজ থেকে একজন থাকবে। নকল পিস্তল নিয়ে ফালাফালি করলে নেতা হওয়া যায় না।

আতর বলল, চুপ! আরেকটা শব্দ করলে গুল্লি। এই দেখ পিস্তল। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখ আসল। আমি নকলের কারবার করি না।

গুলি করবেন?

অবশ্যই করব। আমার চোখের দিকে তাকা। তাহলেই বুঝবি আমি যা বলি তা-ই করি। যা বলি না তাও করি।

রুস্তম সমর্থন আদায়ের জন্যে এদিক-ওদিক তাকাল। সবাই খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। সমর্থন পাওয়া গেল না। রুস্তম বলল, আপনি আপনার মতো কাজ করেন। আমি লঞ্চের ডেকে আছি। তেমন কোনো প্রয়োজন হলে ডাকবেন।

আতর বলল, কানে ধর। কানে ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যা। আর আসবি না।

কানে ধরব?

অবশ্যই কানে ধরবি।

যাত্রীদের একজন বলল, কানে ধরতে বলছে কানে ধরে চলে যান। ঝামেলা করেন কী জন্য? আছি বিপদে এর মধ্যে শুরু করেছেন ঝামেলা।

যাত্রীদের একটা বড় অংশ বলল, কানে ধর। কানে ধর।

রুস্তম কানে ধরতেই হো হো হাসির শব্দ উঠল। বিপদের সময় ছোটখাটো মজাও অনেক মজাদার মনে হয়। কানে ধরে লিডারশ্রেণীর একজন মানুষ যাচ্ছে। দেখতেই ভালো লাগছে। একজন হাততালি দিল। তার দেখাদেখি অন্যরাও হাততালি দিতে লাগল।

আতর মিয়া হুঙ্কার দিল, হাততালি দেওয়ার মতো কিছু হয় নাই। বলেন, আল্লাহু আকবার। গলার রগ ফাটায়ে চিৎকার দিবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকট চিৎকার শোনা গেল, আল্লাহু আকবার!

আতর বলল, এই লঞ্চে কিছু দুষ্ট লোক আছে। এইসব দুষ্ট লোকের কারণে আল্লাহপাক আমাদের উপর নারাজ হয়েছেন। দুষ্টরা সবাই এক এক করে আসবে। জীবনে বড় পাপ কী করেছে নিজের মুখে বলবে। তারপর তওবা করবে। রাজি?

বিকট আওয়াজ উঠল, রাজি।

সবার আগে আমরা প্রফেসর সাহেবকে দিয়ে শুরু করব। প্রফেসর সাহেব চার নম্বর কেবিনে আছেন। তাকে ধরে নিয়ে আসেন। কেবিনের সব যাত্রী এখানে চলে আসবে। আজ সব এক। কেবিনের যাত্রী ডেকের যাত্রী বলে কিছু নাই। পূর্ণ সমাজতন্ত্র। বলেন, আলহামদুলিল্লাহ।

সবাই বলল, আলহামদুলিল্লাহ।

আতর বলল, মহা বিপদে লিডার লাগে একজন। দুই-তিনজন লিডার মানে দুই-তিন রকম চিন্তাভাবনা। মহা বিপদে আমাদের একটাই চিন্তা— 'বাঁচতে হবে'। চিৎকার দিয়ে বলেন, বাঁচতে হবে।

লঞ্চ কাঁপিয়ে চিৎকার, বাঁচতে হবে। চিৎকারের কারণেই হয়তো লঞ্চ ডানদিক থেকে বাঁ দিকে কাত হলো।

AMARBOI.COM

অধ্যাপক ডক্টর জিল্লুর খান পিএইচডি (গ্লাসগো) হতাশ চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। তাঁর ফ্রেঞ্চকাট আগেই খানিকটা ঝুলে ছিল, এখন আরও ঝুলে পড়ল। দুজন তাঁকে দুপাশ থেকে ধরে ফাঁকা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল।

জিল্লুর খান বললেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আপনারা আমার কাছে কী চান।

আতর মিয়া বলল, বড় বড় পাপ কী করেছেন সেটা বলবেন। তারপর তওবা করবেন।

Why?

সমাজের এইটাই সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত না মানলে লাথি দিয়ে পানিতে ফেলে দেওয়া হবে। এইটাও সমাজের সিদ্ধান্ত।

সমাজটা কী?

আমরাই সমাজ। দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি বলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি অপরাধ করার মানুষ না। টুকটাক মিথ্যা হয়তো বলেছি, এর বেশি কিছু না।

এর বেশি কিছু না?

অবশ্যই না।

তাহলে স্যার কিছু মনে করবেন না। আপনাকে এখন আমি লাথি দিয়ে পানিতে ফেলব। কেউ যেন মনে না করে সমাজ একজন নির্দোষ মানুষকে শাস্তি দিচ্ছে। এই জ্ঞানী প্রফেসর অসামাজিক কার্যের জন্য তার এক ছাত্রী নিয়ে এসেছে। ছাত্রী নিজের মুখে কী ঘটনা ঘটেছে বলবে, তারপর সমাজ সিদ্ধান্ত নিবে। ছাত্রীর নাম সীমা। সীমা সিস্টার উপস্থিত আছেন। সিস্টার আসেন কিছু বলেন।

সীমা আতরের কাছে এগিয়ে গেল।

আতর বলল, আপনার ভয়ের কিছু নাই। আপনি আপনার স্যারের ফান্দে পড়েছেন। ভুল করেছেন। এখন বলেন আপনি কি ভুল করেছেন?

সীমা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আমরা যদি প্রফেসর সাহেবকে পানিতে ফেলে দেই আপনার আপত্তি আছে?

সীমা চুপ করে রইল।

আতর বলল, সিস্টার, আমরা আপনার স্যারকে দুদিক থেকে ধরে রাখব। আপনি ধাক্কা দিয়ে আপনার স্যারকে পানিতে ফেলবেন। পারবেন না?

সীমা ভীত চোখে তাকিয়ে রইল। জবাব দিল না।

আতর বলল, চোখ বন্ধ করে পীর বদরের নামে এক ধাক্কা।

যাত্রীরা মহা উৎসাহে বলা শুরু করল, ধাক্কা ধাক্কা ধাক্কা।

ডক্টর জিল্লুর বললেন, এটা কোনো মগের মুল্লুক না। এখানে বিচার-আচার আছে। ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দেওয়া কোনো বিচার না।

আতর বলল, সাঁতার জানেন না স্যার?

না।

পানিতে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার। আপনি পানিতে নেমে সাঁতার শিখবেন। মাইনাস টু ফর্মুলা আপনাআপনি হয়েছে। আপনাকে দিয়ে হবে মাইনাস থ্রি ফর্মুলা।

যাত্রীরা মহা উৎসাহে চিৎকার শুরু করল, মাইনাস থ্রি। মাইনাস থ্রি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডক্টর জিল্লুর বললেন, এখানে বিচক্ষণ কেউ আছেন যিনি মাস হিস্টরিয়া বন্ধ করতে পারেন? প্লিজ হেলপ। প্লিজ।

তৃষ্ণা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যাও। আতর মিয়া তোমার কথা শুনবে। আমি বললাম, এখনো সময় হয় নি।

তৃষ্ণা বলল, সময় কখন হবে? পানিতে ফেলে দেওয়ার পর?

হতে পারে।

মানুষ ধরে ধরে পানিতে ফেলবে আর তুমি নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে?

আমি বললাম, মানুষের একটাই ভূমিকা। দর্শকের ভূমিকা। প্রকৃতি মানুষকে তৈরি করেছে শুধুই দেখার জন্যে। আশেপাশে নানা ঘটনা ঘটবে, সে দেখবে।

তৃষ্ণা বলল, মানুষ ঘটনায় অংশগ্রহণ করবে না?

না করাই বাঞ্ছনীয়।

কোঁকর কোঁ করে মোরগ ডেকে উঠল। আমরা চমকে তাকালাম। রশীদ খানকে ধরে আনা হয়েছে। তার পকেটের মোরগ ডেকেই যাচ্ছে।

রশীদ বুদ্ধিমান মানুষ। কী ঘটনা আঁচ করতে পারছে। ধনবান মানুষরা নিজের ধন রক্ষা করার প্রবণতাতেই সর্ব সমস্যায় আপোষে চলে যায়। রশীদ ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমাকে কী জন্যে ডেকেছেন বলুন।

আতর বলল, আপনি সারা জীবনে যা যা পাপ করেছেন এইসব আমরা শুনব।

রশীদ খান বললেন, আপনারা ভালো কথা শুনবেন। খারাপ কথা কেন শুনবেন? বরং আপনি দুটা ভালো কথা বলেন আমরা শুনি।

আতর খানিকটা হকচকিয়ে গেল। রশীদ খান বললেন, লঞ্চ ডুবে যাচ্ছে এরকম একটা গুজব উঠেছে। এই গুজবের কারণে সবার মাথা এলোমেলো। লঞ্চ সত্যি সত্যি ডুবে গেলে আমরা কীভাবে সবাই বাঁচব এখন সেই চেষ্টা করা উচিত। কে কী পাপ করেছে এইসব নিয়ে আলোচনা না। পাপ তো সবাই করে। কেউ ছোট পাপ, কেউ বড় পাপ। পাপের বিচারের মালিক তো আপনি না। বিচার হবে রোজহাশরে। ঠিক বলেছি?

ড. জিল্লুর উঁচু গলায় বললেন, অবশ্যই ঠিক বলেছেন। Right words at the right time.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রশীদ খানের পকেটে আবারও কোঁকর কোঁ শুরু হয়েছে। তিনি পকেট থেকে মোবাইল বের করে পানিতে ছুড়ে ফেলে বললেন, যা ব্যাটা পানিতে ডুবে কোঁকর কোঁ করতে থাক।

তার এই নাটক ভালো কাজ করল। দর্শকদের অনেকেই হেসে উঠল। বোঝা যাচ্ছে রশীদ খান তাঁর দিকের পাল্লা ভারী করছেন। মাস সাইকোলজি বলে, মহা বিপদে জনতার সিদ্ধান্ত অতি ক্ষুদ্র ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে বদলায়। বড় বড় ঘটনায় তেমন কিছু হয় না। মোবাইল পানিতে ফেলে দেওয়া ক্ষুদ্র ঘটনা কিন্তু তার প্রভাব বড়।

রশীদ খান বললেন, আমাদের মহা বিপদ। এর মধ্যে এক ভাইকে দেখি বন্দুক নিয়ে ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন। একে পানিতে ফেলবেন তাকে পানিতে ফেলবেন বলে হামকি-ধামকি। আরে ভাই, বন্দুক কি আপনার একার আছে? অন্যের নাই? আমি চারটা গার্মেন্টসের মালিক। আমি কোনো প্রটেকশন ছাড়া লঞ্চে উঠব? হামজা কই?

হামজা এগিয়ে এল। বাংলা সিনেমার ফাইটারদের মতো তার চেহারা। মাথা চকচক করে কামানো। গলায় রুমাল বাঁধা। পরনে জিন্সের শার্ট-প্যান্ট। রশীদ খান বললেন, আমার বডিগার্ড। এর পকেটে একটা লুগার পিস্তল আছে। পিস্তলটা আমার লাইসেন্স করা। হামজা, পিস্তলটা বের করে পাবলিককে দেখা।

হামজা ওস্তাদের আদেশ মান্য করল। ফ্যাসফ্যাস গলায় বলল, কারো উপর ফায়ারিং করতে যদি হয় ইশারা দিবেন।

রশীদ খান বললেন, এখন খুন-খারাবির সময় না। এখন জানে বেঁচে থাকার সংগ্রাম। আমি সবার সহযোগিতা চাই। আপনারা আছেন আমার সঙ্গে?

বিকট ধ্বনি উঠল, আছি! আছি!

শিশু এবং মহিলাদের বাঁচানোর চেষ্টা আগে করতে হবে। টিনের কিছু কাটা ড্রাম আমি লঞ্চে উঠার সময় দেখেছি। শিশুদের এইসব ড্রামে তুলে দেওয়া হবে। তাদের বাবা-মা ড্রাম ধরে ভাসবেন।

রুস্তম আবার উদয় হয়েছে। তার চোখেমুখে আনন্দের ঝলকানি। আহত নেতার প্রত্যাবর্তন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রশীদ খান বললেন, লঞ্চে আমি বেশকিছু অতি বৃদ্ধ যাত্রী দেখেছি। তাদের বিষয়ে কী করা যায় সেটা নিয়ে আমি চিন্তা করছি। আপাতত তারা এক জায়গায় গোল হয়ে বসে দোয়া ইউনুস পড়তে থাকুন। এই দোয়ার কারণে ইউনুস নবী মাছের পেট থেকে নাজাত পেয়েছিলেন। আমরাও ইনশাআল্লাহ লঞ্চের পেট থেকে নাজাত পাব।

আতর মিয়া পিছিয়ে পড়েছে। পিছিয়ে পড়া ছাড়া গতি নাই। তার আবারও উদয় হওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়, যদি না বড় ধরনের কোনো অঘটন ঘটে।

ঝড়-বৃষ্টি দুটাই সাময়িক কমেছে। সাময়িক বলছি কারণ আকাশে মেঘের স্তূপ বাড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাতেই মেঘের স্তূপের দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

আমি এবং তৃষ্ণা এখন কেবিনে। কেবিনের দরজা খোলা। বাতাসে ঝপাং করে একেকবার দরজা আছড়ে পড়ছে আবার বন্ধ হচ্ছে।

তৃষ্ণা বলল, একের পর এক নাটক হচ্ছে। আমার কী যে অদ্ভুত লাগছে! আমি নিজে এক ঝড়ের কারণে কী পরিমাণ বদলেছি ভেবে অবাক হচ্ছি। কী রকম বদলেছি শুনতে চাও?

চাই।

আমি ক্লাস নাইনে যখন পড়ি তখনই ঠিক করেছি জীবনে কখনো বিয়ে করব না। এখন কী আশ্চর্য বর সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি।

বর বলছ কেন? বিয়ে তো এখনো হয়নি!

হয় নি, হবে। যে কাজি ভেসে চলে গেছে সে আবারও ভেসে ফিরে আসবে। আমার সিক্সথ সেন্স তাই বলছে। আমার সিক্সথ সেন্সের ব্যাপারটা তুমি তো বিশ্বাসই করো না। পীর কুতুবি ফিরে এলে বিশ্বাস হবে তো?

আমি বললাম, কেউ যদি প্রবলভাবে বিশ্বাস করে আমার এই ক্ষমতা আছে তাহলে প্রকৃতি তাকে সেই ক্ষমতা দিয়ে দেয়। কেউ যদি মনে করে আমার মিরাকল ঘটানোর ক্ষমতা আছে, তাহলে প্রকৃতি এই ক্ষমতা তাকে দিয়ে দেয়।

মিরাকল কিন্তু ঘটে। আমার জীবনে কয়েকবার ঘটেছে। শুনতে চাও?

চাই।

চা খেতে খেতে শুনবে? আমার ফ্লাস্কে চা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চা খাওয়া যেতে পারে।

তৃষ্ণা চা বানাতে বলল, দুটা মিরাকল আমার জীবনে ঘটেছে। আজকেরটা হবে তৃতীয়।

আজকের কোন মিরাকল?

তৃষ্ণা জবাব দেওয়ার আগেই লঞ্চের সামনের দিক থেকে হৈচৈ, চেঁচামেচি শুরু হলো। আমরা দু'জনই ছুটে বের হলাম। তৃষ্ণার হাতে ভিডিও ক্যামেরা। তেমন কোনো দৃশ্য হলে ভিডিও করে ফেলবে।

ভিডিও করার মতোই দৃশ্য। কাঠের তক্তা ধরে দুজন ভাসছে। একজন পীর কুতুবি, অন্যজন ওসি সাহেব। বাতাসের ধাক্কায় তারা লঞ্চের দিকে ফিরে আসছে।

তৃষ্ণা বলল, ওরা দুজন যে কাঠের টুকরা ধরে ভেসে ভেসে আসছে এটাকে কি তুমি মিরাকল বলবে না?

আমার জবাব দেওয়ার আগেই পীর কুতুবির ক্লান্ত গলা শোনা গেল, জ্বিন কফিলের বদমাইশি। আমি সাঁতরায়া পাড়ে উঠতে পারতাম। বদ জ্বিন আমারে এক কাঠের টুকরা ধরায়া দিল। তাকায়া দেখি কাঠের টুকরার অন্যদিকে ওসি সাহেব।

তেমন কোনো ঝামেলা ছাড়াই দুজনকে লঞ্চে তোলা হলো। ওসি সাহেব 'পানি খাব' বলেই অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। পীর কুতুবি স্বাভাবিক গলায় বললেন, একটা গামছা দিয়ে কেউ আমার মাথাটা মুছায়ে দেন। আর এক কাপ হট টি দেন। দেশি বেনসন সিগারেট থাকলে ধরায়ে আমার ঠোঁটে দেন।

পীর কুতুবির প্রতিটি নির্দেশ পালিত হলো।

সবাই এই দুজনকে ঘিরে আছে। লঞ্চ ডুবে যাওয়ার চিন্তা এখন মাথায় নেই। মানুষ টেনশন বেশিক্ষণ নিতে পারে না। পীর কুতুবি এবং ওসি সাহেব কিছুক্ষণের জন্যে হলেও সবার টেনশন দূর করেছেন।

পীর কুতুবি বললেন, ওসি সাহেবের সার্টের পকেটে হাতকড়ার চাবি আছে। চাবি দিয়ে হাতকড়া খুলেন। কতক্ষণ আর বান্ধা থাকব? হাত তুলে মোনাজাত করতে হবে। হাত বান্ধা অবস্থায় মোনাজাত কবুল হয় না।

কুতুবির হাতকড়া খুলে দেওয়া হলো। তিনি বললেন, হাজেরান ভাই ও বোনেরা! এখন জিকির হবে। জিকির ছাড়া আমাদের উদ্ধার নাই। সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বামদিকে বুকে হাত দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলবেন, আল্লাহ। হাত নামিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলবেন, হুঁ। বড় পীর সাহেব আব্দুল কাদের জিলানী সাহেব এইভাবে জিকির করতেন।

জিকির শুরু হয়ে গেছে। আমি তৃষ্ণাকে নিয়ে চলে আসব তখন দেখি ডিরেক্টর শাকুর ভাই চোখের ইশারায় আমাকে ডাকছেন। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। শাকুর ভাই বললেন, আপনার সঙ্গের মেয়েটা কে?

ওর নাম তৃষ্ণা।

চেহারা ছবি, ফিগার তো মারাত্মক।

কথা সত্য।

তাকে জিজ্ঞেস করে দেখেন তো ভিডিও নাটকে অভিনয় করবে কি না। রাজি হলে পারুলির ক্যারেক্টার পেয়ে যাবে। নাটক চ্যানেল আইতে ইনশাল্লাহ প্রচার হবে। চ্যানেল আইয়ের একজন ক্যামেরা ক্রু আমার আপন মামাতো ভাই। তার মাধ্যমেই যোগাযোগ হবে।

আমি জিজ্ঞেস করে দেখব।

আপনার কি মনে হয় রাজি হয়ে যাবে?

আমি বললাম, মহা বিপদে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। রাজি হয়ে যেতে পারে।

ভাই, একটু চেষ্টা চালান।

AMARBOI.COM

তৃষ্ণার কোলে ল্যাপটপ। ভিডিও ক্যামেরায় যেসব ছবি তোলা হয়েছে তা ঢুকানো হচ্ছে ল্যাপটপে। সেখানেই এডিটিং হবে। হল্যান্ডের এক ভিডিও ফিল্ম ফেস্টিভলে পাঠানো হবে। ফেস্টিভলের নাম R Byte. সেখানে শুধু সত্যি ঘটনা নিয়ে বানানো ছবির প্রদর্শনী হয়। তৃষ্ণার ধারণা প্রথম পুরস্কার সে পেয়ে যাবে। পুরস্কারের অর্থমূল্য দশ হাজার ইউরো।

আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছে মহাবিপদ নিয়ে কিছু ইন্টারভ্যু নিয়ে আসা। ফাঁকে ফাঁকে এইসব ইন্টারভ্যু যাবে। ভিডিও ক্যামেরা কীভাবে চালাতে হয়, টেলিলেন্স কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সব শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি ইন্টারভ্যু নেওয়া শুরু করেছি। প্রথমেই সারেঙের অ্যাসিসটেন্ট হাবলু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাবলু

হাবলু, ক্যামেরার লেন্সের দিকে তাকিয়ে কথা বলো।

জি আচ্ছা।

তোমার কি ধারণা লঞ্চ ডুবে যাবে?

ডুবতে পারে, সবই আল্লাহপাকের ইচ্ছা। উনার ইচ্ছা হলে ডুববে। উনার ইচ্ছায় ভাইসা থাকবে। আবার উনি ইচ্ছা করলে লঞ্চ আসমানে উড়াল দিবে।

আসমানে উড়াল দিবে?

অবশ্যই। স্যার, উড়ালপঙ্খি গান শুনছেন? 'ও আমার উড়ালপঙ্খিরে'।

ফিল্মের গান?

না।

শুনবেন? পুরাটা জানি।

এই সময় উড়ালপঙ্খি শোনাবে?

আপনে বললে শুনাব। ভিডিওতে একটা স্মৃতি থাকল।

পুরো গান শোনাতে হবে না। চার লাইন শোনালেই হবে।

হাবলু গানের চার লাইন গাইল। মুগ্ধ হয়ে শুনবার মতোই গান।

AMARBOI.COM

সারেং খালেক

বিস্ময়ের কথা সারেঙের জ্বর নেমে গেছে। এখন তিনি বিছানায় আধাশোয়া। তার হাতে সিগারেট। শরীর যে এখন সুস্থ তার বড় প্রমাণ হাতের সিগারেট। অসুস্থ শরীর নিকোটিন নিতে পারে না।

কেমন আছেন?

আমি তো ভালোই আছি। লঞ্চ যায় যায়।

এখন আমরা আছি কোথায় বলতে পারেন?

কিছুই বলতে পারি না।

কম্পাস নাই?

লঞ্চ যাচ্ছে দক্ষিণে। এটা বলার জন্য কম্পাস লাগে না। ঘুরপাক খেতে খেতে সাগরে গিয়ে পড়বে।

ডুববে না?

স্টিল বডি ডুববে কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাইটানিকেরও স্টিল বডি ছিল। টাইটানিক ডুবে গেছে।

টাইটানিক কী লঞ্চ আমি জানি না, তয় এই লঞ্চ ডুববে না। লঞ্চের একতলা মালামাল ভর্তি। বাতাসের ধাক্কায় লঞ্চ কাত হয়ে পড়বে না। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমান। ঘুম থেকে উঠে দেখবেন সব ঠিকঠাক। আমি আঠার বছরের সারেং। পানির হিসাব, ঝড়ের হিসাব, লঞ্চের হিসাব আমার জানা।

আঠার বছরের সারেং-জীবনে কখনো লঞ্চডুবি হয় নি?

দুইবার হয়েছে। প্রথম ডুবল ছোট একতলা লঞ্চ। নাম এম এম এল মেঘনা।

মানুষ মারা গিয়েছিল?

মানুষ মারা যাবে না? যাত্রী যা উঠেছিল তার অর্ধেক সাফ। একজন ব্রিফকেস ভর্তি টাকা নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল। তার কাছ থেকে ব্রিফকেস নেওয়ার জন্য সাত আটজন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। জীবন বাঁচানোর দিকে নজর নাই ব্রিফকেস নিয়ে হাতাহাতি! সব তলায়া গেল, ব্রিফকেইস ভাইসা রইল। সেই ব্রিফকেইস পাইল আমারই অ্যাসিসটেন্ট কামরুজ্জামান। টাকা কত ছিল বলে নাই। লঞ্চের চাকরি ছেড়ে বর্ডসিমেন্টের দোকান দিয়েছে। গাবতলীতে তিনতলা বাড়ি করেছে। বিয়ে করেছে দুটা।

দ্বিতীয় দফার এক্সিডেন্টের বিষয়ে বলুন।

এইটা ছিল বড় এক্সিডেন্ট। দোতলা লঞ্চ। নাম 'এম ভি নাইলতাবাড়ি'। 'এম ভি' কী বুঝেন?

না।

এম ভি হলো মোটর ভেহিকেল আর এম এল মোটর লঞ্চ। এক্সিডেন্ট হয়েছে ঘন কুয়াশার কারণে। সাহেবরা এই কুয়াশারে বলে 'ফগ'। এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। এর মধ্যে লঞ্চ চলছে। লঞ্চের মালিক সঙ্গে আছেন। বরিশালে তাঁর নাকি জরুরি কাজ, পৌঁছাতেই হবে। তাঁর কারণেই এক ঘণ্টা আগে লঞ্চ ছেড়েছি। আমার বেকায়দা অবস্থা। ঘনঘন 'বদর' বাবার নাম নিতেছি।

বদর বাবাটা কে?

খোয়াজ খিজির। উনার কারবার পানিতে। লঞ্চে এক নতুন জামাই বউ নিয়ে যাচ্ছে। ডেকে তারা আমোদ-ফুর্তির বাজার বসায়েছে। আমি তাদের এক নজর দেখেও এসেছি। বর যেমন সুন্দর তার স্ত্রীও সুন্দর। সচরাচর এরকম দেখা যায় না। বউ সুন্দর হলে জামাই হয় বান্দরের খালাত ভাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক্সিডেন্টের কথা শুনেন। অন্ধকারের মধ্যে আজদহা এক ট্যাংকার সামনে থেকে দিল ধাক্কা। লঞ্চ দুই ভাগ হয়ে গেল। ডুবে গেল দশ থেকে পনের মিনিটের মধ্যে। সর্বমোট তিনশ ছাব্বিশজন মারা গেছে। ছয়-সাত বৎসর আগের কথা। সব পত্রিকায় উঠেছে। পত্রিকা পড়ার অভ্যাস থাকলে নিশ্চয় পড়েছেন।

জামাই বউ কি বেঁচে ছিল?

বউ বেঁচে ছিল। সাঁতার দিয়ে এক চরে উঠেছে। জামাই সাঁতার জানে না। প্রাণে বাঁচার জন্য বউকে জাপটায়ে ধরেছিল। বউ অতি চালাক মেয়ে, লাথি দিয়ে জামাইকে আগে সরায়েছে। শাড়ি গায়ে সাঁতার দেওয়া যায় না। শাড়ি খুলে সাঁতার শুরু করেছে।

আপনি এত কথা জানলেন কীভাবে?

ঐ মেয়ে আর আমি একই চরে উঠেছিলাম। মেয়ের নাম সালমা। তাকে পরে বিবাহ করি।

ইনিই কি সকিনার মা?

জি না। সকিনার মা আমার প্রথম স্ত্রী। আমার তিন স্ত্রী। তিনজনের মধ্যেই আন্তরিক মিল মহব্বত। প্রথমজন সংসার দেখে, দ্বিতীয়জন রান্না দেখে। আর সালমা থাকে তার নিজের মতো।

আপনি তো ভাগ্যবান মানুষ। আপনার দুই লঞ্চ পানির নিচে চলে গেল, আপনি টিকে রইলেন।

আমাকে ভাগ্যবান অবশ্যই বলা যায়। যে দুইবার লঞ্চডুবি হয়েছে সেই দুইবারই মক্কায় হজ করে এসেছি। আমি ডাবল হাজি।

শুনুন হাজি সাহেব! সবকিছু তিনবার করে ঘটে। এই জন্যেই কথা দানে দানে তিন দান। এই লঞ্চ ডুববে, আপনার তিন দান পূর্ণ হবে। হজ করতে যাবেন আপনি, হবেন ট্রিপল হাজি।

ডবল হাজি আমার কথা গুরুত্বের সঙ্গে নিলেন বলেই মনে হলো। তিনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

লঞ্চমালিকের কনিষ্ঠপুত্র
কাদের সাহেব

কাদের সাহেবের নেশার ঘোর সামান্য কেটেছে। তিনি বিছানায় আধাশোয়া হয়ে বসা। চোখ সত্যিকার অর্থেই জবাফুলের মতো লাল। ঘরে বমি এবং এলকোহলের মিশ্রণে তৈরি বিষাক্ত গন্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিডিও ক্যামেরা হাতে আমাকে দেখে বললেন, হু ইউ?

বোঝা গেল তাঁর ইংরেজি জ্ঞান সীমাবদ্ধ এবং তিনি সীমাবদ্ধ ইংরেজি জ্ঞানেই কথা বলতে ভালোবাসেন।

আমি বললাম, স্যার আমি পত্রিকার লোক। আপনার একটা মিনি ইন্টারভ্যু নেব।

তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'Go Hell.'

লঞ্চ ডুবে যাচ্ছে এই খবর কি পেয়েছেন স্যার? সাঁতার নিশ্চয়ই জানেন? লুঙ্গি খুলে একটা প্যান্ট বা পায়জামা পরে নিলে ভালো হয়। পানিতে লুঙ্গি খুলে গেলে বেকায়দা অবস্থা হবে। আমার অনুরোধ ড্রেসটা বদলান।

কাদের সাহেব ইংরেজি থেকে বাংলায় ফিরে এলেন। বিড়বিড় করে বললেন, হালারপুতে কয় কী? কথা শেষ করেই আবার বমির প্রস্তুতি নিলেন। বমি ভিডিও করার কিছু নেই। তারপরেও কিছুক্ষণ ভিডিও করলাম। মৃত্যু আতঙ্কে লোকজন বমি করছে—এই ফুটেজ তৃষ্ণা কাজে লাগাতে পারে।

কাদের সাহেব বললেন, এই হালারপুত ছবি তুলবি না। ছবি তুললে ফ্রেস বমি খাওয়ায়ে দিব।

ফ্রেস বা বাসি বমির কোনোটাই খাওয়া ঠিক হবে না ভেবে চলে এলাম।

AMARBOI.COM

ছিনতাইকারী

এখন দড়ি বাঁধা অবস্থায়। চোখে ভরসা হারানো দৃষ্টি।

আমি বললাম, আছেন কেমন?

আছি ভালোই কিন্তু আমার খাওন দেয় নাই। খাওয়া নাকি শেষ।

নতুন করে রান্না হবে।

ভাত রানতে পারে। চাউল আছে। হুদা ভাত খাব।

আপনি একাই খাওয়া পান নাই?

হ্যাঁ আমি বাদ পড়েছি।

আপনার সাথে চায়ের দোকানের মালিক বাঁধা ছিল, সে কোথায়?

জানি না কই। তারে ছেড়ে দিয়েছে, আমি একা আটকা আছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিনতাইয়ের কাজ কোথায় শিখেছেন?

নিজে নিজে শিখেছি। এর জন্য তো স্কুল-ইউনিভার্সিটি নাই।

ছিনতাই করে সবচেয়ে বেশি উপার্জন কবে করেছেন?

এইবারই করলাম। লাভ কী হয়েছে বলেন? সব নিয়ে গেছে। আনসাররা ভাগ বাটোয়ারা করে নিবে। এখন সাংবাদিক ভাই আপনি বলেন তারা ছিনতাইকারী না? টাকাটা তো তারা আমার কাছ থেকে ছিনতাই করল। ঠিক বলেছি না মিথ্যা বলেছি?

ঠিক বলেছেন। পড়াশোনা কতদূর করেছেন?

এসএসসি পাস দিয়েছিলাম। অংকে কত পেয়েছিলাম শুনলে ফাল দিয়ে পানিতে পড়ে যাবেন।

কত পেয়েছিলেন?

৭৮। আর দুই পেলে লেটার হয়ে যেত। আমার সামনে সিট পড়েছিল সলিলের। ক্লাসের ফার্স্ট বয়। তার খাতা দেখে দেখে লিখেছি। একটা অংক সে আর দেখায় না। আমি বললাম, মালাউনের বাচ্চা, খাতা দেখা। না যদি দেখাস ভুঁড়ি গলায়ে ফেলব।

খাতা দেখায়েছে?

না। খাতা জমা দিয়ে বাড়ি চলে গেছে।

তার ভুঁড়ি গলানোর ব্যবস্থা করেছিলেন?

না, মাফ দিয়েছি। ৭৮ তো কম না। লেটারের কাছাকাছি। বিয়ারিং লেটার বলা যায়। সলিলের কোনো খোঁজ জানেন?

ইন্ডিয়া চলে গেছে। ওদের যাওয়ার জায়গা আছে। ঝামেলা হলেই ইন্ডিয়া। আমাদের কোনো উপায় নাই। আফসোস। সাংবাদিক ভাই, দেখেন না আমার কোনো ফুডের ব্যবস্থা করা যায় কি না।

লঞ্চ তো কিছুক্ষণের মধ্যে ডুবেই যাবে। খাওয়া নিয়ে চিন্তা করে লাভ কী? আপনি তো সাঁতারও জানেন না যে কিছুক্ষণ সাঁতরাবেন।

আমি সাঁতার জানি না আপনারে কে বলেছে?

অনুমানে বলছি।

আপনার অনুমান ঠিক আছে। একবার পুসকুনির পানিতে পড়ে মরতে বসেছিলাম। কে জীবন বাঁচায়েছে অনুমান করুন তো!

সলিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার অনুমান সঠিক হয়েছে। মালাউনের বাচ্চা না থাকলে সেই দিনেই সব শেষ হতো।

সেটা কিন্তু খারাপ হতো না। তখন আপনি মারা যেতেন স্কুলের ছাত্র হিসাবে। এখন কলঙ্ক নিয়ে মারা যাবেন। ছিনতাইকারী হিসাবে মারা যাবেন।

সাংবাদিক ভাই আমি আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না। নো টক। আপনার সঙ্গে কথা বলার আর সার্থকতা নাই।

পীর কুতুবি

নদী সাঁতরানোর কারণে উনার অবস্থা এখন কাহিল। জিকির শুরু করে দিয়ে উনি এখন হা করে ঘুমুচ্ছেন। তার মুখের সামনে স্বাস্থ্যবান দুটা মাছি ভনভন করছে। দুটা মাছির মধ্যে একটার মতলব ভালো না। সে মনে হয় যে-কোনো মুহূর্তে কুতুবির মুখে ঢুকে যাবে। ওসি সাহেব কুতুবির পাশেই শুয়ে আছেন। তিনি কি এখনো অচেতন নাকি চেতনা ফিরেছে তা বোঝা যাচ্ছে না। দুজনের গায়ের ওপর কম্বল। এক কম্বলের নিচে দুজন দৃশ্যটা দেখতে ভালো লাগছে।

AMARBOI.COM

ড. জিল্লুর খানের ছাত্রী সীমা

ক্যামেরা মুখের সামনে ধরলে সীমা পালিয়ে যাবে ভেবেছিলাম। সীমা চোখমুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি : সীমা কেমন আছ?

সীমা : (নিশ্চুপ)

আমি : তুমি কি শুধু স্যারের সঙ্গে প্রমোদ ভ্রমণে যাও, নাকি অন্যদের সঙ্গেও যাও?

সীমা : (চাপা অর্থহীন শব্দ করল)

আমি : বলা হয়ে থাকে প্রসটিটিউশন বাংলাদেশে নেই বলে ট্যুরিজমে আমরা পিছিয়ে আছি। ট্যুরিজমকে এগিয়ে নিতে তুমি এবং তোমার মতো মেয়েরা কী করতে পার এটা বলো। দেশের জন্য সবার কাজ করতে হবে, তাই না?

সীমা দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসে পড়ল। ইন্টারভ্যুর এখানেই সমাপ্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনসার বাহিনী প্রধান
আব্দুল খালেক
(জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পোলভল্টে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত)

আমি আব্দুল খালেক। জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত। এখন আমার অবস্থা দেখেন ছাতার এক ভাঙা লঞ্চে ডিউটি পড়েছে। কারণ কী জানেন? আনসার এডজুটেন্টের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে। উনি আমার সম্মানটা দেখলেন না, লঞ্চে ডিউটি দিয়ে এমন বিপদে ফেলেছেন। জীবন নিয়ে ফিরব তা মনে হয় না। নিজের হাতে ছিনতাইকারী ধরে এতগুলো টাকা উদ্ধার করেছি সেই ঘটনা কেউ জানবে না।

না জানাই তো ভালো। ছিনতাইয়ের টাকা আপনারা ফেরত দেন নাই। আপনাদের হাত থেকেও টাকা ছিনতাই হয়েছে। আপনাদের একটা রাইফেলও পানিতে পড়ে গেছে বলে শুনেছি।

এইসব উড়া খবর কার কাছ থেকে পেয়েছেন?

আমরা সাংবাদিক মানুষ, খবর সংগ্রহ করাই আমাদের কাজ। শুনেছি আপনার রাইফেলটাই নাকি মিসিং।

কে বলেছে?

আপনার রাইফেল কই?

সেই কৈফিয়ত আপনাকে দিব কেন? রাইফেল সেফ কাস্টডিতে আছে। ক্যামেরা বন্ধ করেন প্লিজ। আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না।

শেষ একটা কথা শুধু বলুন। জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আপনি স্বর্ণপদক বিজয়ী। তরুণ খেলোয়াড়দের উদ্দেশে কিছু বলুন।

আব্দুল খালেক গম্ভীর গলায় বললেন, খেলোয়াড়কে হতে হবে শারীরিকভাবে ফিট। তাকে সবসময় অনুশীলনের মধ্যে থাকতে হবে। হারজিৎ নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। জয় এবং পরাজয় দুটাই হাসিমুখে গ্রহণ করতে হবে। তাদের মনে রাখতে হবে, জীবন হলো জয়-পরাজয়ের ফুল দিয়ে গাঁথা এক মালা।

আমি বললাম, মুখস্থ বলেছেন বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ। এক ফটো সাংবাদিক ভাই আমার জন্যে লিখে দিয়েছিলেন। মুখস্থ করে রেখেছি। টেলিভিশনেও একই কথা বলেছি। চ্যানেল আইয়ের খেলাধুলা অনুষ্ঠানে দু'বার দেখায়েছে। বিকাল চারটায় একবার পরদিন সন্ধ্যাবেলায় আরেকবার।

স্বর্ণপদকটা কোথায়?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটার কথা ভাই আর বলবেন না। বিরাট ঝামেলা হয়েছে। ক্যামেরাটা বন্ধ করেন তারপর বলি।

আমি ক্যামেরা বন্ধ করলাম।

আব্দুল খালেকের মুখ এখন উজ্জ্বল। চোখ চকচক করছে।

আমার ছোট শ্যালিকার নাম রেশমা। সে আমার বিশেষ ভক্ত। আমি তাকে ছোটবোনের মতো স্নেহ করি। এর বেশি কিছু না। আমার স্ত্রী আবার অত্যন্ত সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত মহিলা। আমরা দুজন একসঙ্গে নরমাল গল্পগুজব করছি দেখলেও সে উত্তেজিত হয়ে যায়, বোনকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে।

স্বর্ণপদক নিয়ে বাসায় ফিরেছি, আমার স্ত্রী দাঁত তুলতে ডেনটিস্টের কাছে গিয়েছে। ঘরে আমি আর রেশমা। রেশমাকে স্বর্ণপদকটা দেখালাম। সে পদক হাতে নিয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলল। ঘটনাটা দেখে এত আনন্দ পেলাম! রেশমাকে বললাম, এটা তুমি রেখে দাও। তোমাকে দিলাম।

এই ঘটনার ফলাফল কী বুঝতেই পারছেন। আমার স্ত্রী বঁটি নিয়ে গেছে রেশমাকে মারতে। এতবড় পদক পেয়েছি কোথায় আমোদ-ফুর্তি হবে তা না বঁটি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি।

পদক এখন কার দখলে?

রেশমার দখলে। তার এক কথা—দুলাভাই আমাকে আদর করে দিয়েছেন, এটা আমি মরে গেলেও দিব না। প্রয়োজনে হাতের কব্জি কেটে দিব। তার কথায় যুক্তি আছে। আপনি কি বলেন?

যুক্তি আছে। পদকটা তো আপনার। আপনি যাকে ইচ্ছা দিবেন। 'আমার ভোট আমি দিব যাকে ইচ্ছা তাকে দিব' অনেকটা এইরকম।

এই তো আপনি বুঝেছেন।

রেশমার সঙ্গে মোবাইলে কথা হয়েছে?

না। আমি বিপদে আছি শুনলেই কেঁদে বুক ভাসাবে। তাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী?

ভাবিকে জানিয়েছেন?

মুটকিকে কিছু বলা না-বলা একই। তাকে কথা বললে এক্সট্রা একশ' টাকা খরচ হবে।

কেন?

সে মুরগি ছদকা দিবে। একশ' টাকার কমে মুরগি মিলে? তার স্বভাব হলো একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছে সকালে উঠে মুরগি ছদকা। মুরগিতে কাজ হয় বলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝড় যেভাবে উঠছে আমার মনে হয় দুজনের সঙ্গে শেষ কথা বলে নেওয়া ভালো।

রেশমাকে সব জানাব আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মুটকিকে জানানোর কিছু নাই।

ভাবি কি বেশি মোটা?

গ্ল্যান্ডের কী জানি সমস্যা। প্রতিদিনই মোটা হচ্ছে। কোনো রিকশা তাকে নিতে রাজি হয় না।

পান ব্যবসায়ী তালেব মুনশি

আপনার টাকাই ছিনতাই হয়েছে?

জি।

এই নিয়ে আপনাকে কখনোই চিন্তিত দেখলাম না।

চিন্তা করে লাভ কী বলেন? আমি ধরে নিয়েছি টাকাটা ব্যবসায়ে লোকসান হয়েছে।

টাকা ফেরত পাবেন বলে আপনার মনে হচ্ছে না?

কুমির যখন মুরগি গিলে তখন কি মুরগি পাওয়া যায়।

কুমিরের পেট কাটলে পাওয়া যায়। আমার ধারণা আপনি টাকাটা ফেরত পাবেন। লঞ্চ ডুবে গেলে টাকাটা কাজে লাগবে না এটাই যা সমস্যা।

তালেব মুনশি বললেন, কারোর না কারোর কাজে লাগবে। পানি থেকে ডেডবডি তুলবে। মানিব্যাগ টাকার সন্ধানে শরীর হাতাহাতি করবে। শুনেন সাংবাদিক ভাই? লঞ্চডুবি হয়ে বহু লোক মারা গেছে। তাদের ডেডবডি উদ্ধার হয়েছে। কারও কাছে মানিব্যাগ পাওয়া যায় নাই।

ঝড় হঠাৎ করেই প্রবল আকার ধারণ করল। একসঙ্গে চার-পাঁচজন আযানে দাঁড়িয়েছে। মহা বিপদের সময় আযান দিলে নাকি বিপদ কাটে।

আমি আযানের কিছু দৃশ্য ভিডিও করলাম। ফুটেজ হিসাবে তৃষ্ণার কাজে লাগবে। শেষ ইন্টারভ্যু নিতে গেলাম বুড়োমিয়ার।

বুড়ো লাঠি হাতে আগের জায়গাতেই বসে আছে। লঞ্চ দুলছে। লঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে সেও দুলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বুড়ো মিয়ার সামনে বসতে বসতে বললাম, এই নিন আপনার চাদর। এখন খুশি?

বুড়ো বলল, চাদর দিয়ে কী করব! লঞ্চ যাবে তলায়ে।

ভয় পাচ্ছেন?

ভয় পাব কোন দুঃখে? অনেকদিন বাঁচলাম। একজীবনে যা দেখার সবই দেখছি। খালি উড়োজাহাজে উঠি নাই।

এই নিয়ে কি আফসোস আছে?

সামান্য আছে।

রাতে তো কিছু খান নাই। ক্ষুধা লাগে নাই?

বেজায় ভুখ লাগছে। ভুখ কঠিন জিনিস। আপনারে বলতে লজ্জা নাই, আমার স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন শেষরাতে। দুপুরে এমন ভুখ লাগছে। কাউরে কিছু বলতে পারি না। বাড়িভর্তি আত্মীয়স্বজন। কান্দাকাটি চলছে। শেষে না পাইরা বাজারে এক ভাতের হোটেলে ভাত খাইলাম। আমার মনে হয় আমার জীবনের সবচেয়ে মজার খানা ছিল সেইটা।

আইটেম কী ছিল মনে আছে?

মনে অবশ্যই আছে। শিং মাছ আলু দিয়া রানছে। ইলিশ মাছের ডিম পটল দিয়ে। কাঁঠালের বিচি আর হিদল দিয়ে একটা ভর্তা বানায়েছে, এমন স্বাদের ভর্তা বেহেশতে আছে কি না কে জানে।

বেহেশতের খাওয়া খাদ্য কেমন হবে বলে আপনার ধারণা?

বৃদ্ধ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মুনশি মাওলানার কাছে শুনেছি। আমরার মতো গরিব মানুষের জন্য খুব ভালো মনে হয় না।

মুনশি মাওলানার কাছে কী শুনেছেন?

ধরেন আপনার সামনে দিয়ে সুন্দর একটা পাখি উইড়া যাইতেছে। সেই পাখির মাংস খাইতে ইচ্ছা হইল, তখনই পাখিটা রোস্ট হইয়া মুখের সামনে ঝুলতে থাকবে। আপনি মাংস খায়া হাড্ডি ফেলবেন সঙ্গে সঙ্গে সেই হাড্ডি পাখি হইয়া উইড়া যাবে।

চলুন খেতে যাই।

কই খাব?

খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধকে হাত ধরে তুলছি ঠিক তখনি আতর মিয়া উপস্থিত। তার ভাব-ভঙ্গি বিজয়ীর।

আতর বলল, হিমু ভাই ঘটনা শুনছেন?

না।

রশিদ খানের অ্যাসিসটেন্ট হামজা দশ হাত পানির নিচে।

তুমি ফেলেছ?

নিজে নিজেই পা পিছলায়া পড়ছে।

ক্ষমতা এখন তোমার হাতে?

অবশ্যই। সত্য কথা বলতে কী, ক্ষমতা সবসময় আমার হাতেই ছিল। আর কেউ না বুঝুক আপনার বুঝার কথা।

আমি হাসলাম। ক্ষমতাধর মানুষের সামনে কারণে অকারণে হাসতে হয়।

আতর বলল, এখন আপনারে শেষ বারের মতো জিগাই, লঞ্চ কি ডুবব? সব খবর আপনি এডভান্স পান। এই খবর পাবেন না তা হবে না।

আমি নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, এই খবর আমি এখনো পাই নাই। তবে ভাব ভঙ্গিতে মনে হয় ডুবে যাবে।

কী ভাব ভঙ্গি?

যেসব লঞ্চ, জাহাজ বা বিমানে প্রচুর শিশু থাকে সেগুলো বিচিত্র কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এই লঞ্চে শিশু নাই বললেই হয়। আমি মাত্র দুজন মাকে দেখেছি তাদের বাচ্চা জড়িয়ে ধরে বসে আছে। মা তাদের জড়িয়ে আছে বলে বাচ্চাগুলো মোটেই ভয় পাচ্ছে না।

আজিব দুনিয়া! ঠিক না হিমু ভাই? অবশ্যই আজিব দুনিয়া।

গণ তওবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তওবা পড়াচ্ছেন পীর কুতুবি। কুতুবি বললেন, হিন্দু ভাইরাও সামিল হয়ে যান। মহাপ্রলয়ের দিনে হিন্দু-মুসলমান কিছু নাই, সব সমান। মানুষ মানুষে সম্পর্কও শেষ। অমুক আমার স্ত্রী, অমুক বোন এইসবও নাই। সবাই অজু করে আসেন। যাদের কাপড়চোপড় নিয়া সন্দেহ আছে, তারা মাথায় তিন বালতি পানি ঢেলে আসেন। নাপাকি দূর হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীফ খান বললেন, একজন ফাঁসির আসামি, তিনটা খুন করেছে, সে আমাদের তওবা পড়াবে এটা কেমন কথা! আর কেউ কি নাই?

পীর কুতুবি বললেন, আপনি পড়ান। আপনি তো আমার চেয়ে লোক ভালো। আপনার চেহারা ছবিও খারাপ না। আল্লাহপাকের কাছে চেহারা ছবির দাম আছে।

আমি নিয়মকানুন জানি না।

নিয়মকানুন আমি বলে দিব। সূরা ফাতেহা দিয়ে শুরু তারপর দরূদশরিফ পাঠ।

আমি দরূদ জানি না।

পীর কুতুবি বললেন, আমি বলব আপনি শুনে শুনে বলবেন। পারবেন না? মঞ্চনাটকে যেমন হয়। আমি প্রমোট করব আপনি মূল পাঠ গাইবেন।

না পারব না।

গণ তওবার আয়োজন চলছে। আমি চলে এসেছি তৃষ্ণার কেবিনে। কেবিনের দরজা-জানালা বন্ধ। টেবিলের ওপর মোমবাতি জ্বলছে। আমি বললাম, মোমবাতি কোথায় পেয়েছ?

তৃষ্ণা বলল, হাবলু নামের ছেলেটা দিয়ে গেছে। অদ্ভুত ছেলে। মহাবিপদের সময় তার মুখভর্তি হাসি। নকল হাসি না, আসল হাসি।

আমি বললাম, মহা বিপদের সময় অনেক মানুষই হাসে। তামাশা করে। মজার মজার গল্প করে। ফরাসি বিপ্লবের সময় কী হয়েছিল শোন। একজন অংকবিদ ছিল, নাম মেইনি। রাজপ্রাসাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে—এই কারণে গিলোটিনে তাঁর মাথা কাটা যাবে। তিনি গিলোটিনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। উৎসুক জনতা তাকে ঘিরে আছে। তিনি জনতার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন তারপর হাসিমুখে বললেন, আমি আপনাদের একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করব। ধাঁধার উত্তর যিনি দিতে পারবেন তার জন্যে পুরস্কার আছে। ভালো পুরস্কার।

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, কী পুরস্কার?

মেইনি বললেন, আমার কাটা মাথাটা বাড়িতে নিয়ে যাবেন। এই হলো পুরস্কার। চারদিকে হাসির ধুম পড়ে গেল। একসময় জনতা চেঁচাতে লাগল, উনাকে ছেড়ে দিন। উনাকে ছেড়ে দিন।

তৃষ্ণা বলল, ছেড়ে দেওয়া হলো?

না। যথাসময়ে গিলোটিনে মাথা কেটে আলাদা করা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃষ্ণা বলল, মরবিড গল্প বাদ দাও। মজার গল্প করো। মহা দুর্যোগে মজার মজার গল্প করতে হয়। মরবিড সময়ে আনন্দের গল্প, আর আনন্দের সময়ে মরবিড গল্প। চা খাবে?

না।

না বললে হবে না। ফ্লাস্কে চা আছে। এখন আমরা দুজনে মিলে চা খাব।

তুমি যে একগাদা খাবার এনেছ তার কি হবে?

যথাসময়ে খাবার খাব।

যথাসময়টা কখন?

তৃষ্ণা সহজ গলায় বলল, লঞ্চ যখন ডুবতে শুরু করবে তখন।

আমি বললাম, লঞ্চ ডুববে?

তৃষ্ণা বলল, হ্যাঁ ডুববে। আমার সিক্সথ সেন্স তাই বলছে। আচ্ছা এই প্রসঙ্গ থাক এখন বলো, তুমি কি কখনো কোনো মেয়েকে বলেছ, I love you?

না।

বলো নি কেন? বলার মতো কাউকে পাও নি?

পেয়েছি কিন্তু এই বাক্যটি বলার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ছিল। আমার বাবা বলে গেছেন দুটি বাক্য কখনোই বলা যাবে না। একটা হলো, I love you. আরেকটা হলো I hate you. তাঁর মতে, দুটি বাক্যের অর্থ একই।

তোমার বাবা কী করতেন?

তিনি কিছুই করতেন না। তাঁর একটা স্কুল ছিল। তিনি স্কুলের একমাত্র শিক্ষক ছিলেন। আমি সেই স্কুলের একমাত্র ছাত্র। আমার যা কিছু শিক্ষা সবই বাবার কাছ থেকে।

তাঁর স্কুলের নাম কী?

মহাপুরুষ বানানোর স্কুল। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে মহাপুরুষ বানাতে চেয়েছিলেন।

কী বলছ এসব? মহাপুরুষ বানানো যায়?

বাবার ধারণা, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের মতো মহাপুরুষও বানানো যায়।

তৃষ্ণা বলল, মহাপুরুষরা কী করেন?

মহাপুরুষদের কাজ তো একটাই। মাঝে মাঝে বাণী দেন। ভক্তদের সুন্দর কথা বলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি দয়া করে একটা বাণী দাও।

মহাপুরুষ হতে পারি নি কাজেই বাণী নেই।

তৃষ্ণা হাসতে হাসতে বলল, পুরো বাণী না দিলে অর্ধেক দাও।

আমি বললাম, একজন ডুবন্ত মানুষের চেতনা থাকে ভাসন্ত।

এর মানে কী?

আমি বললাম, মহাপুরুষদের বাণীর কোনো স্পষ্ট অর্থ থাকে না। সবই অস্পষ্ট এবং ধোঁয়াটে। যে যার মতো অর্থ করে নেয়। তুমি তোমার মতো অর্থ করে নাও।

তৃষ্ণা বলল, আমি কি আমার সামনে বসে থাকা মহাপুরুষের হাতে হাত রাখতে পারি?

আমি কিছু বলার আগেই দরজা ধাক্কা দিয়ে আতর ঢুকল। বাতাসের ঝাপ্টায় মোমবাতি নিভে গেল। আতর শান্ত গলায় বলল, খারাপ খবর আছে।

আমি বললাম, লঞ্চ ডুবে যাচ্ছে?

হুঁ।

আমি বললাম, তাহলে আমরা ডিনার সেরে ফেলি। তৃষ্ণা তুমি টিফিন কেরিয়ার আতরের কাছে দাও। খাবার গরম করে আনুক। এই ফাঁকে আমরা চা খাব।

আতর বিস্মিত গলায় বললেন, এখন খানা খাবেন? খানা মুখে রুচবে?

অবশ্যই রুচবে। দুর্যোগের সময় ক্ষুধা বেশি পায়। মুখের টেস্টবাড খুব এনার্জেটিক থাকে।

আতর টিফিন কেরিয়ার নিয়ে চলে গেল। তৃষ্ণা বলল, তুমি কি টাইটানিক ছবিটা দেখেছ?

আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম।

তৃষ্ণা বলল, ঐ ছবিতে দেখেছি টাইটানিক যখন ডুবছে তখন মিউজিশিয়ানরা অদ্ভুত সুন্দর মিউজিক করছিল।

আমি বললাম, ছবিতে করছিল। বাস্তবে ওরা প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ছোটাছুটি করছিল।

তৃষ্ণা বলল, আমাদের জীবন ছবির মতো হলে ভালো হতো। তাই না?

তৃষ্ণার কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ করে বাতাস বৃষ্টি দুইই থেমে গেল। তৃষ্ণা মোমবাতি জ্বালাল। বাতির শিখা কাঁপছে না। স্থির হয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃষ্ণা বলল, অবাক কাণ্ড। ঝড় থেমে গেছে।

আমি নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, লক্ষণ খুবই খারাপ। প্রবল বিপর্যয়ের আগে আগে প্রকৃতি শান্ত পরিবেশ তৈরি করতে ভালোবাসে। হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা পড়ার আগে সময়টা ছিল অপূর্ব সুন্দর। কন্যা-সুন্দর আলোয় শহর ভেসে যাচ্ছিল। গাছে গাছে পাখি ডাকছিল। মিষ্টি বাতাস বইছিল।

তোমাকে কে বলেছে?

বোমার হাত থেকে বেঁচে যাওয়া একজন জাপানির আত্মকাহিনী থেকে জেনেছি।

কাজেই আমরা ডুবছি?

হ্যাঁ। তবে আমাদের হাতে সময় আছে। আমরা ভালো মতো ডিনার শেষ করব। যা ঘটার তারপর ঘটবে।

হাবলু এসে ঢুকল। তার মুখভর্তি হাসি। আমি বললাম, ঘটনা কিরে হাবলু?

হাবলু সব দাঁত বের করে বলল, লঞ্চ ডুবতাছে স্যার। একতলায় কোমর পানি। কান্নাকাটির ধুম পড়ছে।

আমি বললাম, খুব আনন্দ পাচ্ছ, তাই না হাবলু?

হাবলু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

তৃষ্ণা বলল, হাবলু সাঁতার জানো?

হাবলু বলল, 'জে-না'। বলেই খিকখিক করে হাসি।

আমরা খেতে বসেছি।

খাবার আয়োজন ফার্স্ট ক্লাস ডেকে। কেবিন থেকে হাবলু এবং তৃষ্ণা খাবার নিয়ে আসছে। সব মিলিয়ে তেরজন অভুক্ত মানুষ পাওয়া গেছে।

ঝড়ের প্রকোপ একটু কম। এত আশান্বিত হওয়ার কিছু নেই। খবর পাওয়া গেছে ডুবন্ত চরে ধাক্কা খেয়ে লঞ্চের তলা ফেটে গেছে। লঞ্চে পানি উঠছে। দুটা চাপকল ব্যবহার করে পানি সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যে হারে পানি বের হচ্ছে তার চেয়ে বেশি পানি ঢুকছে। ছোটবেলার চৌবাচ্চার অংক। কেউ ঠিকমতো হিসাব করতে পারলে কতক্ষণে লঞ্চ ডুবে যাবে তা বের করে ফেলতে পারবে। অংক করার মুডে কেউ নেই, তবে ড. জিল্লুর রহমান ব্যাপারটা দেখছেন। কী হারে লঞ্চ ডুবছে সেটা মনে হয় তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানেন। তাঁর ছাত্রী পাশেই আছে। ড. জিল্লুর মাঝে মধ্যেই হতাশ চোখে ছাত্রীর দিকে তাকাচ্ছেন। তাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তাও হচ্ছে। আগের বৈরী ভাব এখন আর নেই।

রশীদ খান এবং রুস্তম এই দুজনও চাপকলের তদারকিতে আছে। একটা চাপকল রুস্তম কিছুক্ষণ চাপছে, সে ক্লান্ত হয়ে পড়লে রশীদ খান চাপছেন। তবে দুজনেরই কল চাপার দিকেই আগ্রহ। আতর মিয়ার নির্দেশ, দুজনের একজন যখন কল চাপবে না সে তখন কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আতর মিয়ার হাতে এখন পূর্ণ ক্ষমতা। ক্ষমতাধররা ক্ষমতার ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার বাহিনীর হাতে রাশিয়ান আর্মির আর্টিলারির এক ব্রিগেডিয়ার ধরা পড়েছিলেন। তাকে বলা হলো কুকুরের মতো জিভ বের করে রাখতে। যেই মুহূর্তে জিভ মুখের ভেতর ঢুকবে সেই মুহূর্তেই তাকে গুলি করা হবে। ব্রিগেডিয়ার জিভ বের করে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ডিরেক্টর শাকুর এবং তার বন্ধু বড় একটা কাঠের তক্তা জোগাড় করেছে। দুজন সেটা আগলে রাখছে, কাউকে আশপাশে ঘেষতে দিচ্ছে না। কিছু মানুষ আছে মহা বিপদে আনন্দে থাকে। এরাও মনে হচ্ছে সেরকম।

আমাদের খেতে বসার সঙ্গে লাস্ট সাপারের কিছু মিল খুঁজে পাচ্ছি। নিউ টেস্টামেন্টে বলা যিশুখ্রিষ্ট শেষ খাবার খেতে বসেন উপরের তলায় (আমরা ডেকে খেতে বসেছি)। নিচতলা থেকে খাবার নিয়ে আসছিল তাঁর দুজন অনুসারী (ডেক থেকে খাবার আনছে হাবলু এবং তৃষ্ণা)। যিশুখ্রিষ্টের সদস্য সংখ্যা ছিল তের। আমরাও তেরজন। যিশুখ্রিষ্টের সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা। আমাদের মধ্যে যেমন তৃষ্ণা। নিউ টেস্টামেন্ট খাবারের বর্ণনায় মাছের কথা উল্লেখ করেছে। আমাদের খাবারে মাছ আছে। তৃষ্ণা আস্ত একটা ইলিশ মাছ ভেজে এনেছে। লুকের বর্ণনায় (২২:৭-৩৮) তখন বাইরে আবহাওয়া ছিল খারাপ। খেতে বসা তেরজনের মধ্যে একজনের হাতে ছিল বাঁকা লাঠি।

বুড়ো মিয়ার হাতে একটা বাঁকা লাঠি। বুড়ো মিয়া সবাইকে একটা ধাঁধা দিয়েছেন। তাঁর ধাঁধাটি এরকম—এক বৃদ্ধা আজরাইলের হাত থেকে বাঁচতে চায়। সে একটা কৌশল বের করল যেন আজরাইল তাকে খুঁজে না পায়। কৌশল কাজ করল। আজরাইল তাকে খুঁজে পেল না। কৌশলটা কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃষ্ণা বলল, আমি এই গল্পটা জানি। কৌশলটা কী বলতে পারব। তাতে অন্যদের মজা নষ্ট হবে। দেখা যাক অন্যরা কেউ পারে কি না। আমি আপনাকে কানে কানে কৌশলটা বলি।

তৃষ্ণা বৃদ্ধের কানে কানে কিছু বলল। বৃদ্ধ আনন্দিত গলায় বলল, আম্মা, হইছে। আম্মার বেজায় বুদ্ধি। এই ধাঁধার উত্তর কেউ দিতে পারে না। আপনে পারছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

সবাই কৌশল বের করার চিন্তায় অস্থির। সবচেয়ে অস্থির আতর মিয়া। সম্ভবত কৌশল জানার প্রয়োজন তারই সবচেয়ে বেশি।

আতর মিয়া বসেছে ঠিক আমার পাশে। সে ইলিশ মাছ খাচ্ছে না। মাছ খেলেই তার গলায় কাঁটা ফুটে। তা সে যে মাছই হোক। একবার নাকি পাবদা মাছ খেয়েও তার গলায় কাঁটা ফুটেছিল।

আমি বললাম, গলায় মাছের কাঁটা ফুটা নিয়ে একটি কথা ইন্দোনেশিয়ায় চালু আছে। কথাটা শুনতে চাও?

চাই।

দুষ্ট লোকদের গলাতেই সবসময় কাঁটা ফুটে। এটা নাকি প্রকৃতির নিয়ম। গলায় কাঁটা বিধিয়ে সারাক্ষণ মনে করিয়ে দেওয়া 'তুমি দুষ্ট'।

আতর বলল, এটা একটা ভুল কথা।

হতে পারে ভুল কথা।

আমি সবার সামনে ইলিশ মাছ খাব। দেখবেন কাঁটা ফুটবে না। পরীক্ষা হয়ে যাবে।

সবাই তাকাচ্ছে আতর মিয়ার দিকে। আতর অনেকখানি মাছ খেয়ে হাসিমুখে বলল, কাঁটা লাগে নাই।

তৃষ্ণা বলল, এই মাছটি এমনভাবে রান্না হয়েছে যেন কোনো কাঁটা না থাকে। তারপরেও আপনার গলায় কাঁটা ফুটেছে। আপনি ভাব করছেন কাঁটা ফুটে নি। 'হুদা-ভাত' খান, কাঁটা চলে যাবে। আমরা মহা বিপদে আছি, লঞ্চ ডুবে যাচ্ছে—এইসময় আমরা কেন ভান করব? সবাই সত্যি কথা বলার চেষ্টা করব।

আতর মিয়া শুধু ভাত মাখিয়ে গেলার চেষ্টা করছে। শুধু ভাত গেলা কঠিন কর্ম। তাকে লজ্জিত এবং বিব্রত মনে হচ্ছে। সবার দৃষ্টি এখন তার দিকে। গলার কাঁটা নামানোটাই এখন প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে মাঝে মাঝে অতি তুচ্ছ বিষয় প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাস্ট সাপারে তেরজনের মধ্যে একজন কোনো খাদ্য গ্রহণ করে নি। আমাদের মধ্যে সেই একজনও আছেন। তিনি হচ্ছেন পীর হাবীব কুতুবি। এখন আর পুলিশরা তার পেছনে নেই। সবাই নিজের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত। ফাঁসির আসামি কোথায় তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

হাবিব কুতুবি খাদ্য গ্রহণ করছেন না কারণ তিনি রোজা।

আমি বললাম, রাতের বেলা কিসের রোজা?

পীর সাহেব বললেন, সৌদি টাইমিংয়ে এখন দিন। আমি সেই টাইমে রোজা রেখেছি। আপনাদের কাছে বিষয়টা কি পরিষ্কার হয়েছে?

কেউ জবাব দিল না। পীর হাবিব বললেন, সময় হলো অন্তরের মধ্যে। অন্তরে আপনি যে সময় নির্ধারণ করবেন, আপনের সময় সেইটাই।

তৃষ্ণা বলল, আলোচনা ফিলসফির দিকে চলে যাচ্ছে। আপনি সাধারণ কথাবার্তা বলুন, যাতে আমরা সবাই বুঝতে পারি।

আতর মিয়া বিরক্ত গলায় বলল, আপনি থাকেন বাংলাদেশে, রোজা রাখেন সৌদি টাইমিংয়ে—এটা কেমন কথা! কত বড় সৌদি পীর হয়েছেন আমাকে দেখান। গলার কাঁটা নামায়ে দেন।

পীর হাবিব বললেন, আপনার গলার কাঁটা আমি কেন জ্বিন কফিলও নামাতে পারবে না। কারণ আপনার গলায় কাঁটা বিধে নাই। কাঁটা বিধেছে আপনার অন্তরে। অন্তরের কাঁটা আপনাকেই সরাতে হবে। অন্য কেউ পারবে না। দুষ্ট লোকের অন্তরে কাঁটা থাকে।

আতর মিয়া বলল, আপনি তো খুন করেছেন তিনটা। আপনার অন্তরে কাঁটা নাই?

এইখানে ভুল করেছেন। খুন আমি করি নাই। খুন করেছে জ্বিন কফিল।

তৃষ্ণা বলল, এইসব হাস্যকর কথাবার্তা এখন বলবেন না। আমরা গল্পগুজব করছি, আনন্দে থাকার চেষ্টা করছি। গল্প শুনুন, আনন্দে থাকার চেষ্টা করুন।

আমি আনন্দেই আছি। মনে মনে জিগির করতেছি, এতেই আমার আনন্দ। খাওয়া শেষ করেন তারপর আমার সঙ্গে জিগিরে সামিল হন।

লাঠি হাতে বুড়ো মিয়া বলল, আমি যে আপনাদের একটা মীমাংসা দিছিলাম তার সমাধান কি দিব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, মীমাংসাটা নিয়ে আমরা সবাই চিন্তা করছি। এখন না লই ভালো।

তৃষ্ণা বলল, একটা কাজ করলে কেমন হয়? আমরা সবাই এই পর্যন্ত নে সবচেয়ে ভালো কাজ কী করেছি সেটা বলি। পীর কুতুবিকে দিয়ে করি। আপনি বলুন।

পীর কুতুবি বললেন, সত্যি কথা বলতে কী, আমি তেমন কোনো ভালো করি নাই। জ্বিন কফিল করেছে। সে আমার স্ত্রী এবং দুই শ্যালিকাকে করেছে। এই ভালো কাজের জন্য সে বেহেশতবাসী হবে।

আমি বললাম, মানুষের বেহেশত আর জ্বিনের বেহেশত কি আলাদা? একই বেহেশতে আমরা থাকব?

পীর কুতুবি বললেন, তফসিরে বাইজাবিনে অর্থাৎ সূরায়ে জ্বিনের সেরে আছে জ্বিনদের দোজখ শীতল। সেখান থেকে মনে হয় আমাদের জ্বিনদের বেহেশত দোজখ আলাদা।

তৃষ্ণা বলল, আতর মিয়া আপনি বলুন এক জীবনে ভালো কাজ কী ছেন?

আতর বলল, প্রফেসর সাবরে কানে ধরে খাড়া করাইয়া থুইছি—এইটাই র ভালো কাজ। পাছায় লাথি দিয়া পানিতে ফেললে উন্নতমানের ভালো হইত। কী আর করা!

তৃষ্ণা বলল, আপনার কাঁটা কি এখনো আছে?

আতর বলল, আগে ভাবছিলাম কাঁটা একটা ফুটছে। এখন মনে হচ্ছে দুইটা।

সবাই হেসে উঠল। আমরা আনন্দ পেতে শুরু করেছি। লাস্ট সাপারের ত সবাই আনন্দেই ছিলেন।

আনন্দভঙ্গ হয় খাবার শুরুর কিছুক্ষণ পর।

লাস্ট সাপারে রেডওয়াইন দেওয়া হয়েছিল। রেডওয়াইনের অভাব ব করছি। আমি তৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার কাছে কি ওয়াইনের একটা বোতল আছে?

তৃষ্ণা বলল, আমার কাছে রেডওয়াইনের বোতল থাকবে কেন?

তুমি সারা জীবন বিদেশে থেকেছ, এইজন্যে বললাম। সেখানে তো র হিসেবে রেডওয়াইন খাওয়া হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি বিদেশে যাও নি তো এইজন্যেই বিদেশ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। বাঙালিরা সেখানে অত্যন্ত কনজারভেটিভ জীবনযাপন করে। পুরুষরা দাড়ি রাখে না, তবে মেয়েরা হিজাব পরে। হঠাৎ রেডওয়াইনের বিষয় এল কেন?

তুমি ওয়াইন খাও?

না। তবে আজ খেতে ইচ্ছে করছে।

তৃষ্ণা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার কাছে খুব দামি এক বোতল রেডওয়াইন আছে। স্পেনের তৈরি। কেন কিনেছিলাম জানি না। মনে হয় তুমি খেতে চাইবে ভেবে কিনেছি।

আমি বললাম, হতে পারে। সবকিছু যদি প্রিডিটারমিনড হয় তাহলে আমি যে আজ রাতে ওয়াইন খেতে চাইব এটাও পূর্বনির্ধারিত।

বুড়ো মিয়া বিরক্ত গলায় বলল, আম্মুজি, আপনার কথাবার্তা কিছু বুঝতেছি না। আমি যে মীমাংসা দিলাম তার কী উত্তর?

আমরা খাচ্ছি। লঞ্চ ডুবছে। তৃষ্ণা ওয়াইনের বোতলের মুখ খুলতে খুলতে বলল, হাউ এক্সাইটিং!

কী সুন্দর যে তাকে লাগছে। আমি মনে মনে বললাম, 'মুখের পানে চাহিনু অনিমেষ, বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা।' তৃষ্ণা চমকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমি মাঝে মাঝে মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি।

নিচ থেকে বিকট হৈচৈ শোনা যাচ্ছে। মনে হয় লঞ্চ তলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

প্রকাশকের বক্তব্য

লেখক যে জায়গায় উপন্যাস শেষ করেছেন, সেখানে উপন্যাস শেষ হয় না। লঞ্চ কি আসলেই ডুবেছে? যদি ডুবে গিয়ে থাকে তাহলে হিমুর কী হয়েছে? তৃষ্ণার পরিণতি কী?

এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা লেখকের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, হিমু এখন আমার গ্রিপে নেই। সে অনেকটাই পাঠকের সম্পত্তি। উপন্যাসের শেষটা আমি পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। কোনো পাঠক ইচ্ছা করলে লঞ্চ ডুবিয়ে সবাইকে মেরে ফেলতে পারেন। আবার কেউ ইচ্ছা করলে উদ্ধারকারী জাহাজ আনতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার কেউ তাদের ধারণায় যারা দুষ্ট তাদের মেরে ফেলে ভালোদের বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। তবে তৃষ্ণার মরে যাওয়াই ভালো। সে বেঁচে থাকলে হিমুর পেছনে ফেউ-এর মতো লেগে থাকবে। সেটা ঠিক হবে না।

আমরা হুমায়ূন আহমেদকে উপন্যাসের শেষ অংশ লিখে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করার পর তিনি বলেন, আমার অতি প্রিয় ঔপন্যাসিক জন স্টেনবেক বলেছেন, "একটি ভালো গল্প হলো কবিতার মতো, যার শেষ থাকে না।" এরপর তিনি চার লাইন কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটি Micheal Drayton-এর

"Since there is no help, come let us kiss and part.
Nay, I have done; you get no more of me.
And I am glad, yes glad with all my heart,
That thus so cleanly I myself can be free."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমু এবং একটি রাশিয়ান পরী

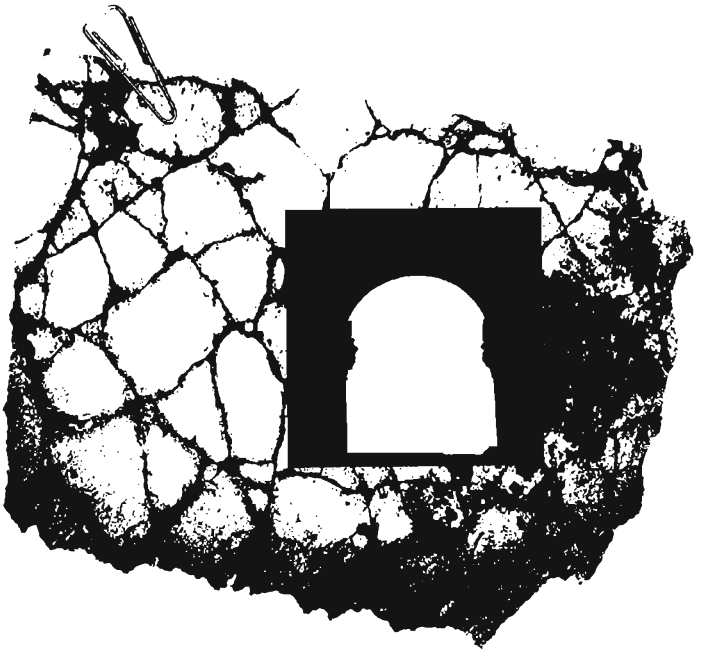

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাজেদা খালা গলা নামিয়ে, প্রায় ফিসফিস করে বললেন, পরী দেখবি?

আমি বললাম, কি রকম পরী?

ডানাকাটা পরী।

আমি বললাম, ডানা কাটার ঘা শুকিয়েছে, না-কি ঘা এখনো আছে? শরীরে ঘা নিয়ে ঘুরছে, এমন পরী দেখব না।

মাজেদা খালা বিরক্ত মুখে বললেন, "তুই কি সহজভাবে কোনো কথা বলতে পারিস না। ডানাকাটা পরী দেখতে চাস না-কি চাস না? হ্যাঁ কিংবা না বল।"

ডানাওয়ালা কিংবা ডানাকাটা কোনো ধরনের পরীই আমার দেখতে ইচ্ছা করছে না। খালাকে খুশি করার জন্যে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম।

খালা আমার সামনে 3R সাইজের একটা ছবি রেখে বললেন, এই দেখ ডানাকাটা পরী।

আমি দেখলাম গোঁফওয়ালা এক পরীর ছবি। তার মাথার চুল ব্রাসের মতো ছোট করে কাটা। চাইনিজ কাটের হলুদ রঙের একটা সার্ট তার গায়ে। সার্টের নিচে নীল রঙের হাফ পেন্ট। পরীর হাতে টেনিস র‍্যাকেট। কপালে ঘাম দেখে মনে হল টেনিস খেলে এসেছে।

খালা বললেন, কেমন দেখলি?

আমি বললাম, ভালো। গোঁফওয়ালা পরীর কথা আগে শুনি নি। ছবি দেখে ভালো লাগল। ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি থাকলে আরো ভালো লাগতো।

খালা গলার স্বর আবারো খাদে নামিয়ে বললেন, ছেলে না, এ মেয়ে। গোঁফ লাগিয়ে ছেলে সেজেছে। তার আসল ছবি দেখলে মাথা ঘুরে সোফায় কাত হয়ে পড়ে যাবি। দশ মিনিট উঠতে পারবি না। বুক ধড়ফড়ানি রোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

হয়ে যাবে। এই দেখ আসল ছবি। এখন বল এই মেয়ে যদি পরী না হয় তাহলে পরী কে?

আমি বললাম, হুঁ।

শুধু হুঁ বললি। সুন্দর একটা কথা বল।

আমি বললাম, "কে বলে শারদ শশি এ মুখের তুলা পদনখে পড়ে আছে তার কতকগুলো।"

এর মানে কি?

এর মানে হল শরৎ রাতের চাঁদও এই মুখের তুলনা হবে না। শরতের পূর্ণ চন্দ্র পড়ে থাকবে এই তরুণীর পায়ের নখের কাছে।

বাহ্। তুই বানিয়েছিস?

কবি ভারতচন্দ্র লিখেছেন। রূপবতী মেয়ে দেখলে উনার মাথা ঠিক থাকত না। নিজে বিয়ে করেছিলেন এক তড়কা রাক্ষসীকে। ধুমসি আলুর বস্তা। গাত্র বর্ণ পাতিল কালো। দু'টা দাঁত খরগোসের মতো সব সময় ঠোঁটের বাইরে।

ভারতবাবু এই মেয়েকে বিয়ে করল কেন?

মহিলার উচ্চবংশ বলে বিয়ে করেছিলেন। কবিরা আবার বংশের দিকে দুর্বল।

রাক্ষুসীর কথা বাদ দে এলিতা মেয়েটাকে বিয়ে করবি? ধান্দাবাজি না, এক কথায় জবাব দে। হ্যাঁ না-কি না?

পরীর নাম এলিতা?

হুঁ। বাবা-মা রাশিয়ান, এলিতা জন্মসূত্রে আমেরিকান। ফটোগ্রাফির উপর কোর্স করেছে। বাংলাদেশে আসছে স্টিল ছবি তুলতে। নাম The Food. ঢাকায় আসবে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। তুই হবি তার গাইড।

আমিতো ইংরেজিই জানি না। গাইড হব কীভাবে?

খালা বললেন, ঐ মেয়ে টিচার রেখে বাংলা শিখে তারপর আসছে। ওরা যা করে সিরিয়াসলি করে। তোর মতো অকারণে রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটে না। বাংলাদেশে আসবে তাই বাংলা শিখেছে। তার চায়না যাওয়ার প্রোগ্রাম থাকলে চায়নিজ শিখতো রাশিয়ান ভাষা সে জানে।

আমি বললাম, ভাষাবিদ পণ্ডিত পরী বিয়ে করা বিপদজনক তারপর তুমি যখন বলছ বিয়ে করব। বিয়ে কি মেয়ে ঢাকায় পৌঁছার পরপরই হবে? মেয়ে জানে যে আমাকে বিয়ে করছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে কিছুই জানে না। তুই সারাক্ষণ মেয়ের সঙ্গে থাকবি। তোর উদ্ভট উদ্ভট কথাবার্তা শুনে মেয়ে তোর প্রেমে পড়ে যাবে। প্রেম একটু গাঢ় হলেই আমি কাজি ডেকে বিয়ে দিয়ে দেব। তুই মেয়ের হাত ধরে চলে যাবি আমেরিকা। তোর একটা গতি হয়ে যাবে। এখন বুঝেছিস আমার প্ল্যান।

এই মেয়ের সঙ্গে তুমি জুটলে কীভাবে?

ইন্টারনেটে। এলিতা আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড। তার বয়স একুশ। তার একটাই দুঃখ এখনো না-কি সে কোনো বুদ্ধিমান ছেলে দেখে নি। তার কাছে পুরুষ মানেই গাধা।

ছেলে সেজেছে কেন?

বাংলাদেশে আসবে এই জন্যে ছেলে সেজেছে। ছেলে সেজেই আসবে। যতদিন থাকবে ছেলে সেজে থাকবে। সে এক নিউজে শুনেছে গরিব দেশে সাদা চামড়ার মেয়ের একা যাওয়া মানেই গ্যং রেপড হওয়া। এলিতা ভেজিটেরিয়ান। সকালে কি নাস্তা খায় জানিস তিনটা কাঁচা ওকরা।

ওকরা কি জিনিস?

ওকরা হল ঢ্যাড়স।

দুপুরে কি খায়? অর্ধেকটা কাঁচা লাউ?

হিমু ফাজলামি বন্ধ। আমি এই মেয়েটার বিষয়ে সিরিয়াস। আমি চাই তুইও সিরিয়াস হবি। তোদের দু'জনের বিষয়টা মাথায় কীভাবে এসেছে জানিস?

স্বপ্নে পেয়েছ!

ও আল্লা! সত্যিতো। কীভাবে বললি? আসলেই স্বপ্নে পেয়েছি এলিতা যখন জানলো সে ঢাকায় আসছে তখনি স্বপ্নটা দেখলাম। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে শুয়েছি। হাতে গল্পের বই। গল্প পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছি তখন স্বপ্নটা দেখলাম। একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে তোরা দু'জন যাচ্ছিস। পেছনে ব্যান্ডপার্টি। তোর পরনে স্যুট টাই। এলিতার পাশে তোকে মোটেই বেমানান লাগছে না। সুন্দর লাগছে। এলিতা পরেছে লাল জামদানি। তোর গলার টাইটা লাল।

আমি খালাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, স্যুট লাল টাই কোথায় পাব?

খালা বললেন, ড্রেস নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না। তোর খালুর স্যুট টাই আমি আলাদা করে রেখেছি।

মাপে হবে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু উনিশ বিশ হবে। কারো চোখে পড়বে না। আমার সামনে পরতো দেখি। টাই এর নট বাঁধতে পারিস?

না।

আমি বেঁধে দিচ্ছি। শিখে নে।

এখন পরতে হবে?

হ্যাঁ। তোর খালু বাসায় ফেরার আগেই স্যুট টাই নিয়ে বিদায় হয়ে যা। এখন থেকে সারাক্ষণ স্যুট টাই পরে থাকবি। নয়তো আসল দিনে ঝামেলায় পরবি গা কুটকুট করবে। টাই গলায় ফাঁসের মতো লাগবে।

স্যুট টাই পরলাম। খালা বললেন, কোটটা সামান্য লুজফিটিং হয়েছে। এটাই ভালো। আজকাল লুজফিটিং-এর চল। যা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখ তোকে কি সুন্দর মানিয়েছে। তোর চেহারা যে এত সুন্দর আগে খেয়াল করি নি।

আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি—নকল হিমু। আয়নার হিমুকে মনে হচ্ছে এই হিমু ব্রিফকেস নিয়ে ঘুরে। সে বিরাট ধান্দাবাজ, সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে যায়, বোতল খায়।

খালা বললেন, নিজেকে দেখে তো মুগ্ধ হয়ে গেছিস। পুরুষ মানুষকে বেশিক্ষণ আয়নায় নিজেকে দেখতে হয় না, চরিত্র খারাপ হয়। এখন জুতা পর। জুতা ফিট করে কি-না দেখি।

অনেক চেষ্টা করেও জুতা পায়ে ঢুকানো গেল না। মোজাসহ, মোজা ছাড়া নানানভাবে চেষ্টা করা হল। খালা বললেন, টাকা দিচ্ছি একজোড়া জুতা কিনে নিবি। ব্ল্যাক সু কিনবি। নিচে গাড়ি আছে। গাড়ি নিয়ে তোর খালুর এই স্যান্ডেলটা পরে চলে যা। জুতার দোকানে গাড়ি থেকে নামবি। কিছুক্ষণ স্যান্ডেল পরা থাকলে কিছু হবে না।

আমি গাড়ি এবং স্যান্ডেল ছাড়াই বের হলাম। হিমুর কিছুটা আমার মধ্যে থাকুক। স্যুট টাইয়ের সঙ্গে খালি পা।

ঢাকা শহর বদলে গেছে। কিভাবে বদলেছে কতটুকু বদলেছে?

ক. ঢাকা শহরের চলমান মানুষ এখন কেউ কারো দিকে তাকায় না। আমি আধঘণ্টার উপর স্যুট পরে খালি পায়ে হাঁটছি কেউ বিষয়টা ধরতে পারছে না। কেউ আমার পায়ের দিকে তাকাচ্ছেই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. ঢাকা শহরে মুচি সম্প্রদায় বলে এক সম্প্রদায় ছিল। তারা প্রথমে তাকাতো পায়ের দিকে। পায়ের জুতা স্যান্ডেলের অবস্থা দেখত। তারপর তাকাতো মুখের দিকে। জুতা ওয়ান টাইম আইটেম হয়েছে বলে মুচি সম্প্রদায় বিলুপ্ত। জুতার দিকে তাকিয়ে থাকার কেউ নেই।

গ. ঢাকা শহরের মানুষের বিস্মিত হবার ক্ষমতা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। দু'জন আমাকে আপাদমস্তক দেখেছে। একজন দেখে হাই তুলল। দ্বিতীয় জন পানের পিক ফেলে উদাস হয়ে গেল।

তবে শিশুদের মধ্যে বিস্মিত হবার ক্ষমতা কিছুটা এখনো আছে। স্কুল ফেরত এক বালিকা অনেক ঝামেলা করে তার মা'র দৃষ্টি আমার খালি পায়ের দিকে ফেরাল। বিড়বিড় করে কিছু বলল। মা ধমক দিয়ে তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। বালিকা যাবে না। কাজেই আমি এগিয়ে গেলাম। আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, খুকি তোমার কী খবর?

মেয়েটা সামাজিকতার ধার দিয়ে গেল না। অবাক হয়ে বলল, আপনার পায়ে জুতা নেই কেন?

আমি বললাম, আমি জুতা আবিষ্কারের আগের মানুষ বলে পায়ে জুতা নেই।

মেয়ের মা তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললেন, তানিজা চলতো।

তানিজা বলল, খালি পায়ে হাঁটলে অসুখ হয় আমার টিচার বলেছেন।

আমি বললাম, তানিজা তাকিয়ে দেখ ঢাকা শহরের বেশির ভাগ ভিক্ষুক খালি পায়ে হাঁটে। এদের অসুখ হয় না।

মেয়ের মা আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, প্লিজ আমাদের বিরক্ত করবেন না।

আমি বললাম, বিরক্ত করছি না গল্প করছি। আপনি আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনার কি ধারণা আপনার মেয়েকে আমি ছিনিয়ে নিয়ে যাব। তারপর টেলিফোন করে বলব তানিজাকে ফেরত পেতে হলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নিয়ে সন্ধ্যার পর আজিমপুর গোরস্তানের কাছে চলে আসবেন। র‍্যাব বা পুলিশে খবর দিলে মেয়েকে জীবিত পাবেন না।

কেন আপনি অকারণে কথা বলে যাচ্ছেন? কেন আমাদের বিরক্ত করছেন? আপনার সমস্যা কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার একটাই সমস্যা পায়ে জুতা নেই। স্যুট টাই পরে খালি পায়ে হাঁটছি। এ ছাড়া কোনো সমস্যা নেই। তানিজার টিচার আবার বলেছেন খালি পায়ে হাঁটলে অসুখ হয়। এটা নিয়েও সামান্য টেনশানে আছি।

মেয়ের মা মেয়েকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমিও তাদের পেছনে পেছনে যাচ্ছি। একটা খেলা শুরু হয়েছে। খেলাটার শেষ দেখা দরকার। রান করি বা না করি ক্রিজে টিকে থাকতে হবে। আশরাফুলের মতো শূন্য রানে আউট হলে চলবে না।

মহিলা কয়েকবারই চেষ্টা করলেন রিকশা ঠিক করতে। কোন রিকশা রাজি হল না। মহিলা হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একের পর এক ইয়েলো ক্যাব তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, থামাচ্ছে না। মহিলা হাঁটা শুরু করেছেন। আমিও তাদের সঙ্গে হাঁটছি।

তানিজা মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসছে। আমি তার হাসি ফেরত দিচ্ছি। হাসাহাসির সময় মেয়ের মা 'বাঘিনী Look' দিচ্ছেন। সাধারণ বাঘিনি না, আহত বাঘিনী। যে কোনো সময় আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। আমি তাদের পেছনে পেছনে কলাবাগানের গলির ভিতর ঢুকে গেলাম। মহিলা নিজের বাড়ির সামনে চলে এসেছেন বলে স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন। আতঙ্কে চেহারা কালো হয়ে গিয়েছিল, চেহারায় কিছুটা জেল্লা ফিরে এসেছে। তিনি বাড়ির গেটে হাত রাখতে রাখতে বললেন, অনেক যন্ত্রণা করেছেন আর কত? এখন যান।

আমি বললাম, এক জোড়া স্পেয়ার জুতা কি আপনাদের হবে? জুতা পরে চলে যেতাম। তানিজা বলল, বাবার অনেকগুলো জুতা আছে আপনি নিয়ে যান।

তানিজার মা ঠাস করে মেয়ের গালে চড় দিয়ে তাকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেলেন। ধড়াম করে দরজা বন্ধ করলেন। আমি গেট ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মহিলা কী করবেন বুঝতে পারছি না। স্বামীকে খবর দিবেন, পুলিশকে খবর দিবেন। বিরাট ক্যাঁচাল শুরু হবে।

খারাপ কী? আমিতো এখনো ক্রিজে আছি। দরজা বন্ধ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেও আনন্দ আছে। বাড়ির ভেতরের মানুষদের টেনশানে ফেলার আনন্দ। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে অন্যদের টেনশানে ফেলে সে আনন্দ পায়। সৃষ্টিকর্তাও আমাদের টেনশানে ফেলে আনন্দ পান বলেই মানবজাতি সারাক্ষণ টেনশানে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের মহত্তম গুণের একটির নাম কৌতূহল। জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্যের মূলে আছে মানুষের অপার কৌতূহল। ঢাকা শহরের মানুষরা এই মহৎগুণের অধিকারী। তবে এই মহৎগুণের কারণে জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যে তাদের কিছু যে হয়েছে তা-না। ঢাকা শহরের মানুষের কৌতূহল ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ। গরমের সময় কেউ যখন শসা খায় তখন তাকে ঘিরে পঞ্চাশজন মানুষ দাঁড়িয়ে থেকে শসা খাওয়া দেখে। আখের রস বের করা যন্ত্র ঘিরেও চল্লিশ পয়তাল্লিশজন কৌতূহলী মানুষ সব সময় দেখা যায়। শ্রমিকরা যখন রাস্তা খুঁড়ে পাইপ বসায় তখন শ'খানেক মানুষকে রাস্তার দু'পাশে বসে থাকতে দেখা যায়।

কৌতূহলের কারণেই আমাকে ঘিরে পঁচিশ ত্রিশজন মানুষ দাঁড়িয়ে গেল। কৌতূহলী মানুষরা সংঘবদ্ধ থাকে এবং তাদের একজন লিডার থাকে। এখানকার লিডারের মাথায় বাউলদের মতো লম্বা চুল। তিনি ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। বাতাসে তার বাবরি চুল নাচছে। অত্যন্ত বলশালী মানুষ। পাঞ্জাবি পরা, পাঞ্জাবির হাতা গোটানো। দেখে মনে হয় ঘোসাঘুসির জন্যে প্রস্তুত। তিনি আমার কাছে এসে বললেন, ভাইসাব অনেকক্ষণ আপনি এই বাড়ির গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘটনা কী বলুনতো। কোনো সমস্যা? আমার নাম এ আলম।

আমি বললাম, এই বাড়ির একটা বাচ্চা মেয়ের নাম তানিজা। সে তার বাবার এক জোড়া জুতা আমাকে দিবে বলেছিল। জুতার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। জুতা দিচ্ছে না।

আলম আমার খালি পায়ের দিকে তাকালেন। মনে হচ্ছে তিনি মর্মাহত। ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, জুতা দিবে না। এটা কেমন কথা। অবশ্যই জুতা দিতে হবে।

তিনি মাথার বাবড়ী চুলে একটা বড় ধরনের ঝাঁকি দিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে তেজি গলায় বললেন, দেখুন কী অবিচার। একটা লোক খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে জুতা দিচ্ছে না।

কৌতূহলী জনতাকে জুতা দিচ্ছে না শুনে মর্মাহত বলে মনে হল। তারা বলল, জুতা দিতে হবে। জুতা না দিয়ে পার পাওয়া যাবে না।

আধ ঘণ্টার মাথায় দেড়শ'র মতো লোক জমে গেল। গলির রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। জনতার মধ্যে একদলকে মনে হচ্ছে জঙ্গি ভাবাপন্ন। তারা একটু পরপর হুংকার দিচ্ছে জুতা দে। জুতা দে। জুতা না দিলে বাড়ি জ্বালায়া দিমু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর মধ্যে অনেক ঝামেলা করে সাদা রঙের প্রায় নতুন একটা প্রাইভেট কার ঢুকেছে। ড্রাইভার কয়েকবার হর্ণ দিতেই জঙ্গি জনতা গ্রুপ খেপে গেল। প্রাইভেট কারে আগুন ধরিয়ে দেয়া হল। ড্রাইভার দরজা খুলে পালাতে যাচ্ছিল। দৌড়ে তাকে ধরা হল। মেরে আধমরা করে জ্বলন্ত গাড়ির পাশে শুইয়ে রাখা হল।

আলম সাহেব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে ক্ষুদ্র ভাষণ দিলেন-

'বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম। আল্লাহপাক বলেছেন, মা সাবেরিনা। অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ করুন। আপনারা অস্থির হবেন না। ধৈর্য ধারণ করুন। আমি নিজে ঐ বাড়িতে যাচ্ছি। তাদেরকে অতি ভদ্রভাবে জুতা দিতে বলব। যদি জুতা না দেয় তাহলে আমরা হার্ড লাইনে যাব। আমরা দাবি আদায় করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।'

এর মধ্যে একটা লাল রঙের গাড়িকে গলির মোড়ে দেখা গেল। যদিও জনতা ধর ধর করে ছুটে গেল। ড্রাইভার অতি বুদ্ধিমান। গাড়ি ঘুরিয়ে নিমিষে পালিয়ে গেল।

তিন জোড়া জুতা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ব্রাউন জুতা জোড়া ভালো ফিটিং হল। আমি জুতা পরে গলি থেকে বের হয়ে পড়লাম। আমার ধারণা ঘটনা আরো অনেক দূর গড়াবে। একটা ইয়েলো ক্যাব কব্জা করা হয়েছে। আগুন ধরানোর চেষ্টা চলছে। জাগ্রত জনতা আশেপাশের বেশ কয়েকটা বাড়ির দরজা ধাক্কাচ্ছে এবং স্লোগান দিচ্ছে, জুতা দে। জুতা দে!

গলি থেকে বের হবার মুখে দেখি পুলিশ এবং র‍্যাবের গাড়ি গলিতে ঢুকছে। এই দুই গাড়ির পেছনে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে এ্যাম্বুলেন্সও যাচ্ছে।

পরদিন সকালে দুই হাতে হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় আলম সাহেবের ছবি ছাপা হল।

দুর্ধর্ষ জুতা সন্ত্রাসী আলম আটক।

(নিজস্ব প্রতিবেদক)

কলাবাগানের গলিতে সন্ত্রাসী আলমকে আটক করা হয়েছে। সে তার দলবল নিয়ে জুতা সংগ্রহ অভিযানে নেমেছিল। প্রথমে সে গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর কাছে ভদ্র ভাষায় জুতা চাইতো। জুতা না দিলে বা জুতা দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেরি হলে তার দল শুরু করত তাণ্ডব। তার দলের হাতে দু'টি প্রাইভেট কার ভস্মীভূত হয়েছে। প্রাইভেট কারের আরোহীরা নিজেদের পায়ের জুতা খুলে দিতে রাজি না হওয়ায় এই কাণ্ড।

সন্ত্রাসী আলমকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সে মুখ খুলছে না। বার বার বলছে নসিব সবই নসিব। ঘটনায় 'নসিব' নামধারী কেউ যুক্ত কি-না তাও অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

অনেকেই ধারণা করছেন জুতা সংগ্রহ অভিযানের পেছনে জুতা বিক্রেতাদের হাত আছে। তারা জুতার কৃত্রিম সংকট তৈরির চেষ্টায় আছে।

বাংলাদেশ পাদুকা বিক্রেতা সমিতির সভাপতি হাজি চাঁন মিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভদ্র ভাষায় প্রতিবেদকের সঙ্গে বাদানুবাদ শুরু করেন। এক পর্যায়ে বলে উঠেন "...পুত তোরে আমি জুতা খিলায়া দিমু।"

প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে এমন ব্যবহার কখনো আশা করা যায় না।

বিষয়টার আমরা সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করছি।

AMARBOI.COM

একটি চৈনিক প্রবাদ আছে—"তুমি কাউকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দিতে চেষ্টা করো যেন সে খাদ থেকে উঠতে না পারে।" এই প্রবাদের ব্যাখ্যা হল— খাদ থেকে উঠতে পারলে সে প্রতিশোধ নেবে। তাকে সেই সুযোগ না দেয়া।

আলম জুতা সন্ত্রাসী হিসেবে এখন থানা হাজতে। চৈনিক প্রবাদ অনুসারে আমার চেষ্টা করা উচিত যেন তিনি জামিনে বের হতে না পারেন। চৈনিক প্রবাদ আমাদের জন্যে খাটে না। আমাদের প্রবাদ হচ্ছে—কাউকে খাদে ফেলতে হলে তুমি নিজে তা করবে না। অন্যকে দিয়ে করাবে। খাদে পড়ে যাওয়া ব্যক্তির প্রতি প্রচুর সহানুভূতি দেখাবে। যার সাহায্যে তুমি অসহায় মানুষটিকে খাদে ফেলেছ এক পর্যায়ে তার নাম তুমি প্রকাশ করে তাকেও বিপদে ফেলবে। সব শেষে মানব চরিত্রের অবক্ষয় নিয়ে হা-হুতাশ করবে। দৈনিক পত্রিকায় চিঠি লিখবে। চিঠির শিরোনাম, "দেশ আজ কোথায় যাচ্ছে?" দেশের বিখ্যাত কবিদের কবিতা শিরোনামে ব্যবহার করলে চিঠি সহজে ছাপা হবে। উদাহরণ, "উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ঠিক করলাম যে জুতাজোড়া নিয়ে এত কাণ্ড সেই জুতাজোড়া আলমকে দিয়ে আসব। পুলিশ ইচ্ছা করলে জুতাজোড়া আলামত হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

স্যুট টাই পরে খালি পায়ে তৈরি হলাম। খালু সাহেবের প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে খানিকটা চমকালাম। প্যান্টের পকেটে মানিব্যাগ। বেশ কিছু হাজার টাকার নোট দেখা যাচ্ছে। সবুজ নোটও কিছু আছে। আমেরিকান ডলার। নানান ধরনের কার্ড। আমেরিকান এক্সপ্রেস, ভিসা জাতীয় হাবিজাবি। কিছু কাগজপত্র ক্লিপ দিয়ে আটকানো। নিশ্চয়ই অতি জরুরি।

মানিব্যাগ হারিয়েছে এই খবর খালু সাহেবের এরমধ্যে জেনে ফেলার কথা। বাসায় নিশ্চয়ই ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে।

খালু সাহেব হাইপারটেনশানের রুগী। আমি নিশ্চিত তিনি বিছানায় পড়ে গেছেন এবং তার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। খবর নেবার জন্যে মাজেদা খালাকে টেলিফোন করলাম। খালা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, তোর খালুর মানিব্যাগ পকেটমার হয়েছে।

বল কি? টাকা পয়সা কি পরিমাণ ছিল?

টাকা পয়সা নিয়ে তোর খালুর মাথা ব্যথা না। জরুরি একটা টেলিফোন নাম্বার লেখা ছিল, ঐ নাম্বারটা হারানোতেই সে অস্থির।

কার নাম্বার?

কার নাম্বার সে বলছে না।

নাম্বার মোবাইল ফোনে সেভ করা যায়। এই নাম্বার সেভ করা নেই কেন?

আমি কীভাবে বলব?

আমি গলা নামিয়ে বললাম, খালু সাহেবের কোনো গোপন বান্ধবীর নাম্বার না তো?

পাগলের মতো কথা বলছিস কেন? এই বয়সে তার আবার গোপন বান্ধবী কী?

খালা। একটা চীনা প্রবাদ আছে,

"বিড়াল, কাক এবং বৃদ্ধ পুরুষ এই তিন শ্রেণীকে বিশ্বাস করবে না।" চায়নিজরা মোক্ষম মোক্ষম প্রবাদ বের করেছে। কোনটাই ফেলনা না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালা হতভম্ব গলায় বললেন, কি বলছিস তুই? তোর কথাবার্তা শুনেতো আমার হাত পা কাঁপা শুরু হয়েছে। আমি কি তোর খালুকে চেপে ধরব?

হাইপারটেনশানের রুগী বেশি চাপাচাপি করা ঠিক হবে না। মানিব্যাগ উদ্ধার হোক তারপর টেলিফোন রহস্যের জট খোলা হবে।

মানিব্যাগ উদ্ধার হবে কীভাবে?

দোয়া কালাম পড়তে থাক। বাসায় নিয়ামূল কোরান আছে না? সেখানে দেখ হারানো জিনিস ফেরত পাবার দোয়া আছে। এক মনে পড়তে থাক।

হিমু! তুইতো আমাকে বিরাট টেনশানে ফেলে দিলি। তুই এক্ষুণি বাসায় আয়।

এখন আসতে পারব না। থানা হাজতে যেতে হবে।

জুতা সন্ত্রাসী আলমকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত মনে হল। এক চোখে কালসিটা পড়েছে অন্যটা টকটকে লাল সেখান থেকে পানি পড়ছে। তিনি মেঝেতে পা ছড়িয়ে হাজতের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন, বিড় বিড় করছেন। নিশ্চয়ই কোনো দোয়া কালাম পড়ছেন। মসজিদ এবং থানা হাজত হল এক মনে আল্লাহকে ডাকার জায়গা।

আমি হাজতের লোহার শিকের ওপাশ থেকে বললাম, আলম ভাই কেমন আছেন?

তিনি চমকে তাকালেন তবে আমাকে চিনতে পারলেন না। ঝামেলার সময় দেখা মানুষকে ঝামেলা মুক্ত অবস্থায় বেশিরভাগ সময় চেনা যায় না।

আমি বললাম, মেরেতো দেখি আপনাকে তক্তা বানিয়ে ফেলেছে।

আপনি কে?

আমার নাম হিমু। আমি এসেছি আলামত জমা দিতে। জুতাজোড়া এনেছি। আপনাকে কোর্টে তুললে আলামত লাগবে। ওসি সাহেব কী বলেছেন? আপনাকে কোর্টে তোলা হবে? না-কি কয়েকদফা ডলা দিয়ে ছেড়ে দেবে?

আলম হতাশ গলায় বললেন, ওসি সাহেব দশ হাজার টাকা চেয়েছেন। টাকা দিলে মামলা কোর্টে উঠবে না। আমি দশ হাজার টাকা কই পাব? দু'টা প্রাইভেট টিউশানি করে মাসে আড়াই হাজার টাকা পাই। পত্র-পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়ে গেছে। টিউশানিওতো এখন থাকবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, না থাকারই কথা। সন্ত্রাসীকে কে শিক্ষক হিসাবে রাখবে? উন্নতমানের সন্ত্রাসী হলে একটা কথা ছিল। জুতা সন্ত্রাসী।

কী বিপদে পড়লাম দেখেন। রাতে কিছু খাই নাই। সকালেও না। টাকা দিলে এরা খানা এনে দেয়। টাকা নাই খানাও নাই।

আমি বললাম, মশার কামড় খাচ্ছেন না? মশা এবং ছারপোকা কামড়ালে ক্ষুধা কমে। বৈজ্ঞানিক সত্য। পাঞ্জাবিটা খুলে রাখুন। ভালোমতো মশা কামড়াক। কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন। ছারপোকা চলে আসবে।

আপনাকে চেনা চেনা লাগছে। আপনার পরিচয়?

আমি সেই লোক যার জন্যে আপনি জুতা সন্ত্রাসী হয়েছেন।

আলম অবাক হয়ে বলল, আপনি আলামত নিয়ে এসেছেন?

জি। আলামতের অভাবে পুলিশের বেশির ভাগ মামলা হয় নড়বড়ে। আমাদের উচিত পুলিশকে সাহায্য করা।

আলম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আজিব দুনিয়া।

পোশাকের যে আলাদা ইজ্জত আছে এটা কবি শেখ সাদী বুঝেছিলেন। রাজসভাতে রদ্দি জামা কাপড় পরে গিয়েছিলেন বলে তাকে সবার পেছনে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। তিনি পরের দিন জরির ঝালর দেয়া পোশাকে উপস্থিত হলেন। তাঁকে সমাদরে প্রথম সারিতে বসানো হল। মনের দুঃখে তিনি লিখলেন—

AMARBOI.COM

"রাজসভাতে এসেছিলাম
বসতে দিলে পিছে
সাগর জলে শুক্তো ভাসে
মুক্তা থাকে নিচে।"

আমার স্যুট টাই দেখে ওসি সাহেব বিভ্রান্ত হলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, স্যার বসুন।

আমি বসতে বসতে বললাম, ভালো আছেন?

ওসি সাহেব হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়তে গিয়ে আমার খালি পায়ের দিকে তাকালেন। তাঁর ভ্রু কুঁচকে গেল। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আমি বললাম, জুতা পায়ে নেই কিন্তু আমার সঙ্গে আছে। এই ব্রাউন পেপার ব্যাগে। দেখতে চান?

আপনার সমস্যা কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, সমস্যা আমার না, সমস্যা দেশের। জুতা সন্ত্রাসী নামে নতুন সন্ত্রাসী গ্রুপ বের হয়েছে। এরা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে দেখা যাবে শুধু জুতা নিচ্ছে না। জুতার সঙ্গে পায়ের পাতা কেটে নিচ্ছে। মনে করুন আপনার বুট জুতা জোড়া নিয়ে গেল, বুটের ভেতর আপনার পায়ের পাতা।

ওসি সাহেব বললেন, আপনার কথাবার্তা অত্যন্ত এলোমেলো কি জন্যে এসেছেন বলুন।

আমি হাসিমুখে বললাম, হাজতে আলম নামে একজন বসে আছে। শুনলাম দশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হবে। আপনারা ঘুষটা কি ক্রেডিট কার্ডে নেবেন? আমার কাছে ভিসা, আমেরিকান এক্সপ্রেস দুই-ই আছে।

ওসি সাহেব পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, আপনাদের ঘুষ গ্রহণ কর্মকাণ্ড আরো আধুনিক করা উচিত। থানার দরজাতেই লেখা থাকবে, ভিসা কার্ড, আমেরিকান কার্ডে ঘুষ লেনদেন করা যাবে। ভালো কথা ঘুষের উপর কি ভ্যাট আছে?

ওসি সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, এতক্ষণ আপনাকে চিনতে পারি নি। এখন চিনেছি। আপনি হিমু। স্যুট টাই এবং টংটা কী জন্যে? আপনি কি জানেন পুলিশকে ঘুষ সাধার অপরাধে আপনাকে হাজতে ঢুকাতে পারি?

আমি বললাম, জানি। আবার এও জানি চালে সামান্য ভুল করলে আপনি চলে যাবেন খাগড়াছড়িতে। স্ট্যান্ড রিলিজ। সেখানে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে বুনো হাতি। থানাওয়ালারা সব রাতে থানা ফেলে হাতির ভয়ে গাছে উঠে বসে থাকে। ঘুষখোর অফিসাররা মানসিকভাবে দুর্বল থাকে। হাতি দেখলেই তারা হাত পা ছেড়ে দেয়। ধুপ্পুস করে পাকা ফলের মতো গাছ থেকে মাটিতে পড়ে যায়। ওসি সাহেব আপনি অতি দুর্বল মনের একজন মানুষ। আমাকে হাজতে ঢোকানোর সাহস আপনি সঞ্চয় করতে পারছেন না। আমার সঙ্গে আপনি আপনি করে কথা বলছেন। বিশিষ্ট কেউ আমার পেছনে আছে এই ধারণা আপনার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। চা খাব। ওসি সাহেব চা খাওয়ানতো।

ওসি সাহেবের হাতে কাঠ পেনসিল। তিনি পেনসিল দিয়ে টেবিলে ঠক ঠক করছেন। মনের অস্থিরতার পেনসিল প্রকাশ বলা যেতে পারে। তিনি আমার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবেন এখনো বুঝা যাচ্ছে না। দুর্বল মনের মানুষের প্রধান ত্রুটি সিদ্ধান্তহীনতা, তবে তিনি যেভাবে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন তাতে মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টা হাজতে থাকতে হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি হাতের পেনসিল টেবিলে নামাতে নামাতে বললেন, দুধ চা খাবেন না রং চা?

দুধ চা।

উইথ সুগার?

জি। প্রচুর হাঁটাহাঁটি করিতো টাইপ টু ডায়াবেটিস এখানো আমাকে ধরতে পারে নি।

ওসি সাহেব পেনসিল দিয়ে ইশারা করলেন। চায়ের কাপে চামুচ নাড়ার মতো করলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, চা খেয়ে সুবোধ বালকের মতো হাজতে ঢুকে পড়বেন। আপনাকে অস্ত্র আইনে গ্রেফতার করা হল।

আমি বললাম, অস্ত্র কোথায়?

ওসি সাহেব বললেন, আমাদের কাছে কিছু অস্ত্র, গুলি, জর্দার কৌটা মজুদ থাকে। যাদের চোখ খারাপ, চোখে শুধু ঘুঘু দেখে ফাঁদ দেখতে পায় না তাদের জন্যে এই ব্যবস্থা। অস্ত্র আইনে গ্রেফতার করে উদ্ধার করা অস্ত্র আলামত হিসাবে জমা দেয়া হয়।

পত্রিকায় ছবিও তো ছেপে দেন।

না, আমরা সব সময় ছবি ছাপি না। কাগজওয়ালাদের ইনভলব করলে সমস্যা বেশি হয়।

ছবিটা ছাপা হলে ভালো লাগতো। আমার স্যুট টাই পরা কোনো ছবি নাই।

ওসি সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভাব ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে কঠিন কোনো কথা বলতে চান। কথা মাথায় আসছে না।

চা চলে এসেছে। পেনসিলের ইশারা ভালো হয় নি। দুধ চা চেয়েছিলাম এসেছে রং চা। আমি চায়ে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির ভান করে বললাম, ওসি সাহেব একটা ধাঁধার জবাব দিতে পারবেন। জবাব দিতে পারলে পুরস্কার আছে। ধাঁধাটা হল, মুরগির দাঁত কয়টা?

ওসি সাহেব ঘোঁৎ টাইপ শব্দ করলেন। হঠাৎ করেই তাঁর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। নিশ্চয়ই ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা আছে। কোন এক সময় পরিষ্কার হবে।

আমি হাজতে আলমের পাশে গিয়ে বসলাম। হতভম্ব আলমকে বললাম, আলামত জমা দিতে গিয়ে ধরা খেয়েছি। অস্ত্র আইনে মামলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। সাত আট বছর জেলের লাপসি খেতে হতে পারে। জেলের বাবুর্চি কেমন কে জানে।

আলম বিড়বিড় করে বলল, কি সর্বনাশ।

আমি বললাম, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করা অর্থহীন। পদার্থবিদরা বলা শুরু করেছেন আজ কাল এবং পরশু আসলে একই সময়। নাস্তা কী খাবেন বলুন। আপনার নাস্তার ব্যবস্থা করি। গরম পরোটা কলিজা ভুনা খাবেন? থানার আশেপাশে ভালো রেস্টুরেন্ট থাকে, হাজতিরা ভালো খেতে পছন্দ করে।

আলম বলল, আপনার সঙ্গে টাকা আছে?

আছে।

এক প্যাকেট সিগারেট আনায়ে দেন। সিগারেটই খাব।

ব্যবস্থা করছি। হাজতে এই প্রথম?

জি।

আনন্দে সময় কাটানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সামনে যে দেয়ালটা দেখছেন মনে করুন এটা একটা ২৯ ইঞ্চি কালার টিভি। টিভিতে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট খেলা দেখাচ্ছে। আরাম করে খেলা দেখুন।

ভাই সাহেব এই সব কী বলেন, আপনার তো মাথায় সমস্যা আছে।

সমস্যা আমাদের সবার মাথায় আছে। যাই হোক দেয়ালে টিভি দেখার চেষ্টা চালিয়ে যান। মনোসংযোগ করুন। আপনি পারবেন। আমি এর মধ্যে নাস্তা আর সিগারেটের ব্যবস্থা করছি।

আলম মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, আজ কাল এবং পরশু আসলে একই সময় ব্যাপারটা বুঝলাম না। যদি বুঝিয়ে বলেন।

আমি বললাম, যারা এই কথা বলছেন তারা নিজেরাও বুঝতে পারছেন না। আমি কী বুঝাব। এই সব উচ্চ চিন্তা বাদ দিয়ে টিভি দেখুন।

হাজতি সব মিলিয়ে আমরা তিন জন। একজন বালক হাজতি, বয়স বার তেরর বেশি হবে না। নাম কাদের।

আমরা তিনজনই গভীর আগ্রহে কালিঝুলি মাখা শূন্য দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছি। বালক হাজতির উৎসাহ সবচে বেশি। সে চোখের পলকও ফেলছে না, হা করে তাকিয়ে মঝে মাঝে গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। সেন্ট্রিদের একজন অবাক হয়ে বলল, আপনারা কী দেখেন?

বালক হাজতি বলল, টিভিতে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড খেলা দেখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিভি কই?

ঐ তো টিভি। 'ডিসটাব' দিয়েন না তো। ইচ্ছা হইলে খেলা দেখেন।

হাজতিরা টিভিতে খেলা দেখছে এই খবর নিশ্চয় ওসি সাহেবের কাছে পৌঁছেছে তাকেও একবার দেখলাম পেনসিল হাতে উঁকি দিয়ে যেতে। এই ভদ্রলোক পেনসিল ছাড়া চলতেই পারেন না বলে মনে হচ্ছে। দুর্ধর্ষ আসামী ধরার সময় পিস্তলের মতো পেনসিল তাক করেন কি-না কে জানে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ডাক পড়ল। ওসি সাহেব খবর দিয়েছেন। আমি বলে পাঠালাম, খেলার মাঝখানে উঠে আসতে পারব না। লাঞ্চ ব্রেকে আসব। হাই টেনশানের খেলা।

ওসি সাহেব এবং আমি মুখোমুখি বসে আছি।

তিনি যথারীতি হাতের পেনসিল নাচাচ্ছেন। আড়চোখে আমাকে মাঝে মধ্যে দেখছেন। বুঝতে পারছি আমাকে নিয়ে কোনো হিসাব নিকাশ হচ্ছে। কী বলে কথা শুরু করবেন বুঝতে পারছেন না বলে সময় নিচ্ছেন। আমিই আলোচনা শুরু করলাম। আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, স্যার আপনি কি লক্ষ করেছেন পেনসিল সব সময় আটতল বিশিষ্ট হয়। গোল হয় না। কারণটা জানেন?

না।

বলব?

ওসি সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি উপেক্ষা করে বললাম, আটতলের কারণে পেনসিল সহজে টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ে না।

আপনার কাছ থেকে বিরাট জ্ঞান লাভ করলাম। আপাতত মুখ বন্ধ করুন। প্রশ্ন করলে জবাব দিবেন।

অবশ্যই জবাব দেব। একটাই অনুরোধ কঠিন প্রশ্ন করবেন না। সায়েন্স বাদ। আমি বিজ্ঞানে দুর্বল। পৃথিবীর ওজন কত জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না। এটম বোমা কে আবিষ্কার করেছেন তাও বলতে পারব না।

শুনলাম হাজতিদের নিয়ে টিভি দেখছিলেন।

ঠিকই শুনেছেন। বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডের খেলা। না দেখে পারছি না।

আর যাই করেন পুলিশের সঙ্গে ফাজলামি করবেন না।

পুলিশের সঙ্গে কোনো ফাজলামিতো করছি না। দেয়ালের সঙ্গে করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আপনার বিষয়ে খবর নিয়েছি আপনি অতি ধুরন্ধর একজন মানুষ। ধুরন্ধর কিভাবে টাইট করতে হয় আমি জানি।

জানলে টাইট করে দিন। তবে একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না। যে টাইট করে সে একই সময় নিজে লুজ হয়। আপনি আমাকে যতটা টাইট করবেন নিজে ঠিক ততটাই লুজ হবেন। এটা বিজ্ঞানের সূত্র।

বিজ্ঞানের সূত্র? আমাকে বিজ্ঞান শেখান?

আপনাকে কীভাবে বিজ্ঞান শেখাব? আমি আগেই স্বীকার করেছি আমি সায়েন্সে দুর্বল। তবে নিউটনের সূত্রে আছে-To every action there is an equal and opposite reaction. আপনি আমাকে টাইট দিলে নিউটনের সূত্র অনুসারে আপনাকে লুজ হতে হবে। অর্থাৎ আপনার ব্রেইনের নাট বল্টু লুজ হতে থাকবে। দু'একটা খুলেও পড়ে যাবে। একদিন দেখা যাবে পেনসিল হাতে পথে পথে ঘুরছেন। যাকেই দেখছেন তার সঙ্গেই পেনসিলের ইশারায় কথা বলছেন। সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন, মুরগির কি দাঁত আছে। কেউ আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারছে না বলে জবাব দিতে পারছে না।

ওসি সাহেব থমথমে গলায় বললেন, বার বার মুরগির দাঁতের প্রশ্ন আসছে কেন?

এই ধাঁধাটা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাব দিতে পারেন নি বলে আবার মুরগির দাঁত চলে এসেছে।

চা খাবেন?

খাব। দুধ চা, চিনিসহ। দয়া করে পেনসিলে অর্ডার দেবেন না। আপনার পেনসিলের অর্ডার কেউ বুঝতে পারে না।

চা চলে এসেছে। এবার কোনো ভুল হয় নি। চা ঠিক আছে। আলাদা পিরিচে চার পাঁচটা বামুন সিঙ্গাড়া। এক সঙ্গে পাঁচ ছয়টা মুখে দেয়া যায়।

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, আপনাকে কি আমি ছোট্ট একটা গল্প বলতে পারি?

না। চা খান, সিঙ্গাড়া খান। গল্প বলতে হবে না।

হুজুগে বাঙালি নিয়ে একটা রসিকতা করতে চাচ্ছিলাম। এই রসিকতা থেকে বুঝা যাবে আপনি আসল পুলিশ অফিসার না-কি ভেজাল। রসিকতা শুনে আপনি যদি শব্দ করে হাসেন তাহলে আপনি ভেজাল। আসল পুলিশ অফিসার কখনো জোকস শুনে হাসে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প বলুন শুনি।

ওসি সাহেব মুখের চামড়া আরো শক্ত করতে চাচ্ছেন। পারছেন না। গল্প শোনার লোভ তাঁর মধ্যে কাজ করছে। হুজুগের এই গল্প আমি অনেকের সঙ্গে করেছি। যারা শুনেছে তারা সবাই হো হো করে হেসেছে। শুধু পুলিশ অফিসাররা কেউ হাসেন নি। আমি গল্প শুরু করলাম।

এক ভদ্রলোক মতিঝিলে কাজ করেন। সত্তুর তলায় তাঁর অফিস। একদিন তিনি মন দিয়ে ফাইল দেখছেন তখন হন্তদন্ত হয়ে তার রুমে পিওন ঢুকে উত্তেজিত গলায় বলল, স্যার খবর শুনেছেন আপনার স্ত্রীতো আপনার গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে গেছেন!

ভদ্রলোক চূড়ান্ত অপমানিত বোধ করে জানালা খুলে লাফ দিলেন। লাফ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, আরে আমারতো গাড়িই নাই। ড্রাইভারের প্রসঙ্গ আসছে কেন?

কংক্রিটের মেঝেতে আছড়ে পড়ার আগ মুহূর্তে মনে হল, আরে আমিতো এখনো বিয়েই করি নি।

ওসি সাহেব শব্দ করে হেসে উঠলেন। অনেক কষ্টে হাসি থামালেন।

আমি বললাম, ভাই আপনিতো ভেজাল পুলিশ অফিসার।

ওসি সাহেব বললেন, আমি বাংলাদেশ পুলিশ মেডেল পাওয়া অফিসার। এখন পর্যন্ত এক টাকা ঘুষ খাই নি।

এই জন্যেই তো আপনি ভেজাল।

ওসি সাহেব হাতের পেনসিল নামিয়ে হাই তুলতে তুলতে বললেন, একটা কাগজে আপনার নাম ঠিকানা লিখে চলে যান।

ছেড়ে দিচ্ছেন?

হ্যাঁ ছেড়ে দিচ্ছি।

আমি যাব না।

যাবেন না মানে?

আমার সঙ্গে আরো যে দু'জন আছে তাদেরকে না নিয়ে যাব না। আমি একজন রাশিয়ান পরী বিয়ে করতে যাচ্ছি। আমার লোকবল নাই। এরা থাকলে নানান ভাবে সাহায্য করবে। গায়ে হলুদের ব্যাপার আছে। মেয়ের বাড়িতে মাছ পাঠাতে হবে। বিয়েতে আপনি উপস্থিত থাকলে আমি খুবই খুশি হব স্যার।

ওসি সাহেব হাতের পেনসিল নামিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধ্যার দিকে আমরা তিনজনই ছাড়া পেলাম। আলম এবং বালক হাজতি কাদের আমার মেসে থাকতে এল। কাদের ঘোষণা করল সে বাকি জীবন আমার সঙ্গে থাকবে। আমার সেবা করবে। গা হাত পা টিপে দিবে।

আলম এই জাতীয় কোনো কথা বললেন না তবে তিনি জানালেন যে মেস বাড়িতে থাকবেন সেখানে তাঁর মুখ দেখানোর অবস্থা নেই। মেসে অনেক টাকা বাকিও পড়েছে, কাজেই...

গত সাতদিনে আমার জীবনে যে সব ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেছে তা আলাদা শিরোনামে লিখছি। পাঠকদের সুবিধার জন্যে। পাঠকরা যে সব ঘটনা জানতে চান শিরোনাম দেখে তা ঠিক করবেন। ঘটনা প্রবাহ নিম্নরূপ।

রাশিয়ান পরী

তার ঢাকায় আসার সময় হয়ে গেছে। সে আগামী বুধবার সিঙ্গাপুর এয়ার লাইনসে আসছে। মাজেদা খালাকে সে একটি e-mail পাঠিয়েছে। খালা তার কপি আমার কাছে পাঠিয়েছেন। এর বাংলা-

আমার খাদ্য : নিরামিশ। মাঝে মধ্যে ডিম চলতে পারে। রাতে ফলাহার করি। একটা আপেল (সবুজ), একটা কলা এবং থাই পেঁপে। লাঞ্চে আমি এক গ্লাস রেড ওয়াইন খাই (৭৫ ml). ঘুমাতে যাবার আগে ব্ল্যাক কফি।

বাসস্থান : আমি সাধারণ বাংলাদেশী একটি পরিবারের সঙ্গে থাকতে চাই। পেইং গেস্ট হিসেবে থাকব। এটাচড বাথরুম থাকতে হবে। টয়লেট পেপার থাকতে হবে। এই বাথরুম অন্য কেউ ব্যবহার করবে না। টয়লেটে অবশ্যই হট ওয়াটারের ব্যবস্থা থাকবে। দরজা জানালায় নেট থাকবে যাতে মশা মাছি না আসে। বেডশিট এবং টাওয়েল প্রতিদিন সকল দশটার মধ্যে বদলাতে হবে। ঘরে অবশ্যই এসি থাকতে হবে। ইন্টারনেট কানেকশান লাগবে।

যাতায়াত : আমার জন্যে একটা সাইকেল লাগবে। আমি সাইকেলে যাতায়াত করব। যে আমার গাইড তাকেও সাইকেলে সর্বক্ষণ আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুসরণ করতে হবে। গাইড প্রতিদিন একশ ডলার করে পাবে। তার খাওয়া-দাওয়া এর মধ্যেই ধরা থাকবে। আমার মেয়ে পরিচয় গাইড নিজে জানবে কিন্তু কাউকে জানাতে পারবে না।

গাইড : গাইডের ইংরেজি ভাষায় দখল থাকতে হবে। আমি বাংলা ভাষা শিখে এসেছি তারপরেও কিছু কথা হয়তোবা আমি বাংলায় প্রকাশ করতে পারব না। গাইডকে বুদ্ধিমান হতে হবে। থার্ডওয়ার্লড কান্ট্রিতে বকর বকর করতে পারাকেই বুদ্ধিমত্তা ধরা হয়। আমার গাইড অতিরিক্ত কথা একেবারেই বলবে না।

আলম এবং বালক হাজতি কাদের

মেসে আমার পাশের ঘরটি তাদের জন্যে ভাড়া নিয়েছি। আলম দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা এই ঘরে থাকেন। ঘর থেকে বের হন না। দাড়ি গোফ কামান না। যে কোনো কারণেই হোক তিনি মহাদুশ্চিন্তায় আছেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষের চুল দাড়ি দ্রুত বাড়ে। তারও বেড়েছে। লম্বা দাড়ি গোফে তার চেহারায় ঋষিভাব চলে এসেছে। তাকে দেখে মনে হয় সারাক্ষণ বিশেষ কিছু নিয়ে ভাবছেন। তিনি কেরোসিন কুকার কিনেছেন। দুইবেলা নিজে রান্না করে নিজের খাবার নিজেই খান। কাদেরকে ভাগ দেন না। এ নিয়ে কাদেরের কোনো মাথা ব্যথা নেই। আলম যেমন সারাক্ষণ ঘরের ভেতর থাকেন, কাদের থাকে বাইরে। রাতে হঠাৎ হঠাৎ আসে। তাকে দেখে মনে হয় সে বিশেষ কোনো পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। পরিকল্পনা সে কারো কাছে প্রকাশ করছে না। সে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। মাথা নিচু করে মেঝেতে বসে থাকে। আমার চোখের দিকে তাকায় না।

একরাতে আমি নিজ থেকেই বললাম, কিছু বলবি?

হুঁ।

বলে ফেল। পেটে কথা জমিয়ে রাখা ঠিক না। পেটে বেশিদিন গোপন কথা থাকলে এ্যাপেন্ডিসাইটিস ফুলে যায়। ব্যথা শুরু হয়। তখন আর অপারেশন ছাড়া গতি থাকে না।

একটা খুন করতে চাই ভাইজান।

খুন করতে চাইলে কর। এত চিন্তার কি আছে?

কাদের চমকে মাথা তুলে তাকালো। আবার চোখ নামিয়ে ফেলল। সে আমার কথায় পুরোপুরি বিভ্রান্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারে খুন করতে চাই শুনবেন?

না। যাকে খুন করবি সেতো শেষই হয়ে যাবে। তার কথা শুনে লাভ কী?

খুনের তারিখ ঠিক করেছি। বুধবার দিবাগত রাত।

ঐ তারিখটা বাদ দে। ঐ দিন তোকে নিয়ে এয়ারপোর্টে যাব। পঞ্জিকা দেখে ভালো একটা তারিখ বের করে দিব। ভালো কাজ চিন্তা ভাবনা করে করতে হয় না। মন্দ কাজ অনেক চিন্তা ভাবনা করে করতে হয়।

কাদের বলল, ধরা পড়লে পুলিশ ফাঁসিতে ঝুলাবে না?

তোর বয়স কম ফাঁসিতে ঝুলাবে না। সংশোধন কেন্দ্রে পাঠাবে। সংশোধন কেন্দ্র অপরাধের বিরাট ট্রেনিং সেন্টার। সেখান থেকে ইনশাল্লাহ মারাত্মক সন্ত্রাসী হয়ে বের হবি। লোকে তোকে খাতির করবে। টহল পুলিশের সঙ্গে দেখা হলে টহল পুলিশের সালাম পাবি।

ভাইজান আর শুনতে চাই না। চুপ করেন।

আমি চুপ করলাম।

AMARBOI.COM

মাজেদা খালা, খালু সাহেব এবং মানিব্যাগ সমাচার

খালু সাহেবের সঙ্গে তাঁর হারানো মানিব্যাগ নিয়ে আমার কথা হয়েছে। মুখোমুখি না, টেলিফোনে।

আমি : খালু সাহেব ভালো আছেন। আপনার প্রেসারের অবস্থা কী?

খালু : আমার প্রেসার নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি তোমার নিজের প্রেসার নিয়ে মাথা ঘামাও।

আমি : মানিব্যাগটা কী পাওয়া গেছে?

খালু : হারানো মানিব্যাগ কখনো পাওয়া যায়? খেজুরে আলাপ আমার সঙ্গে করবে না। Stupid.

আমি : খালু সাহেব!

নিজ উদ্যোগে আমি আপনার মানিব্যাগের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি এবং কিছু ফল পেয়েছি।

খালু : কিছু ফল পেয়েছ মানে কী?

আমি : ধোঁয়া বাবা বলেছেন মানিব্যাগ অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিছু টাকা হয়ত পাওয়া যাবে না। বাকি সব পাওয়া যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালু : আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছ?

আমি : আমি ইয়ার্কি করব কেন? ধোঁয়া বাবা যা বলছেন তাই বললাম। উনি মানিব্যাগে বাংলাদেশি টাকার পরিমাণ বলতে পারেন নি তবে আমেরিকান ডলারের সাতশ ডলার আছে এটা বলে দিয়েছেন।

খালু : কী বললে?

আমি : জরুরি কিছু কাগজপত্র ক্লিপ দিয়ে আটকানো এটাও বললেন।

খালু : (খানিকটা নরম) ধোঁয়া বাবাটা কে?

আমি : উনি আধ্যাত্মিক মানুষ। বুড়িগঙ্গার ওপাশে থাকেন। কোনো খাদ্য গ্রহণ করেন না। শুধু ধোঁয়া খান।

খালু : ধোঁয়া খান?

আমি : জি। সিগারেট বা গাঁজার ধোঁয়া না। ভেজা খড় পুড়ানো ধোঁয়া খেয়ে জীবনধারণ করেন।

কালু : এই সব বুজরুকি আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

আমি : বিশ্বাস করা না করা আপনার ব্যাপার। মানিব্যাগ পাওয়া গেলেই তো হল। তা ছাড়া শেকসপিয়ার বলে গেছেন— There are many things in heaven and earth.উনার কথাও ফেলে দেয়ার মতো না। এত বড় একজন নাট্যকার।

খালু : যারা নিজে stupid তারা অন্যদের stupid ভাবে। তুমি stupid বলেই আমাকে stupid ভাবছ। ধোঁয়া বাবা সম্পর্কে আর কখনোই কিছু বলবে না।

আমি : জি আচ্ছা বলব না। মানিব্যাগ পাওয়া গেলে কী করব?

[খালু সাহেব টেলিফোন রেখে দিলেন]

মাজেদা খালার সঙ্গে আমার রোজই কথা হচ্ছে। তিনি দু'টি বিষয় নিয়ে উত্তেজিত। এলিতার ঢাকায় আসা এবং খালু সাহেবের মানিব্যাগে রাখা টেলিফোন নাম্বার।

মাজেদা খালা জানিয়েছেন তিনি টেলিফোন নাম্বার বিষয়ে গোপন অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি মোটামুটি নিশ্চিত পরকীয়া জাতীয় কিছু। তিনি জানিয়েছেন সত্যি যদি এমন কিছু হয় তাহলে তিনি খালু সাহেবের মুখে এসিড ছুঁড়বেন। শুধু পুরুষরাই মেয়েদের মুখে এসিড ছুঁড়বে তা হবে না। এসিড কিনে দেয়ার দায়িত্ব তিনি আমাকে দিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি দুই লিটারের একটা পানির বোতলে সাদা ভিনিগার ভর্তি করে খালাকে দিয়ে এসেছি। ভিনিগারও এক ধরনের এসিড। খালা ভিনিগার লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর আলমিরাতে। সব এসিড ভয়ঙ্কর না। ভিনিগার এসিড হলেও সুখাদ্য।

পেনসিল ওসি

পেনসিল ওসি সাহেবের আসল নাম আবুল কালাম। তিনি এই নিয়ে তৃতীয় দফা আমার কাছে এসেছেন।

ভদ্রলোক ইংরেজি সাহিত্যে MA. তাঁর গায়ে যখন পুলিশের পোশাক থাকে না তখন তাঁকে অধ্যাপক বলেই মনে হয়।

তিনি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আমার কাছে আসেন এটা পরিষ্কার। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার না। আমার ধারণা আমি পুলিশের নজরদারিতে আছি। পুলিশ মাঝে মাঝে কঠিন অপরাধীদের ছেড়ে দেয়। পেছনে ফেউ লাগিয়ে রাখে। অপরাধী কোথায় যায় কার কাছে যায় এইসব মনিটার করা হয়।

ওসি সাহেবের দেখলাম কাদের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ।

কাদের ছেলেটা কি আপনার সঙ্গেই থাকে?

হ্যাঁ। যাবার জায়গা নাই।

কাদের আগে কোথায় ছিল জানেন?

না।

জানতে ইচ্ছা হয় না?

না। না-জানাই ভালো। এ জগতে সবচে সুখী হচ্ছে যে কিছুই জানে না যেমন চার বছরের নিচের বয়সের শিশু।...

আমি অনেকের কাছে শুনেছি আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। আমার সিগারেটের প্যাকেটে কয়টা সিগারেট আছে বলতে পারবেন?

না।

মানিব্যাগে কত টাকা আছে সেটা জানেন?

না।

আপনার বিষয়ে কেন ছড়াল যে আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে?

মানুষ মিথ তৈরি করতে ভালোবাসে। আপনি ইংরেজি সাহিত্যের MA আমাকে আপনার পছন্দের একটা ইংরেজি কবিতা শুনান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন?

এমনি। আপনি ঝিম ধরে আছেন। আমিও ঝিম ধরে আছি। ঝিম কাটানোর ব্যবস্থা।

I have been here before,
But when or how I cannot tell.
I know the grass beyond the door.
The sweet heen smell,
The sighing sound, the lights around the shore.

ওসি সাহেব কবিতা শেষে উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, আবার কবে আসবেন?

ওসি সাহেব জবাব দিলেন না। আমি হঠাৎ করে বললাম, পায়ের আলতা খুব সুন্দর জিনিস কিন্তু আলতাকে সব সময় পায়ে পড়ে থাকতে হয় এর উপরে সে উঠতে পারে না।

ওসি সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, হঠাৎ আলতার প্রসঙ্গ তুললেন কেন?

এমনি তুললাম। আলাপ আলোচনায় মানুষ প্রায়ই প্রসঙ্গ ছাড়া কথা বলে। ননসেন্স রাইম যেমন আছে, ননসেন্স কথাবার্তাও আছে।

ওসি সাহেব বললেন, আমার স্ত্রীর নাম আলতা এটা আপনি জানেন?

আগে জানতাম না। এখন জানলাম।

ওসি সাহেব কঠিন চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে চলে গেলেন। ভদ্রলোক বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছেন। ধাক্কা সামলাতে কিছু সময় লাগবে।

তানিজা এবং তার বাবার জুতা

তানিজাকে তার বাবার জুতা ফিরিয়ে দিয়েছি। বাসায় তখন তানিজা এবং তার কাজের মেয়ে ছাড়া কেউ ছিল না। সদর দরজা তালাবদ্ধ। কথা হল জানালা দিয়ে।

আমি বললাম, তালাবদ্ধ কেন?

তানিজা বলল, মা বাইরে গেছে তো এই জন্যে। তালা খোলা থাকলে অনেক সমস্যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্যা বেশি থাকলে তালাবদ্ধ থাকাই ভালো। আমি তোমার বাবার জুতা ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

আপনার রঙ পছন্দ হয় নি? অন্য রঙ দেব?

রঙ ঠিক আছে। ঠিক করেছি জুতা পরব না।

চা খাবেন। চা দেব।

দাও এক কাপ চা।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে চা খেয়ে চলে এলাম।

এলিতা ঢাকা এয়ারপোর্টে পৌছল ডিসেম্বর মাসের চার তারিখ। বুধবার সময় সকাল ন'টা। দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি, জেট লেগ, অপরিচিত নতুন দেশে প্রথম পা দেওয়ার শঙ্কায় সে খানিকটা বিপর্যস্ত।

সে ছেলে সেজে আসে নি। মেয়ে সেজেই এসেছে। কালো টপের সঙ্গে লাল, হলুদ, সবুজ রঙের স্কার্ট। রঙগুলো একটির গায়ে একটি মিশে সাইকাডেলিক আবহ তৈরি করেছে। আমার সঙ্গে কাদের। সে বিড় বিড় করে বলল, কেমন সুন্দর মেয়ে দেখছেন ভাইজান? সাক্ষাৎ হুর।

কাদেরের হাতে প্ল্যাকার্ড ধরা। সেখানে বাংলায় লেখা মি. এলিত। এলিতার আকার বাদ দেয়া হয়েছে নামের মধ্যে পুরুষ ভাব আনার জন্য।

এলিতা এগিয়ে এল।

আমি বললাম, তোমার না পুরুষ সেজে আসার কথা।

এলিতা বলল, পাসপোর্টে লেখা আমি মেয়ে, পুরুষ সেজে আসব কীভাবে?

মাজেদা খালা বলেছিলেন, এলিতা টিচার রেখে বাংলা শিখে এসেছে। তার বাংলার নমুনায় আমি চমৎকৃত। সে বলল, 'আইচা টিক চে'। আমি বললাম, এর মানে কী? এলিতা বলল, এর অর্থ হয় It's O.K.তখন বুঝা গেল সে বলছে 'আচ্ছা ঠিক আছে'। তার অদ্ভুত বাংলায় আচ্ছা ঠিক আছে হয়ে গেল 'আইচা টিক চে।'

তার আরো কিছু বাংলা,

উষন লগ চে : উষ্ণ লাগছে। অর্থাৎ গরম লাগছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাইদ ভল চে : খাদ্য ভালো লাগছে।

কিনিত বিরাকত : কিঞ্চিৎ বিরক্ত।

পাঠকদের সুবিধার জন্যে তার সঙ্গে কথোপকথন সহজ বাংলায় লেখা হবে। তবে দু'একটা বিশেষ ধরনের বাংলা ব্যবহার করা হবে। কাদেরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর এলিতা অবাক হয়ে বলল, "বালকের চশখু পবিত্রতা হয়।" অর্থাৎ এই বালকের চোখের মধ্যে পবিত্রতা আছে।

ইয়েলো ক্যাব নিয়ে আমরা ঢাকার দিকে যাচ্ছি। সে আগ্রহ নিয়ে ঢাকা শহর দেখছে। তার চোখে খানিকটা বিস্ময় বোধ। সে বলল, তোমাদের শহরতো যথেষ্ট পরিষ্কার।

তুমি কি ভেবেছিলে? নোংরা ঘিঞ্জি শহর দেখবে?

হুঁ। আমাকে তাই বলা হয়েছে। রাস্তায় এত দামী দামী গাড়ি দেখেও অবাক হচ্ছি। রিকশা কোথায়? আমি শুনেছি ঢাকা রিকশার শহর। গায়ে গায়ে রিকশা লেগে থাকে। ফুটপাত দিয়ে কেউ হাঁটতে পারে না। রিকশার উপর দিয়ে হাঁটতে হয়।

রিকশা প্রচুর দেখবে। এটা ভিআইপি রোড এই রোডে রিকশা চলাচল করে না।

আমি যে বাড়িতে পেইং গেস্ট থাকব সেখানে কি যাচ্ছি?

মাজেদা খালার বাসায় তোমাকে রাখার প্রাথমিক চিন্তা ছিল। সেটা ঠিক হবে না। তিনি তাঁর স্বামীর গায়ে এসিড ছুড়ে মারার জন্যে আলমারিতে এক বোতল এসিড লুকিয়ে রেখেছেন। এসিড ছোড়াছুড়ির মধ্যে উপস্থিত থাকা কোনো কাজের কথা না।

এসিড ছুড়ে মারা মানে?

এসিড ছুড়ে মুখ ঝলসে দেয়া এ দেশে স্বাভাবিক ব্যাপার। মনে কর কোনো ছেলে কোনো মেয়ের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করতে চাইল। মেয়ে রাজি না হলেই মুখে এসিড।

Oh God.

আমি যদি তোমাকে প্রেমের প্রস্তাব দেই সঙ্গে সঙ্গে না বলবে না। কায়দা করে এড়িয়ে যাবে।

না বললে আমার মুখে এসিড মারবে?

সম্ভাবনা আছে। আমি তো এই দেশেই বাস করি।

লেগপুলিং করবে না। আমি কোথায় থাকব সেই ব্যবস্থা কর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে হোটেলেই থাকতে হবে। পেইং গেস্ট হিসেবে কেউ তোমাকে রাখতে রাজি হবে না।

কেন রাজি হবে না?

রাজি না হবার অনেক কারণ আছে। মূল কারণ একটাই। মূল কারণ কেউ তোমাকে বলবে না। আমি বলে দেই?

দাও।

মূল কারণ হল তুমি পরীর মতো রূপবতী একটি মেয়ে। এমন রূপবতী একজনকে কোনো গৃহকর্ত্রী বাড়িতে জায়গা দেবে না। তাদের স্বামী তোমার প্রেমে পড়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায়।

এলিতা শব্দ করে হাসছে। তার হাসি দেখতে এবং হাসির শব্দ শুনতে ভালো লাগছে। বাংলাদেশের কিশোরীরা শব্দ করে হাসে। একটু বয়স হলেই হাসির শব্দ গিলে ফেলে হাসার চেষ্টা করে। চেষ্টাতে সাফল্য আসে। এক সময় হাসির শব্দ পুরোপুরি গিলে ফেলতে শিখে যায়। হারিয়ে ফেলে চমৎকার একটি জিনিস।

এলিতা বলল, প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে।

ঘুমিয়ে পড়। যথাসময়ে জাগিয়ে দিব।

একবার ঘুমিয়ে পড়লে কেউ আমাকে জাগাতে পারে না।

চিন্তা নেই, ঘুমন্ত অবস্থাতেই ধরাধরি করে তোমাকে হোটেলের রুমে নিয়ে তুলব।

তুমি যে বাড়িতে থাক সেখানে আমাকে নিয়ে যাও।

আমি কোনো বাড়িতে থাকি না। মেসে থাকি। সেখানে তোমাকে নেয়া যাবে না।

কেন?

মেস হচ্ছে পায়রার খুপরির মতো ছোট ছোট কিছু রুম। সেই সব রুমে আলো বাতাস ঢোকা নিষিদ্ধ। কমন বাথরুম। বাথরুম ব্যবহার করতে হলে লাইনে দাঁড়াতে হয়। মেসের মালিক মশা, মাছি, তেলাপোকা, এইসব পুষেন।

বল কী! কেন পুষেন?

যারা মেসে থাকে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করার জন্যে পুষেন।

তুমি ঠাট্টা করছ?

না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি প্রথম তোমার মেসে যাব তারপর অবস্থা দেখে ডিসিশান নেব।

তা করতে পার।

আমি এখন ঘুমিয়ে পড়ব।

এমনি এমনি ঘুমিয়ে পড়বে? না-কি আমাকে ঘুম পাড়ানি গান গাইতে হবে?

তুমি ঘুমপাড়ানি গান জান?

জানি। তবে আমাদের দেশে পুরুষদের ঘুম পাড়ানি গান গাওয়া নিষিদ্ধ। ঘুম পাড়ানি গান শুধু মা গাইবেন।

আশ্চর্য তো।

আশ্চর্যের সবে শুরু। তুমি আরো অনেক আশ্চর্যের সন্ধান পাবে।

প্লিজ একটা ঘুম পাড়ানি গান গাও।

আমি গাইলাম,

খুকু ঘুমালো
পাড়া জুড়ালো
বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?

AMARBOI.COM

এলিতা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তুর্গেনিভের এক উপন্যাস পড়েছিলাম, "যে নারীকে ঘুমন্ত অবস্থাতে সুন্দর দেখায় সেই প্রকৃত রূপবতী।" এলিতাকে প্রকৃত রূপবতী বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ইয়েলো ক্যাবে উপস্থিত থাকলে বিড় বিড় করে বলতেন—

দেখিনু তারে উপমা নাহি জানি
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি,
পালঙ্কেতে মগন রাজবালা
আপন ভরা লাবণ্যে নিরালা।

পকেটে মোবাইল বাজছে। মাজেদা খালা ধার হিসেবে আমাকে এই মোবাইল দিয়েছেন। যত দিন এলিতা বাংলাদেশে থাকবে ততদিন মোবাইল আমার সঙ্গে থাকবে যাতে আমি সব সময় খালার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমু এলিতা কি এসেছে?

হুঁ।

তার অবস্থা কী?

সে গোঁফ কামিয়ে মেয়ে হয়ে গেছে।

ফোনটা এলিতার কাছে দে কথা বলি। তোকে কিছু জিজ্ঞেস করা অর্থহীন।

এলিতা ঘুমাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে তাকে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়েছি। এখন সে আছে গভীর ঘুমে। এই মুহূর্তে স্বপ্ন দেখছে।

বুঝলি কি করে স্বপ্ন দেখছে?

REM হচ্ছে। তাই দেখে বুঝছি?

REM আবার কি?

Rapid eye movement. চোখের পাতা দ্রুত কাঁপছে। সুন্দর কোনো স্বপ্ন দেখার সময় এই ঘটনা ঘটে। যখন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন কেউ দেখে তখন চোখের পাতার সঙ্গে ঠোঁটও কাঁপে।

আমার সঙ্গে চালবাজি করবি না।

আচ্ছা যাও করব না।

এলিতা উঠবে কোথায়?

এখনো বুঝতে পারছি না ঘুম ভাঙুক তারপর ডিসিশান হবে।

ও তোর ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে না কি?

না।

এক কাজ কর আস্তে করে মেয়েটার মাথা তোর কাঁধে এনে ফেল। ও যেন বুঝতে না পারে।

লাভ কী?

ঘুম ভেঙে এলিতা দেখবে তোর ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে তাতে লজ্জা পাবে। লজ্জা থেকে প্রেম।

লজ্জা থেকে প্রেম হয় এটা জানা ছিল না।

খালা বললেন, রাগ থেকে প্রেম হয়, ঘৃণা থেকে প্রেম হয়, অপমান থেকে প্রেম হয়, লজ্জা থেকে হয়।

আমি বললাম, তোমার কথায় মনে হচ্ছে সব কিছু থেকে প্রেম হয়। হয় না কি থেকে সেটা বল।

তুইতো বিপদে ফেললি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালা সুসংবাদ আছে এলিতা নিজে থেকেই আমার ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে।

ভেরি গুড। একটা ছবি তুলতে পারবি?

ছবি কীভাবে তুলব?

তোকে যে মোবাইলটা ধার দিয়েছি সেখানে ছবি তোলার অপসান আছে। অপসানে যা। এক হাতে মোবাইলটা তোদের দু'জনের মুখের কাছে এনে বাটনে টিপ দে।

আমি ছবি তুললাম না। এলিতার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় থাকলাম।

এলিতা এখনো ঘুমুচ্ছে। মেসে আমার বিছানায় বাচ্চাদের মতো কুকড়িমুকড়ি ঘুম। এই ঘরে দিনের বেলাতেও কিছু ড্রাকুলা মশাকে দেখা যায়। ড্রাকুলা মশাদের বিশেষত্ব হচ্ছে এরা কানের কাছে ভনভন করে না। সরাসরি রক্তপান। ধর তক্তা মার পেরেক টাইপ। ড্রাকুলা মশাদের হাত থেকে এলিতাকে বাঁচানোর জন্যে তার বিছানায় আলম মশারি খাটিয়ে দিয়েছেন।

ঘুম ভাঙলেই এলিতার ক্ষিধে পাবে। সেই ব্যবস্থাও আলম করে রেখেছেন। গফরগাঁয়ের গোল বেগুনের চাক্তি হলুদ লবণ মাখিয়ে রাখা হয়েছে। নতুন আলু কুচি কুচি করে লবণ পানিতে ভেজানো। দেশি মুরগির ডিমে সামান্য দুধ দিয়ে প্রবলভাবে ফেটানো হয়েছে। কালিজিরা চাল এনে রাখা হয়েছে। দশ মিনিটের মোটিসে খাবার দেয়া হবে।

আমি আলমের ঘরে বসে আছি। বালক হাজতি কাদের নেই। কোথায় গেছে কখন ফিরবে কিছুই বলে যায় নি।

আলম বলল, হিমু ভাই আমি চিন্তা করে একটা বিষয় পেয়েছি।

কী পেয়েছেন?

একটা রহস্যের সমাধান পেয়েছি।

এখন বলা যাবে না। অন্য কোনো সময় বলব।

আপনার যখন বলতে ইচ্ছা করবে, বলবেন।

আমি যে দিনরাত দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকি, খামাখা বসে থাকি না। চিন্তা করি।

এখন কী নিয়ে চিন্তা করছেন?

আজ কোনো চিন্তা শুরু করতে পারি নাই। গতকাল চিন্তা করেছি মশা নিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মশা নিয়ে কী চিন্তা?

দুপুরবেলা মশা গালে কামড় দিয়েছে। গাল ফুলে গেছে তখন শুরু করলাম মশা নিয়ে চিন্তা। মানুষের যেমন শেষ বিচারের দিনে হিসাব নেয়া হবে মশারও কি হবে? আমাদের যেমন দোজখ বেহেশত আছে মশাদের কি আছে? দুষ্ট মশাদের আল্লাহপাক কি দোজখের আগুনে পুড়াবেন?

আপনার কী মনে হয়?

আমার মনে হয় পুড়াবেন না। অতি তুচ্ছ মশা মাছিকে শাস্তি দেয়ার কিছু নাই।

আমি বললাম, আল্লাহর কাছে মানুষতো মশা মাছির মতোই তুচ্ছ। মানুষকে তিনি কেন শাস্তি দিবেন?

আলম গম্ভীর হয়ে বলল, এটাও একটা বিবেচনার কথা। এটা নিয়ে আলাদা ভাবে চিন্তা করতে হবে।

এলিতার ঘুম ভাঙল রাত আটটা বাজার কিছু আগে। লোডশেডিং হচ্ছে বলে বাতি জ্বলছে না। টেবিলের উপর দুটা মোমবাতি জ্বলছে। মশারির ভেতর এলিতা অবাক হয়ে বসে আছে। ঘরে আলো আঁধারের খেলা। এলিতা বিস্মিত গলায় বলল, আমি কোথায়?

আমি বললাম, তুমি আমাদের মেস বাড়ির একটা ঘরে।

আমার মাথার উপরে জালের মতো এই তাবুটা কী?

একে বলে মশারি। ঘুমের মধ্যে যেন মশা বা মাছি তোমাকে বিরক্ত না করে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

আমি ভেবেছিলাম মারা গেছি। মৃত্যুর পর আমার আত্মাকে আটকে রাখা হয়েছে। কি যে ভয় পেয়েছিলাম।

ভয় কেটেছে?

হ্যাঁ। প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

দশ মিনিটের মধ্যে তোমার খাবার ব্যবস্থা হবে। আজ আমরা যা দিব তাই খাবে। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দেব। এখানকার টয়লেটগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ তারপরেও একটা পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আস আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলিতা বলল, আমি তোমাকে বলেছিলাম আমার ভয় কেটেছে আসলে কাটে নি। আমার এখনো মনে হচ্ছে আমি মৃত। আমার 'soul' তোমার সঙ্গে ঘুরছে।

আমি বললাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি আলো ঝলমল ফাইভস্টার হোটেলে যাবে তখন আর নিজেকে মৃত মনে হবে না।

খেতে বসে এলিতা বলল, কাঁটাচামচ কোথায়? আমিতো হাত দিয়ে খেতে পারি না।

আমি বললাম, বাংলাদেশের খাবার হাত দিয়ে স্পর্শ করে তারপর মুখে দিতে হয়। এটাই নিয়ম। একবেলা আমাদের মতো খেয়ে দেখ।

এলিতা খাওয়া শেষ করল গম্ভীর মুখে। খাবার তার পছন্দ হচ্ছে কি না তা তার মুখ দেখে বুঝা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে ভুরু কুচকাচ্ছে তা দেখে মনে হয় খাবার ভালো লাগছে না।

এলিতা খাওয়া শেষ করে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আমি আমার জীবনে ভালো যত খাবার খেয়েছি আজকেরটা তার মধ্যে আছে। আমি 'Food' শিরোনামে যে সব ছবি তুলব সেখানে এই খাবারের ছবিও থাকবে। গরম ভাত থেকে ধোঁয়া উড়ছে। গরম ভাত একজন হাত দিয়ে স্পর্শ করছে। আজকের খাবারের শেফ কে?

আমি আলমকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। এলিতা অবাক হয়ে বলল, আপনার চোখে পানি কেন?

আলম বলল, সামান্য খানা বিষয়ে এত ভালো কথা বলেছেন এই জন্যে চোখে পানি এসেছে। সিস্টার আমি ক্ষমা চাই।

এলিতা বলল, আপনার চোখের পানি দেখে আমি খুবই অবাক হয়েছি। আপনি কি ফুল টাইম শেফ? কোন রেস্টুরেন্টে কাজ করেন?

আলমের চোখে পানির পরিমাণ আরো বাড়ল। তার চরিত্রে যে এমন স্যাঁতস্যাঁতে ব্যাপার আছে তা এই প্রথম জানলাম। আমি এলিতাকে বললাম আলম কোনো প্রফেশনাল কুক না। তিনি নিজের খাবার নিজে রেঁধে খান। দরজা জানালা বন্ধ করে দিন রাত চিন্তা করেন।

এলিতা বিস্মিত গলায় বলল, কী চিন্তা করেন?

জটিল সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে যেমন—গতকাল চিন্তা করেছেন মশাদের 'soul' আছে কি-না তা নিয়ে—

বল কী!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার যদি চিন্তার কোনো সাবজেক্ট থাকে আলমকে বললেই তিনি চিন্তা শুরু করে দেবেন।

চিন্তার জন্যে তিনি কি কোন ফিস নেন?

না।

আমরা এলিতাকে সোনারগাঁ হোটেলে নামিয়ে দিয়ে এলাম। আলম বললেন, সিস্টার যাই? এই দু'টি শব্দ বলতে গিয়ে তার গলা ভেঙে গেল এবং চোখ ছলছল করতে লাগল। এলিতা অবাক হয়ে বলল Oh God! what a strange man.

এলিতা তার প্রথম ছবির সন্ধানে বের হবে। বাহন হিসেবে সে সাইকেল চেয়েছিল। সাইকেলের বদলে রিকশার ব্যবস্থা হয়েছে। রিকশা এলিতার পছন্দ হয়েছে। এলিতার পেছনে পেছনে আমার থাকার কথা, আমি আরেকটা রিকশা নিয়েছি। আমাদের সঙ্গে একটা ভ্যানগাড়িও আছে। সেখানে আলম এবং কাদের বসে আছে। তাদের সঙ্গে নানান ধরনের রিফ্লেকটর, সান গান। ছবি তুলতে এত কিছু লাগে জানতাম না।

এলিতা বলল, আমরা দু'জনতো এক রিকশাতেই যেতে পারি।

আমি বললাম, তা সম্ভব না।

সম্ভব না কেন?

গায়ের সঙ্গে গা লেগে যেতে পারে।

তাতে অসুবিধা কী?

আমি বললাম, গায়ের সঙ্গে গা লাগলে তোমার শরীরের ইলেকট্রন আমার শরীরে ঢুকবে। আমার কিছু ইলেকট্রন যাবে তোমার শরীরে। দু'জনের মধ্যে বন্ধন তৈরি হবে। এটা ঠিক হবে না।

এলিতা বিরক্ত গলায় বলল, এমন উদ্ভট কথা আমি আগে শুনি নি। আমি অনেকের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে বাসে ট্রেনে ঘুরেছি। কারো সঙ্গেই আমার কোনো বন্ধন তৈরি হয় নি।

আমি বললাম, কেন হয় নি বুঝতে পারছি না। বন্ধন হবার কথা। একজন সাধুর সঙ্গে তুমি যদি কিছুদিন থাক তোমার মধ্যে সাধু স্বভাব চলে আসবে। দুষ্ট লোকের সঙ্গে কিছুদিন থাক তোমার মধ্যে ঢুকবে দুষ্ট স্বভাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তৃতা বন্ধ কর। বেশি কথা বলা মানুষ আমি পছন্দ করি না।

আমি বললাম, হুট করে মাঝখান থেকে বক্তৃতা বন্ধ করা যায় না। শেষটা শোন। আমাদের কালচার বলে পাশাপাশি সাত পা হাঁটলে বন্ধুত্ব হয়। তুমি ছবি তুলতে এসেছ, দেশের কালচার মাথায় রেখে ছবি তুলবে। এখন বল কিসের ছবি তুলবে?

ডাস্টবিনের ছবি। ডাস্টবিনে মানুষ খাদ্য অনুসন্ধান করছে এরকম ছবি।

এই ছবি তুলতে পারবে না।

কেন পারব না? তোমাদের দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে এই জন্যে পারব না?

আমি বললাম, এলিতা শোন। দেশের ভাবমূর্তি নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। এই ছবি তুলতে পারবে না কারণ ডাস্টবিনে এখন কেউ খাদ্য খুঁজে না।

এলিতা বলল, তুমি স্বীকার করতে চাইছ না কিন্তু আমি জানি তোমাদের দেশে ডাস্টবিনে খাবার খোঁজা হয়। আমি ভিডিও ফুটেজ দেখেছি।

বানানো ফুটেজ দেখেছ। আমাদের দারিদ্র্য দেখতে তোমাদের ভালো লাগে বলেই নকল ছবি তোলা হয়। আমি তোমাকে ঢাকা শহরের প্রতিটি ডাস্টবিনে নিয়ে যাব। যদি এরকম দৃশ্য পাও অবশ্যই ছবি তুলবে।

এলিতা বলল, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন?

আমি বললাম, আমি মোটেও রেগে যাচ্ছি না। তুমি চাইলে ডাস্টবিনে খাবার খুঁজছে এমন কিছু নকল ছবি তোলার ব্যবস্থা করা যাবে। কয়েকজন টোকাইকে বললেই এরা খাবার খোঁজার চমৎকার অভিনয় করবে। টোকাইরা ভালো অভিনয় জানে। বাংলাদেশে টোকাই নাট্য দল পর্যন্ত আছে।

টোকাই কী?

যারা ফেলে দেয়া জিনিসপত্র খুঁজে বেড়ায় এরাই টোকাই।

এলিতা বলল টোকাই লাগবে না। আমি টোকাই ছাড়াই ছবি তুলব। মিথ্যা ছবি আমি তুলি না।

ঢাকা শহরের ডাস্টবিনে ডাস্টবিনে বিকাল পর্যন্ত ঘুরলাম। কোথাও খাবারের সন্ধানে কাউকে ঘুরতে দেখা গেল না। এক জায়গায় একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালিকাকে পাওয়া গেল সে নাকে জামা চাপা দিয়ে কাঠি দিয়ে ময়লা ঘাঁটাঘাটি করছে। সে জানালো ডাস্টবিনে মাঝে মাঝে দামী জিনিস পাওয়া যায়। সে নিজে একবার একটা মোবাইল ফোন পেয়েছিল। একশ টাকায় একজনের কাছে বিক্রি করেছে।

খাবারের ছবি একটা শেষ পর্যন্ত তোলা হল। ফুটপাতে পা নামিয়ে খালি গায়ে এক বৃদ্ধ ললিপাপ আইসক্রিম খাচ্ছে। বৃদ্ধের মাথার চুলদাড়ি ধবধবে সাদা। তার হাতের আইসক্রিমের রঙ টকটকে লাল। সাদা এবং লালের কন্ট্রাস্টে সুন্দর দেখাচ্ছে।

এলিতা বলল, খুব সুন্দর ন্যাচারাল আলো পেয়েছি। ছবিটা ভালো হবে।

আমি বললাম, এই আলোর আমাদের দেশে একটা নাম আছে। একে বলে কন্যা সুন্দর আলো। এই আলোর বিশেষত্ব হচ্ছে কালো মেয়েদের এই আলোয় ফর্সা লাগে।

তোমার দেশে ফর্সা লাগাটা খুব জরুরি?

হ্যাঁ। আমরাও তোমাদের মতো।

আমাদের মতো মানে?

তোমাদের দেশে তামাটে গায়ের রঙ হওয়া খুবই জরুরি। অনেক ডলার খরচ করে রোদে পুড়ে তোমরা গায়ের রঙ বদলাও। আমরা শুধু বিশেষ এক সময়ের আলো গায়ে মেখে ফর্সা হয়ে যাই। এ জন্যে আমাদের টাকা পয়সা খরচ করতে হয় না।

এলিতা বলল, তুমি কি প্রমাণ করার চেষ্টা করছ যে তোমরা শ্রেষ্ঠ?

কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করছি না।

এলিতা বলল, এই বৃদ্ধ খালি গায়ে বসে আছে। তাকে জিজ্ঞেস কর আমি যদি তাকে একটা সার্ট বা স্যুয়েটার কিনে দেই সে কি নেবে?

তুমি সার্ট বা স্যুয়েটার উপহার হিসেবে দেবে, না-কি ভিক্ষা হিসেবে দেবে? উপহার হিসেবে দিলে তাকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করে উপহার দেই না।

এলিতা বলল, তুমি বাজে তর্ক করতে পছন্দ কর। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি আর বের হব না।

আমি কি চলে যাব?

হ্যাঁ।

AMARBOI.COM

আমি বললাম, আলম আর কাদের থাকুক। ওরাতো আর কথা বলে তোমাকে বিরক্ত করছে না। দু'জনই মুগ্ধ হয়ে তোমার কর্মকাণ্ড দেখছে।

ওরা থাকুক।

আমার আজকের দিনের পেমেন্টটা আলমের হাতে দিয়ে দিও।

আমি রিকশা থেকে নেমে হেঁটে রওনা দিলাম। ইচ্ছা করছে মাথা ঘুরিয়ে এলিতার মুখের ভাব দেখি। কাজটা করা গেল না কারণ আমার মহান পিতা এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করে গেছেন—তার বাণীসমগ্রের একটির শিরোনাম বিদায়। তিনি লিখেছেন—

বিদায়

> পুত্র হিমু। তুমি যখন কারো কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা শুরু করবে তখন পেছনে ফিরে তাকাবে না। পেছনে ফিরে তাকানো অর্থ মায়া নামক ভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দেয়া। তুমি তা করতে পার না। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ কখনো কারো কাছ থেকে বিদায় নেয় না। তখন মায়া নামক ভ্রান্তি তাকে ত্যাগ করে। ভয় নামক অনুভূতি গ্রাস করে। সে পৃথিবী ছেড়ে যেতে চায় না। মহাপুরুষরাই শুধু মৃত্যুর সময় উপস্থিত সবার কাছ থেকে বিদায় নেন।

সন্ধ্যাবেলা আলম এবং কাদের বিমর্ষ মুখে ফিরে এল। তারা আমার জন্যে খামে ভর্তি করে একশ ডলারের একটা নোট এনেছে। তার সঙ্গে এলিতার লেখা চিঠি। চিঠি ইংরেজিতে লেখা, Dear Himu দিয়ে শুরু করা হলেও Dear শব্দটি কেটে দেয়া হয়েছে। চিঠির বঙ্গানুবাদ—

> হিমু,
>
> তোমার প্রাপ্য ডলার পাঠানো হয়েছে। তোমাকে কিছু কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। তুমি বুদ্ধিহীন একজন মানুষ। বুদ্ধিহীনরাই তর্কবাজ হয়। বুদ্ধির অভাব তর্ক দিয়ে ঢাকতে চায়।
>
> তুমি নানান বিষয়ে আমাকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছ। বিষয়টা অত্যন্ত বিরক্তিকর। আমি তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশে শিক্ষা সফরে আসি নি। নিজের কাজ নিয়ে এসেছি।

তোমাকে কঠিন কঠিন কথা লিখলাম। তার জন্যে আমি যে খারাপ বোধ করছি—তা-না। তোমার সার্ভিসের আমার আর প্রয়োজন নেই।

তবে মি. আলম এবং কাদেরকে আমার প্রয়োজন। ওরা নিয়মিত আসবে। আলোচনা সাপেক্ষে তাদের পেমেন্ট ঠিক করা হবে।

এলিতা

আমার বেকার জীবনের শুরু, আলম এবং কাদেরের কর্মময় সময়ের শুরু। এরা দু'জন ভোরবেলা ভ্যান নিয়ে চলে যায়, সন্ধ্যাবেলা ফিরে। এদের কাছ থেকে নানান ধরনের ছবি তোলার গল্প শুনি। কয়েকটি উল্লেখ করা যায়। ফটোগ্রাফের নামগুলো আমার দেয়া। এলিতা নিশ্চয়ই ইংরেজিতে সুন্দর নাম দেবে।

AMARBOI.COM

কুকুর এবং ইলিশ

এই ফটোগ্রাফটা কাওরান বাজার মাছের আড়তে তোলা। একজন ইলিশ মাছের ঝাঁকা নিয়ে বসেছে। কুচকুচে কালো এক কুকুর এসে ইলিশ মাছ মুখে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। কুকুরের পেছনে দুনিয়ার ছেলেপুলে। কুকুর ইলিশ মাছ মুখে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। রাস্তার দু'পাশের গাড়ি থেমে আছে। ফটোগ্রাফটা এই সময়ে তোলা। কুকুর ইলিশ মাছ মুখে নিয়ে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। তাকে নিয়ে এত হৈ চৈ কেন হচ্ছে তা বুঝতে পারছে না।

পিতা পুত্র এবং সাগর কলা

এই ফটোগ্রাফটা সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের বেঞ্চে তোলা। পিতা এবং পুত্র বসে আছে। বাবার হাতে একটা সাগর কলা, ছেলের হাতে একটা সাগর কলা। বাবা তার হাতের কলা ছেলেকে খাওয়াচ্ছে। ছেলে তার হাতের কলা বাবাকে খাওয়াচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইটালিয়ান হোটেলের রুটি

রাস্তার পাশে ইটবিছানো খাবারের দোকান। অতি বৃদ্ধ একজন রুটি খাচ্ছে। তার হাতে কাচা মরিচ। সে কাঁচা মরিচের দিকে তাকিয়ে রুটি খাচ্ছে।

কসাই এর চা পান বিরতি

ফটোগ্রাফটা নিউমার্কেটের কসাই এর-দোকানে তোলা। গরুর বড় বড় রান ঝুলছে। রানের ফাঁকে কসাইকে দেখা যাচ্ছে। তার হাতে গ্লাসভর্তি চা। একটা গরুর কাটা মাথা কসাইয়ের পাশে রাখা। মনে হচ্ছে গরুর মাথা অবাক হয়ে কসাইয়ের চা পান দৃশ্য দেখছে।

এলিতা আমাকে বিদায় করে দিয়েছে, কাজেই মাজেদা খালার মোবাইল ফেরত দিয়ে আসতে হবে। আমি মোবাইল ফেরত দিতে গেলাম। খালু সাহেবের মানিব্যাগ সঙ্গে নিলাম। কিছু টাকা খরচ করে ফেলেছিলাম এলিতার ডলার ভেঙে টাকা করে নিলাম, তারপরেও পঞ্চাশ টাকা কম হল।

মাজেদা খালা আমাকে দেখেই তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, এলিতা মেয়েটা কত অভদ্র তুই জানিস?

নাতো।

ওকে কয়েকবার টেলিফোন করেছি বাসায় লাঞ্চ করতে বলেছি সে আসে নি। টেলিফোন করি, মিসকল হয়ে থাকে এই মেয়ে কল রিটার্ন করে না। তার জন্যে সব কিছু করে দিলাম আমি এখন কি-না আমাকেই চিনে না। নিজেকে সে কী ভাবে? রূপবতী মেয়ে হয়ে আমার মাথা কিনে নিয়েছে? আমার মাথা এত সস্তা না। এখন বল তোর সঙ্গে তার ব্যবহার কেমন। অভদ্র মেয়ের গাইড হবার দরকার নেই। তুই চাকরি ছেড়ে দে।

খালা থামতেই আমি বললাম, চাকরি ছাড়ার উপায় নেই খালা। এলিতা আমার চাকরি নট করে দিয়েছে। চার দিন হল পথে পথে বেকার ঘুরছি।

বলিস কী?

বিয়েটা মনে হয় হল না।

এই নিয়ে তুই ভাবিস না। রূপ দিয়ে কিছু হয় না। মেয়েদের রূপ আর পদ্মপাতার জল একই। মন খারাপ করিস না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচ্ছা করব না। খালু সাহেবের টেলিফোনের ব্যাপারটা কিছু হয়েছে?

আমার ধারণা ধরে ফেলেছি। লোক লাগিয়েছি সে পাত্তা লাগাচ্ছে। আমার কাছে বাহাত্তর ঘণ্টা সময় চেয়েছিল। আগামীকাল বাহাত্তর ঘণ্টা পার হবে।

এসিড কবে ঢালবে?

বুঝতে পারছি না।

তাড়াহুড়া করবে না। তাড়াহুড়ার ব্যাপার না। এসিড ঠিকমতো ঢালতে হবে। বেঁচে থাকলেও চোখ যেন যায়।

মাজেদা খালা হতভম্ব গলায় বললেন, এইসব কি ধরনের কথা।

আমি বললাম, তুমি মুখে এসিড ঢালবে সব ঠিক থাকবে তাও তো হবে না।

মাজেদা খালা বললেন, তুই একটা ক্রিমিন্যাল। তুই আর এই বাড়িতে আসবি না।

খালু সাহেবের পরকীয়া প্রেমের কী হবে? এতবড় একটা অন্যায় চোখ বুঝে সহ্য করবে?

একটা কেন দশটা পরকীয়া করুক তার জন্যে আমি চোখ গেলে দিব? তুই আমাকে ভাবিস কী? তোর এসিডের বোতল নিয়ে এক্ষুণি বিদায় হ।

আর এ বাসায় আসব না?

অবশ্যই না।

খালু সাহেবের সঙ্গে শেষ দেখা করে যাই।

খালু সাহেব শোবার ঘরে আধশোয়া হয়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি পড়ছেন। টিভি চলছে, টিভিতেও ন্যাশনাল জিওগ্রাফি। ডাবল একশান।

আমাকে ঢুকতে দেখে খালু সাহেব মহা বিরক্ত গলায় বললেন, হুট করে ঘরে ঢুকে পড়লে? সামান্য ভদ্রতার ধারও ধার না। ব্যক্তিগত শোবার ঘরতো গণ বৈঠকখানা না। ইচ্ছা হল, ঢুকে পড়লে।

আমি বললাম, ধোঁয়া বাবার কাছে গিয়েছিলাম উনি মানিব্যাগ উদ্ধার করেছেন। মানিব্যাগ নিয়ে এসেছি। সব ঠিকঠাক আছে কি-না দেখে নিন।

হতভম্ব খালু সাহেব মানিব্যাগ হাতে নিলেন। উল্টে পাল্টে দেখলেন। চোখ ছানাবড়া হওয়া বলে একটা কথা বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত আছে। খালু সাহেবের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তবে বেশ বড় সাইজের ছানাবড়া। আমি বললাম, ধোঁয়া বাবা আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন?

মানিব্যাগ থেকে উনি পঞ্চাশটা টাকা রেখে দিয়েছেন। খড় কিনবেন। খড়ে পানি দিয়ে ভেজানো হবে। সেই ভেজা খড় জ্বালানো হবে। এতে প্রচুর ধোঁয়া হয়। খালু সাহেব! যাই ভালো থাকবেন। আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

দেখা হবে না কেন?

মাজেদা খালা আমাকে এ বাড়িতে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন।

আমি চলে এলাম। খালু সাহেব তাকিয়ে রইলেন তাঁর মানিব্যাগের দিকে।

মেসে ফিরে দেখি আমার ঘরের সামনে টুলের উপর পেনসিল ওসি বসা। তাঁর মুখ গম্ভীর হাতে পেনসিলের বদলে ফ্লাস্ক।

আমি বললাম, বাইরে বসে আছেন কেন? আমার ঘরের দরজা খোলা। ঘরে বসে অপেক্ষা করলেই হত। কোনো কাজে এসেছেন না-কি সামাজিক সৌজন্য সাক্ষাৎ? আসুন ঘরে গিয়ে বসি।

ওসি সাহেব ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের উপর চায়ের ফ্লাস্ক রাখতে রাখতে বললেন, দু'টা কাপের ব্যবস্থা করুন। ফ্লাস্কে চা নিয়ে এসেছি।

ট্যাবলেট সিঙ্গাড়া আনেন নি?

না। পরেরবার আনব। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। সত্য জবাব দেবেন। কাদের কোথায়?

সে আছে এলিতার সঙ্গে। এলিতাকে ছবি তুলতে সাহায্য করছে। এলিতা হল...

এলিতার বিষয়টা জানি। সে বাংলাদেশে কেন এসেছে তাও জানি। আমি কাদেরের বিষয়ে জানতে চাচ্ছি।

সে আমাকে জানিয়েছে সে ঠিক করেছে একটা খুন করবে। দিন তারিখ আমার ঠিক করে দেয়ার কথা। পঞ্জিকা দেখে ভালো দিন বের করব। পঞ্জিকা কেনা হয় নি।

পঞ্জিকার জন্যে খুন আটকে আছে?

আমি বললাম, শুধু পঞ্জিকা না। শাহরুখ খানের জন্যেও আটকা আছে।

সে কে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলিউডের কিং খানকে চেনেন না? আপনারতো চাকরি যাবার কথা। কাদের আর্মি স্টেডিয়ামে কিং খানের খেলা দেখার পর খুনটা করবে। তিন হাজার টাকার টিকিট কাটবে। তার হাতে এখন টাকা আছে। এলিতা প্রতিদিন তাকে বিশ ডলার করে দিচ্ছে।

আমি দু'টা গ্লাসের ব্যবস্থা করলাম। গ্লাস ভর্তি চা নিয়ে দু'জন মুখোমুখি বসেছি। ওসি সাহেবের মুখ আরো অন্ধকার হয়েছে। আমি বললাম, আলতা ভাবি কেমন আছেন।

ওসি সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, তার বিষয়ে কথা বলার জন্যে আমি আপনার এখানে আসিনি। আমি এসেছি কাদেরকে এ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবার জন্যে। ওকে টোপ হিসেবে বাইরে ছেড়ে রাখা হয়েছে। আমাদের ইনফরমেশন যা জোগাড় করার করেছি। এখন তাকে আটক করা যায়।

আমি বললাম, এতদিন যখন অপেক্ষা করেছেন আরো কয়েকটা দিন করুন। কিং খানের খেলাটা হয়ে যাক।

উনি কী খেলা দেখাবেন?

আমি জানি না কী খেলা দেখাবেন। নিশ্চয়ই ভালো কোনো খেলা। বাংলাদেশের মানুষ আধাপাগল হয়ে গেছে। আমি ভাবছি মিস এলিতাকেও খেলাটা দেখাব। উনি রাজি হলে হয়।

চা খাওয়া শেষ হবার পরেও ওসি সাহেব অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কাদের এবং আলম ফিরে এল। ওসি সাহেব খানিকক্ষণ কাদেররের দিকে তাকিয়ে তাকে এ্যারেস্ট না করেই চলে গেলেন।

'বাটারফ্লাই এফেক্ট' নামের একটা বিষয় আছে। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখকরা বাটারফ্লাই এফেক্টকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। 'পৃথিবীর এক প্রান্তে প্রজাপতির পাখার কাঁপনে অন্যপ্রান্তে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় হতে পারে এই হল বাটারফ্লাই এফেক্ট।'

ঢাকা শহরের বিভিন্ন কলেজের সামনের রাস্তায় বাটারফ্লাই এফেক্টের লীলাভূমি। কিছুদিন পরপর এইসব রাস্তায় ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটে যার উৎপত্তি হয়ত রেইনফরেস্টের কোনো গাছের পাতার কাঁপন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা কলেজের সামনের রাস্তায় এই ঘটনাই এখন ঘটছে আমি তার একজন দর্শক।

দু'টা বাসে আগুন দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি দোতলা বাস। বাস দু'টির অপরাধ কি কেউ বলতে পারছে না। বিনা অপরাধেতো কেউ শাস্তি পায় না। বাস দু'টি নিশ্চয়ই বড় ধরনের কোনো অপরাধ করেছে।

হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে কয়েকটা প্রাইভেট কারের কাচ ভাঙা হয়েছে। মনে হয় আরো হবে। গাড়ির কাচ ভাঙার দৃশ্য সুন্দর। কাচগুলো পাউডারের মতো গুড়া হয়ে যায়। গুড়া অবস্থায় ঝিকমিক করে আলো দেয়।

ঢাকা কলেজের পাশেই সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে পুলিশ ফাঁড়ি। সেখান থেকে কয়েকজন পুলিশ এসেছিল। ছাত্ররা ধাওয়া করে তারা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফেরত পাঠিয়েছে। পুলিশরা এখন সিগারেট ধরিয়ে রিলাক্স করছে। তাদেরকে আনন্দিত মনে হচ্ছে। অল্পতেই ঝামেলা থেকে উদ্ধারের আনন্দ।

টায়ার জ্বালানো হয়েছে। টায়ার থেকে বুনকা বুনকা ধোঁয়া বের হচ্ছে। আমি মোটামুটি নিরীহ টাইপ একজনকে (তিনি ঢাকা কলেজের ছাত্র। চেনার উপায় কলেজের মনোগ্রাম বসানো হাফ হাতা সার্ট হিটলার টাইপ গোঁফ রেখেছে, কিন্তু তাকে দেখাচ্ছে চার্লি চ্যাপলিনের মতো।) জিজ্ঞেস করলাম, ভাই ঘটনা কী?

তিনি বললেন, ঢাকা কলেজের এক ছাত্রকে ধাক্কা দিয়ে বাস থেকে রাস্তায় ফেলেছে।

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, বলেন কী! ঢাকা কলেজের ছাত্র পরিচয় পাবার পর তাকে তো কোলে করে নামানো দরকার ছিল। কোলে করে নামিয়ে টা টা বাই বাই বলে একটা ফ্লাইং কিস।

আপনি কে?

আমি কেউ না। দর্শক। আপনারা চমৎকার খেলা খেলছেন, দর্শক লাগবে না?

চার্লি চ্যাপলিন হঠাৎ উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন। গলা উচিয়ে ডাকতে লাগলেন, হামিদ ভাই! হামিদ ভাই এদিকে আসেন। এই লোক ছাত্রদের নিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলছে।

হামিদ ভাই নামে যাকে ডাকা হল তিনি অসম্ভব ব্যস্ত। তিনি পেট্রোল দিয়ে গাড়িতে আগুন ধরানোর দায়িত্বে আছেন। পেট্রোল ভর্তি জেরিকেন নিয়ে ছোটাছুটি করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, হামিদ ভাই ব্যস্ত আছেন যা করার আপনাকেই করতে হবে। একটা প্রশ্নের উত্তর দিনতো গাড়িতে আগুন দেয়ার পেট্রোল কি আপনাদের কাছে মজুদ থাকে?

প্রশ্নের উত্তর পাবার আগেই বিকট শব্দে দু'টা ককেটেল ফাটলো। একই সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমি তাকে টেনে কোলে তুললাম।

এর মধ্যে হামিদ ভাই এসে দাঁড়িয়েছেন। হামিদ ভাই এর পাশে আরেকজন তার হাতে চাপাতি। চাপাতি নিশ্চয়ই মেজে ঘসে রাখা হয়। সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে।

হামিদ ভাই বললেন, এই লোক সমস্যা করছে? হ্যালো ব্রাদার আপনি কে?

আমি বললাম, আলাপ পরিচয় পরে হবে। এই মেয়েটাকে হাসপাতালে নিতে হবে। আপনাদের কাণ্ডকারখানা দেখে বেচারি আনন্দে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

হামিদ ভাই বললেন, অল্পের উপর ছাড়া পেয়ে গেলেন। এই মেয়ে না থাকলে আপনার আজ খবর ছিল।

চাপাতি ভাইয়া চাপাতি দুলিয়ে কি খবর হতে পারে তার নমুনা দেখালেন।

AMARBOI.COM

যে মেয়েটি আমার কোলে তাকে আমি চিনি। তার নাম তানিজা। বেচারী নিশ্চয়ই তার বাবা কিংবা মা'র সঙ্গে এই এলাকায় কেনাকাটা করতে গিয়ে বাটরাফ্লাই এর চক্রে পড়েছে।

তানিজাকে ডাক্তারখানায় নেয়ার আগেই তার জ্ঞান ফিরল। সে বেশ স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে সামান্য কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমি বললাম, তানিজা আমাকে চিনেছ?

তানিজা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। ফিস ফিস করে বলল, মা কোথায়?

আমি বললাম, মা নিশ্চয়ই তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমার কোনো ভয় নেই। আমি যথাসময়ে তোমাকে মা'র হাতে তুলে দেব। আইসক্রিম খাবে?

হুঁ।

কোন ফ্লেভার?

ভ্যানিলা। আপনার পা খালি কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তানিজা! আমি সব সময় খালি পায়েই থাকি।

কেন?

মাটি হচ্ছে আমাদের মা। মায়ের স্পর্শ শরীরে সারাক্ষণ লাগানো আনন্দের ব্যাপার না?

তানিজা বলল, মাটি মা হল আপনি তো মা'কে পাড়িয়ে তার উপর হাঁটছেন।

আমি তানিজার যুক্তিতে চমৎকৃত হলাম। শিশুরা মাঝে মাঝে সুন্দর যুক্তি দেয়।

প্রথমে তানিজাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেলাম সেখানে কেউ নেই। দরজায় তালা লাগানো। বাসায় কাজের মেয়ে আছে। সে তালাবদ্ধ যাতে বের হতে না পারে। কাজের মেয়ের কাছে মেসের ঠিকানা দিয়ে এলাম।

পেনসিল ওসি'র সঙ্গে যোগাযোগ করে জানলাম হারানো শিশুর বিষয়ে এখনো কেউ থানায় যোগাযোগ করে নি।

তানিজা তার মায়ের মোবাইল নাম্বার জানে সেখানে টেলিফোন করা হল কেউ ধরল না। তানিজা তার বাবা কোন অফিসে চাকরি করে তা বলতে পারল না।

AMARBOI.COM

তানিজা দুপুরে কী খাবে?

পিজা খাব। আর ঠাণ্ডা কোক খাব। মা আমাকে ঠাণ্ডা কোক খেতে দেয় না।

ঠাণ্ডা কোক খেলে কি হয় জান?

না।

টনসিল ফুলে যায়। জ্বর হয়।

তাহলে তো বিরাট সমস্যা।

দুপুরে আমরা পিজা খেলাম। তানিজা ঠাণ্ডা কোক খেতে খেতে বলল, মামা চল এখন মা'কে খুঁজে বের করি।

মেয়েটা কিছুক্ষণ হল আমাকে মামা ডাকা শুরু করেছে। গোপন কথা বলা শুরু করেছে। আজ তার জন্মদিন এটা জানলাম। জন্মদিনে তার মা রাতে তাকে পিজাহাটে নিয়ে যাবে বলেছিল। এখন যেহেতু দুপুরে পিজা খাওয়া হয়েছে, রাতে না খেলেও চলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামা তুমি কি জান আমার বাবা আমাদের সঙ্গে থাকে না।

জানি না তো।

মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে আলাদা থাকে। মা বাবাকে বলল, এই মুহূর্তে তুমি বের হয়ে যাবে। বাবা বলল, এত রাতে আমি কোথায় যাব? মা বলল, জাহান্নামে যাও। বাবা বলল, জাহান্নাম আমি কোথায় পাব?

তোমার বাবাকেতো মনে হচ্ছে রসিক মানুষ।

হুঁ। মা রসিক মানুষ পছন্দ করে না। মা বাবাকে ডাকে গোপাল ভাড়।

গোপাল ভাড় কে তুমি চেন?

আমি চিনি না। আমার মনে হয় সে দুষ্ট লোক। তাই না?

হতে পারে।

বড়দের ঝগড়া করতে হয় না।

অবশ্যই হয় না।

বাবাকে বকে দিও।

নিশ্চয়ই বকে দিব।

মা'কে কিন্তু বকা দিও না। মা খুব রাগী। বকা দিলে মা রাগ করবে।

খুব রাগী হলে তাকে বকা দেব না। রাগী মেয়েদের আমি খুবই ভয় পাই।

আমি আমার মা'কে অল্প ভয় পাই। বাবা বেশি ভয় পায়।

অল্প ভয় পাওয়াই ভালো।

আমরা আবার ঢাকা কলেজের সামনে ফিরে গেলাম। অস্থির মা মেয়ের সন্ধানে সেখানেই ঘোরাঘুরি করার কথা। তাকে পাওয়া গেল না। ঢাকা কলেজের সামনের রাস্তা পুরোপুরি স্বাভাবিক। গাড়ি চলছে, রিকশা চলছে। ফুটপাত দখল করে হকাররা বসে আছে। কর্মহীন মহিলারা জামা কাপড় দেখে বেড়াচ্ছে। কিছুই তাদের পছন্দ হচ্ছে না। কলেজের ভেতর ক্লাসও মনে হয় শুরু হয়েছে। আমি নিশ্চিত চাপাতিওয়ালা বিছানার নিচে চাপাতি রেখে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রির ক্লাস করছে।

তানিজা বলল, মা'কে পাওয়া না গেলে অসুবিধা নাই। মামা আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

আমি বললাম, আমারও কোনো অসুবিধা নাই। রাতে জন্মদিনের কেক কাটার ব্যবস্থা করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামা আমি চিড়িয়াখানায় যাব। আমাকে কেউ চিড়িয়াখানায় নিয়ে যায় নি। মা বলেছিল জন্মদিনে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে।

চল চিড়িয়াখানায় যাই। জীবজন্তু দেখে আসি।

রাতে আমি খাব বার্গার।

বার্গারের সঙ্গে ঠাণ্ডা কোক খাবে না?

হুঁ খাব।

চিড়িয়াখানার জীবজন্তু দেখে আমি তানিজাকে নিয়ে চলে গেলাম সোনারগাঁ হোটেলে। মেয়েটাকে কিছুক্ষণের জন্যে এলিতার হাতে দিয়ে দেয়া যাক। তানিজা এখন বিরতিহীন কথা বলে আমার মাথা ধরিয়ে দিয়েছে।

এলিতা আমাকে দেখে ভুরু কুঁচকে ফেলে বলল, কি ব্যাপার?

আমি বললাম, তুমি আমাকে একশ ডলার দিয়েছ। আমার পেমেন্ট ঠিক হয় নি। বাকি টাকাটা নিতে এসেছি।

একদিন কাজ করেছ একশ ডলার দিয়েছি।

এয়ারপোর্টে তোমাকে আনতে গিয়েছিলাম। ঐ দিনের হিসাবতো ধর নি।

সরি। আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি। তোমার সঙ্গে এই মেয়েটা কে?

ওকে পথে কুড়িয়ে পেয়েছি। ওর নাম তানিজা।

পথে কুড়িয়ে পেয়েছ মানে কী? তোমাদের দেশে কি এমন শিশু পথে কুড়িয়ে পাওয়া যায়?

আমি বললাম, হ্যাঁ আমাদের দেশে কুড়িয়ে পাওয়া যায়। যথাসময়ে বাবা মা এসে তাদের নিয়ে যায়। তোমার দেশে যে সব শিশু হারিয়ে যায় তাদের কখনো খুঁজে পাওয়া যায় না। গত বছরের স্ট্যাটিসটিকসে এসেছে তিনশ পনেরো জন শিশু হারিয়েছে যাদের খোঁজ কেউ জানে না। ভুল বলেছি?

এলিতা জবাব দিল না। চুপ করে রইল।

তুমি কি তানিজাকে কিছুক্ষণ রাখতে পারবে? রাত দশটা পর্যন্ত। রাত দশটার মধ্যে তার বাবা এসে মেয়েকে নিয়ে যাবে।

তারা জানবে কীভাবে যে এই মেয়ে আমার কাছে আছে?

জানবে। যে কোনোভাবেই হোক জানবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলিতা বলল, আমি কোনো ঝামেলায় জড়াব না। এই মেয়েকে রাখব না।

আমি বললাম, আজ তোমার জন্মদিন। জন্মদিনে একা একা থাকবে?

জন্মদিন জান কীভাবে?

তুমি নিজের সম্পর্কে যে ই-মেইল পাঠিয়েছ সেখানে জন্মদিন লেখা আছে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কি জান? আজ তানিজা মেয়েটিরও জন্মদিন।

এলিতা তানিজার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাপি বার্থডে তানিজা। তানিজা মিষ্টি করে হাসল। তানিজা এখনো কথা বলা শুরু করে নি। কথা বলা শুরু করলে এলিতা বুঝবে কি জিনিস রেখে যাচ্ছি।

এলিতার কাছ থেকে একশ ডলার নিয়ে সোনারগাঁ হোটেলের বেকারি থেকে জন্মদিনের কেক কিনে এলিতার ঘরে পাঠিয়ে দিলাম।

কেকের উপর ফুল লতা পাতার ফাঁকে বাংলায় লেখা

তানিজা
এলিতা
হারিয়ে যাওয়া সব সময়ই আনন্দময়।

এলিতার এই বাংলা পড়ে বুঝতে পারার কথা।

AMARBOI.COM

মেসে ফিরে দেখি তানিজার মা আমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। আমাকে দেখেই তাঁর প্রথম কথা, আমার মেয়ে কই?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আপনার মেয়েকে উপহার হিসেবে একজনকে দিয়ে এসেছি। ঐ মেয়ের ছিল জন্মদিন। জন্মদিনের উপহার।

কী বললেন?

কী বললাম তাতো শুনেছেন। তারপরেও আরেকবার স্পষ্ট করে বলছি, আপনার মেয়েকে উপহার হিসেবে একজনকে দিয়ে এসেছি।

আমি আপনাকে খুন করে ফেলব।

খুন করতে চাইলে করতে পারেন। আসুন ঘরে আসুন। কি পদ্ধতিতে খুন করবেন সেটা শুনি।

আমি আপনাকে র‍্যাবের হাতে তুলে দিব। র‍্যাব আপনাকে ক্রসফায়ারে মারবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রসফায়ারে মেরে ফেললে তো আপনি মেয়ের কোনো সন্ধান পাবেন না। ক্রসফায়ারের কথা আপাতত ভুলে যান। আসুন শর্ত নিয়ে আলোচনা করি।

শর্ত মানে। কিসের শর্ত?

যে শর্তে আমি আপনাকে তানিজার সন্ধান দিতে পারি।

মেয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবেন আবার শর্ত দেবেন? মগের মুল্লুক পেয়েছেন?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমার কাছে মগের মুল্লুক না। আমার কাছে বাংলা মুল্লুক। আপনার কাছে মগের মুল্লুক। স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করে আলাদা হয়ে যাবেন। মেয়ে হারিয়ে ফেলবেন। যে আপনার মেয়েকে খুঁজে পেয়েছে তাকে ক্রসফায়ারে দেবেন?

কথার কচকচানিতে আমি যাব না। এক্ষুণি আমার মেয়েকে দিতে হবে। যদি না দেন তার পরিণাম ভালো হবে না।

আপনি চিৎকার বন্ধ করে স্বামীকে নিয়ে আসুন। দু'জনে মুচলেকা দিন কখনো ঝগড়া করবেন না তারপর মেয়ের সন্ধান দেব। তার আগে না। ভালো কথা আপনার হাতে সময় কিন্তু বেশি নেই। আপনার মেয়ে দেশের বাইরে চলে যাবে। মনে হয় ইন্ডিয়ায় যাবে। জানেন নিশ্চয়ই ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে গরু আসে, বিনিময়ে আমরা নানান বয়সের মেয়ে পাচার করি।

আমার শেষ কথাতে কাজ হল। তানিজার মা টেলিফোন করে তানিজার বাবাকে আনলেন। এই ভদ্রলোক মেয়ে হারানোর কথা কিছুই জানতেন না। সব শুনে তাঁর হার্ট এ্যাটাকের মতো হল। বুকে হাত দিয়ে বিড় বিড় করে বললেন, শাহানা আমার বুকে ব্যথা করছে। আমার বুকে ব্যথা করছে।

শাহানা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, কাগজে কি লিখতে হবে বলুন। আমরা লিখে দিচ্ছি।

আমি বললাম, কিছু লিখতে হবে না। দু'জন এক সঙ্গে মেয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাবেন এটাই যথেষ্ট। আপনার মেয়ে আছে সোনারগাঁ হোটেলে রুম নাম্বার ৭৩২, এই রুমে একটা পরী থাকে। পরীটার নাম এলিতা। আপনার মেয়েকে পরীর হেফাজতে রেখে এসেছি।

মা-বাবা দু'জনই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তারা আমার কথায় পুরোপুরি বিভ্রান্ত। আমি বললাম, দেরি করবেন না চলে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তানিজার বাবার মনে হয় আবার বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে। তিনি বুকে হাত দিয়ে কুঁ কুঁ শব্দ করছেন। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েকে দেখতে পাবেন। উঠে দাঁড়ান তো।

তানিজার বাবা বললেন, ভাই আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে।

আমি বললাম, আজ রাস্তায় রাস্তায় কিছুক্ষণ হাঁটব তারপর আমার এক খালাতো ভাই বাদলের সন্ধানে যাব। ওকে অনেক দিন দেখি না।

তানিজার বাবা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, ভাই মেয়েটাকে পাব তো?

আমি বললাম, অবশ্যই পাবেন। স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে ভালোবাসা এবং মমতায় তাকে রাখবেন। আপনাদের মধ্যে ঝগড়া হলে এই মেয়ে আবারো হারিয়ে যাবে। এটা যেন মাথায় থাকে। দ্বিতীয়বার হারিয়ে গেলেও ফেরত পাবেন। তৃতীয়বার হারালে আর পাবেন না। একে বলে দানে দানে তিন দান। তিনের চক্র।

বেল টিপতেই মেজো খালু (বাদলের বাবা) দরজা খুলে দিলেন, আমাকে দেখে হাহাকার ধ্বনি তুললেন, হিমু সর্বনাশ হয়ে গেছে। তোমার খালা চলে গেছেন।

খালা চলে গেলে খালুর খুশি হওয়া উচিত। উনি মনের সুখে ছাদে বোতল নিয়ে বসতে পারবেন। হাহাকার ধ্বনির অর্থ বুঝলাম না।

খালু হতাশ গলায় বললেন, দুপুরে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছে। সে শাহরুখ খানের প্রোগ্রাম দেখবে। আমি বললাম পুরুষ মানুষেরা স্টেজে ফালাফালি করবে এটা দেখার কী আছে। তোমার খালা বলল, আমি তোমার সঙ্গে বাস করব না। আমি বললাম, নো প্রবলেম। গো টু শাহরুখ খান। তার কোমর জড়িয়ে ধরে নৃত্য কর। কথা শেষ করার আধঘণ্টার মাথায় সে স্যুটকেস গুছিয়ে চলে গেল।

আমি বললাম, শাহরুখ খানের কাছে নিশ্চয়ই যান নি। নিজের বাবার বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন। আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন?

খালু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, মূল ঘটনা তুমি বুঝতে পারছ না। তোমার খালা কিংখানের কাছে গেলেও আমার কিছু যায় আসে না। সে আমাকে পথে বসিয়ে দিয়ে গেছে। আমার বোতল নিয়ে গেছে।

বলেন কী! উনিও বোতল ধরেছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব কিছু নিয়ে ফাজলামি করবে না। ঘটনা বুঝার চেষ্টা কর। আমি একটা সিঙ্গেল মল্ট হুইস্কি এনে রেখেছি। শুভদিন দেখে বোতল খুলব। তোমার খালা চলে গেছেন এটা একটা শুভ দিন। বরফ গ্লাস সব নিয়ে বোতলের খোঁজ করতে দেখি বোতল নাই। তোমার অতি চালাক খালা আমাকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে এই কাজ করেছে। এখন কী করি বল?

বরফ মেশানো পানি খেয়ে শুয়ে থাকবেন।

আবার ফাজলামি? তুমি গাড়ি নিয়ে যাও। তোমার অতি চালাক খালার কাছ থেকে বোতল রিলিজ করে নিয়ে আস।

আমি বললাম, খালা মদের বোতল নিয়ে তার বাবার বাড়িতে যাবেন না। আপনার বোতল তিনি কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন।

কোথায় লুকিয়ে রাখবে?

নিজের শোবার ঘরে রাখবেন না। সেখানে ধর্মের বই পত্র আছে। বোতল ভেঙে ফেলেও দিবেন না। বাঙালি মেয়েরা দামি জিনিস তা সে যতই ক্ষতিকর হোক, ফেলে না। ডেট এক্সপায়ার হওয়া ওষুধও জমা করে রাখে।

খালু ধমক দিয়ে বললেন, মূল কথায় আস। তোমার বুদ্ধিমতী খালা বোতল কোথায় লুকিয়েছে?

আমার ধারণা তার বাথরুমে। বেসিনের নিচের কাবার্ডে যেখানে ফিনাইল জাতীয় জিনিসপত্র থাকে, কিংবা বাথরুমে ডাস্টবিনে।

খালু অলিম্পিকের দৌড় দিয়ে ছুটে গেলেন এবং অলিম্পিকের সোনা পাওয়ার মতো মুখ করে বোতল কোলে ফিরে এসে জড়ানো গলায় বললেন, "হিমু ছাদে আস।" বোতল কোলে নিয়েই তাঁর নেশা হয়ে গেছে।

দু'জন ছাদে বসে আছি। খালু সাহেব আশঙ্কাজনক গতিতে বোতল নামিয়ে দিচ্ছেন। আমার প্রতি মমতা এবং ভালোবাসায় তিনি এখন সিক্ত।

হিমু।

জি খালু সাহেব।

আমি যে তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করি তা-কি তুমি জান?

জানতাম না। এখন জেনেছি।

তোমাকে দেখলে বিরক্ত হবার মতো ভাব করতাম, এটা আসলে অভিনয়। আমি সেই ব্যক্তি যে মনের ভাব গোপন রাখতে পছন্দ করে। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়ে কবিগুরুর একটা লাইন আছে। এখন মনে পড়ছে না। মনে করার চেষ্টা করছি।

চেষ্টা করার দরকার নেই। মনে পড়লে পড়বে।

আমার কি ধারণা হিমু, আমি তোমার খালাকেও পছন্দ করি? তাকে গোটু কিংখান বলা ঠিক হয় নি। হিমু! তোমার কি ধারণা বেহেশত দোজখ এই সব কি আছে? (পেটে জিনিস বেশি পড়লে খালু সাহেব ধর্ম নিয়ে আলোচনায় চলে যান।)

আমি বললাম, ধর্ম আলোচনাটা থাক।

তোমার কি ধারণা আমি মাতাল হয়ে গেছি? এখনো আমার লজিক পরিষ্কার দশ থেকে উল্টা দিকে গুনতে পারব। দশ নয় আট সাত ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক। হয়েছে?

হয়েছে।

একশ থেকে উল্টা দিকে গুনে এক পর্যন্ত আসতে পারব। শুরু করব?

না। আপনার নেশা কেটে যেতে পারে। ঘুমিয়েও পড়তে পারেন।

ঘুমিয়ে পড়ব কেন?

সংখ্যা নিয়ে গুনাগুনি শুরু করলে ঘুম আসে। মানুষ ভেড়া গুনতে গুনতে ঘুমায়।

খালু সাহেব গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিয়ে গণনা শুরু করলেন, একশ, নিরানব্বই, আটানব্বই, সাতানব্বই... ... বিরাশি পর্যন্ত এসে তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। আমি 'নেশা' বিষয়ে আমার বাবার উপদেশ মনে করার চেষ্টা করলাম।

নেশা

পুত্র হিমু! নেশাগ্রস্ত মানুষের আশেপাশে থাকা আনন্দময় অভিজ্ঞতা। নেশাগ্রস্ত মানুষে মনের দরজা খুলে এবং বন্ধ হয়। কখন খুলছে কখন বন্ধ হচ্ছে তা সে বুঝতে পারে না। তুমি নেশাগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে এই বিষয়টি ধরতে চেষ্টা করবে। মহাপুরুষরা কোনো নেশার বস্তু গ্রহণ করা ছাড়াই তার মনের দরজা খুলতে পারেন এবং বন্ধ করতে পারেন। আমি নিশ্চিত একদিন তুমিও তা পারবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলিতা আমার ঘরে বসে আছে। তার চোখ ফোলা, মনে হয় একটু আগে কেঁদেছে। আমেরিকান মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের মতো অকারণে কাঁদে কি-না তাও জানি না। মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। প্রচণ্ড রাগ এবং প্রচণ্ড দুঃখে মানুষ ঠোঁট কামড়ায়। মেয়েরা নিচের ঠোঁট, পুরুষরা উপরের। এলিতা দু'টা ঠোঁটই কামড়াচ্ছে।

তার সমস্যা কী?

আমি বললাম, চা খাবে?

এলিতা প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকাল। সে চা খাবে না। তার ভাবভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে সে আবারো কান্নার উপক্রম করছে। আমি বললাম, কী সমস্যা?

এলিতা হাহাকার ধ্বনি তুলে বলল, আমার ক্যামেরা পকেটমার হয়েছে।

আমি বললাম, তোমার বাংলা ভুল হয়েছে। পকেট থেকে কিছু চুরি হলে পকেটমার। তোমার এই বিশাল ক্যামেরা কোনো পকেটে আটবে না। হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে?

হুঁ।

তাহলে ছিনতাই হয়েছে। ছিনতাই চোখের সামনে হয়। পকেটমার হয় আড়ালে।

আমি তোমার কাছে বাংলা শিখতে আসি নি।

কি জন্যে এসেছ?

ঘটনাটা জানাতে, আমার সব ছবি এই ক্যামেরায়। কী চমৎকার সব ছবি তুলেছি।

আবার তুলবে।

পাগলের মতো কথা বলছ কেন? কোন ছবিই দ্বিতীয়বার তোলা যায় না।

যাবে না কেন?

প্রথম তোলা ছবির লাইট দ্বিতীয়বার ঠিক থাকে না। পৃথিবী ঘুরছে আলো প্রতিমুহূর্তে বদলাচ্ছে।

পৃথিবী স্থির হয়ে থাকলে একই ছবি দ্বিতীয়বার তোলা যেত?

প্লিজ স্টপ ইট। তোমার সঙ্গে বক বক করতে ইচ্ছা করছে না। কাঁদতে ইচ্ছা করছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁদো। তোমাকে কাঁদতেতো কেউ নিষেধ করছে না। কেঁদে মন ঠিক কর। কেঁদে কেঁদে বিজ্ঞানী নিউটন হয়ে যাও।

তার মানে কী?

বিজ্ঞানী নিউটন বিশাল এক অংকের বই এর পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন। নাম 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা' তার আদরের কুকুর জ্বলন্ত মোমবাতি ফেলে পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলে। নিউটন বইটা আবার নতুন করে লেখেন। তুমিও নতুন করে ছবি তুলবে।

আমি যে সব মোমেন্ট ক্যামেরায় ধরেছি সেগুলো কোথায় পাব?

নতুন মোমেন্ট তৈরি হবে।

এলিতা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, তোমার কাছে আসাই আমার ভুল হয়েছে। আমাকে শুধু একটা কথা বল, তোমাদের পুলিশ কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে?

অবশ্যই পারবে। তারা ছিনতাই এর পুরো ঘটনাটা লিখবে। কোথায় ছিনতাই হয়েছে, ক্যামেরার দাম, ছিনতাইকারীর চেহারার বর্ণনা সব লেখা হবে। একে বলে General Diary. সংক্ষেপে GD লেখালেখির পর তুমি চলে আসবে। পুলিশ খাতা বন্ধ করে চা খাবে, পা নাচাবে।

তুমি বলতে চাচ্ছ এইসব লেখালেখি অর্থহীন?

সবকিছুইতো অর্থহীন। পৃথিবী যে ঘুরছে এটা অর্থহীন না। না ঘুরলে কী ক্ষতি হত?

এলিতা মুখ কঠিন করে বলল, আমি যাচ্ছি।

আমি বললাম, হোটেলে গিয়ে তো মন খারাপ করেই থাকবে তারচে চল ধোঁয়া বাবা'র কাছে যাই। দেখি তিনি কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন কি-না।

ধোঁয়া বাবা মানে?

ইংরেজিতে Smoke Father.একজন আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। জ্বিন পরী এইসব অদৃশ্য প্রাণী পুষেন। তিনি অনেক কিছু বলতে পারেন। এমনও হতে পারে তোমার ক্যামেরা কোথায় আছে তার সন্ধান দিলেন। ক্যামেরা উদ্ধারের ব্যবস্থা করলেন।

এলিতা বলল, দিস ইজ বুলশিট।

আমি বললাম, বুলশিট হোক বা কাউ ডাং হোক চেষ্টা করতে দোষ কী। কবি বলেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নাই কোনো শেষটা
করে যা চেষ্টা।"

ডুবন্ত মানুষ খড়খুটা ধরে ভেসে উঠতে চায়। ক্যামেরার শোকে অস্থির তরুণী ধোঁয়া বাবা ধরবে এটাই স্বাভাবিক।

নৌকায় বুড়িগঙ্গা পার হচ্ছি। এলিতা নিজেকে কিছুটা সামলেছে, অবাক হয়ে চারপাশ দেখছে। অবাক হবার মতো কিছু চারপাশে নেই। ময়লা আবর্জনায় দূষিত এবং বিষাক্ত নদী। লঞ্চ স্টিমার ভোঁ ভোঁ করছে। অসংখ্য নৌকা ভাসছে। দেখে মনে হচ্ছে পানিতে ঘোঁট পাকানো ছাড়া এদের কারোরই কোনো গন্তব্য নেই। নৌকা দুলছে, এলিতা মনে হয় খানিকটা ভয় পাচ্ছে। সে ক্ষীণ গলায় বলল, নৌকা ডুবে যাবে নাতো?

আমি বললাম, ডুবতে পারে। তুমি সাঁতার জান না?

না।

আমি বললাম, সাঁতার জেনে মরার চেয়ে সাঁতার না জেনে মরে যাওয়া ভালো।

ভালো কেন?

অল্প পরিশ্রমে মৃত্যু। বাঁচার জন্যে হাত পা ছুড়ে ক্লান্ত হতে হবে না। তাছাড়া পানিতে ডুবে মরার জন্যে এই সময়টা বেশ ভালো।

কেন?

পানি গরম। শীতের সময় নদীর পানি থাকে গরম।

তোমার উদ্ভট কথা শোনার মানে হয় না। আর একটি কথাও বলবে না। শুধু যদি কিছু জানতে চাই তার উত্তর দেবে।

আচ্ছা।

আমরা যার কাছে যাচ্ছি, স্মোক ফাদার। তাকে কি টাকা পয়সা দিতে হবে?

খুশি হয়ে কিছু দিলে উনি নেন। না দিলেও অসুবিধা নেই। উনার চাহিদা অল্প। ধোঁয়া খেয়ে বাঁচেন তো। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটের ঝামেলা নেই। ফ্রেস ধোঁয়া হলেই চলে।

তুমি বলতে চাচ্ছ উনি ধোঁয়া খেয়ে বাঁচেন?

সবাই তাই বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে এইসব তামাশা বিশ্বাস করতে বলছ?

বিশ্বাস করা না করা তোমার ব্যাপার। তবে বিশ্বাস করাই নিরাপদ। কারণ কবি বলেছেন, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

এলিতা বলল, তোমার সঙ্গে আসা ভুল হয়েছে। ক্যামেরার শোকে অস্থির ছিলাম। লজিক কাজ করছিল না। ঠিক করে বল তোমার অন্য কোনো মতলব নেইতো? ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে নির্জন কোনো জায়গায় নিয়ে যাবার মতলব করবে না। আমি ক্যারাটে জানি। ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়া মেয়ে তাছাড়া আমার সঙ্গে স্প্রে আছে।

স্প্রেটা কী?

আমেরিকান মেয়েরা নিজেদের প্রটেক্ট করার জন্যে ব্যাগে স্প্রে রাখে। চোখের উপর স্প্রে দিয়ে দিলে জন্মের মতো অন্ধ হয়ে যাবে।

তোমার সঙ্গে স্প্রে আছে?

অবশ্যই। আমি স্প্রে ছাড়া চলাফেরা করি না। স্প্রে ব্যাগে আছে।

তোমার সঙ্গেতো ব্যাগ নেই। আমার ধারণা ক্যামেরার সঙ্গে তোমার হ্যান্ডব্যাগও ছিনতাইকারী নিয়ে গেছে। সে এখন মলমপার্টি হয়ে গেছে। স্প্রে মেরে পথচারীকে অন্ধ করে টাকা পয়সা নিয়ে যাচ্ছে।

এলিতা কঠিন চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। ডাগর আখির কারণে চোখে কাঠিন্য আসছে না।

আমরা ধোঁয়া বাবার আস্তানায় সন্ধ্যা মেলানোর আগে আগে পৌছালাম। প্রচুর দর্শনার্থী বাবার জন্যে অপেক্ষা করছে তবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ডাক পেলাম।

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘর। এক কোনায় লাল গামছা কোমরে জড়িয়ে ধোঁয়া বাবা পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসে আছেন। তাঁর মাথার উপর লাল সালুর চাদর। একপাশে মালশায় ঘনঘনে কয়লার আগুন মাঝে মধ্যে সেখানে ধূপের দানা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ধূপের গন্ধ, ধোঁয়ার গন্ধ সব মিলিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসার মতো পরিবেশ। বাবার মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তিনি মাঝে মাঝে কারণ ছাড়াই বিকট হা করছেন তখন মুখের ভেতরে লাল জিভ দেখা যাচ্ছে। মুখের ভেতরটা থাকে অন্ধকার। অন্ধকারে লাল জিভ কেন দেখা যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। আলো বিশেষজ্ঞ এলিতা হয়ত বলতে পারবে।

এলিতা বলল, Oh God. What is this.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধোঁয়া বাবা বললেন, হিমু ভাই আছেন কেমন?

আমি বললাম, ভালো।

সাদা চামড়ার এই ছেমড়ি কে?

ফটোগ্রাফার। সমস্যায় পড়ে এসেছে।

ছেমড়ি বাংলা বুঝে?

খুব যে বুঝে তা বলা যাবে না।

ধোঁয়া বাবা চিন্তিত গলায় বললেন, আমিতো হালার ইংরেজি জানি না। ছেমড়ির সঙ্গে কথা কমু ক্যামনে?

যা পারেন বলেন। আমি দোভাষির কাজ করব।

ছেমড়িরে বলেন, তার কী সমস্যা যেন বলে।

আমি এলিতাকে বললাম, তোমার কী সমস্যা বাবাকে বুঝিয়ে বল। বাবা শুনতে চাচ্ছেন।

এলিতা বলল (ইংরেজিতে), আমি নিজেকে এইসব বুজরুকির সঙ্গে জড়াতে চাচ্ছি না। ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আমি বললাম, শুরু যখন করেছে শেষটা দেখ। ক্যামেরা হারিয়েছে এটা বল।

এলিতা কঠিন গলায় বলল, আমি কিছুই বলব না। ন্যুইসেন্সের সঙ্গে যুক্ত হব না। আমাকে বোকা মনে করার কোন কারণ নেই।

ধোঁয়া বাবা বললেন, ছেমড়ি চিল্লায় কেন?

আমি বললাম, মনের দুঃখে চিৎকার করছে। দামী ক্যামেরা হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে।

ক্যামেরা গেছে কোন জায়গায়?

ধোঁয়া বাবার এই বাংলা এলিতা বুঝতে পারল। সে বিরক্ত গলায় বলল, সোনারগাঁ হোটেলের সামনে।

কী ক্যামেরা?

নাইকন। আমি আর কিছু বলব না আমি বাইরে যাব। আমার চোখ 'Hot' হয়েছে। এলিতা চোখ ডলতে ডলতে ঘর থেকে বের হল। ধোঁয়া বাবা বললেন, হিমুভাই বসেন। অনেক দিন পরে আপনারে দেখে মনে আনন্দ হয়েছে।

আমি বললাম, আনন্দের হাত ধরে আসে নিরানন্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধোঁয়া বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাও ঠিক। কানাঘুসা চলতেছে। যে কোনদিন পুলিশের হাতে ধরা খাব।

ক্যামেরা কি পাওয়া যাবে?

সিদ্দিকের এলাকা। পাওয়াতো যাবেই। কতক্ষণে পাওয়া যায় সেটা কথা। আপনি সাদা ছেমড়ি নিয়ে অপেক্ষা করেন। আমি পাত্তা লাগাই। রাতে খাওয়া দাওয়া না করে যাবেন না। দাওয়াত কবুল করেছেন?

করলাম।

শুকরিয়া।

ধোঁয়া বাবার ঘরের ধোঁয়া কমে আসছিল। বাবার নির্দেশে একজন এসে ধোঁয়া বাড়িয়ে দিল। বাবা ক্ষীণ গলায় ডাকলেন, হিমু ভাই।

আমি বললাম, কী বলতে চান বলে ফেলুন।

মৃত্যুভয় ঢুকেছে বুঝেছেন। পেরায় রাতেই স্বপ্ন দেখি ফাঁসির দড়িতে ঝুলতেছি কিন্তু মরণ হচ্ছে না। বিরাট কষ্টের ব্যাপার। কী করি বলেন তো।

ধোঁয়া খেতে থাকুন আর কী করবেন।

ধোঁয়া বাবার আস্তানায় এলিতাকে নিয়ে রাতের খাবার খেলাম। কাচ্চি বিরিয়ানি, মুরগির রোস্ট, দৈ মিষ্টি। এলিতা বলল, অদ্ভুত রান্না। এত ভালো খাবার কম খেয়েছি।

আমি বললাম, পীর ফকিরদের দরবারে খানা সব সময় ভালো হয়।

ডিনার শেষ হবার আগেই এলিতার ক্যামেরা চলে এল। ক্যামেরার সঙ্গে তার চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগের ভেতর নিশ্চয়ই স্প্রেটাও আছে। চোখ অন্ধ করার স্প্রে।

এলিতা আবারো বলল, Oh God. এটা কীভাবে সম্ভব?

আমি বললাম, এই পৃথিবীতে সবই সম্ভব আবার সবই অসম্ভব। আমার ধারণা বাবা জ্বীন পরীদের সাহায্যে কাজটা করেছেন।

এলিতা বলল, Holy man ধোঁয়া বাবা যে এত পাওয়ারফুল তা আগে বুঝতে পারি নি। আমি তাঁর Dociple হতে চাই। এটা কি সম্ভব?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, এই একটু আগেইতো বলেছি পৃথিবীতে সবই সম্ভব আবার সবই অসম্ভব। ক্যামেরায় যে সব ছবি তুলেছ সেগুলো ঠিক আছে কি-না আগে দেখ। ধোঁয়া বাবার শিষ্য হবার চিন্তা বাদ দাও। উনার শিষ্য হলে সমস্যা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী সমস্যা?

রাতে দুঃস্বপ্ন দেখবে। ফাঁসিতে ঝুলছ কিন্তু মৃত্যু হচ্ছে না। মৃত্যুর জন্যে একজন ছটফট করছে কিন্তু সে মরতে পারছে না, বিরাট কষ্টের ব্যাপার না?

এলিতা হতাশ গলায় বলল, You are so confusing.

আমি একাতো না। আমরা সবাই confused প্রাচীন মায়া সভ্যতায় বলা হয়, ঈশ্বর মরছে confused বলেই আমরা সবাই confused .

সোনারগাঁ হোটেলে তাকে নামিয়ে চলে আসছি সে আমাকে চমকে দিয়ে বলল, হিমু! তুমি আজ থেকে যাও।

আমি বললাম, কোথায় থাকব?

আমার ঘরে থাকবে। আমরা সারারাত গল্প করব।

আমি বললাম, হায় সখা এত স্বর্গপুরী নয় পুষ্পে কীট সম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়।

এলিতা বলল, এর মানে কী?

আমি বললাম, কবিতার লাইন। ব্যাখ্যা করা কঠিন।

এলিতা বলল, এর মানে কি এই যে তুমি থাকবে না।

আমি বললাম, ঠিকই ধরেছ। আমি যাই। তুমি আরাম করে ঘুমাও।

আমি হাঁটা ধরেছি এলিতা তাকিয়ে আছে।

ঢাকা শহরে রাতে আকাশ দেখা যায় না বলে পথচারীদের মাঝে মাঝে খুব সমস্যা হয়। আকাশে হয়ত ঘন মেঘ করেছে, বেচারা বুঝতে পারল না। হুড়মুড়িয়ে নামল বৃষ্টি। শোবার ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে যে আছে সে তখন মনের আনন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বর্ষা যাপন পড়তে পারে। পথে যে নেমেছে তার মহাবিপদ। বৃষ্টি শুরু হলেই রিকশা সিএনজি কিছুই পাওয়া যাবে না। কিছুক্ষণের মধ্যে রাস্তায় পানি উঠে যাবে। সেই পানিতে এক সময় ফুটপাত ঢেকে যাবে। ম্যানহোল সবই ফুটপাতে। এই শহরে ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি করে এমন একদল মানুষই আছে। তারা সেরদরে ম্যানহোলের ঢাকনা বেচে কিংবা কটকটিওয়ালার কাছে ঢাকনার বিনিময়ে কটকটি কিনে খায়। রাতের ঢাকায় বৃষ্টি হচ্ছে আর কেউ ম্যানহোলের ভেতর ঢুকে যায় না এমন ইতিহাস নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুটপাতে পানি উঠে গেছে কাজেই ফুটপাত ছেড়ে আমি পথে নেমেছি। আমার গা ঘেঁসে একটা প্রাইভেট কার গেল। আমি কাদাপানিতে মাখামাখি। প্রাইভেট কারের জানালা খুলে একজন মাথা বের করে বলল, 'দাদা! সরি।'

গাড়ির ভেতর থেকে প্রবল হাসির শব্দ ভেসে এল। বিচিত্র কারণে অন্যের দুর্দশায় আমরা আনন্দ পাই।

সারাগায়ে কাদাপানি মেখে আমি দাঁড়িয়ে আছি। বিরামহীন বৃষ্টি পড়ছে। গায়ের কাদা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যাবার কথা, তা যাচ্ছে না। আমার ইচ্ছা করছে সোনারগাঁ হোটেলে ফিরে এলিতাকে বলা, "আজ রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা।"

আরেকটা গাড়ি এসে আমাকে দ্বিতীয়বার ভিজিয়ে দিল। মজা মন্দ না। আমার ধারণা একের পর এক গাড়ি আসবে অসহায় পথচারীকে ভিজিয়ে আনন্দ পাবে। নিশিরাতে মানুষকে আনন্দ দিতে পারছি এটা খারাপ না।

আমি অপেক্ষা করছি এমন একটা গাড়ির যে দূর থেকে আমাকে দেখে গতি কমিয়ে দেবে। এই গাড়ি আমার গা ঘেঁসে যাবে কিন্তু আমাকে ভিজাবে না। এমন ঘটনা ঘটার পর আমি মেসে ফিরব তার আগে না।

মজার এক খেলা শুরু হয়েছে। দূর থেকে গাড়ির হেড লাইট দেখামাত্র আমি রোমাঞ্চিত বোধ করছি। এই গাড়ি মনে হয় আমাকে ভিজাবে না।

ঝাঁ ঝম। পাজেরো গাড়ি আমাকে ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এবার আসছে এক চক্ষু গাড়ি। নিশ্চয়ই ট্রাক। ট্রাকের দু'টা হেড লাইটের একটা বেশির ভাগ সময় নষ্ট থাকে।

ঝাঁ ঝাম! ট্রাকও ভিজিয়ে দিল। দেখা যাক এবার কী আসে। আমার কাজ অপেক্ষা করা আমি অপেক্ষা করছি।

ঝড় বৃষ্টির রাতের জন্যে ঢাকা শহরে বিশেষ এক শ্রেণীর প্রাণী অপেক্ষা করে। এই তথ্য আর কেউ জানুক না জানুক টহল পুলিশরা জানে। এই প্রাণীগুলো দেখতে মানুষের মতো তবে সামান্য লম্বা। এরা রাতের অন্ধকারেও চোখে কালো চশমা পরে থাকে বলে এদের চোখ দেখা যায় না। শীত গ্রীষ্ম সব সময় এরা হাতে গ্লাভস পরে থাকে বলে হাতও দেখা যায় না। একা কাউকে পেলেই এরা কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। পাখির মতো কিচকিচ করে কথা বলে। হ্যান্ডসেকের জন্যে হাত বাড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার এদের একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কেন জানি মনে হচ্ছে আজও দেখা হবে। আমি এদের নাম দিয়েছি পক্ষীমানব।

টহল পুলিশরা বলে 'বেজাত'। এদের কোনো জাত নেই।

একটা প্রাইভেট কার স্লো করে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পেছনের সিটে বসা আরোহী জানালা খুলে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, ভাই! আপনার কোনো সমস্যা।

কোনো সমস্যা নেই।

মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বাসা কোথায় বলুন। নামিয়ে দিচ্ছি।

ভদ্রলোকের চোখে কালো চশমা। উনি কি পক্ষীমানবদের কেউ?

বৃষ্টিতে ভেজার ফল ফলেছে, জ্বরের ঘোরে শরীর ও চেতনা আচ্ছন্ন। কড়া ঘুমের ওষুধ খাবার পরেও ঘুম না এলে যেমন লাগছে আমার ঠিক সে রকম লাগছে। শরীরের একটা অংশ ঘুমিয়ে পড়েছে অন্য অংশ জেগে আছে। সুপ্তি ও জাগরণের মাঝামাঝি ত্রিশঙ্কু অবস্থা। স্বপ্ন দেখছি, স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে। প্রতিটি স্বপ্নেই আবহ সংগীত হিসেবে বৃষ্টির শব্দ। স্বপ্নে ফিলর হিসাবে পক্ষীমানবকে দেখছি। তিনি উদ্বিগ্ন গলায় বলছেন, আপনার কী সমস্যা?

একটা স্বপ্নে এলিতাকে দেখলাম। তার হাতে ক্যামেরা। আমার হাতে সানগান। আমি আলো ফেলছি, এলিতা ছবি তুলছে। আমরা এগুচ্ছি পিচ্ছিল সুরঙ্গের ভেতর দিয়ে। সুরঙ্গের গায়ে প্রাচীন মানুষদের আঁকা ছবি। এলিতা ক্যামেরায় সেই সব দৃশ্য ধরছে। সে দু'টা বাইসনের পেছনে একদল শিকারির ছবি তুলল। স্বপ্নে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। যেমন বাইসনের ছবি তোলার সময় এলিতা বাইসনদের বলল, তোমরা একটু আমার দিকে ফের। আমি তোমাদের চোখ পাচ্ছি না। সঙ্গে সঙ্গে দু'টা বাইসন ক্যামেরার দিকে ফিরল। স্বপ্নে ব্যাপারটাকে মোটেই অস্বাভাবিক মনে হল না।

আমার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। যে পানি ঢালছে তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। শুধু কানের পাশ দিয়ে নেমে যাওয়া শীতল পানির স্রোত অনুভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছি। এতে আমার সুবিধা হচ্ছে পানি যে ঢালছে তাকে কল্পনা করে নিতে পারছি। তার সঙ্গে মনে মনে কথাবার্তা বলছি।

কল্পনা করছি মাজেদা খালা পানি ঢালছেন। তার গা থেকে কড়া জর্দার গন্ধ আসছে। মাজেদা খালা বললেন, জ্বর কীভাবে বাঁধালি? বৃষ্টিতে ভিজেছিস?

হুঁ।

তোর সঙ্গে এলিতা মেয়েটা ছিল?

না।

ওকে সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজলি না কেন?

লাভ কী?

বৃষ্টি ভিজাভিজি থেকে প্রেম হয়। হিন্দী সিরিয়েলে দেখেছি।

এলিতার প্রসঙ্গ আসতেই মাজেদা খালার জায়গায় এলিতা চলে এল। এখন সে পানি ঢালছে। একই সঙ্গে চুলে আঙুল বুলাচ্ছে।

হ্যালো হিমু।

হ্যালো।

আমার কথা শুনে হোটেলে থেকে গেলে আজ এমন জ্বরে কাতরাতে না।

হুঁ।

সারারাত দু'জনে গল্প করতাম। আমার ঝুড়িতে অনেক গল্প।

হুঁ।

একটা লাভ হয়েছে ভুল করে শিখেছ।

সবাই ভুল থেকে শেখে না। কেউ কেউ আছে একের পর এক ভুল করেই যায়।

এলিতা মিলিয়ে গেল তখন চলে এলেন আমার মা। তবে তিনি এলেন বাচ্চা একটা মেয়ে হয়ে। মেয়েটি আমার চেনা, তানিজা। মেয়েটির এক হাতে তার বাবার জুতা জোড়া তারপরেও সে আমার মাথায় পানি ঢালছে এবং চুল বিলি করে দিচ্ছে। জ্বরে অর্ধচেতন অবস্থায় সবই সম্ভব। আমার শিশু ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে আমাকে ঘুম পাড়াতে চাইছেন। তবে গানের কথা এলোমেলো। প্রতিটি লাইনের শেষে সুরেলা লম্বা টান আছে—

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে ঘুমালো রে
পাড়া জুড়ালো রে
বর্গি কোথায় রে...

গান থামিয়ে মা বললেন, তোকে আমি একটা হলুদ ছাতা কিনে দেব। এরপর থেকে হলুদ ছাতা মাথায় দিয়ে রোদে ঘুরবি বৃষ্টিতে যাবি। তোর কিচ্ছু হবে না।

প্রবল জ্বরে কতদিন আচ্ছন্ন ছিলাম তা জানি না। কখন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাও জানি না। এখন মোটামুটিভাবে হলেও বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসতে পারছি। চামুচে করে নিজে নিজে স্যুপ খেতে পারছি। স্যুপ বিস্বাদ, এও ব্যাধির অংশ। শরীর ব্যাধি মুক্ত হলে স্যুপ তার স্বাদ ফিরে পাবে।

সকাল। আমার সামনে হাসপাতালের ব্রেকফাস্ট। ডিম সিদ্ধ, কলা, পাউরুটি জেলি।

হাসপাতালের বিছানা ঘেঁসে পেনসিল ওসি সাহেব বসে আছেন। আমি তাঁর নাম মনে করতে পারছি না। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে পড়বে। ব্রেইন খাতা-পত্র উল্টে নাম খোঁজা শুরু করেছে।

ওসি সাহেব বললেন, আপনি নাশতা খাচ্ছেন দেখে ভালো লাগছে। নিউমোনিয়ায় আপনার দু'টা লাংসই আক্রান্ত হয়েছিল। একটা পর্যায়ে ডাক্তাররা পর্যন্ত আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আমি হাসলাম। এই হাসির সঙ্গে রোগমুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। হাসার কারণ ওসি সাহেবের নাম মনে পড়েছে। তাঁর নাম আবুল কালাম। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র।

ওসি সাহেব আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছে আপনার আমেরিকান বান্ধবী এলিতা। হাসপাতালের খরচপাতিও সে দিচ্ছে।

আমি বললাম, এলিতা কি দেখতে আলতা মেয়েটির মতো?

ওসি সাহেব কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, কীভাবে বুঝলেন?

আমি বললাম, কোনো অলৌকিক উপায়ে বুঝি নি। আলতার কথা বলার সময় আপনার গলার স্বর যেভাবে কোমল হয়ে যেত এলিতার কথা বলার সময় আপনার গলা একই ভাবে কোমল হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওসি সাহেব হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। গম্ভীর গলায় বললেন, যাই। আপনি ভালোমতো সুস্থ হয়ে উঠুন আপনার সঙ্গে কথা আছে। জরুরি কথা।

এখন বলুন।

না। এখনও বলার সময় আসে নি।

এলিতা এসেছে। তার চোখ মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। আমার রোগমুক্তি দেখে সে আনন্দিত এ রকম মনে করার কোনো কারণ নেই। অন্য কোনো কারণ আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা জানা যাবে।

কারণ জানা গেল। এই ক'দিনে সে অসম্ভব ভালো কিছু ছবি তুলেছে। এর মধ্যে একটি ছবি হল, ছয় সাত বছরের একটা নগ্ন ছেলে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে পাউরুটি খাচ্ছে। পাউরুটি যেন ভিজে না যায় সে জন্যে একটা হাত মেলে সে ছাতার মতো পাউরুটির উপর ধরে আছে।

এলিতা বলল, তোমার অসুস্থ অবস্থায় একটা ছবি আছে। ছবিটা প্রিন্ট করে তোমাকে দেখাব। ছবি দেখে সঙ্গে সঙ্গে তোমার চোখে পানি আসবে। তানিজা মেয়েটি তার মা'কে নিয়ে তোমাকে দেখতে এসেছিল।

সে তোমাকে হলি জমজম ওয়াটার খাওয়াবে। বোতলে করে সে হলি ওয়াটার নিয়ে এসেছে। চামচে করে তোমার মুখে মেয়েটা পানি ধরেছে সেই পানি তোমার গাল বেয়ে নিচে নামছে। একই সঙ্গে মেয়েটা কাঁদছে। তোমার গালের পানি এবং মেয়েটার গালের পানি চকচক করছে। ন্যাচারাল আলোয় তোলা ছবি। অসাধারণ।

আমি বললাম, তোমার ছবির সাবজেক্ট হতে পেরেছি এতে আমি খুশি। তুমি আমার চিকিৎসার খরচ কেন দিয়েছ ব্যাখ্যা করলে ডাবল খুশি হব।

টাকা ফেরত দেবে?

কীভাবে দেব? আমি অন্যের টাকায় প্রতিপালিত ভিক্ষুক বিশেষ।

অন্যের দয়া গ্রহণ করতে তোমার সমস্যা হয় না?

সৃষ্টিকর্তার দয়া গ্রহণ করতে যদি আমার সমস্যা না হয় তাহলে অন্যের দয়া গ্রহণ করতে সমস্যা কেন? সব মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর প্রকাশিত। কাজেই আমি শুধুমাত্র ঈশ্বরের দয়াই নিচ্ছি।

এলিতা মুখ চোখ কুঁচকে বলল, Oh God!' এই বাক্যটি বলা মনে হয় তার মুদ্রা দোষ। কারণে অকারণে বলে।

এলিতা বলল, তোমার প্রিয় রঙ কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

নীল।

এই রঙ প্রিয় হবার পেছনে কি কোনো কারণ আছে; না এমনিতেই প্রিয়।

কারণ আছে, আমাদের দৃশ্যমান জগতের বড় অংশ আকাশ। আকাশ নীল।

এলিতা বলল, তুমি শুনলে অবাক হবে আমি তোমার প্রিয় নীল রঙের একটা শাড়ি কিনেছি।

হঠাৎ শাড়ি কেন?

আমি ঠিক করে রেখেছিলাম যেদিন তোমার রোগমুক্তি হবে আমি নীল শাড়ি পরে উপস্থিত হব।

শাড়িতো পর নি।

শাড়ি পরতে যে এত কিছু লাগে জানতাম না। স্কার্টের মতো আন্ডার গার্মেন্টস। টপস্-এর মতো একটা ড্রেস, যাই হোক হোটেলের সাহায্যে দর্জি ডেকে ব্যবস্থা করেছি। শাড়ির অন্য অংশগুলো দর্জি এখনো দেয় নি।

আমি বললাম, কোনো অসুবিধা নেই। আমি কল্পনা করে নিচ্ছি তুমি শাড়ি পরে আমার সামনে বসে আছ। আমি খুব ভালো কল্পনা করতে পারি।

Oh God.

ও গড বলে আঁৎকে উঠলে কেন?

এলিতা গম্ভীর গলায় বলল, যে শাড়ি পরা অবস্থায় আমি বসে আছি কল্পনা করতে পারে সে নগ্ন অবস্থায় আমি বসে আছি এই কল্পনাও করতে পারে। এ জন্যেই Oh God. বলেছি। হিমু এখন আমি উঠব। তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সরি।

হঠাৎ ক্ষমা প্রার্থনা কেন?

অন্য আরেক দিন বলব। আজ না। তোমাকে রিলিজ করছে কবে?

জানি না।

সমস্যা নেই। আমি জেনে নিচ্ছি। তোমাকে রিলিজ করার দিনে আমি নীল শাড়ি পরে আসব।

আচ্ছা।

হাসপাতাল থেকে মেসে ফিরেছি। নীল শাড়ি পরে এলিতার আসার কথা ছিল সে আসে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলম সাহেব ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। আমি এসেছি জেনেও তিনি দরজা খুললেন না। আমার রোগমুক্তির জন্যে তিনি এক হাজার রাকাত নামাজ মানত করেছেন। দিনে ৭০ রাকাত থেকে ১০০ রাকাতের বেশি পড়তে পারেন না বলে মানত মাঝামাঝি পর্যায়ে আছে। মানত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি দরজা খুলবেন না।

কাদেরের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

আমি হাসপাতালে ভর্তির দিন থেকে না-কি সে নিখোঁজ।

দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকা অনেকটা বিদেশ বাসের মতো। বিদেশ ভ্রমণ শেষ হলে দেশে ফেরার জন্যে প্রাণ ঘ্যান ঘ্যান শুরু করে।

মেসে পা দিয়েও আমার প্রাণের ঘ্যানঘ্যানানি দূর হল না। ঢাকার পথে ঘাটে ঘুরতে ইচ্ছা করল। শরীরের এই অবস্থায় 'হন্টন' প্রক্রিয়া সম্ভব না। আমি সারা দিনের জন্যে রিকশা ভাড়া করলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত রিকশা নিয়ে ঘুরব বিনিময়ে আমার সঙ্গে টাকা পয়সা যা আছে সব তাকে দিয়ে দেব। অনেকটা জুয়া খেলার মতো।

রিকশাওয়ালা মধ্যবয়স্ক, নাম ইছহাক। সে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে রাজি হল। মিনমিনে গলায় বলল, চা নাশতা দুপুরের খানা এইগুলা কার?

আমি বললাম সব তোমার, আমার খাওয়ার পয়সাও তুমি দেবে। রাজি আছ?

ইছহাক বলল, স্যার উঠেন।

রিকশা নিয়ে ঘণ্টাখানেক শহরে ঘুরে মাজেদা খালার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

মাজেদা খালা বাসায় ছিলেন না। খালু সাহেব ছিলেন, তিনি আমাকে দেখেই বললেন, তোমার খালা বাসায় নেই। দয়া করে আমাকে বিরক্ত করবে না।

আমি বললাম, আপনারা আছেন কেমন?

ভালো আছি। এখন বিদায় হও।

বিদায় হলাম। মাজেদা খালা এবং খালু আমার অসুখের খবর পান নি।

পরের স্টেশন বাদলদের বাড়ি। সেখানে বিরাট হৈ চৈ। মেজো খালু চার ব্যাগ বাজার নিয়ে ফিরেছেন। গাড়ি থেকে নেমেছে তিন ব্যাগ। আরেকটার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। খালু সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, এখন ঝামেলায় আছি, বিদায় হও তো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, দুপুরে আপনার এখানে খাব ভেবেছিলাম। সঙ্গে একজন গেস্ট আছে। আমার রিকশাওয়ালা বারান্দায় খাবার দিলেই হবে।

গেট লস্ট, গেট লস্ট।

ইছহাক আমাকে দুপুরের খাবার খাওয়ালো রাস্তার পাশের রেস্টুরেন্টে। ইট বিছিয়ে খাবার দেয়া হয় বলে এইসব রেস্টুরেন্টের আরেক নাম ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট।

আগুন গরম মোটা মোটা রুটি।
হিদুল শুটকির জিভ পুড়ে যাওয়ার মতো ঝাল ভর্তা।
মুরগির গিলা কলিজা।
ইছহাক বলল, স্যার পেট পুরা হইছে?
আমি বললাম, আরাম করে খেয়েছি ইছহাক।

ইছহাক বলল, এখন ডাবল জর্দা দিয়ে একটা পান মুখে দিয়া একটা ছিরগেট ধরান। দেখবেন দুনিয়ার মধ্যে বেহেশত নামব। দশ পনরো মিনিট শুইয়া কি বিশ্রাম নিবেন?

বিশ্রাম নিতে পারলে ভালো হয়।

রেস্টুরেন্টের সঙ্গেই নীল রঙের পলিথিনে তাঁবুর মতো ঘর। মেঝেতে শীতল পাটি এবং বালিশ। বালিশ পরিষ্কার। আধঘণ্টার জন্যে বিশ্রামের ভাড়া দশ টাকা। ইছহাক দশ টাকা দিয়ে আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করল।

ডাবল জর্দার পান এবং সিগারেট হাতে আমি বিশ্রামে গেলাম। আধঘণ্টার জায়গায় এক ঘণ্টা কাটিয়ে ফিরলাম। ইছহাক রিকশার সিটে বসে চা খাচ্ছে। আমাকে দেখে বলল, আরাম হইছে স্যার।

আমি বললাম আরাম হয়েছে। মাঝে মাঝে এখানে বিশ্রামে আসব। ইছহাক এখন মূল কথা শোন। আমার কাছে টাকা পয়সা কিছুই নাই। চুক্তিমতো তুমি আমাকে আমার মেসে নামিয়ে চলে যাবে।

ইছহাকের কোনো ভাবান্তর হল না। হাসিমুখে বলল স্যার কোনো অসুবিধা নাই। একটা ঘটনা শুনেন স্যার পাঁচ ছয় বছর আগের কথা। আপনের মতো চুক্তিতে এক স্যার আমার রিকশায় উঠল। সন্ধ্যাবেলা রিকশা থাইকা নাইমা বলল, এই নাও আমার কাছে এগারো হাজার টাকা আছে। নিয়ে যাও। মালিকের রিকশা আর চালাবা না। নতুন রিকশা কিনবা।

আমি নয়া রিকশা খরিদ করেছি। শাদী করেছি। ঘটনাটা কি এখন আপনার ইয়াদ হইছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

আপনারে চিনতে আমার দেরি হয়েছে। আমার দোষ নাই। আপনার চেহারা নষ্ট। দেইখা মনে হয় ছায়ার কচু গাছ। গায়ে চাদ্দর থাকনে হলুদ পাঞ্জাবি চোখে পড়ে নাই। স্যার ভালো আছেন?

ভালো আছি।

শহরে ঘুরতে ইচ্ছা করলেই মোবাইলে মিস কল দিবেন চইলা আসব। নয়া মোবাইল খরিদ করেছি।

ইছহাক আমার মোবাইল নাই।

আচ্ছা যান ডিউটিতে বাহির হইয়া প্রথম আপনের খোঁজ নিব।

কোন প্রয়োজন নাই ইছহাক। মাঝে মাঝে দেখা হওয়াই ভালো।

ইছহাক বলল, আপনের শরীর বেশি খারাপ করেছে। শরীরের যত্ন নিবেন। গরিবের এই অনুরোধ।

রাশিয়ান পরী আমাকে দীর্ঘ এক চিঠি লিখেছেন। চিঠি ডাকে বা কুরিয়ার সার্ভিসে আসে নি। আমার অনুপস্থিতিতে সে নিজেই এসে দিয়ে গেছে। চিঠি ইংরেজিতে লেখা। মাঝে মাঝে কিছু বাংলা শব্দ ঢুকেছে। তার বাংলায় যে কোন উন্নতি হয়েছে তা বলা যাবে না। প্রিয় হিমু লিখতে গিয়ে লিখেছে 'পিত্ত হিমু।' আমি মোটামুটি ঠিক করে দিলাম।

এলিতার চিঠি

প্রিয় হিমু,

তোমার দীর্ঘরোগভোগের পেছনে আমার ভূমিকা আছে। আগে ব্যাখ্যা করি। ধোঁয়া বাবাকে দিয়ে শুরু করা যাক। আমি যখন ক্যামেরা ফেরত পেলাম তখনই বুঝলাম লোকটি ভয়ঙ্কর এক ক্রিমিন্যাল। ঢাকা ক্রাইম ওয়ার্ল্ডের গড ফাদার। তা-না হলে হারানো ক্যামেরা এত দ্রুত আমার হাতে আসবে না। কিন্তু আমি ভান করলাম ধোঁয়া বাবার অলৌকিক ক্ষমতায় আমি মুগ্ধ। আমি তার শিষ্য হবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলাম। ধোঁয়া বাবার পরিচয় আমার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে এই তথ্য নিশ্চয়ই আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানাব না। আমার অভিনয় ভালো হয়েছিল। মনে হয় তুমি ধরতে পার নি।

তোমার সঙ্গে এমন একজন ক্রিমিন্যালের সখ্যতার বিষয়টা কিছুই বুঝলাম না। একজন সাধুর সঙ্গে পরিচয় হবে একজন সাধুর। ক্রিমিন্যাল চিনবে ক্রিমিন্যালকে।

তোমার কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটি আমি জানতে চাচ্ছিলাম বলেই তোমাকে রাতে হোটেলে থেকে যেতে বলি। আমার যৌন সঙ্গী হবার জন্যে না।

আমার প্রস্তাব শুনে তুমি অবাক হলে, আহত হলে এবং লজ্জিত হলে। আমার ধারণা তুমি ঘৃণাবোধও করেছ। তোমার সেই দৃষ্টি এখনো আমার চোখে ভাসে।

ঝড় বৃষ্টির রাতে তুমি বের হয়ে গেলে এবং নিজেকে কষ্ট দেবার জন্যে সারারাত বৃষ্টিতে ভিজলে। কী করে জানলাম? নিজেকে কষ্ট দেবার এই ধরনের প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আমি কয়েকবার গিয়েছি। একবারের কথা বলি, মা'র উপর রাগ করে তুষারপাতের মধ্যেই ঘর ছেড়ে বের হয়েছি। অর্ধমৃত অবস্থায় পুলিশ আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হিমু শোন! আমি একজন ব্রোকেন পরিবারের মেয়ে। আমার বাবা স্কুলের ফুটবল কোচ ছিলেন। এলকোহলিক হবার কারণে তার চাকরি চলে যায়। চরম অর্থনৈতিক সংকটে আমি এবং মা দিশাহারা হয়ে যাই। মা সমস্যার সুন্দর সমাধান করেন। তিনি বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ফোস্টার পিতামাতার কাছে।

আমার রূপ আমার কাল হয়ে দাঁড়ায়। তের বছর বয়সে আমার ফোস্টার পিতা এক দুপুরে আমার শোবার ঘরে ঢুকেন। দরজা বন্ধ করে আমার মুখ চেপে ধরেন যাতে আমি শব্দ করতে না পারি। আমার ফোস্টার মা বাড়িতে ছিলেন না। তিনি তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতাকে দেখতে গিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ঘটনা আমি গোপন করে যাই। আমি আমার ফোস্টার মা'কে কষ্ট দিতে চাই নি। আমি সরকারের কাছে কোনো কারণ না দেখিয়েই ফোস্টার পরিবার বদলবার আবেদন করি।

এক পরিবার থেকে আরেক পরিবারে সেখান থেকে অন্য জায়গায় এমন চলতেই থাকে। সব জায়গায় যে একই ঘটনা ঘটেছে তা না। আমার ভেতর তখন অস্থিরতা কাজ করছিল।

আমি আমার নারী সত্তার উপর এতই বিরক্ত হই যে পুরুষের পোশাক পরতে শুরু করি। নিজেকে পরিচয় দিতাম পুরুষ হিসেবে। আমার পুরুষ নাম ছিল 'পিটার'। এই নাম আমি নিয়েছি পিটার দ্য গ্রেটের কাছ থেকে।

রাশিয়ান জার পিটার দ্য গ্রেটকে নিশ্চয়ই চেন। তোমার ব্যাপক পড়াশোনা, না চেনার কথা না। এই মহান জার রাজকীয় নৌকায় করে প্রমোদ ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। হঠাৎ দেখলেন দূরে একটা সাধারণ জেলে নৌকা ডুবে যাচ্ছে। নৌকার আরোহী একটা বাচ্চা ছেলে সাঁতার না জানার কারণে ডুবে যাচ্ছে। পিটার তাকে রক্ষা করার জন্যে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শিশুটি উদ্ধার পেল কিন্তু পিটার দ্য গ্রেট মারা গেলেন।

পুরুষ হতে গেলে এমন পুরুষই হতে হয়। তোমার মতো পুতু পুতু পুরুষ না। বৃষ্টির পানি মাথায় লাগানো পনেরো দিনের জন্যে জ্বরে পড়ে কুঁ কুঁ করতে লাগলে।

তোমাকে দীর্ঘ চিঠি লিখলাম কারণ পরশু ভোরবেলা আমি চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করছে না।

এই চিঠি লিখতে লিখতে একবার মনে হচ্ছে কী দরকার ফিরে গিয়ে। অদ্ভুত সুন্দর এই দরিদ্র দেশটায় থেকে যাই না কেন। যে হিমু আমার সঙ্গে Hide and seek খেলছে তাকে গোপন কামরা থেকে খুঁজে বের করে আনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যখন হাইস্কুলে পড়ি তখন একটি প্রেমপত্র পাই। শুনলে অবাক হবে আমি পুরুষদের ভাষ্যমতে ভয়ঙ্কর রূপবতী হলেও একটি প্রেমপত্র ছাড়া দ্বিতীয় প্রেমপত্র পাই নি। প্রেমপত্রটি কে পাঠিয়েছে তাও কিন্তু অজানা। বেচারা সম্ভবত নিজেকে প্রকাশিত করতে লজ্জাবোধ করছে। সে যাই হোক প্রেমপত্রে একটা কবিতা লেখা ছিল।

I am your man
That is what I am
And I am here to do
Whater I can.

সুন্দরভাবে কবিতা না? 'এই মেয়ে শোন। আমি তোমার পুরুষ। তোমার জন্যে সম্ভব যা কিছু সবই আমি করব।

আমি সুন্দর রেডিও কভ কাগজে এই চিঠির একটি জবাব লিখে রেখেছি।

AMARBOI.COM

I am your girl
That is what I am
And I am here to do
Whater I can.

এখন ভাবছি এই জবাবটা তোমাকে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। ভয় নেই, ঠাট্টা করছি।

এখন কি তুমি আমাকে কিছুটা বুঝতে পারছ? সাধারণত দেখা যায় একজন মানুষ অন্য একজনকে বুঝতে পারে না। মূল কারণ 'হাইড এন্ড সিক' গেম। মানুষ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করে। সে চায় অন্যরা তাকে খুঁজে বের করুক।

তোমাকে আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না। একদিকে ধোঁয়া বাবার মতো ভয়ঙ্কর অপরাধীর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার বন্ধুত্ব অন্যদিকে মানুষের প্রতি তোমার মমতা। তানিজা মেয়েটির কথা ভাব। তুমি চমৎকারভাবে তাদের বাবা মা'র সমস্যার সমাধান করে দিলে। Fairy tale এর মতো তারা এখন সুখে আছে। এর মধ্যে তারা একদিন আমাকে লাঞ্চ খাইয়েছে। সারাদিন তাদের সঙ্গে থেকেছি রাতেও থাকতে হয়েছে। কারণ তানিজা মেয়েটি কিছুতেই আমাকে হোটেলে ফিরতে দেবে না।

এই মেয়েটির মতো আমারো বাবা মা'কে নিয়ে একটি সুখের সংসার হতে পারত। হয়নি কারণ সেখানে হিমু বলে কেউ ছিল না।

তোমার আশেপাশে যারা থাকে তারা তোমাকে কী চোখে দেখে তা নিশ্চয়ই তুমি জান। একটা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। একদিন কাদেরের সঙ্গে গল্প করছি কী প্রসঙ্গে যেন তোমার কথা উঠল। আমি বললাম, তোমার হিমু ভাইজান একজন ধাপ্পাবাজ বদ লোক। কাদের বলল, হিমু ভাইজানেরে নিয়া কেউ যদি মন্দ কথা বলে আমি তার কল্লা ফালায়ে দিব।

আমি বললাম, সত্যি কল্লা ফেলবে।

কাদের বলল, অবশ্যই। মাটির কসম, পানির কসম আর আগুনের কসম।

আমি ফলের ঝুড়িতে রাখা ছুরি বের করে বললাম, এই নাও, ছুরি। এখন আমার কল্লা ফেল। সে ছুরি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার চোখে আগুন ঝক ঝক করছে। ঠিকমতো দেখাশোনা না করলে এই ছেলেটি কিন্তু ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হয়ে বের হবে। সম্ভব হলে আমি তাকে নিয়ে আমেরিকা চলে যেতাম।

এই ছেলেটির জন্যে কিছু কি করা যায়? কাদের আমাকে কী ডাকে জান? 'মাইজি'। আমি বললাম 'মাইজি' শব্দের মানে কী?

সে জবাব দেয় না। হোটেলের বাঙালি কর্মচারীদের কাছে শুনলাম, মাইজি মানে মা। একটি অজানা অচেনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলে দিনের পর দিন আমাকে মা ডেকে যাচ্ছে আর আমি বুঝতেই পারি নি। আশ্চর্য না?

কাদেরের জন্যে আমি দশ হাজার ডলার রেখে যাচ্ছি। তুমি ব্যবস্থা করো।

তুমি ভালো থেকো।

এলিতা।

আলমের বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়েছে। তার মানতের নামাজ আগেই শেষ হয়েছিল এখন আবার নতুন কোনো মানতের নামাজ শুরু হয়েছে। দরজা জানালা পুরোপুরি বন্ধ। গভীর রাতে আলমের ঘর থেকে ধূপের গন্ধ পাওয়া যায়। গন্ধের সঙ্গে হুঁ হুঁ শব্দও ভেসে আসে। হুঁ হুঁ শব্দের কারণ পরিষ্কার না, জিগির হতে পারে।

আলমের ছোট ভাই বদরুল ভাইয়ের খোঁজে এসে 'টাসকি' খেয়েছে। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ভাইজান আপনার কী হয়েছে?

আলম উদাস গলায় বলল, কিছু হয় নাই। ধর্ম কর্ম নিয়া আছি। মাঝে মাঝে চিন্তার জগতে যেতে হয়। চিন্তার জগৎ বড়ই বিচিত্র।

এমনতো আপনি ছিলেন না।

আলম উপদেশ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, সব মানুষের জীবনে একবার একটা ঘটনা ঘটে। তখন শুরু হয় সমস্যা। লাইন বদল হয়।

বদরুল বলল, লাইন বদল হয় মানে কী?

আলম দুলতে দুলতে বলল, (যে কোনো কথা বলার সময় সে ধর্মগ্রন্থ পড়ার সময় যে দুলুনিতে মানুষ দুলে, সেই ভাবে দুলে।) ট্রেইন এক লাইনে চলে লাইন বদল করা ট্রেইনের পক্ষে সম্ভব না। মানুষ ট্রেইনের মতো এক লাইনে চলে। তবে বিশেষ ঘটনার পর নতুন লাইন পাওয়া যায়।

আপনিতো পীর ফকিরের মতো কথা বলা শুরু করেছেন।

চিন্তা ভাবনা করে কথা বলি বলে এ রকম মনে হয়।

বদরুল বলল, আপনার জীবনে বিশেষ কী ঘটনা ঘটেছিল যে আপনি এমন হয়েছেন?

আলম হাই তুলতে তুলতে বলল, একজোড়া জুতা ছিনতাই করেছিলাম। সেই থেকে শুরু। ব্রাউন কালারের চামড়ার জুতা। অন্য কালারের জুতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিনতাই করলে হয়ত এ রকম হত না। তুচ্ছ ঘটনার বড় পরিবর্তন হয়। এটা আমি চিন্তার মাধ্যমে পেয়েছি।

বদরুল বলল, প্রয়োজনে আরেকবার জুতা ছিনতাই করে ঝামেলা কাটান দেন। আপনারে দেখে ভয় লাগতেছে। ইয়া মাবুদ! কী মানুষ ছিলেন কী হইছেন। চলেন আমার সঙ্গে দেশে যাই।

আলম বলল, একটা চিন্তার মধ্যে আছি, চিন্তা শেষ হোক তারপর যাব ইনশাল্লাহ।

কী চিন্তার মধ্যে আছেন?

দুনিয়ার সব মানুষ যদি ভালো হয়ে যেত তাহলে দুনিয়ার অবস্থাটা কী হত সেটা নিয়ে একটা চিন্তা।

বদরুল হতভম্ব গলায় বলল, লাইলাহা ইল্লালাহ আপনেরতো মাথাও খারাপ হয়ে গেছে। মাথায় পাগলের তেল দিয়ে ছায়াতে বসায়ে রাখতে হবে।

আলম বলল, একদিনে অধিক কথা বলে ফেলেছি। আর কথা বলব না। এখন বিদায় হও।

বদরুল হতাশ হয়ে বিদায় নিল।

আলমের বিষয়টা নিয়ে আমি এখনো চিন্তিত হবার মতো কিছু দেখছি না। সব মানুষই জীবনে একবার হলেও পাগলামির দিকে যেতে থাকে। এক সময় নিজেই ব্রেক কশে। আবার আগের অবস্থানে ফিরে।

আমার কাছে সমস্যা অনেক বেশি মনে হচ্ছে কাদেরের। সে চোখ উঠা রোগ নিয়ে ফিরেছে। দুই চোখ শুকনা মরিচের মতো লাল। মাথা কামিয়ে ফেলেছে। তার কথাবার্তাও খানিকটা এলেমেলো।

আমি বললাম, খুন করার যে কথা ছিল সেটা করেছিস?

না।

সুযোগ পাস নাই?

সুযোগ ছিল।

সুযোগ মিস করলি কেন? সুযোগতো সব সময় পাওয়া যায় না। সাহসের সমস্যা?

আমার সাহসের অভাব নাই। ঘটনা আমি এক মাসের মধ্যে ঘটাব।

যে তোর হাতে খুন হবে সে কি এটা জানে?

না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে জানানো উচিত না? তুই সাহসী মানুষ। সাহসী মানুষ গোপনে কিছু করে না।

কাদের মুখ বিকৃত করে বলল, আপনেতো আমারে ভালো ঝামেলায় ফেলছেন।

এত বড় ঘটনা ঘটাবি। আর ঝামেলা নিবি না?

কাদের হতাশ চোখে তাকাচ্ছে। টকটকে লাল চোখের কারণে তার হতাশাটা অন্য রকম লাগছে।

তোর চোখের যে অবস্থা ডাক্তারের কাছে যা।

কাদের বলল, ডাক্তার লাগবে না। পীর সাহেব ফুঁ দিয়ে দিয়েছেন। চোখ কটকট করতেছিল, পীর সাহেবের এক ফুঁয়ে কটকট ভাব শেষ। এখন আরামে আছি।

পীর কোথায় পেয়েছিস?

কাদের উদাস গলায় বলল, ঘরের পীর। আলম স্যার। উনার মধ্যে পীরাতি নাজেল হয়েছে।

বলিস কী?

কাদের দুঃখিত গলায় বলল, ঘরের পীরের ভাত নাই। এইটাই নিয়ম। উনারে এখন সবাই চিনে। আপনার পাশের ঘরে থাকে, আপনি চিনেন না।

AMARBOI.COM

এলিতা দেশে চলে যাবে। তাকে বিদায় দিতে এয়ারপোর্টে যাব। কাদেরকে বললাম, যাবি আমার সঙ্গে?

নাহ।

না কেন? এই মেয়েটা তোকে এত পছন্দ করে।

কাদের বলল, সাদা চামড়ার মানুষের অন্তর থাকে কালা। কালা অন্তরের মানুষের সঙ্গে কাদের মিশে না।

আলমকে বললাম, আপনি চলুন। এলিতাকে এয়ারপোর্টে হ্যালো বলে আসি।

আলম বলল, আপনি একলাই যান। আমি একটা বিশেষ চিন্তায় আছি।

আমি বললাম, সব মানুষ ভালো হয়ে গেলে পৃথিবীর কী হত এই চিন্তা?

হুঁ।

আমি বললাম, চিন্তাটা জরুরি। আপনি চিন্তা করতে থাকুন, আমি একাই যাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি একা যাবেন এটা আবার মনে সায় দিতেছে না। চলেন যাই। চিন্তা কিছুক্ষণ বন্ধ থাকুক।

আলম যাচ্ছে শুনে কাদেরও নিতান্ত অনিচ্ছায় রাজি হল।

আমরা এয়ারপোর্টে উপস্থিত হয়েছি। বিদায় পর্ব শেষ হয়েছে। এলিতা ইমিগ্রেশনে ঢুকতে যাবে। তখন সামান্য ঝামেলা হল। আলম হেঁচকি তুলে কাঁদতে শুরু করল।

এলিতা বলল, কী হয়েছে?

আপনি চলে যাবেন মনটা মানতেছে না।

এলিতা বলল, কাঁদবেন না প্লিজ। একজন বয়স্ক মানুষ কাঁদছে দেখতে খুব খারাপ লাগছে।

আলম কান্নার সঙ্গে শুরু করল হেঁচকি। এলিতা বলল, আরে কী আশ্চর্য! এই পর্যায়ে আলম মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে গেল। কাদের এতক্ষণ চুপচাপ ছিল এখন সেও আসরে নামল। এলিতাকে হঠাৎ দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, মাইজি! আপনারে যাইতে দিব না।

আমাদের চারপাশে লোক জমে গেল। সিকিউরিটির দু'জন এসে এলিতাকে বলল, কী সমস্যা?

এলিতা বলল, কোনো সমস্যা না। এরা আমাকে যেতে দিবে না।

সিকিউরিটির লোক বলল, যেতে দিবে না মানে? মেরে হাড্ডি গুড়া করে দিব। আপনি ইমিগ্রেশনে ঢুকে পড়ুন। আমরা দেখছি।

এলিতা বলল, আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আমি ফ্লাইট ক্যানসেল করব। এরা যেদিন আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিবে সেদিনই যাব। তার আগে যাব না। I promise.

এলিতা এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি আমাদের মেসে এসে উঠেছে। আমি আমার ঘরটা তাকে ছেড়ে দিয়েছি। মেস জীবনের সঙ্গে সে চমৎকারভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। কাদের তার ঘরেই মেঝেতে বিছানা করে ঘুমায়। ঘুম ভাঙার পর শুরু হয় দু'জনে যৌথ ঘর পরিষ্কার। হার্ডওয়ারের দোকান থেকে এলিতা হ্যান্ড মপ, ফিনাইল, ব্রাস এইসব কিনেছে। প্রতিদিন সে বাথরুমও পরিষ্কার করে। মেসের অন্য বোর্ডাররা ভালো লজ্জায় পড়েছে। তারা বলছে, ম্যাডাম আপনি কেন এই কাজ করবেন? এলিতা বলেছে, আমি একা তো করব না। আপনারাও করবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেসের রান্নাঘর পরিষ্কার হয়েছে। ডাইনিং ঘর এখন ঝকঝক করছে। মেস ম্যানেজার শামসুদ্দিন হতাশ গলায় বলে, হিমু ভাইজানের মেমসাব তো ভালো বিপদে ফেলছে। জুতা পায়ে দিয়া ডাইনিং ঘরে ঢুকা যাবে না এটা কেমন কথা? ডাইনিং ঘরতো মসজিদ না।

এলিতা নিজের খরচে প্রচুর স্যান্ডেল কিনেছে। স্যান্ডেলে নাম্বার দেওয়া। যে গুলোতে নাম্বার ওয়ান লেখা সেগুলো বাথরুমে যাবার স্যান্ডেল। যেগুলোতে নাম্বার টু লেখা সেগুলো ডাইনিংয়ে ঢোকার সময় পরতে হবে।

মেস ম্যানেজার শামসুদ্দিন বলেছে, এই ম্যাডাম যেদিন বিদায় হবে সেদিন আমি দশজন ফকির খাওয়াব আর মিলাদ দিব।

শামসুদ্দিনের বিরক্ত হবার ভালোই কারণ আছে। সন্ধ্যার পর থেকে তার ঘর চলে যাচ্ছে এলিতার দখলে। সেখানে এলিতার নাইট স্কুল। স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা মাত্র দুই। কাদের এবং মেসের বাবুর্চির এসিসেটেন্ট জরিনা। জরিনাও কাদেরের মতো এলিতাকে ডাকে মাইজি। জরিনার বয়স চল্লিশ। এই বয়সে তার পড়াশোনার আগ্রহ দেখে এলিতা মুগ্ধ।

নৈশ স্কুল চলাকালীন সময় শামসুদ্দিন তার অফিস ঘরের বাইরে টুল পেতে বসে থাকে। হতাশ গলায় বিড় বিড় করে, "স্কুল এইখানে থামবে না। আরো পুলাপান যুক্ত হবে। আলমত পাইতেছি। আমি গেছি।"

আলমের পীরালির খবরও ছড়িয়েছে। তার কাছে দোয়া নিতে লোকজন আসছে। আলম দোয়া প্রার্থীদের মাথায় হাত রেখে দীর্ঘ দোয়া করে। এই সময় তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তে থাকে।

পীররা বিশেষ নামে পরিচিত হন। আলমের নাম হয়েছে অশ্রু ভাইপীর। কথায় কথায় তার চোখ দিয়ে পানি পড়ে বলে এই নাম।

অবস্থা যে দিকে যাচ্ছে তাতে মনে হয় অল্পদিনের মধ্যেই দেখা যাবে তার ভক্তরা অশ্রুভাই পীরের জন্যে হুজরা খানা বানিয়ে দেবে। বাৎসরিক উরস হবে। বাস ভর্তি মুরিদরা আসবে।

একদিন পেনসিল ওসি সাহেব আমাকে খবর পাঠিয়ে থানায় নিয়ে গেলেন। গলা নামিয়ে বললেন, আলতা মেয়েটার উদ্দেশ্যটা কী বলুনতো শুনি। দয়া করে ঝেড়ে কাশবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, আলতা আপনার স্ত্রী। তার উদ্দেশ্য আমার চেয়ে আপনার ভালো জানার কথা।

ওসি সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, এলিতা বলতে গিয়ে ভুলে আলতা বলেছি। দু'জনের নামের মধ্যের মিলটা কি লক্ষ করেছেন?

হুঁ।

আলতা বেঁচে থাকলে দু'জনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ছবি নিতাম।

আলতা ভাবী মারা গেছেন কবে?

বিয়ের রাতে মারা গেছেরে ভাই। বিষ খেয়ে মারা গেছে। তার অন্য একজনকে পছন্দ ছিল। তার বাবা-মা আমার সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিয়েছিল। আমি কিছুই জানতাম না। হাসপাতালে আলতার মাথা কোলে নিয়ে বসেছিলাম। কী কষ্টের মৃত্যু চোখের সামনে দেখলাম।

ওসি সাহেবের চোখে পানি এসে গিয়েছিল। তিনি দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, এলিতা মেয়েটা কিন্তু পুলিশের নজরদারিতে আছে। তার বিষয়ে সাবধান।

সাবধান কেন?

অনেক বছর আগে অতি রূপবতী এক আমেরিকান তরুণী বাংলাদেশে এসেছিল। প্রচুর ড্রাগ সহ ধরা পড়েছিল। মেয়েটার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। আমেরিকার এক সিনেটারের চেষ্টায় মেয়েটা পাঁচ বছর জেল খাটার পর মুক্তি পায়।

আপনার কি ধারণা এলিতাও এরকম কেউ?

কথার কথা বললাম ভাই। পুলিশে চাকরি করার কারণে মন হয়েছে ছোট। মানুষের ভালোটা চোখে পড়ে না। শুধু মন্দটা চোখে পড়ে। সরি।

আমাকে ডেকেছেন কি এলিতার বিষয়ে সাবধান করার জন্যে?

না না। একজন হাজতি আপনার জন্য ব্যস্ত। একবার শুধু দেখা করতে চায়।

ধোঁয়া বাবাকে ধরেছেন?

হুঁ।

মনে হচ্ছে আরেক বার পুলিশ মেডেল পাবেন।

পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ধোঁয়া বাবা কঠিন জিনিস। সে গোপনে কী কথা না-কি আপনাকে বলবে। গোপন কথাটা শুনে এসে যদি আমাকে বলেন খুশি হব। না বললেও ক্ষতি নাই। পেটে গুতা দিয়ে কথা বের করব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধোঁয়া বাবা একা ধরা পড়ে নাই। দলবল সহই ধরা পড়েছে। তার সাগরেদরা তাকে ঘিরে রেখেছে। আমি হাজতের শিক ধরে দাঁড়াতেই ধোঁয়া বাবা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ফিস ফিস করে গোপন কথাটা বললেন। আমি গোপনে কথা শুনে চলে এসেছি। আমি হিমু, হিমুদের অনেক গোপনে কথা শুনতে হয়। গোপন কথা গোপন রাখাই হিমুদের নিয়ম।

আমি আমার পুরানো হন্টন জীবন শুরু করেছি। কোনো কোনো রাতে মেসে ফেরা হয় না। হঠাৎ হঠাৎ এলিতা আমার সঙ্গে বের হয়। তখন দূর থেকে পুলিশের একটা গাড়ি আমাদের অনুসরণ করে। গাড়িতে বসে থাকেন পেনসিল ওসি সাহেব। তিনি কি পুলিশ নজরদারির কারণে অনুসরণ করেন, না-কি তাঁর মৃত স্ত্রীর ছায়ার পেছনে পেছনে যান? এর উত্তর জানা নেই।

পথে হাঁটার সময় এলিতা অদ্ভূত অদ্ভূত কথা বলে। সব কথাই তার বাবাকে নিয়ে। একবার বলল, আমার মনের অনেক কষ্টের মধ্যে একটি কষ্ট হল বাবা কখনো আমাকে আদর করে কোলে নেয় নি। বাবার ধারণা ছিল আমি তাঁর মেয়ে না। অথচ আমি দেখতে বাবার মতো। বাবার বুকে ডানদিকে জন্ম দাগ আছে। ইংরেজি ছোট অক্ষরের 'e'-র মতো। আমারো আছে। তুমি দেখতে চাইলে দেখাব। দেখতে চাও?

AMARBOI.COM

না।

এই 'e' লেখার মানে কী কে জানে।

আমি বললাম, এর অর্থ eternity. তোমরা দু'জন eternity পর্যন্ত যুক্ত।

এলিতা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সুন্দর বলেছ। মৃত্যুর আগে আগে বাবা তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। ক্ষমা প্রার্থনা করে একটা চিঠি লিখেছিলেন।

আমি বললাম, কী লেখা সেই চিঠিতে? নিশ্চয়ই চিঠি তোমার মুখস্ত। বল শুনি।

এলিতা বলল, চিঠিটা অবশ্যই আমার মুখস্ত। তোমাকে শোনালেই আমি কাঁদতে থাকব। এখন আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছে না।

আমি বললাম, প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে যখন কাঁদতে ইচ্ছা করে না তখন কাঁদতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলিতা বলল, বাবা লিখেছেন—মা আমার ভুল হয়েছে। ভুল করাটাই আমার জন্যে স্বাভাবিক। কিছু কিছু মানুষের জন্ম হয় ভুল করার জন্যে। আমি সেই দুর্ভাগাদের একজন। মা আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা করো না। আমি তোমার ক্ষমার যোগ্য না।

এলিতা কাঁদছে। সে চোখ মুছতে মুছতে বলল, অনেকদিন পর কাঁদলাম। এখন হাসতে ইচ্ছা করছে। আমাকে হাসাতে পারবে?

এলিতাকে হাসানোর জন্যে কিছু করতে হল না। এলিতা নিজেই খিলখিল করে হাসতে শুরু করল।

একদিন এলিতাকে নিয়ে মাজেদা খালার বাড়িতে গেলাম। মাজেদা খালা বললেন, "হিমু এই মাগিতো তোর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।"

আমি বললাম, খালা সাবধান। এলিতা এখন সব বাংলা বুঝে এবং বলতে পারে।

মাজেদা খালা হকচকিয়ে গেলেন। এলিতা হাসতে হাসতে বলল, মাগি'র অর্থ মেয়ে মানুষ। কিন্তু এই শব্দটা খারাপ অর্থে ব্যবহার করা হয়। তবে আমি আপনার কথায় কিছু মনে করি নি।

খালু সাহেব এলিতার সঙ্গে আমেরিকান অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে দীর্ঘ আলাপ শুরু করলেন। প্রেসিডেন্ট বুশ এবং বারাক ওবামা বিষয়ে জটিল আলোচনায় চলে গেলেন।

এই ফাঁকে আমি খালাকে জিজ্ঞেস করলাম, খালু সাহবের মানি ব্যাগে যে নাম্বার পাওয়া গেছে তার সর্বশেষ অবস্থা কী? যার নাম্বার তাকে আইডেনটিফাই করা গেছে?

খালা বিরস গলায় বললেন, হ্যাঁ। যার নাম্বার সেই হারামজাদা নিউমার্কেটের কসাই। গরুর মাংস বিক্রি করে। তোর খালু তার কাছ থেকে মাংস কিনে। মেজাজ এমন খারাপ হয়েছে। এই খবর বের করতে চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করেছি। বাদ দে কসাইটার কথা, তোদের মেসে না-কি অতিক্ষমতাধর এক পীর সাহেব থাকেন। অশ্রুবাবা নাম।

অশ্রুবাবা না, অশ্রুভাই। বাবা পর্যায়ে উনি এখানো উঠতে পারেন নি।

খালা গলা নামিয়ে বললেন, তার কাছ থেকে তাবিজ এনে দিতে পারবি? মাথার চুল পড়া বন্ধ হবার তাবিজ। মাথার সব চুল পড়ে যাচ্ছে।

যথাসময়ে তাবিজ পাবে। উরসের দাওয়াতের চিঠিও পাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক বৃষ্টির রাতে আমি এলিতাকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে বের হলাম। এলিতা বলল, হিমু আমার কখনো ফ্যামিলি বলে কিছু ছিল না। এখন মনে হচ্ছে, I have a family.

আমি বললাম, পরিবার মানেই তো যন্ত্রণা। সুখী সেই জন যার কেউ নেই।

এমন কেউ কি আছে যার কেউ নেই?

আমি বললাম, আছে। তারা মানুষের মতোই কিন্তু মানুষ না। প্রবল ঝড় বৃষ্টির রাতে এরা রাস্তায় রাস্তায় হাঁটে। আমি এদের নাম দিয়েছি পক্ষীমানব। পক্ষীমানবদের চেনার উপায় হচ্ছে তাদের চোখে থাকে সানগ্লাস। হাতে গ্লাভস। তাদের হাতের আঙুল পাখির নখের মতো বলে এরা আঙুল গ্লাভসের ভেতর লুকিয়ে রাখে।

হিমু তুমি আমায় লেগ পুলিং করছ।

না লেগ পুলিং না। আমি একবার একজনকে দেখেছি। এদের খুব চেষ্টা থাকে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার কিন্তু পারে না।

এলিতা বলল, তুমি অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বল। কোনটা বিশ্বাস করব কোনটা করব না, বুঝতে পারি না।

পক্ষীমানবদের কথা বিশ্বাস করতে পার। তাদের গলার স্বর অদ্ভুত মিষ্টি।

AMARBOI.COM

ঝড় বৃষ্টির রাত হলেই এলিতা আমার সঙ্গে পক্ষীমানবের সন্ধানে বের হয়।

মানব জাতির সমস্যা হচ্ছে তাকে কোনো না কোনো কিছুর সন্ধানে জীবন কাটাতে হয়। অর্থের সন্ধান, বিত্তের সন্ধান, সুখের সন্ধান, ভালোবাসার সন্ধান, ঈশ্বরের সন্ধান।

আমি আর এলিতা সন্ধান করছি সামান্য পক্ষীমানবের।

এলিতার একটি ছবি Toronto Photographic Association এর বার্ষিক প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। ছবিটিতে আমি আছি। তানিজা আমাকে জমজমের পানি খাওয়াচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমু এবং হার্ভার্ড Ph.D. বল্টু ভাই

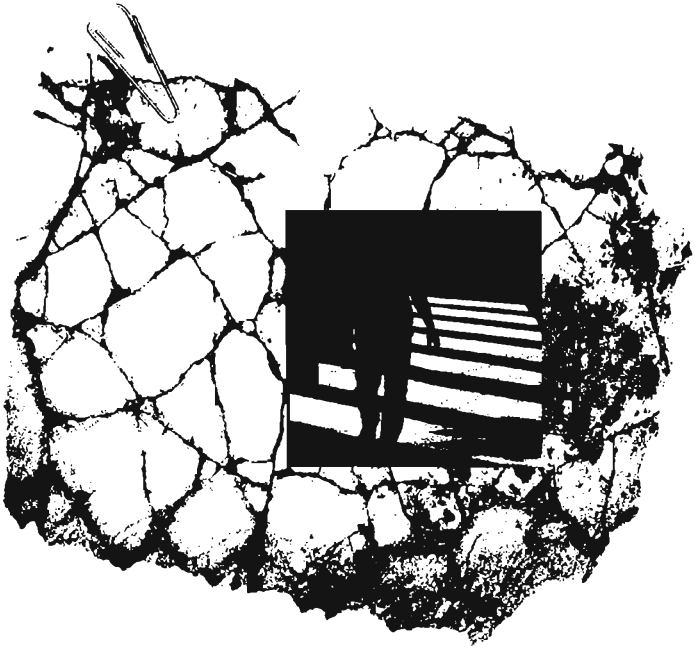

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হার্ভার্ডের Ph.D. দেখেছিস?—বলেই মাজেদা খালা চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে রইলেন। যেন তিনি কঠিন এক ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছেন, যার উত্তর তিনি ছাড়া কেউ জানে না। তাঁকে একই সঙ্গে আনন্দিত এবং উত্তেজিত মনে হচ্ছে। কপালে উত্তেজনার বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঠোঁটের কোণে আনন্দের চাপা হাসি। খালা তাঁর গোল চোখ আমার দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে এনে গলা নামিয়ে বললেন, এই হাঁদারাম! হার্ভার্ডের ফিজিক্সের Ph.D. দেখেছিস কখনো?

আমি বললাম, না। দেখতে ভয়ঙ্কর?

খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, ভয়ঙ্কর হবে কেন? অন্যরকম।

অন্যরকমটা কী?

সারা গা থেকে জ্ঞানের আভা বের হওয়ার মতো অন্যরকম।

বলো কী!

বড় বড় দিশেহারা চোখ। দেখলেই এমন মায়া লাগে।

আমি বললাম, চোখ দিশেহারা কেন?

খালা বললেন, ফিজিক্সের জটিল সমুদ্রে পড়েছে, এইজন্যে দিশেহারা। এখন সে কাজ করছে 'ঈশ্বর-কণা' নিয়ে। যতই সে পড়ছে, ততই দিশেহারা হচ্ছে। আহা বেচারা! ঈশ্বর-কণার নাম শুনেছিস কখনো?

না। ঈশ্বর যে কণা হিসেবে পাওয়া যায় তা-ই জানতাম না।

খালা বললেন, আমিও জানতাম না। বাংলাদেশে কেউ মনে হয় জানে না।

আমি বললাম, বাংলাদেশ বাদ দাও, ঈশ্বর নিজেও হয়তো জানেন না যে তাঁকে কণা হিসেবে পাওয়া যায়।

www.amarboi.com

খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, ঈশ্বর জানবেন না এটা কেমন কথা! উনি সবই জানেন।

হার্ভার্ড সাহেবকে চেনো কীভাবে?

সে তোর খালু সাহেবের বন্ধুর ছেলে।

Ph.D. সাহেবের নাম কী?

ডক্টর আখলাকুর রহমান চৌধুরী। ভুল বলেছি, চৌধুরী আগে হবে। ডক্টর চৌধুরী আখলাকুর রহমান। ফুল প্রফেসর অব থিওরেটিকেল ফিজিক্স। ভেনডারবেল্ট ইউনিভার্সিটি।

ডাকনাম কী?

ডাকনাম দিয়ে কী করবি?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, যারা জটিল অবস্থানে থাকে তাদের ডাকনাম খুব হাস্যকর হয়। দেখা যাবে উনার ডাকনাম বল্টু।

বল্টু!

হ্যাঁ বল্টু। পেরেকও হতে পারে। আবার গোল্লা-ফোল্লাও হওয়া বিচিত্র না।

খালা বিরক্ত গলায় বললেন, যতই দিন যাচ্ছে তোর কথাবার্তা ততই অসহ্য হয়ে যাচ্ছে। চা-কফি কিছু খাবি?

খাব।

কী দেব, চা না কফি?

দুটাই দাও। এক চুমুক চা খেয়ে এক চুমুক কফি খাব। ডাবল অ্যাকশন। হার্ভার্ড Ph.D.-র কথা শুনে ঝিম ধরে গেছে। ডাবল অ্যাকশন ছাড়া গতি নেই। ইউরোপ-আমেরিকা হলে বলতাম, নিট দুই পেগ হুইস্কি দাও, অন দ্যা রক।

খালা বললেন, আমি যে তোর মুরুব্বি, গুরুজন, এটা মনে থাকে না? লাগামছাড়া কথাবার্তা।

খালা হয়তো আরও কিছু কঠিন কথা বলতেন, তার আগেই মোবাইল ফোন বাজল। তিনি ফোন নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন। মোবাইল ফোনের নিয়ম হচ্ছে—এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না। হাঁটাহাঁটি করে কথা বলতে হয়।

মিনিট তিনেক পার করে খালা উদয় হলেন। এখন তাঁকে পদার্থবিদ সাহেবের মতো খানিকটা দিশেহারা দেখাচ্ছে। মুখের ভঙ্গি কাঁচুমাচু। আমি বললাম, খালা, কোনো সমস্যা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালা নিচু গলায় বললেন, ও টেলিফোন করেছিল। ওর ডাকনাম সত্যিই বল্টু। ওরা দুই যমজ ভাই। একজনের নাম নাট, আরেকজনের নাম বল্টু। একসঙ্গে নাট-বল্টু। ওদের বাবা ছিল পাগলাটাইপের। এইজন্যে নাট-বল্টু নাম রেখেছে। কী বিশ্রী কাণ্ড!

তুমি মন খারাপ করছ কেন? বল্টু নাম তো খারাপ কিছু না। ডক্টর বল্টু—শুনতেও ভালো লাগছে। নাট-বল্টু দুই ভাইকে নিয়ে সুন্দর ছড়াও হয়—

নাট বল্টু দুই ভাই
রিকশা চড়ে, দেখতে পাই।
রিকশা যায় মতিঝিল
বল্টু হাসে খিলখিল।
নাটের মুখ বন্ধ
তার গায়ে গন্ধ।

খালা কঠিন গলায় বললেন, চুপ কর। মুখ বন্ধ।

আমি মুখ বন্ধ করলাম। খালা বললেন, বল্টু উঠেছে সোনারগাঁও হোটেলে। রুম নম্বর চার শ' একুশ। তোকে খবর দিয়ে এনেছি—বল্টুকে কিছু জিনিস দিয়ে আসবি।

আমি বললাম, সহজ নামের মাহাত্ম্য দেখলে? তুমি নিজেও এখন সমানে বল্টু ডাকছ। বল্টুভাইকে এখন আর দূরের কেউ মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে ঘরের মানুষ। সে এমন একজন যে দুই চান্সে 'ইন্টার' পাস করেছে। অনেক চেষ্টা করেও কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারে নি। তার এখন প্রধান কাজ মেয়ে-স্কুলের গেটের সামনে হাঁটাহাঁটি করা। ফ্লাইং কিস দেওয়া।

তুই কি চুপ করবি? নাকি একটা থাপ্পড় দিয়ে মুখ বন্ধ করব?

চুপ করলাম।

খালা বললেন, ও লুঙ্গি-গামছা আর একটা বাংলা ডিকশনারি চেয়েছে। সব আনিয়ে রেখেছি। তুই দিয়ে আয়।

নো প্রবলেম। লুঙ্গি, বাংলা ডিকশনারি বুঝলাম। গামছা কেন? কাদের সিদ্দিকীর দলে জয়েন করার পরিকল্পনা কি আছে?

খালা হতাশ গলায় বললেন, এত কথা বলছিস কেন? তুই কিন্তু বল্টুর সঙ্গে কোনো ফাজলামিটাইপ কথা বলবি না। ও অতি সম্মানিত একজন মানুষ। প্রফেসর ইউনূসের মতো নোবেল প্রাইজও পেয়ে যেতে পারে।

তাহলে তো বিরাট সমস্যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী সমস্যা?

নানান মামলা মোকদ্দমায় জড়াতে হবে। বাংলাদেশে নোবেল প্রাইজ পাওয়া লোকজনদের সন্দেহের চোখে দেখা হয়।

আবার বকবকানি শুরু করেছিস। চুপ করতে বললাম না?

বল্টুভাইকে দেখে আমি চমকালাম। Ph.D. শুনলেই আমাদের চোখে চাপাভাঙা বিরক্ত চোখের মানুষের ছবি ভাসে, যার ঠোঁটে থাকে অবজ্ঞার হাসি। যাদের এমন ভারী ডিগ্রি নেই তাদের দিকে এরা এমনভাবে তাকান যেন বনমানুষ দেখছেন। হার্ভার্ডের এই Ph.D. অত্যন্ত সুপুরুষ। মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। মাথাভর্তি সাদাকালো চুল। মাজেদা খালার কথা সত্যি। উনার চোখে দিশেহারা ভাব।

হার্ভার্ডের Ph.D.-র কোমরে হোটেলের টাওয়েল প্যাঁচানো। তিনি খালি গায়ে বিছানার ওপর বসে আছেন। তাঁর বাঁ-হাতে চায়ের কাপ। ডানহাতে একটা চামচ। তিনি চায়ের কাপে চামচ ডুবিয়ে চা তুলে এনে মুখে দিচ্ছেন। শিশুরা গরম চা এইভাবে খায়। বয়স্ক কাউকে এই প্রথম দেখলাম।

আমি বললাম, বল্টুভাই, ভালো আছেন?

তিনি বললেন, ভালো আছি।

আপনার জন্যে কয়েকটা জিনিস এনেছি। মাজেদা খালা পাঠিয়েছেন।

ডিকশনারি কি আছে?

হ্যাঁ আছে।

একটু কষ্ট করে দেখবে ডিকশনারিতে 'তুতুরি' বলে কোনো শব্দ কি আছে? তুমি কি এই শব্দ আগে শুনেছ?

না।

প্লিজ খুঁজে দেখো। তোমাকে তুমি তুমি করে বলছি বলে ভেবে বসবে না আমি তোমাকে অবজ্ঞা করছি। তুমিও আমাকে তুমি বলতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। বাংলা একটা স্ট্রেঞ্জ ভাষা—আপনি তুমি তুই।

আমি বললাম, জাপানি আরও খারাপ ভাষা, সেখানে পাঁচ সম্বোধন। অতি সম্মানিত আপনি, সম্মানিত আপনি, তুমি, তুই, নিম্নশ্রেণীর তুই।

বল্টুভাই 'Oh God!' বলে গরম চা খানিকটা বিছানায় ফেলে দিলেন। এখন তাকে শিশুদের মতো অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে।

আমি ডিকশনারি খুলে বললাম, শব্দটা আছে। এর অর্থ 'সাপুড়ের বাঁশি'।

গুড। ভেরি গুড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, আপনি চামচে করে চা খাচ্ছেন কেন?

ঠোঁট পুড়ে গেছে। গরম কাপ ঠোঁটে লাগাতে পারছি না। এইজন্যে চামচে খাচ্ছি। ঠোঁট কীভাবে পুড়েছে জানতে চাও?

না। 'তুতুরি' দিয়ে কী করবেন?

কিছু করব না। অর্থটা শুধু জানলাম। তুতুরি একটা মেয়ের নাম। আমি মেয়েটার কাছে তার নামের অর্থ জানতে চাইলাম। সে অর্থ বলতে পারল না। এরপর যখন তার সঙ্গে দেখা হবে, তাকে নামের অর্থ বলে দেব। সে নিশ্চয়ই খুশি হবে। তোমার কি ধারণা, খুশি হবে না?

খুশি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

কম কেন?

আপনি তাকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন, তুমি মূর্খ মেয়ে, নিজের নামের অর্থ জানো না। এটা তার ভালো লাগার কথা না।

তাহলে ওই প্রসঙ্গ থাক। নামের অর্থ বলার দরকার নেই। একটা কাজ করলে কেমন হয়—বাংলা ডিকশনারিটা তাকে উপহার দিয়ে যদি বলি, এই মেয়ে, দেখো তো তোমার নামের অর্থ খুঁজে পাও কি না। এই বুদ্ধি তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে?

বল্টুভাইকে আমার কাছে মোটামুটি স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে হলো। তবে আমার প্রতি তাঁর আচরণে কিছুটা অস্বাভাবিকতা আছে। আমি তাঁর কাছে নিতান্তই অপরিচিত একজন। তিনি আমার সঙ্গে এমন আচরণ করছেন যেন আমি তাঁর অতি পরিচিত একজন। এত পরিচিত যে তাঁকে বল্টুভাই ডাকতে পারে।

বল্টুভাই বললেন, একটু কি কষ্ট করে দেখবে 'ফুতুরি' বলে কোনো শব্দ আছে কি না?

আমি ডিকশনারি উল্টেপাল্টে বললাম, নাই।

বল্টুভাইয়ের চোখমুখ হঠাৎ খানিকটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি আগ্রহ নিয়ে বললেন, বাংলায় নতুন একটি শব্দ যুক্ত করলে কেমন হয়? ফুতুরি!

এর অর্থ কী?

ফুঁ দিয়ে যে বাঁশি বাজায়—ফুতুরি। বাঁশি, সানাই, ব্যাগপাইপ, ট্রাম্পেট সব হবে ফুতুরি গ্রুপের বাদ্যযন্ত্র। তোমার কাছে কি পরিষ্কার হয়েছে? নাকি আরও পরিষ্কার করব?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিষ্কার হয়েছে।

নতুন নতুন শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে যুক্ত করা প্রয়োজন।

অবশ্যই প্রয়োজন।

বল্টুভাইয়ের চোখ চকচক করে উঠল। নিশ্চয়ই নতুন কিছু মাথায় এসেছে। এই শ্রেণীর মানুষ আমি আগেও দেখেছি। মুখে কথা বলার আগে এদের চোখ কথা বলে। সারাক্ষণ মাথায় নতুন নতুন আইডিয়া আসতে থাকে।

বল্টুভাই বললেন, তুমি ডিকটেশন নিতে পারো? আমি বলব, তুমি লিখবে। পারবে না?

পারব।

টেবিলের ড্রয়ারে হোটেলের কাগজ আছে, কলম আছে। কাগজ-কলম নিয়ে টেবিলে বসো। আমি খুবই লজ্জিত, তোমার নাম ভুলে গেছি।

আপনার লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। আমি এখনো আপনাকে নাম বলার সুযোগ পাই নি। আমার নাম হিমু।

হিমু, তুমি কি তৈরি? ডিকটেশন দেওয়া শুরু করব?

করুন।

লিখো—

সভাপতি
বাংলা একাডেমী
শ্রদ্ধাভাজনেষু।

বিষয় : বাংলা শব্দভাণ্ডারে নতুন শব্দ সংযোজন।

জনাব,
ফুতুরি নামের একটি শব্দ আমি বাংলা শব্দভাণ্ডারে যুক্ত করতে চাচ্ছি। ফুঁ দিয়ে যেসব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় তাদের সাধারণ নাম হবে ফুতুরি। যেমন, বাঁশি, সানাই, ট্রাম্পেট, ব্যাগপাইপ।
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমাকে বাধিত করুন।

বিনীত
বল্টু

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, বল্টু নাম ব্যবহার করবেন? পোশাকি নামটা দিন।

তিনি বললেন, তুমি বল্টুভাই বল্টুভাই করছ তো, এ জন্যে মাথায় বল্টু নামটা ঘুরছিল। বল্টু কেটে দিয়ে আমার ভালো নাম দিয়ে দাও—চৌধুরী আখলাকুর রহমান। তবে বল্টু নামটা আমার পছন্দের। আমি যখন স্বপ্নে নিজেকে দেখি, তখন সবাই আমাকে বল্টু ডাকে। স্বপ্ন-বিষয়ে তোমাকে একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য দিতে পারি। দেব?

দিন।

একমাত্র স্বপ্নেই মানুষ নিজেকে নিজে দেখতে পায়। বাস্তব জগতে মানুষ নিজেকে দেখে না।

আয়নায় তাকালেই তো নিজেকে দেখবে।

না, দেখবে না। আয়নায় দেখবে তার মিরর ইমেজ। এখন বুঝেছ?

জি।

গুড, ভেরি গুড। তোমাকে চাকরিতে বহাল করা হলো। কাল সকালে জয়েন করবে। সকাল দশটা থেকে ডিউটি।

আমি সব সময় অন্যদের চমকে দিয়ে আনন্দ পাই। এই প্রথম বল্টুভাই আমাকে চমকালেন। আমি তাঁর কাছে কোনো চাকরির জন্যে আসি নি। কয়েকটা জিনিস দিতে এসেছিলাম।

বল্টুভাই বললেন, এসি আছে এমন একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করবে। এই মাইক্রোবাস দশ দিন আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমরা নেত্রকোনা জেলার সোহাগী গ্রামে চলে যাব। দশ দিন থাকব।

আমি বললাম, জি আচ্ছা স্যার।

স্যার বলছ কেন?

আপনি আমার বস, এইজন্যে স্যার বলছি।

তুমি বল্টুভাই ডাকছিলে, শুনতে ভালো লাগছিল। আমি ট্রেডিশন্যাল বস না। তোমার চাকরিও চুক্তিভিত্তিক। আমি বই লেখা যেদিন শেষ করব, তার পরদিন তোমার চাকরিও শেষ।

বল্টুভাই, আমার কাজটা কী?

মিসেস মাজেদা তোমাকে কিছু বলেন নি?

জি-না।

তুমি নানানভাবে আমাকে সাহায্য করবে, যেন বইটা লিখে শেষ করতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী বই?

বইয়ের নাম হচ্ছে 'ঈশ্বর শূন্য আত্মা শূন্য'। বইয়ে প্রমাণ করব, ঈশ্বর বলে কিছু নেই। আত্মা বলেও কিছু নেই।

আমি বললাম, আপনার তো রগ কেটে ফেলবে।

বল্টুভাই অবাক হয়ে বললেন, কে রগ কাটবে?

আমাদের রগ কাটার লোক আছে। এনাটমিতে বিশেষ পারদর্শী। এরা আল্লাহ, ধর্ম, এইসব বিষয়ে উল্টাপাল্টা কিছু বললে হাসিমুখে রগ কেটে দিয়ে চলে যায়।

কী অদ্ভুত কথা!

আমি বললাম, বল্টুভাই! আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা শুধু রগ কাটে, মেরে ফেলে না। যাদের রগ কেটেছে, তারা বলেছে যে ব্যথাও তেমন পাওয়া যায় না। শুধু বাকি জীবন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতে হয়।

লেগ পুলিং করছ নাকি?

জি-না স্যার। সত্যি কথা বলছি।

প্রবলেম হয়ে গেল তো।

স্যার, আপনি বরং অন্য একটা বই লিখুন। বই লিখে প্রমাণ করুন 'ভূত আছে'।

ভূত আছে প্রমাণ করব কীভাবে?

জটিল সব ইকোয়েশন লিখে প্রমাণ করবেন ভূত আছে। হার্ভার্ডের Ph.D. যদি বই লিখে প্রমাণ করে ভূত আছে, তাহলে হইচই পড়ে যাবে। হাজার হাজার কপি বই বিক্রি হবে। নানান ভাষায় অনুবাদ হবে। হিন্দি ভাষায় বইটার নাম হবে 'ভূত হ্যায়'।

বল্টুভাই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি বললাম, আপনি চাইলে বাংলাদেশের নানান শ্রেণীর ভূতদের বিষয়ে আমি আপনাকে তথ্য দেব। মামদো ভূতের নাম শুনেছেন স্যার?

মামদো ভূত?

মুসলমান মরে যে ভূত হয় তাকে বলে মামদো ভূত। হিন্দু ব্রাহ্মণ মারা গেলে হয় ব্রহ্মদত্তি। খাভারনী মহিলা মারা গেলে পেত্নী হয়। শাকচুন্নি নামের আরেক শ্রেণীর মহিলা ভূত আছে। এরা ভয়ঙ্করটাইপ। হিন্দু বিধবারা মরে হয় শাকচুন্নি। ফিজিক্সের Ph.D. মারা গেলে কী ভূত হয়, তা অবশ্য আমার জানা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বল্টুভাই হাত উঁচিয়ে আমাকে থামালেন। শান্ত গলায় বললেন, তুমি অতি বিপদজনক মানুষদের একজন। তুমি আমাকে কনফিউজ করার চেষ্টা করছ এবং খানিকটা করেও ফেলেছ। তোমার চাকরি নট। তোমাকে আমার এখানে আসতে হবে না। Now get lost!

স্যার, চলে যেতে বলছেন?

হ্যাঁ। খুব অভদ্রভাবে বলেছি, তার জন্যে দুঃখিত।

যাওয়ার আগে একটা কথা কি বলব?

বলো। মনে রেখো, এটা হবে তোমার লাস্ট কথা।

আমি বললাম, স্যার, ফিজিক্সের জটিল বিষয় পড়ে আপনার মাথায় গিট্টু লেগে গেছে। কেরামত চাচার সঙ্গে দেখা করলে আপনার গিট্টু কেটে যাবে। আপনি বললে আপনাকে উনার কাছে নিয়ে যাব। উনি আপনার মাথার গিট্টু ছুটিয়ে দিবেন।

কেরামত কে?

গেণ্ডারিয়ায় থাকেন। বিসমিল্লাহ হোটেলের হেড বাবুর্চি।

সে কী করবে?

আপনার সঙ্গে হাসিতামাশা করবে, আপনার মাথার গিট্টু ছুটে যাবে।

বল্টুভাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি প্রচণ্ড রেগে গেছি। অনেক কষ্টে নিজের রাগ সামলাচ্ছি। খুব খুশি হব তুমি যদি বিদায় হও।

জি আচ্ছা স্যার।

হোটেলের ঘর থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ করে বল্টুভাই দরজা বন্ধ করলেন। বেচারা নিষ্প্রাণ দরজাকে বল্টুভাইয়ের রাগ ধারণ করতে হলো। দরজার কথা বলার শক্তি থাকলে সে চেঁচিয়ে বলত, 'উফরে গেছিরে!' ফাইভ স্টার হোটেলের দরজার ভাষা 'উফরে গেছিরে' টাইপ হবে না। সে বলবে, 'ওহ্ শিট!'

আমি চৌধুরী আখলাকুর রহমান বল্টু

আমি প্রচণ্ড রেগে গেছি। রাগ সামলানোর চেষ্টা করছি। প্রচণ্ড শব্দে দরজা বন্ধ করে রাগ কমানোর হাস্যকর চেষ্টা করেছি। রেগে গেলেই মানুষ হাস্যকর কর্মকাণ্ড করে। আমার ipad এ পিঁপড়া টিপে মারার একটা খেলা আছে। রেগে গেলে আমি পিঁপড়া মারি। তিন চার শ' পিঁপড়া মারতে পারলে রাগ কমে যেত। ipad-টা খুঁজে পাচ্ছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমু নামের ছেলেটির সঙ্গে রাগ করার তেমন যৌক্তিকতাও এখন খুঁজে পাচ্ছি না। সে সরল ভঙ্গি করে কিছু পেঁচানো কথা বলেছে। এ রকম করে কথা বলাই হয়তো তার স্বভাব। সে যদি আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করত, তাহলে তার ওপর রাগ করা যেত।

বিজ্ঞান অনেকদূর এগিয়েছে, কিন্তু মানবিক আবেগের কোনো সমীকরণ এখনো বের করতে পারে নি।

পদার্থবিদ এবং ম্যাথমেটিশিয়ানদের উচিত নিউরো বিজ্ঞান পড়া। নিউরো বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীরা অংক জানেন না। পদার্থবিদ্যা জানেন না।

শ্রোডিনজারের মতো কেউ একজন আবেগের সমীকরণ বের করে ফেললে মানবজাতির কল্যাণ হতো। আবেগের সমীকরণ বের করা কি সম্ভব হবে? এই বিষয়ে আমি একটা চেষ্টা করব কি না ভাবছি।

নিউরো বিজ্ঞানীরা ছেলেখেলাটাইপ বিজ্ঞান করছে। তারা বলছে, অমুক আবেগের জন্ম মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোবে, তমুক আবেগের জন্ম থেলামসে। যত বুলশিট! জন্ম কোথায় তা দিয়ে কী হবে? আবেগটা কী তা বের করো। সময়ের সঙ্গে আবেগের পরিবর্তন বের করো। আমাদের দরকার টাইম ডিপেনডেন্ট সমীকরণ এবং সমীকরণের সমাধান।

লক্ষ করলাম, আমার রাগ পড়ে গেছে এবং আমি এক ধরনের অবসাদ বোধ করছি। রাগের সময় মস্তিষ্কের প্রচুর অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে। রাগ কমে যাওয়ার পর হঠাৎ শরীরে অক্সিজেনের সাময়িক ঘাটতি দেখা যায়। আমার যা হচ্ছে। অক্সিজেন ট্যাবলেট ফরমে পাওয়া গেলে ভালো হতো। টপ করে একটা গিলে ফেলা।

আমি হোটেলের রিসেপশনে টেলিফোন করলাম, হলুদ পাঞ্জাবি পরা কেউ বের হচ্ছে কি না, তারা জানাল, না।

হিমু ছেলেটিকে 'সরি' বলা উচিত। সমস্যা হচ্ছে, সে যোগাযোগ না করলে আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না। মিসেস মাজেদাকে বললে তিনি হয়তো ব্যবস্থা করবেন। তাঁর টেলিফোন নম্বর আমার কাছে নেই। তিনি নম্বর লিখে দিয়েছিলেন, আমি হারিয়ে ফেলেছি। জিনিস হারানোতে আমার দক্ষতা সীমাহীন। আমার Ph.D. থিসিসের ফার্স্ট ড্রাফট হারিয়ে ফেলেছিলাম। বাংলাদেশে এসে হারিয়েছি আমেরিকান পাসপোর্ট। অ্যাম্বাসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা সন্দেহজনক কথাবার্তা বলছে। ভাবটা এ রকম যেন আমি কাউকে পাসপোর্টটা দিয়ে দিয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ড্রয়ার খুলে কাগজ নিয়ে লিখলাম, হিমু। এটি একটি অর্থহীন কাজ। আমরা অর্থহীন কাজ করতে পছন্দ করি। অর্থহীন কাজ শুধু না, অর্থহীন প্রশ্ন করতেও পছন্দ করি।

একবার ক্লাসে বক্তৃতা দিচ্ছি, আমার এক ছাত্রী বলল, স্যার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে বিগ ব্যাং থেকে। বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল?

অর্থহীন প্রশ্ন। আমি পড়াচ্ছি স্পেশাল থিওরি অব রিয়েলিটি। বিগ ব্যাং না।

আমি বললাম, তোমার নাম কী?

সে বলল, সুশান।

আমি বললাম, সুশান, সময়ের শুরু হয়েছে কোত্থেকে?

সে বলল, বিগ ব্যাং থেকে।

আমি বললাম, সময় যেহেতু বিগ ব্যাং থেকে শুরু হয়েছে, তার আগে তো কিছু থাকতে পারে না।

সুশান বলল, বিগ ব্যাং-এর আগে কি ঈশ্বরও ছিলেন না?

আমি বললাম, ইয়াং লেডি, ঈশ্বরও ছিলেন না। সবকিছুর শুরু বিগ ব্যাং থেকেই। ঈশ্বর বলে কিছু থেকে থাকলেও তার শুরু বিগ ব্যাং থেকে।

সুশান মেয়েটি অর্থহীন প্রশ্ন করে আমার ভেতর অনেক অর্থহীন প্রশ্ন তৈরি করে দিয়েছে। মাথা খানিকটা এলোমেলো করে দিয়েছে। আমি এলোমেলো মাথা ঠিক করার জন্য বড় ভেকেশন নিয়েছি। প্রথম গেলাম স্পেনে। কারণ শ্রোডিনজারের মাথা যখন এলোমেলো হয়ে গেল, তখন মাথা ঠিক করার জন্য তাঁর এক গোপন বান্ধবী নিয়ে গেলেন স্পেনের বার্সেলোনায়। বান্ধবীর সঙ্গে যৌনক্রিয়ার মাঝখানে তাঁর মাথার এলোমেলো ভাব হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি পেয়ে গেলেন বিখ্যাত 'শ্রোডিনজার ইকোয়েশন'।

বান্ধবীকে ফেলে লাফ দিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে টেবিলে বসলেন। বান্ধবী বলল, কী হয়েছে?

শ্রোডিনজার বললেন, হয়েছে তোমার মাথা। You get lost!

স্পেনে আমার মাথার জট কাটে নি। আমার কোনো বান্ধবী ছিল না—এটা একটা কারণ হতে পারে।

বাংলাদেশে এসে দামি হোটেলে বসে সময় কাটাচ্ছি। জানালা দিয়ে একবার বাইরেও তাকাচ্ছি না। হিমু বলেছে জনৈক কেরামত আমার মাথার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জট খুলে দেবে। সে নাকি কোন রেস্টুরেন্টের বাবুর্চি। আমি হিমু নামের পেছনে লিখলাম 'কেরামত', তারপর লিখলাম 'তুতুরি'। 'তুতুরি' নাম লেখার পেছনে কোনো ফ্রয়েডিয়ান সাইকোলজি কি কাজ করছে?

আমি 'তুতুরি' নামটা কেটে দিলাম। নারীসঙ্গ আমার প্রিয় না। তাদের আমার আলাদা প্রজাতি মনে হয়। পৃথিবী নারীশূন্য হলে ভালো হতো।

হিমু মাথায় 'ভূত' ঢুকিয়ে গেছে। এই বিষয়গুলো Catalyst-এর মতো কাজ করে। Catalyst নিজে কোনো রিঅ্যাকশনে অংশগ্রহণ করে না। তবে অন্য রিঅ্যাকশন শুরু বা শেষ করতে সাহায্য করে।

আমার সিস্টেমে ভূত ঢুকিয়ে দেওয়ায় হয়তো অন্য কোনো সমস্যা তৈরি হবে।

রুমের টেলিফোন বেজে যাচ্ছে। নিতান্ত অনিচ্ছায় আমি টেলিফোন ধরলাম।

বল্টুভাই, স্লামালিকুম।

আপনি কে?

আমি হিমু।

কিছুক্ষণ আগেই তো তোমার সঙ্গে কথা হলো, আবার টেলিফোন করেছ কেন?

আপনি যে ভূতের বইটা লিখবেন তা নিয়ে আরেকটা আইডিয়া এসেছে। স্যার, বলব?

আমি বুঝতে পারছি রেগে যাচ্ছি, তারপরেও রাগ সামলে বললাম, বলো শুনছি।

বাংলা ভূতের সঙ্গে আমেরিকান ভূতের একটা তুলনামূলক আলোচনা করলে কেমন হয়?

এই বিষয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না।

হিমু বলল, স্যার! প্লিজ, আমাকে দুটা মিনিট সময় দিন। ভূতের বইয়ে বিজ্ঞান নিয়ে আসুন। মানুষ মরলে ভূত হয়। ভূত মরলে কী হয় এই ধরনের আলোচনা। মাঝে মাঝে বিকট সব ইকোয়েশন দিয়ে দিন। যে ইকোয়েশনের আগামাথা কেউ কিছু বুঝবে না।

তোমার কথা কি শেষ হয়েছে?

মাত্র এক মিনিট পার হয়েছে। আরও এক মিনিট বাকি আছে স্যার। আর এক মিনিট কি পাব?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, You go to hell. বলেই খারাপ লাগল।

কাউকে নরকে যেতে বলার অর্থ হচ্ছে নরকে বিশ্বাস করা। যে নরকে বিশ্বাস করবে তাকে স্বর্গেও বিশ্বাস করতে হবে। স্বর্গে বিশ্বাস করলে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করলে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করতে হবে। ভাগ্যে বিশ্বাস করতে হবে। কোনো মানে হয়?

হিমু হ্যালো হ্যালো করে যাচ্ছে। আমি টেলিফোন রেখে দিলাম। হ্যালো হ্যালো করতে থাকুক। আমার রাগ আরও বেড়েছে। লেখক মার্ক টোয়েন বলেছেন, রাগ কমানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে পছন্দের কোনো বইয়ের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে ফেলা। ছেঁড়ামাত্র মনে হবে, হায় হায় কী করলাম! প্রবল হতাশা তৈরি হবে। হতাশার নিচে রাগ চাপা পড়ে যাবে।

আমার হাতে বাংলা ডিকশনারি ছাড়া কোনো বই নেই। তার চারটা পাতা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে বাতাসে উড়িয়ে দিলাম। ছেঁড়া কাগজের একটা টুকরা পড়ল আমার কোলে। সেখানে লেখা—'অনিকেত'। অনিকেত শব্দটার মানে কী? আমার কাছে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে শব্দটার মানে জানা দরকার।

যে করে হোক ipad খুঁজে বের করে পিপড়া মারতে হবে। সেখানে আরেকটা খেলা আছে, নাম মনে হয় office jerk. তার গায়ে নানান জিনিসপত্র ছুড়ে মারা যায়। সে ব্যথা পেয়ে আহ্ উহ্ করে, তাতেও রাগ কমে।

AMARBOI.COM

অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের চেনা যায় 'কান' দিয়ে। তাদের দুটি কানের একটি চ্যাপ্টা ধরনের হয়। কানের সঙ্গে মোবাইল ধরে সারাক্ষণ কথা বলার কারণে কর্ণ বেচারার এই দশা। মোবাইল ফোন ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

আমি বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেবের সামনে এক ঘণ্টা দশ মিনিট ধরে বসে আছি। মোবাইল কানে ধরে তিনি সারাক্ষণ কথা বলে যাচ্ছেন। একজনের সঙ্গে না, নানানজনের সঙ্গে। মাঝে মাঝে আঙুলের ইশারায় আমাকে অপেক্ষা করতে বলছেন। এই সময় তাঁর মুখ হাসিহাসি হয়ে যাচ্ছে। আমার দিকে হাসিমুখে তাকানোর একটাই কারণ—ডিজি সাহেব আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কেউ ভাবছেন। গুরুত্বপূর্ণ লোকজনকেই শুধু তাঁর পিএস খাসকামরায় ঢুকতে দেয়। অভাজনরা সেই সুযোগ পায় না। যেহেতু আমি পেয়েছি আমি গুরুত্বপূর্ণ কেউ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার এই বিশেষ ঘরে ঢোকার রহস্য সরল মিথ্যাভাষণ। আমি পিএস সাহেবের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলেছি, আমি প্রধানমন্ত্রীর একটি গোপন চিঠি নিয়ে এসেছি। এই চিঠি স্যারের হাতে হাতে দিতে হবে।

কারও সঙ্গে গলা নামিয়ে কথা বললে সেও গলা নামিয়ে কথা বলে, এটাই নিয়ম। পিএস সাহেব গলা নামিয়ে বললেন, চিঠিতে কী লেখা?

আমি বললাম, প্রধানমন্ত্রীর চিঠির বিষয়বস্তু তো আমার জানার কথা না, তবে অনুমান করছি ডিজি সাহেবের দিন শেষ।

বলেন কী?

ডিজি সাহেব প্রধানমন্ত্রীর ব্ল্যাকবুকে চলে গেছেন। কালো খাতায় তাঁর নাম উঠে গেছে।

পিএস বললেন, এরকম ঘটনা যে ঘটবে তার আলামত অবশ্যি পেয়েছি। যান আপনি স্যারের ঘরে চলে যান। আমি স্যারকে জানাচ্ছি যে আপনি যাচ্ছেন।

উনাকে আগেভাগে কিছু জানানোর দরকার নেই। যা বলার আমি সরাসরি বলব। গোপনীয়তার ব্যাপার আছে।

অবশ্যই! অবশ্যই!

ডিজি সাহেবের টেলিফোন শেষ হয়েছে। তিনি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, আপনার জন্যে কী করতে পারি?

আমি বললাম, আপনি আমার জন্যে কিছু করতে পারেন না। তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে কিছু করতে পারেন।

তার মানে?

এক ভদ্রলোক বাংলা শব্দভাণ্ডারে নতুন একটি শব্দ যোগ করতে চাচ্ছেন। আমি সেই প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। শব্দটা হলো 'ফুতুরি'। ফুতুরি হবে ফুঁ দিয়ে যেসব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় তার সাধারণ নাম।

ডিজি সাহেব চোখ-মুখ কঠিন করে বললেন, এইসব ব্রেইন ডিফেক্টদের সকাল-বিকাল থাপড়ানো দরকার।

আমি বললাম, যথার্থ বলেছেন স্যার। উনি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। চিঠিটাতে কি একটু চোখ বোলাবেন?

চিঠি আপনি আঁস্তাকুড়ে ফেলুন এবং আপনি এই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে যাবেন। আপনাকে এই ঘরে এন্ট্রি দিল কীভাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, আপনার পিএস সাহেব ব্যক্তিগত বিবেচনায় দিয়েছেন। উনার দোষ নাই। যখন শুনেছেন আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এসেছি তখনই উনি নরম হয়ে গেছেন। অবশ্যি নরম হওয়াটা উচিত হয় নাই। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আলতু-ফালতু লোকজন তো আসতে পারে। তাই না স্যার?

ডিজি সাহেব সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে গেলেন। তার চেহারায় হাবাগোবা ভাব চলে এল। আমি বললাম, যে ভদ্রলোক বাংলা ভাষায় নতুন একটি শব্দ দিতে চাচ্ছেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আমন্ত্রণে বাংলাদেশে এসেছেন। ভদ্রলোক পদার্থবিদ্যায় হার্ভার্ড থেকে Ph.D. করেছেন। এখন আছেন সোনারগাঁ হোটেলে। রুম নম্বর চার শ' সাত। আপনি কি উনার সঙ্গে কথা বলবেন? আপনার পিএসকে বললেই সে ফোন লাগিয়ে দিবে।

অবশ্যই কথা বলব। কেন কথা বলব না! উনার চিঠিটা দিন। পড়ি। এর মধ্যে সোনারগাঁ হোটেলে লাইন লাগাতে বলছি।

ডিজি স্যারের মুখ তেলতেলে হয়ে গেল। শরীরের ভেতরের তেল চুইয়ে বের হওয়া শুরু হয়েছে। দর্শনীয় দৃশ্য। বল্টুভাইয়ের সঙ্গে তাঁর টেলিফোনে কথাবার্তা হলো। বল্টুভাই কী বললেন শুনতে পারলাম না, তবে ডিজি সাহেবের তৈলাক্ত কথা শুনলাম।

আপনার চিঠি পড়ে ভালো লাগল। বাংলা ভাষাকে আপনার মতো মানুষরা সমৃদ্ধ করবে না তো কারা করবে? শব্দটাও সুন্দর বের করেছেন— ফুতুরি। শুরু হয়েছে ফু দিয়ে। ধ্বনিগত মাধুর্য আছে। আগামী মাসের পনের তারিখ কাউন্সিল মিটিং আছে। আপনার প্রস্তাব কাউন্সিল মিটিংয়ে তোলা হবে। আশা করছি, পাস হয়ে যাবে। যদি পাস হয় তাহলে বাংলা একাডেমীর অভিধানে এই শব্দ চলে আসবে। আপনাকে অগ্রিম অভিনন্দন। আমি খুবই খুশি হব যদি একদিন সময় করে বাংলা একাডেমীতে ঘুরে যান।

আমার কাজ শেষ। ডিজি স্যারের দিকে তাকিয়ে বিনয়ে নিচু হয়ে বললাম, স্যার যাই। আপনার সঙ্গে কথা বলে বিমল আনন্দ পেয়েছি।

ডিজি স্যার বললেন, আচ্ছা আচ্ছা।

আমি বললাম, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সামান্য সেবা করার সুযোগ যদি দেন। আমি একটা নতুন শব্দ দিতে চাই। শব্দটা হলো 'ভুতুরি'।

ভুতুরি?

জি স্যার, ভুতুরি। এর অর্থ হবে ভূতের নাকে ফুঁ দিয়ে বাজানো বাঁশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূতের বাঁশি?

জি স্যার, ভূতের বাঁশি। এটা বিশেষ্য। বিশেষণ হবে ভুতুরিয়া। ডাকাতিয়া বাঁশির মতো ভুতুরিয়া বাঁশি। শচীন কর্তার ডাকাতিয়া বাঁশি গানটা কি শুনেছেন?

আমি সুর করে গাইবার চেষ্টা করলাম—'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি।' ডিজি সাহেব অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছেন। হিসাব মিলাতে পারছেন না। আমি হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, কাউন্সিল মিটিংয়ে বল্টুভাইয়ের 'ফুতুরি' শব্দটার সঙ্গে আমার 'ভুতুরি' শব্দটা যদি তোলেন খুব খুশি হব।

বল্টুভাই কে?

হার্ভার্ডের Ph.D.-র ডাকনাম বল্টু। সবাই তাকে 'বল্টু' নামে চেনে। এই নামেই ডাকে। আপনি যদি তাকে মিস্টার বল্টু ডাকেন, উনি রাগ করবেন না। খুশিই হবেন। তাঁর ভাইয়ের নাম নাট। দুই ভাই মিলে নাট-বল্টু। স্যার যাই।

হতাশ এবং খানিকটা হতভম্ব অবস্থায় ডিজি সাহেবকে রেখে আমি বের হয়ে এলাম। ফুতুরির সঙ্গে ভুতুরি যুক্ত হওয়ায় তিনি খানিকটা বিপর্যস্ত হবেন—এটাই স্বাভাবিক। বেচারার আজ সকালটা খারাপভাবে শুরু হয়েছে। তাঁর কপালে আজ সারা দিনে আর কী কী ঘটে কে জানে!

আমার জন্য দিনটা ভালোভাবে শুরু হয়েছে, এটা বলা যেতে পারে। দিনের প্রথম চায়ের কাপে একটা মরা মাছি পেয়েছি। মৃত মাছি চায়ে ভেসে থাকার কথা, এটি আর্কিমিডিসের সূত্র অগ্রাহ্য করে ডুবে ছিল। চা শেষ করার পর স্বাস্থ্যবান মাছিটাকে আমি আবিষ্কার করি। চায়ের কাপে মৃত মাছি ইঙ্গিতবহ। চায়নিজ গুপ্তবিদ্যায় চা শেষ করে কাপের তলানির চায়ের পাতার নকশা বিবেচনা করা হয়। চায়ের পাতায় যদি কোনো কীটপতঙ্গের আকার দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে আজ বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটবে। আমার চায়ের কাপের তলানিতে চায়ের পাতায় কীটপতঙ্গের নকশা না, সরাসরি মাছি।

আজ নিশ্চয়ই কিছু ঘটবে।

মনে মনে 'সোনার মাছি খুন করেছি' কবিতার লাইন বলে বাংলা একাডেমী থেকে বের হলাম। হাতের মুঠোয় ডিজি সাহেবের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনের নম্বর। পিএস সাহেব আগ্রহ করে লিখে দিয়েছেন। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নম্বর হটলাইনের নম্বরের মতো। যত রাতেই ফোন করা হোক, ডিজি সাহেব লাফ দিয়ে টেলিফোন ধরবেন। ফুতুরি-ভুতুরি নিয়ে তিনি কী পরিকল্পনা করেছেন মাঝে মাঝে টেলিফোন করে জানতে হবে।

আকাশে মেঘ আছে। মেঘ সূর্যকে কাবু করতে পারছে না। মেঘের ফাঁকফোকর দিয়ে সূর্য উঁকি দিচ্ছে, চনমনে রোদ ছড়িয়ে দিচ্ছে। গায়ে রোদ মাখতে মাখতে এগোচ্ছি। শরীরে ভিটামিন 'ডি' জমা করে নিচ্ছি। সূর্যের আলো ছাড়া শরীরে এই ভিটামিন তৈরি হয় না। সূর্য থেকে ধার করে চন্দ্র যে আলো ছড়াচ্ছে সেখানে কি কোনো ভিটামিন আছে? নরম-টাইপের ভিটামিন?

কয়েকজন ভিক্ষুকের সঙ্গে দেখা হলো। এরা ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখল, কাছে এগিয়ে এল না। ভিক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে ভিক্ষুকদের সিক্সথ সেন্স প্রবল হয়ে থাকে। এরা ধরে ফেলেছে আমার কাছে কিছু পাওয়ার আশা নেই।

কদমফুল বিক্রেতা দু'জন ফুলকন্যাকে দেখলাম। এদের নজর প্রাইভেট কারে বসা যাত্রীদের দিকে, আমার মতো ভবঘুরের দিকে না। তারপরেও একজন হেলাফেলা ভঙ্গিতে বলল, ফুল নিবেন?

আমি বললাম, হুঁ।

এমন তো হতে পারে, যে বিশেষ ঘটনা ঘটবে বলে মনে হচ্ছে সেই ঘটনার প্রধান চরিত্র ফুলকন্যা। মেয়েটার চেহারা মিষ্টি, তবে হাতভর্তি ফুলের কারণেও চেহারা মিষ্টি মনে হতে পারে। ফুল হাতে নেওয়ামাত্র যে-কোনো মেয়ের চেহারা মিষ্টি হয়ে যায়। একইভাবে বন্দুক হাতে সুশ্রী মহিলা-পুলিশকেও কর্কশ দেখায়। বন্দুকের কারণেই দেখায়। তাদের নাকের নিচে হালকা গোঁফের মতো ভেসে ওঠে। বন্দুক হাত থেকে নামানোমাত্র গোঁফ মিলিয়ে যায়।

আমি ফুলকন্যার দিকে তাকিয়ে বললাম, ফুলের দাম কত?

দুই টেকা পিস।

এত দাম! পাইকারি দর কত?

ফুলকন্যা আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রেড লাইটে দাঁড়িয়ে পড়া লাল রঙের প্রাইভেট কারের দিকে ছুটে গেল। আমি বুঝলাম, আজকের বিশেষ ঘটনার সঙ্গে এই মেয়ে যুক্ত না।

~ www.amarboi.com ~

'নাক বরাবর এগিয়ে যাওয়া' বলে একটা ভুল কথা প্রচলিত আছে। নাক বরাবর অর্থ হলো সোজা যাওয়া। কেউ যদি ডানদিকে ফিরে তার নাক ডানদিকে ফিরবে, সে নাক বরাবরই যাবে। আমি একটি বিশেষ ভঙ্গিতে নাক বরাবরই হাঁটছি। রাস্তায় যতবার ডান-বাঁ গলি পাওয়া যাচ্ছে ততবারই আমি ডানে মোড় নিচ্ছি। গোলকধাঁধা থেকে বের হতে হলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ঢাকা শহরকে গোলকধাঁধা ভাবলে হাঁটার এই পদ্ধতি শেষটায় আমাকে কোথায় নিয়ে যায় তা দেখা যেতে পারে। গোলকধাঁধা থেকে বের হওয়ার এই পদ্ধতি ব্রিটিশ ম্যাথমেটিশিয়ান তুরিন বের করেছেন। শেষটায় অবশ্যি তাঁর নিজের মাথায় গোলকধাঁধা ঢুকে যায়। তিনি পিস্তল দিয়ে গুলি করে তাঁর মাথার খুলি গুঁড়িয়ে দেন। পৃথিবীর সেরা অংকবিদদের প্রায় সবার মাথায়ই এক পর্যায়ে জট লেগে যায়। তারা পাগল হয়ে যান। যারা পাগল হতে পারেন না তারা আত্মহত্যা করেন। অংকবিদদের জীবনে এই ঘটনা কেন ঘটে তা বল্টু স্যারকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে।

ডানে মোড় নিয়ে এগুতে এগুতে আগে চোখে পড়ে নি এমনসব জিনিস চোখে পড়তে লাগল। একটা বাঁদরের দোকান দেখতে পেলাম। খাঁচার ভেতর নানান আকৃতির বাঁদর। বাঁদরের সঙ্গে হনুমানও আছে। সবগুলো বাঁদর ও হনুমান খাঁচার ভেতর শিকল দিয়ে বাঁধা। দোকানের সামনে দাঁড়াতেই প্রতিটি বাঁদর একসঙ্গে আমার দিকে তাকাল। তারা চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না, তবে নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করছে। বাঁদরের দোকানের মালিক সবুজ লুঙ্গি পরে লাঠি হাতে টুলের উপর বসা। তার বাঁদরের মতোই লোমশ গা। চোখ তক্ষকের চোখের মতো কোটর থেকে বের হয়ে আছে। আমি বললাম, বাঁদর কত করে?

তক্ষক-চোখা বিরক্ত গলায় বলল, বিক্রি হয় না।

বিক্রি হয় না তাহলে এতগুলো বাঁদর নিয়ে সে বসে আছে কেন, এই প্রশ্ন করা হলো না। কারণ এই লোক লাঠি হাতে তেড়ে এসেছে। তার দোকানের সামনে কিছু ছেলেপিলে জড়ো হয়েছে। বাঁদরদের ভেংচি দিচ্ছে। তক্ষক-চোখা লোকের লক্ষ্য এইসব ছেলেপিলে। শিশুর দল তাড়া খেয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হলো।

তারা আবার আসছে। এটাই মনে হয় তাদের খেলা।

একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল, যার সাইনবোর্ডে লেখা-'স্পেশাল মালাই চা'। বড় টিনের গ্লাসে করে চা দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি গ্লাসের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রিকার কাগজ ভাঁজ করে দেওয়া, গরম টিনের গ্লাস ধরার সুবিধার জন্যে। এই চায়ের মনে হয় ভালো কাটতি। কিছু কাস্টমার দোকানের বাইরে ফুটপাতে বসে চা খাচ্ছে।

একটা রেস্টুরেন্ট পাওয়া গেল যার বাইরে লেখা—'গোসলের সুব্যবস্থা আছে। পরিষ্কার গামছা দেওয়া হয়। মহিলা নিষেধ।' একবার এসে ভালোমতো খোঁজ নিতে হবে ব্যাপারটা কী। রেস্টুরেন্টে গোসলের সুব্যবস্থা থাকার প্রয়োজনইবা পড়ল কেন? মহিলা নিষেধ কেন, তাও বোঝা গেল না। তাদেরও তো গোসলের অধিকার আছে।

ঘানি দিয়ে সরিষা ভাঙানোর প্রাচীন কল পাওয়া গেল। গরুর বদলে আধমরা এক ঘোড়া ঘানি ঘোরাচ্ছে। এদের সাইনবোর্ডটি চোখে পড়ার মতো—'আপনার উপস্থিতিতে সরিষা ভাঙাইয়া তেল করা হইবে। ফাঁকি ঝুঁকি নাই।'

বোতল হাতে বেঞ্চিতে কয়েকজন বসে আছে। এরা নিশ্চয়ই নিজে উপস্থিত থেকে সরিষা ভাঙিয়ে খাঁটি তেল নিয়ে বাড়ি ফিরবে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে রুগ্ন তিনটি গাভীর বাথান পাওয়া গেল। খাঁটি সরিষার তেলের মতো খাঁটি গরুর দুধের সন্ধানে মনে হয় লোকজন এখানে আসে। কিংবা গাভীদের নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ি বাড়ি। খরিদ্দারের সামনে দুধ দোয়ানো হয়। তিনটি গাভীর সামনেই খড় রাখা আছে, তারা খাচ্ছে না। হতাশ চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। বাছুরগুলো একটু দূরে বাঁধা। তাদের চোখেও রাজ্যের বিষণ্নতা। তাদেরই মায়ের দুধ, অথচ তাদের কোনো অধিকার নেই।

ডানদিকে ঘোরা ভ্রমণ একসময় শেষ হলো। এমন এক জায়গায় এসেছি ডানে ঘোরার উপায় নেই। অন্ধগলি। শেষ প্রান্তে লালসালু দেওয়া মাজার শরিফ।

মনে হচ্ছে যে বিশেষ ঘটনা ঘটবে বলে সকাল থেকেই মনে হচ্ছিল, সেই বিশেষ ঘটনা ঘটেছে। ডানে আর যাওয়ার উপায় নেই, আমার ভ্রমণের সমাপ্তি।

মাজার মানেই কিছু হতাশ লোকজন উবু হয়ে বসে থাকবে, কেউ কেউ মাজারের রেলিং ধরে বিড়বিড় করবে। থালা হাতে ভিখিরি থাকবে। সারা রাত গাঁজা খেয়ে চোখ টকটকে লাল হওয়া খালি গায়ের রুগ্ন দু'একজন থাকবে। এরা মাজারের খাদেম না, তবে খাদেমের সাহায্যকারী। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাজার শূন্য। খাদেমের ঘরে খাদেম বসে আছেন। আর কেউ নেই। সম্ভবত অন্ধগলিতে মাজার হওয়ার কারণে নাম ফাটে নি।

খাদেমের চোখ বাথানের গাভীগুলোর মতোই বিষণ্ন। তিনি সবুজ রঙের পাঞ্জাবি পরেছেন। মাথায় পাগড়ি আছে। পাগড়ির রঙ সবুজ। বয়স ষাটের মতো হবে। দাড়ি মেন্দি দিয়ে রাঙানো। খাদেমদের চোখেমুখে ধূর্তভাব থাকে, ইনার নেই। বরং চেহারায় খানিকটা আলাভোলাভাব আছে। খাদেম মোবাইল ফোনে কথা বলছেন। তাঁর মাথার উপর লেখা—'বাচ্চাবাবার গরম মাজার'।

এই লেখার নিচেই লাল হরফে লেখা, 'পকেটমার হইতে সাবধান'।

আমি খাদেমের দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। মোবাইল ফোন কানে ধরেই বললেন, দোয়া খায়ের করার জায়গা বাঁ দিকে। মহিলারা যাবেন ডানে। দানবাক্স মহিলা-পুরুষের আলাদা।

আমি বাঁ দিকে ঢুকেই দানবাক্স পেলাম। 'লেড়কা সে লেড়কা কা গু ভারী'র মতো দানবাক্সের তালা বড়। দান বাক্সে লেখা 'পুং' অর্থাৎ পুরুষদের।

বাচ্চাবাবা সম্ভবত বালক ছিলেন। রেলিং ঘেরা ছোট্ট কবর। কবরের ওপর একসময় গিলাফ ছিল, বৃষ্টির পানিতে ভিজে রোদে পুড়ে গিলাফ নানা ক্ষতচিহ্ন নিয়ে সেঁটে বসেছে। মাজারের পায়ের কাছে দর্শনীয় নিমগাছ। কংক্রিটের শহরে এই গাছ ভালোমতো শিকড় বসিয়ে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে ঝলমল করছে। এত বড় নিমগাছ আমি আগে দেখি নি। নিমগাছের একটি প্রজাতির নাম মহানিম। মহানিম বটবৃক্ষের মতো প্রকাণ্ড হয়। এটি হয়তোবা মহানিম।

খাদেমের মোবাইলে কথা বলা শেষ হয়েছে। তিনি হাতের ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি বিনীত ভঙ্গিতে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, পবিত্র কোরান শরিফে শয়তানের নাম কতবার আছে জানো?

আমি বললাম, জি-না।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাহান্নবার। এর মরতবা জানো?

জি-না।

শয়তান এমনই জিনিস যে, স্বয়ং আল্লাহপাককে বাহান্নবার তার নাম নিতে হয়েছে। আমাদের চারিদিকে শয়তান। তার চলাফেরা রক্তের ভেতরে। বুঝেছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জি।

খাদেম হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে বললেন, আমার পক্ষে মাজার ছেড়ে যাওয়া সম্ভব না। একটু চা খাওয়া প্রয়োজন। তুমি কি আমাকে এক কাপ চা খিলাতে পারবে? গলির মাথায় একটা চায়ের দোকান আছে, আবুলের চায়ের দোকান। আমার কথা বললে চা দিবে। টাকা নিবে না।

হুজুর, চায়ের সাথে আর কিছু খাবেন? টোস্ট বিস্কুট, কেক?

সিগ্রেট খাব। একটা সিগ্রেট নিয়ে আসবে।

আমি বললাম, সিগ্রেট কি আবুল ভাই মাগনা দিবে? নাকি খরিদ করতে হবে?

হুজুর জবাব দিলেন না, খানিকটা বিষণ্ন হয়ে গেলেন। এর অর্থ, আবুল ভাই চা মাগনা দিলেও সিগারেট দিবে না।

আবুল ভাইয়ের চেহারা মনে রাখার মতো। মানুষের কিছু দাঁত মুখের বাইরে থাকতে পারে, উনার প্রায় সবগুলোই মুখের বাইরে। মুখের বাইরে থাকার কারণেই মনে হয় দাঁতের যত্ন বেশি। প্রতিটি দাঁত ঝকমক করছে। ক্লোজআপ এই দাঁতের একটা বিজ্ঞাপন করলে ইন্টারেস্টিং হতো। বিজ্ঞাপনের ভাষা—'মুখের বাইরের দাঁতের জন্যেও ক্লোজআপ'।

হুজুরের জন্যে মাগনা চা নিতে এসেছি শুনে আবুল ভাই ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। অতি অশালীন কিছু কথা বললেন। অশিক্ষার কারণেই হয়তো বললেন। গরম চা শরীরের এক বিশেষ প্রবেশদ্বার দিয়ে সাইকেলের পাম্পার দিয়ে ঢুকাতে বললেন। আমাকে চা এবং টোস্ট বিস্কুট নগদ টাকায় কিনতে হলো।

হুজুরের সামনে চা, একটা টোস্ট বিস্কুট এবং এক প্যাকেট বেনসন এন্ড হেজেস রাখলাম। সিগারেটের প্যাকেট দেখে হুজুরের চেহারা কোমল হয়ে গেল। তিনি নরম গলায় বললেন, বাবা, ম্যাচ এনেছ? আমি বললাম, জি হুজুর।

তোমার উপর আমি দিলখোশ হয়েছি। আমার যেমন দিলখোশ হয়েছে বাচ্চাবাবাও সন্তুষ্ট হয়েছেন। উনার সন্তোষ আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝি। তোমার কোনো মানত থাকলে বাচ্চাবাবারে বলো। আমি নিজেও দোয়া বখশায়ে দিব। আছে কোনো মানত?

জি আছে। বাংলা ভাষায় দুটা শব্দ ঢুকাতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুজুর চায়ে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে তৃপ্তি নিয়ে বললেন, দুটা কেন, দশটা ঢুকাও। কোনো সমস্যা নাই। বাবার দরবারে এসেছ, খেয়াল রাখবা, বাবা কৃপণ না। যা চাবা অধিক চাবা।

হুজুরের মোবাইলে কি একটা ফোন করতে পারব?

অবশ্যই পারবে, তবে কথা অল্প বলবে। বেশি কথা আমাদের নবীজী সাল্লালাহু আলেয়স সালাম পছন্দ করতেন না। আমিও করি না। সর্ব কর্মে আমি নবীজীকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি।

আমি বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেবকে টেলিফোন করলাম। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, কে বলছেন?

আমি অতি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার আমার নাম হিমু। সকালে আপনার সঙ্গে দুটা নতুন শব্দ নিয়ে কথা হয়েছে। একটা ফুতুরি, আরেকটা ভুতুরি। ভুতুরি শব্দটার বানানে দুটা চন্দ্রবিন্দু লাগবে। ভূতের বিষয় তো, এইজন্য চন্দ্রবিন্দু। শব্দটা হবে 'ভুঁতুঁরি'।

ডিজি সাহেব লাইন কেটে দিলেন।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমি হুজুরের সামনে বসে আছি। হুজুর সিগারেট টানতে টানতে বৃষ্টি দেখছেন। তার চেহারায় উদাসভাব চলে এসেছে। আমি বললাম, হুজুর, আরেক কাপ চা কি আনব?

হুজুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, প্রয়োজন নাই। তুমি কি পা টিপতে পারো?

আমি বললাম, আমরা বাঙালি। বাঙালি আর কিছু পারুক না-পারুক, পা টিপতে পারে। হুজুরের পা কি টিপে দিব?

হুজুর উদাস গলায় বললেন, দাও। মুরুব্বিদের পা দাবানোর মধ্যে সোয়াব আছে। মুরুব্বিদের সঙ্গে আদবের সঙ্গে কথা বলাতেও সোয়াব। জন্মের সময় আল্লাহপাক প্রত্যেকের নামে ব্যাংকে একটা সোয়াবের একাউন্ট খুলে দেন। আমাদের কাজ হলো একাউন্টে সোয়াব জমা দেওয়া। বুঝেছ?

আমি হুজুরের পা দাবাতে গিয়ে দেখলাম, তার দুটা পা হাঁটুর ওপর থেকে কাটা। পা কাটা মানুষের সঙ্গে ক্র্যাচ থাকে। ইনার নেই বলে কাটা পা'র বিষয়টা এতক্ষণ ধরতে পারি নি। তা ছাড়া লুঙ্গিও কায়দা করে পরেছেন। লুঙ্গির শেষ প্রান্তে স্যান্ডেল আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, হুজুরের পা কাটল কীভাবে?

হুজুর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আল্লাহর হুকুমে পা কাটা গেছে। এর সঙ্গে ডাক্তারের বদমাইশিও আছে। ডাক্তারের কানে শয়তান ধোঁয়া দিয়েছে। শয়তানের অছওয়াছায় ডাক্তার আমার দুটা ঠ্যাং কেটে ফেলে দিয়েছে। একটা কাটলেও চলত।

আমি বললাম, অবশ্যই নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

হুজুর লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কাটা ঠ্যাং আমাকে দেয় নাই, এটা একটা আফসোস।

কাটা ঠ্যাং দিয়ে করবেন কী?

হুজুর বিষণ্ন গলায় বললেন, কবর দিবার জন্য চেয়েছিলাম। কবর দিতাম। ঠ্যাং শরীরের একটা বড় অংশ। এর কবর হওয়া প্রয়োজন।

হুজুরের পা নেই, পা কীভাবে দাবাবো বুঝতে পারছি না। হুজুর বললেন, পা কাটা পড়েছে, কিন্তু ব্যথা বেদনা ঠিকই আছে। পা নাই, তার পরেও ব্যথা বেদনা হয়। রগে টান পড়ে। আঙুল পর্যন্ত কটকট করে। পায়ের আঙুলগুলা আগে ফুটায়ে দাও। অনুমান করে যেখানে আঙুল থাকার কথা সেখানে টান দাও, আঙুল ফোটানোর শব্দ শুনবে। খুবই আচানক ঘটনা।

আমি হুজুরের অদৃশ্য পা দাবাচ্ছি। অদৃশ্য আঙুল টানছি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, আঙুল টানার সময় কট করে একটা আঙুল ফুটল।

হুজুর বললেন, আঙুল ফোটার শব্দ শুনেছ?

জি।

আচানক হয়েছ?

জি।

আল্লাহপাকের আজিব বিষয় বুঝতে পেরেছ?

বুঝার চেষ্টায় আছি।

এইসব দেখেও কেউ কিছু বুঝে না। মূর্খের মতো বলে, আল্লাহ নাই, বেহেশত-দোজখ নাই। বলে কি না বলো?

বলে।

এই ধরনের কথা বলে এমন কাউরে যদি পাও আমার কাছে নিয়া আসবা, আল্লাহপাকের কেরামতি বুঝায়ে দিব। তোমার জানামতো এমন কেউ আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন আছে। তার নাম বল্টু। তিনি বলেন, ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই।

হুজুর তৃতীয় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ঈশ্বর নাই বলে—এটা ঠিক আছে। ঈশ্বর হিন্দুদের বিষয়। তবে আত্মা নাই যে বলে—এটা ভয়ঙ্কর কথা। তাকে আমার কাছে নিয়া আসবা, আত্মা গুলায়ে তারে খাওয়ায়ে দিব। বদমাইশ!

হুজুরের কথা শেষ হওয়ার আগেই তার আরেকটা অদৃশ্য আঙুল ফুটল।

হুজুর তৃপ্তিমাখা গলায় বললেন, শুনেছ?

জি।

আগের চেয়েও শব্দে ফুটেছে, ঠিক না?

জি ঠিক।

আল্লাহপাকের কেরামত বুঝতে পারছ?

আমি পা দাবাতে দাবাতে বললাম, আল্লাহপাকের না, আপনারটা বুঝেছি। আমি যখন অদৃশ্য আঙুল টান দেই তখন আপনি নিজের হাতের আঙুল মটকান। সেই শব্দ হয়। ম্যাজিক প্রথমবার করা ঠিক আছে, দ্বিতীয়বার ঠিক না। দ্বিতীয়বারে ধরা খেতে হয়। ভবিষ্যতে আপনি পায়ের অদৃশ্য আঙুল ফোটানোর ম্যাজিক দ্বিতীয়বার দেখাবেন না।

হুজুর বিমর্ষ হয়ে গেলেন। আমি তার অদৃশ্য পা দাবাতেই থাকলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে, তবে এখন বের হওয়া যাবে না। গলিতে হাঁটুপানি। অচেনা গলির কোথায় ম্যানহোল কে জানে! হাঁটতে গেলে ম্যানহোলে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

হুজুর গলা খাঁকারি দিলেন। আমি বললাম, কিছু বলবেন?

হুজুর বললেন, তুমি পা দাবাচ্ছ আরাম পাচ্ছি। তোমার উপর সমানে দোয়া বকসে দিচ্ছি।

ভালো করেছেন।

তোমার মতো একটা চালাক চতুর ছেলে আমার দরকার। আগে একজন ছিল, নাম হেকিম। কাজে কর্মে ভালো ছিল। কেরাতের গলা চমৎকার। মাজারের নিয়মকানুন জানে। কী করলে মাজারের আয় হয়, তাও জানে। জানবে না কেন, মাজারে মাজারে খাদেমের অ্যাসিসটেন্টগিরি করাই তার কাজ। হেকিম কী করেছে শোনো, দানবাক্সের তালা ভেঙে টাকাপয়সা নিয়ে পালায়ে গেল। আমি মাফ করতে গিয়েও করি নাই। আল্লাহপাকের দরবারে নালিশ দিয়ে দিয়েছি। ইশারায় পেয়েছি, আল্লাহপাক নালিশ কবুল করেছেন। এখন যে-কোনো একদিন দেখা যাবে, হেকিম এসে আমার পা চাটছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, আপনার পা নাই, চাটবে কীভাবে?

হুজুর হতাশ গলায় বললেন, সেটাও একটা কথা। পা না চাটলেও হেকিম আবার যদি আসে, ক্ষমা চায়, ক্ষমা করে দিব। নবীজীকে একবার জিজ্ঞাস করা হলো, হুজুরে পাক! দুশমনকে কতবার ক্ষমা করব? নবীজী বললেন, প্রথম দফায় সত্তর বার। ভালো কথা, তুমি কি আমার এখানে চাকরি করবে?

বেতন কত দিবেন?

হুজুর বিরক্ত গলায় বললেন, মাজারের খাদেমের চাকরিতে বেতন জিজ্ঞাসা করা মাজারের প্রতি অসম্মান। বলো, আস্তাগফিরুল্লাহ!

আস্তাগফিরুল্লাহ!

তোমাকে মাজারের আয়ের অংশ দিব।

মাজারের কোনো আয় আছে বলে তো মনে হয় না।

হুজুর বললেন, কথা সত্য। এখন আয় নাই। দানবাক্স বলতে গেলে খালি। একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। মাজারের চন্দ্রের সাথে যোগাযোগ। চন্দ্রের কারণে জোয়ারভাটা হয়। মাজারেও জোয়ারভাটা আছে। এখন ভাটা চলতেছে।

আপনি তো দুপুরে কিছু খান নাই। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কী?

আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছি। উনি একটা ব্যবস্থা নিবেন। দেখবা সন্ধ্যার পর কোনো ভক্ত খানা নিয়া চলে আসবে। অনেকবার এ রকম হয়েছে। কথা নাই, বার্তা নাই, বিয়ে-বাড়ির খানা আসে। আকিকার খানা আসে, সুন্নতে খৎনার খানা আসে। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকো, দেখো কী হয়।

আমি সন্ধ্যা পার করলাম। মাজার ঝাঁট দিলাম। দানবাক্সের ওপর ধুলা বসেছিল, ধুলা পরিষ্কার করলাম। মাজারের ভেতর পানি জমেছিল, পানি বের করার ব্যবস্থা করলাম। হুজুর বললেন, মোমবাতি জ্বালাও। বেজোড় সংখ্যায় জ্বালতে হবে, তিন অথবা পাঁচ। আল্লাহ্ একা বলে তিনি বেজোড় পছন্দ করেন।

তাহলে একটা জ্বালাই?

জ্বালাও, একটাতেও চলবে।

রাত আটটার দিকে সন্দেহজনক চেহারার একজন মাজারে ঢুকল। মাজারের পেছনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে চলে গেল। হুজুর বললেন, দানবাক্সে কিছু দিয়েছে?

আমি বললাম, না।

হুজুর চাপা গলায় বলল, বদমাইশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত দশটা বাজল, খানা নিয়ে কাউকে আসতে দেখা গেল না। হুজুরের নির্দেশে দানবাক্স খোলা হলো। ভাঙতি পয়সা আর নোট মিলিয়ে একাত্তর টাকা পাওয়া গেল। হুজুর বললেন, দুই প্লেট ভুনা খিচুড়ি আর হাঁসের মাংস নিয়া আসো। বৃষ্টি বাদলার দিনে ভুনা খিচুড়ির উপর জিনিস নাই। রাত অধিক হয়ে গেছে, তুমি থেকে যাও। বিছানা বালিশ সবই আছে। হেকিম বিছানা-বালিশ নেয় নাই। রাত বারোটার সময় আমি জিকিরে বসব। আমার সঙ্গে জিকিরে সামিল হতে পারো। ব্যাংকের একাউন্টে সোয়াব বাড়বে। কি রাজি আছ?

জি হুজুর।

হুজুর গলা নামিয়ে বললেন, রাতে ঘুম ভাঙলে যদি দেখ অস্বাভাবিক লম্বা কিছু মানুষ নামাজে দাঁড়ায়েছে, তখন ভয় পাবা না। এরা ইনসান না, জ্বীন। মানুষের বেশ ধরে আসে, মাজারে মাজারে নামাজ পড়ে।

হুজুর খুব আরাম করে ভুনা খিচুড়ি খেলেন। খিচুড়ি খেতে খেতে বললেন, পায়ের আঙুল ফোটার বিষয়ে তুমি যা বলেছ তা ঠিক আছে। আমি কায়দা করে হাতের আঙুল ফোটাই। তবে শুরুতে পায়ের আঙুল ফুটতো। ভাত হাতে নিয়া মিথ্যা বলব না। তিন মাস ফুটেছে, তারপর বন্ধ। আমার কথা কি বিশ্বাস করলা?

জি হুজুর।

আমার সাথে থেকে যাও, আমার সেবা করো, বিনিময়ে অনেক বাতেনি জিনিস তোমাকে শিখায়ে দিব। পরী দেখেছ কখনো?

জি-না।

আমি ইচ্ছা করলে পরীর সাথে মুহাব্বতের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তবে জ্বীন পরীদের কাছ থেকে দূরে থাকা ভালো। 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসি আল খাবায়িত।'

এর অর্থ কী?

অর্থ হলো, হে আল্লাহপাক! দুষ্ট পুরুষ জ্বীন এবং দুষ্ট মহিলা জ্বীনের অনিষ্ট থেকে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরী হলো মহিলা জ্বীন।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও বাড়তে লাগল। আরামদায়ক আবহাওয়া। হুজুর একমনে জিকির করতে লাগলেন। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে জিকিরের শব্দ মিলে অদ্ভুত এক পরিবেশ তৈরি হলো।

রাত তিনটা পর্যন্ত আমি হুজুরের সঙ্গে জিকির করলাম। হুজুর বললেন, জিকির তোমার কলবের ভেতর ঢুকায়ে দিব। দিনরাত জিকির হতে থাকবে, তোমার নিজের কিছু করতে হবে না। বলো, আলহামদুলিল্লাহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ।

হুজুর বললেন, তুমি আমার সঙ্গে থেকে যাও। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা থাকো। দেখবা কী তোমারে দিব।

আমি বললাম, হুজুর অনুমতি দিলে ফ্রি-ল্যান্স কাজ করব।

সেটা আবার কী?

সময়-সুযোগমতো মাজারের কাজ করব। হুজুরের পা টিপব। পার্টটাইম চাকরি, ফুলটাইম না।

হুজুর উদাস গলায় বললেন, ঠিক আছে তোমার বিবেচনা। জোর জবরদস্তি নাই।

চেষ্টা করব রাতে এখানে থাকতে। দিনে পারব না। কাজকর্ম আছে।

কী কাজকর্ম?

আমি জবাব দিলাম না, হুজুরের মতো উদাস হয়ে গেলাম।

হুজুর বললেন, খারাপ কোনো কাইজ কাম যদি করো তাহলে কাজ শেষ হওয়ামাত্র পীর বাচ্চাবাবার সুপারিশ নিয়া আল্লাহপাকের কাছে মাফ চাবা, মাফ পায়া যাবে। দেরি করে ক্ষমা চাইলে কিন্তু হবে না। সঙ্গে সঙ্গে মাফি মাংতে হবে।

আমি বললাম, ভালো জিনিস শিখলাম হুজুর। এখন আপনার মোবাইলটা দেন, একটা টেলিফোন করব।

AMARBOI.COM

এত রাতে কারে টেলিফোন করবা? আচ্ছা থাক, আমারে বলার প্রয়োজন নাই। মানুষের সবকিছু জানতে চাওয়া ঠিক না। সবকিছু জানবেন শুধু আল্লাহপাক।

আমি ডিজি স্যারকে টেলিফোন করলাম। কয়েকবার রিং হতেই তিনি ধরলেন। আতঙ্কিত গলায় বললেন, কে?

স্যার আমি হিমু। ওই যে আপনার কাছে দুটা শব্দ নিয়ে গিয়েছিলাম— ফুতুরি ও ভুঁতুঁরি।

কী চাও?

ভুঁতুঁরি বানানটা নিয়ে সমস্যায় পড়েছি। আমার মনে হয় একটা চন্দ্রবিন্দু থাকলেই চলবে। দুটা চন্দ্রবিন্দুতে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

ডিজি স্যার লাইন কেটে দিলেন। তবে লাইন কাটার আগে চাপা গলায় বললেন, সান অব এ বিচ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সচরাচর গালাগালি করি না। আমার রুচিতে বাঁধে। আমার গালাগালি স্টুপিডে সীমাবদ্ধ। তবে কিছুক্ষণ আগে হিমু নামধারী একজনকে 'সান অব এ বিচ' বলেছি। এই বদ আমার পেছনে লেগেছে। রাত বাজে তিনটা পঁয়তাল্লিশ। এত রাতে আমার ঘুম ভাঙিয়ে 'ভুতুরি' বানান নিয়ে কথা বলে? এ চাচ্ছে কী? বুঝতেই পারছি কোনো একটা বিশেষ মতলব নিয়ে সে ঘুরছে। বাংলাদেশ ভরতি হয়ে গেছে মতলববাজে। কে কোন মতলব নিয়ে ঘুরে বোঝার উপায় নেই। সব মতলববাজের পেছনে দু-তিনটা মন্ত্রী-মিনিস্টার থাকে। এটাই সমস্যা।

আমার হটলাইনের টেলিফোন নম্বর হিমু মতলববাজটাকে কে দিল? যে দিয়েছে সেও হিমুর সঙ্গে জড়িত। আমার পেছনে একটা চক্র কাজ করছে। চক্রের প্রধানটা কে? আমার পিএস দবির কি জড়িত? কম্পাসের কাঁটা তার দিকে ঘুরে।

দবির অতি ভদ্র অতি বিনয়ী ছেলে। ভদ্রতা ও বিনয়ের ভেতর শয়তান বসে থাকে। ভদ্রতা-বিনয়-ভালোমানুষি হলো শয়তানের মুখোশ।

আমি ভোর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। ভোর হলেই দবিরকে টেলিফোন করব। অতি ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করব হিমু নামের বদটাকে সে আমার গোপন নম্বর দিয়েছে কি না। যদি দিয়ে থাকে তাহলে কেন দিল? হিমু এমন কে যে তাকে আমার গোপন নম্বর দিতে হবে!

আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, এটা পরিষ্কার। কে করছে, কেন করছে—এটাই বুঝতে পারছি না। আমার প্রধান সমস্যা, আমি কাউকে না বলতে পারি না। সরকারি ছাত্রদলের একসময়ের বড় নেতা এসে পাণ্ডুলিপি জমা দিল। পাণ্ডুলিপির নাম 'বাংলার ঐতিহ্য চেপা শুঁটকির একশত রেসিপি'। তাকে কষে চড় দেওয়া দরকার। তা না করে বললাম, একটি দেশের কালচারের অংশ রান্নাবান্না। পাণ্ডুলিপি এখনই রিভিউয়ারদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে বলে কী, রিভিউয়ার লাগবে না, মন্ত্রীর সুপারিশ আছে। মন্ত্রী মহোদয় আপনাকে টেলিফোন করবেন।

আমি বললাম, অবশ্যই, অবশ্যই। তবে আমাদেরও তো কিছু নিয়মকানুন আছে।

যেখানে তিনজন মন্ত্রীর সুপারিশ সেখানে আবার নিয়মকানুন কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আবারও বললাম, অবশ্যই, অবশ্যই।

নিন পূর্ত মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন।

আমাকে মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলতে হলো।

এখন রাত প্রায় চারটা। হিমু বদমাইশটা যদি এখন বলে, রেল মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন, আমাকে কথা বলতেই হবে। মন্ত্রী মহোদয়রা রাতে কম ঘুমান। তাঁরা অদ্ভুত অদ্ভুত সময়ে কথা বলেন। আমি ফ্রিজ থেকে বোতল বের করে একগ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেলাম। বারান্দায় বসে একটা সিগারেট শেষ করলাম। মন অস্থির হয়েছে। অস্থির অবস্থায় বিছানায় ঘুমুতে যাওয়া ঠিক না। অস্থির অবস্থায় ঘুমুতে যাওয়া মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে।

সিগারেট খাওয়ার কারণেই কি না জানি না, অস্থিরতা খানিকটা কমল। বিছানায় গিয়েছি, চোখ লেগে এসেছে। আবার টেলিফোন। বদটাই কি আবার করেছে? নম্বর সেভ করা নাই বলে বুঝতে পারছি না। টেলিফোন ধরব নাকি ধরব না? কিছুক্ষণ কথা বলে তার মতলবটা ধরা যেতে পারে।

স্যার, আমি হিমু। ভুঁতুরির হিমু।

কী ব্যাপার?

হুজুর জানতে চাচ্ছিলেন আমি এত রাতে কার সঙ্গে কথা বললাম। আপনার সঙ্গে কথা বলছি শুনে খুশি হয়েছেন।

আচ্ছা।

হুজুর বললেন, ফজর ওয়াক্ত হয়ে গেছে, নামাজটা যেন আদায় করেন। আপনি কি হুজুরের সঙ্গে কথা বলবেন?

আমি টেলিফোন বন্ধ করে বারান্দায় এসে বসলাম।

সালমা ঘুম থেকে উঠে বলল, কী ব্যাপার?

আমি বললাম, কোনো ব্যাপার না। চা করে দাও, চা খাব।

সালমা বলল, রাতে কোনো খারাপ স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছ?

আমি বললাম, না।

সালমা বলল, আমি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। খুবই খারাপ। তুমি আমাকে ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছ। ছাদ থেকে মাটিতে পড়তে পড়তে আমার ঘুম ভেঙেছে।

আমি বললাম, এটা খুবই ভালো স্বপ্ন। স্বপ্নে যা দেখা যায় তার উল্টোটা হয়। পতন দেখা মানে উত্থান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকাল সাড়ে সাতটায় আমি দবিরকে টেলিফোন করলাম। নানা কথার পরে জিজ্ঞেস করলাম সে হিমু নামের কাউকে আমার প্রাইভেট নম্বর দিয়েছে কি না।

দবির বলল, অসম্ভব। সে কি বলেছে যে আমি দিয়েছি?

আমি বললাম, না। সে সময়ে অসময়ে আমাকে টেলিফোন করে বিরক্ত করছে। কাল রাত তিনটা পঁয়তাল্লিশে একবার টেলিফোন করেছে। শেষরাতে আরেকবার করেছে।

দবির বলল, যে নম্বর থেকে টেলিফোন করেছে সেই নম্বর আমাকে দিন, আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।

এই ছেলে কি সাংবাদিক?

তা তো স্যার জানি না। আপনি বললে আমি খোঁজ নিতে পারি।

আমি ইতস্তত করে বললাম, একাডেমীতে আমার বিরুদ্ধে কি কোনো কথাবার্তা হয়?

দবির বলল, আপনার বিরুদ্ধে কি কথাবার্তা হবে? আপনি হচ্ছেন হার্ডকোর অনেস্ট।

আমি বললাম, থ্যাংক য়্যু।

দবির বলল, তবে 'বাংলার ঐতিহ্য চেপা শুঁটকির একশত রেসিপি' বইটি যে আপনি প্রেসে ছাপার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন এটা নিয়ে কথা হবে। পত্রপত্রিকায় লেখা হবে।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। দবির বলল, চেপা শুঁটকির লেখক আরও একটা পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছে, 'রবীন্দ্রনাথ এবং গ্রামবাংলার ভর্তাভাজি'। সে দুটা বইয়ের রয়েলটির টাকা অ্যাডভান্স চায়। রয়েলটির টাকা পরিশোধ করার জন্যে রেল এবং ধর্মমন্ত্রীর জোরালো সুপারিশও আছে।

আমি বললাম, ও আচ্ছা আচ্ছা। আমার বিরুদ্ধে কঠিন ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ, বাংলার ঐতিহ্য চেপা শুঁটকি—সব এক সুতায় গাঁথা মালা। 'এ মণিহার আমার নাহি সাজে।'

মন শান্ত করার জন্যে কী করতে পারি কিছুই বুঝতে পারছি না। ফজরের নামাজ পড়ে ফেলব নাকি? অনেকদিন নামাজ পড়া হয় না।

অজু করে জায়নামাজে দাঁড়িয়েছি। সালমা অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার?

ব্যাপার কিছু না। নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালমা বলল, কেন?

আমি বললাম, কেন মানে? মুসলমানের ছেলে, নামাজ পড়ব না?

কোনোদিন তো পড়তে দেখি না।

আমার সামনে থেকে যাও। ঘ্যানঘ্যান করবে না।

সালমা বলল, ঘ্যানঘ্যান কী করলাম?

আমি বললাম, ঘ্যানঘ্যান কী করছ বুঝতে পারছ না? স্টুপিড মহিলা!

আমাকে স্টুপিড বললে?

যে স্টুপিড তাকে স্টুপিড বলব না? তুমি এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও।

সালমা চলে গেল। আমার নামাজ পড়া হলো না। কারণটা অদ্ভুত। অনেক চেষ্টা করেও সূরা ফাতেহা মনে করতে পারলাম না। সব সূরা মনে পড়ছে, শুধু সূরা ফাতেহা মনে পড়ছে না। এর কোনো মানে হয়!

সকালে নাশতার টেবিলে বসে শুনলাম সালমা কিছুক্ষণ আগে সুটকেস নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে।

এটা নতুন কিছু না। এর চেয়ে অনেক তুচ্ছ কারণে সালমা বাপের বাড়ি চলে গেছে। তাকে ফিরিয়ে আনতে অনেক কলকব্জা নাড়াতে হয়েছে। একবার তার গাবদা পায়ে পর্যন্ত ধরেছি।

টেলিফোন বাজছে। মনে হচ্ছে আমার শ্বশুর সাহেব টেলিফোন করেছেন। সাধারণত সালমা তার বাড়িতে উপস্থিত হওয়ামাত্র তিনি টেলিফোন করেন। গলা কঠিন করে বলেন, বাবা, তোমার কাছ থেকে এই ব্যবহার আশা করা যায় না। তুমি ঢাকা শহরের কোনো রিকশাচালক না। তুমি বাংলা একাডেমীর ডিজি। তোমার একটা পজিশন আছে।

আমি টেলিফোন ধরে 'হ্যালো' বলতেই ওপাশ থেকে হিমু বলল, ভুঁতুঁরি বিষয়টা নিয়ে শেষ কথাটা বলব, আর বিরক্ত করব না। চন্দ্রবিন্দু ক'টা রাখবেন তা আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। যদি মনে করেন তিনটা চন্দ্রবিন্দু দেবেন, তাও দিতে পারেন। শুনতে খারাপ লাগবে না—ভুঁতুঁরিঁ...।

আমি ভাবলাম বলি, চুপ থাক শালা! নিজেকে শেষ মুহূর্তে সামলালাম, কিছুই বললাম না। আমি ঢাকা শহরের কোনো রিকশাচালক না। আমি বাংলা একাডেমীর ডিজি। আমার একটা পজিশন আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইকেল এঞ্জেলো বলেছেন, 'মেয়েদের সবচেয়ে সুন্দর দেখায় তাদের কেঁদে ফেলার আগমুহূর্তে।'

মাইকেল এঞ্জেলোর কথা সত্যি হতে পারে। মাজেদা খালার বসার ঘরের সোফায় রোগা-পাতলা এক তরুণী বসে আছে। সে হালকা সবুজ রঙের শাড়ি পরেছে। শাড়ির সবুজ রঙ ছায়া ফেলেছে মেয়েটির মুখে। সবুজ আভায় তার চেহারা খানিকটা করুণ হয়েছে। সে মাথা নিচু করে বসে আছে। তার চোখের পাতা যেভাবে কাঁপছে তাতে বোঝাই যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কাঁদবে। তাকে অপরূপ দেখাচ্ছে। মাইকেল এঞ্জেলো এই মেয়েকে দেখলে বাটালি দিয়ে পাথর কাটা শুরু করতেন। যে ভঙ্গিতে মেয়েটি বসে আছে, তিনি সেই ভঙ্গি হয়তো সামান্য পাল্টাতেন, যাতে মেয়েটির মুখ ভালোভাবে দেখা যায়। এখন মেয়েটির মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না।

আমি তার কেঁদে ফেলার দৃশ্য দেখার জন্যে অপেক্ষা করছি। সে চোখ তুলে আমাকে দেখে তার কান্না সামলে ফেলল। কিছু কিছু মেয়ে দ্রুত কান্না সামলাতে পারে। এ মনে হয় সেই দলের। আমি মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলাম। মাজেদা খালা রান্নাঘরের টুলে বসে আছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনিও কিছুক্ষণের মধ্যে কাঁদবেন। তবে তাঁকে রূপবতী দেখাচ্ছে না। বরং কদাকার লাগছে। কেঁদে ফেলার আগে সব মেয়েকে রূপবতী মনে হয়, এই তথ্য ঠিক না।

খালা, সমস্যা কী?

এই বাড়িতে সমস্যা তো একটাই—তোর খালু। অপরিচিত এক মেয়ের সামনে তোর খালু আমাকে কুত্তি ডেকেছে।

আমি বললাম, বাংলায় কুত্তি বলেছেন, নাকি ইংরেজিতে বলেছেন? বাংলায় কুত্তি ভয়ঙ্কর গালি, ইংরেজিতে 'বিচ' তেমন গালি না। বাংলা 'গু' শব্দ ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করা যায় না, কিন্তু ইংরেজিতে 'শিট' কথায় কথায় বলা যায়।

খালা মনে হয় অনেকক্ষণ কান্না ধরে রেখেছিলেন, আর পারলেন না। শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। শোবার ঘর থেকে খালু ইংরেজিতে হুঙ্কার দিলেন। কঠিন গলায় বললেন, Get lost! হুঙ্কার বাংলায় অনুবাদ করলে হয়, 'হারিয়ে যাও।' Get lost হলো গালি, আর 'হারিয়ে যাও' হলো বেদনার্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস। বাংলা ভাষায় ঝামেলা আছে। বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাজেদা খালা নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন, তোর খালুকে কি তুই বলে আসতে পারবি যে আমি তার সঙ্গে আর বাস করব না?

আমি বললাম, আমাকে কিছু বলে আসতে হবে না। তুমি কথাবার্তা যথেষ্ট উঁচু গলায় বলছ। খালু শোবার ঘর থেকে পরিষ্কার শুনতে পারছেন। আশপাশের অ্যাপার্টমেন্টের লোকজনও শুনছে।

তারপরেও তুই বলে আয়।

ঘটনার সূত্রপাত কীভাবে হলো?

তোর খালুকে জিজ্ঞেস কর কীভাবে হলো।

সোফায় বসে যে মেয়ে কাঁদার চেষ্টা করছে, সে কে?

আমার এক বান্ধবীর মেয়ে। আর্কিটেক্ট। ডিজাইনে গোল্ড মেডেল পাওয়া মেয়ে। হেজিপেজি কেউ না।

আমি বললাম, গোল্ড মেডালিস্ট কাঁদার চেষ্টা করছে কেন?

তোর খালু সুপার ট্যালেন্টেড এই মেয়েকে পেত্নী বলেছে। বলেছে পেত্নীটাকে বিদায় করো। তাকে কোনো একটা বাঁশগাছে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে বলো।

আমি বললাম, ঘটনা যথেষ্ট জটিল বলে মনে হচ্ছে। তুমি কড়া করে চা বানাও। চা খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করি, তারপর অ্যাকশান।

চা বানাচ্ছি, তুই তোর খালুকে বলে আয়, আমি তার সঙ্গে এক ছাদের নিচে বাস করব না।

আমি খালু সাহেবের শোবার ঘরের দিকে (অনিচ্ছায়) রওনা হলাম। ছুটির দিনের সকালে মাজেদা খালার বাড়িতে আসাটা বোকামি হয়েছে। খালা-খালুর সব ঝগড়া ছুটির দিনের সকালে শুরু হয়। দুপুরের দিকে শেষ হয়। দুপুরে খালু সাহেব দু'টা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমান। তবে আজ মনে হয় ঘুমাবেন না। কিংবা বাসায় ঘুমের ট্যাবলেট নেই।

খালু সাহেব ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে আছেন। তাঁর ঠোঁটে পাইপ। ছুটির দিনে তিনি পাইপ টানেন। তাঁর কোলের ওপর ওরহান পামুকের বই My name is red। খালু সাহেবের চেহারা শান্ত। ঝড়ের কোনো চিহ্নই নেই। তিনি আমাকে দেখে মিষ্টি গলায় বললেন, কেমন আছ হিমু?

আমি মোটামুটি ঘাবড়ে গেলাম। গত দশ বছরে খালু এমন গলায় 'কেমন আছ হিমু' জিজ্ঞেস করেন নি। আমি তাঁর কাছে কীটপতঙ্গের কাছাকাছি। আমার ভালো থাকা না-থাকায় তাঁর কিছু আসে যায় না।

~ www.amarboi.com ~

খালু সাহেবের মধুর ব্যবহারে হকচকিয়ে গিয়ে বিনীত গলায় বললাম, আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?

খালু সাহেব বললেন, আমি ভালো আছি। ব্রিলিয়ান্ট একটা উপন্যাস পড়ছি। ওরহান পামুকের। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরা কীসব অখাদ্য লেখে, তাদের উচিত ওরহান সাহেবের পায়ের কাছে বসে থাকা।

আমি ওই ভদ্রলোকের কিছু পড়ি নি। তারপরেও বললাম, অবশ্যই। শুধু পায়ের কাছে বসে থাকলে হবে না, মাঝে মাঝে পা চাটতেও হবে।

খালু সাহেব বললেন, বসার ঘরের সোফায় সবুজ শাড়ি পরা মেয়েটা কি এখনো আছে, না চলে গেছে?

এখনো আছে।

কাঁদছে নাকি?

না, তবে কাঁদবে কাঁদবে করছে।

খালু সাহেব বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললেন, এই একটি মেয়েকে আমি পেত্নী ডেকেছি—তার জন্যে লজ্জিত। তুমি তাকে বলে দিয়ো যে, আই অ্যাপোলোজাইজ। উপন্যাসে একটা জায়গায় পেত্নীর বর্ণনা পড়ছিলাম, সেই থেকে পেত্নী মাথায় ঘুরছিল। উত্তেজনার মুহূর্তে মুখ থেকে পেত্নী বের হয়েছে। আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম।

আমি বললাম, খুবই স্বাভাবিক। মহান লেখা মানুষকে আচ্ছন্ন করবেই। খালাকেও নিশ্চয়ই এই কারণে বিচ ডেকেছেন। পামুক সাহেবের বইয়ে মহিলা কুকুরের বর্ণনা পড়েছেন। সব দোষ ওরহান পামুক সাহেবের।

খালু সাহেব শান্ত গলায় বললেন, তোমার খালাকে আমি মন থেকেই বিচ বলেছি। বাইরের প্রভাবমুক্ত উচ্চারণ।

ও আচ্ছা।

তুমি তোমার খালাকে গিয়ে বলো, সে যেন চলে যায়। আমি এই বিচের মুখ দেখতে চাই না।

আপনাদের দু'জনের মধ্যে তাহলে তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েই গেল। খালা বলেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে এক ছাদের নিচে বাস করবেন না।

সে মুখে বলছে, আসলে যাবে না। নানান যন্ত্রণা করে আমাকে পাগল বানিয়ে পাবনার পাগলাগারদে পাঠাবে।

আমি বললাম, ঘটনার সূত্রপাত কীভাবে হয়েছে, একটু কি বলবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালু সাহেব বললেন, আমি একটা বই পড়ছি, যথেষ্ট আনন্দ নিয়ে পড়ছি, এখন ঘটনার সূত্রপাত কিংবা মূত্রপাত কিছুই বলব না। তুমি তোমার খালাকে এবং পেত্নীটাকে নিয়ে আধাঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়বে। যদি সম্ভব হয় আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে দাও। তুমি নিজে বানাবে, বিচটাকে বলবে না।

সব বড় ম্যাজিকের কৌশল যেমন সহজ হয়, সব বড় ঝগড়ার কারণও হয় তুচ্ছ। শেষ পর্যন্ত খালু সাহেবের মুখ থেকেই কারণ জানা গেল। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, চা তুমি বানিয়েছ?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। খালু সাহেব বললেন, চুমুক দিয়েই বুঝেছি ওই গুড ফর নাথিং মহিলা চা-ও বানাতে পারে না। সে শুধু পারে ঝামেলা বাড়াতে। আমার বন্ধুর ছেলে এসেছে, হার্ভার্ড Ph.D., তোমার খালা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তাকে বিয়ে দিবে। মেয়ে একটা জোগাড় করেছে, তুতুরি ফুতুরি কী যেন নাম।

সোফায় যে মেয়ে বসে আছে সে নাকি?

হ্যাঁ সে। আজ সকালে কী হয়েছে শোনো—আরাম করে বই পড়তে বসেছি, ওই মেয়ে গজ ফিতা নিয়ে দেয়াল মাপামাপি শুরু করেছে। আমি শান্ত গলায় বললাম, কী করছ? সে বলল, দেয়াল মাপছি।

আমি বললাম, দেয়াল মাপছ তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কেন? হঠাৎ দেয়াল মাপার প্রয়োজন পড়ল কেন?

সব দেয়াল ভেঙে নতুন ইন্টেরিয়র হবে। ঘরে আলো-হাওয়া খেলবে।

আমি বললাম, আমার আলো-হাওয়ার দরকার নেই। তোমার যদি দরকার হয় তুমি বাঁশগাছে চড়ে বসে থাকো। পেত্নী কোথাকার!

খালু সাহেব বইয়ে মন দিলেন। বইয়ে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু নিশ্চয়ই পেয়েছেন। নিজের মনেই বললেন, Oh God!

খালা একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করলেন। আমরা তিনজন রাস্তায় নেমে এলাম। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে খালা শোবার ঘরে ঢুকলেন। খালু সাহেবকে বললেন, এই যে যাচ্ছি, আর কিন্তু এ বাড়িতে ঢুকব না। আমার বাবা'র কসম, আমার মা'র কসম।

খালু সাহেব বই থেকে চোখ না তুলেই বললেন, শুনে আনন্দ পেলাম, Go to hell.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ির গেট থেকে বের হয়ে আমরা এখন ফুটপাতে। প্রবল উত্তেজনার কারণে খালা স্যান্ডেল না পরে খালি পায়ে বের হয়ে এসেছেন। এবং এই মুহূর্তে তিনি ভয়ঙ্কর কোনো নোংরা জিনিসে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। খালা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, ও হিমু, কিসে পাড়া দিলাম!

আমি বললাম, মনুষ্যবর্জ্যে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ।

মনুষ্যবর্জ্য আবার কী?

সহজ বাংলায় 'গু'।

খালা কুঁ কুঁ জাতীয় শব্দ করলেন। তুতুরি খিলখিল করে হেসে ফেলল। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, এই মেয়ের হাসির শব্দে মধুর বিষাদ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'কাহারও হাসি ছুরির মতো কাটে। কাহারও হাসি অশ্রুজলের মতো।' হিমু না হয়ে অন্য যে-কেউ হলে আমি এই মেয়ের প্রেমে পড়ে যেতাম। হিমু হয়ে পড়েছি বিপদে। প্রেমে পড়া যাচ্ছে না।

খালা বললেন, দাঁড়িয়ে মজা দেখছিস নাকি? পা ধোয়ার ব্যবস্থা কর। সাবান আন, পানি আন। সাধারণ সাবানে হবে না, কার্বলিক সাবান আন। সারা শরীর ঘিনঘিন করছে। গোসল করব।

ফুটপাতে তোমাকে গোসল করাব কীভাবে?

গাধা কথা বলিস না, ব্যবস্থা কর।

খালা আবার আর্তচিৎকার করলেন। তিনি একটু পিছনে ঘুরতে চেয়েছিলেন, নিষিদ্ধ বস্তু তাঁর অন্য পায়েও লেগে গেছে। তিনি চোখ-মুখ কুঁচকে বললেন, কোন হারামজাদা ফুটপাতে হাগে?

মানবপ্রকৃতির সাধারণ নিয়ম হলো, অন্যের দুর্দশা দেখে আনন্দ পাওয়া। খালাকে ঘিরে ছোটখাটো ভিড় তৈরি হয়েছে। নানান মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। একজন হাসিমুখে বলল, সিস্টার, গুয়ে পাড়া দিয়ে খাড়ায়ে আছেন কেন? সরে দাঁড়ান।

খালা প্রশ্নকর্তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি ফেলে আমাকে বললেন, দাঁড়ায়ে মজা দেখছিস কেন? সাবান-পানি নিয়ে আসতে বললাম না!

আমি বললাম, পকেটে একটা ছেঁড়া দু'টাকার নোটও নেই। তুতুরি বলল, আমার কাছে টাকা আছে। চলুন যাই।

আমরা রাস্তা পার হলাম। আশপাশে কোনো দোকান দেখতে পাচ্ছি না। একজন চাওয়ালাকে দেখা গেল চা বিক্রি করছে। গরম চা দিয়ে পা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধোয়া ঠিক হবে কি না তাও বুঝতে পারছি না। আমি তুতুরিকে বললাম, সবচেয়ে ভালো হয় খালাকে ফেলে আমাদের দু'জনের দু'দিকে চলে যাওয়া।

তুতুরি বিস্মিত গলায় বলল, কেন?

আমি বললাম, খালা পনের-বিশ মিনিট আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। আমাদের ফিরতে না দেখে বাধ্য হয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফেরত যাবেন। খালা-খালুর মিলন হবে। এই মিলনের নাম মধুর মিলন না, গু মিলন।

আপনি তো অদ্ভুত মানুষ, তবে আপনার কথা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চলুন দু'জন দু'দিকে চলে যাই।

যাওয়ার আগে তোমার পক্ষে কি সম্ভব আমাকে এক কাপ গরম চা খাওয়ানো? চাওয়ালাকে দেখে চা খেতে ইচ্ছে করছে।

তুতুরি ভুরু কুঁচকে বলল, আমাকে হঠাৎ তুমি তুমি করে বলছেন কেন?

আমি বললাম, সাত কদম পাশাপাশি হাঁটলেই বন্ধুত্ব হয়। আমরা এক শ' কদম হেঁটে ফেলেছি।

আমাকে দয়া করে আপনি করে বলবেন। চা খেতে আপনার কত লাগবে?

পাঁচ টাকা লাগবে। চায়ের সঙ্গে একটা টোস্ট বিস্কুট খাব। একটা কলা খাব। টোস্ট বিস্কুটের দাম দু'টাকা। কলা দু'টাকা। সব মিলিয়ে ন'টাকা। সকালে নাস্তা না খেয়ে বের হয়েছি।

তুতুরি বলল, আমার কাছে ভাংতি ন'টাকা নেই। একটা এক হাজার টাকার নোট আছে।

আমি বললাম, ন'টাকার জন্য কেউ এক হাজার টাকার নোট ভাঙাবে সে রকম মনে হয় না। তারপরেও চেষ্টা করা যেতে পারে।

আপনার কি চা খেতেই হবে?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। তুতুরি অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। আমি বললাম, এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিলে এক হাজার টাকার ভাংতি পাওয়া যাবে।

তুতুরি বিস্মিত গলায় বলল, আমি আপনাকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিব?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে না, আমার বসকে। আমার বস হলেন পীর বাচ্চাবাবা মাজারের খাদেম।

আপনি মাজারে কাজ করেন?

জি। হুজুরের পা দাবাই। মাজার ঝাড়পোছ দিয়ে পরিষ্কার করি। সন্ধ্যাবেলা মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালাই। ভালো কথা, আপনি কি আমাদের মাজারের জন্য সুন্দর একটা ডিজাইন করে দিতে পারেন? এমন একটা ডিজাইন হবে যেন মাজারে ঢোকামাত্রই আধ্যাত্মিক ভাব হবে। মন উদাস হবে। সৃষ্টির অসীম রহস্যের অনুভবে মন বিষণ্ন হবে।

তুতুরি অবাক হয়ে বলল, আমি পীর বাচ্চাবাবা মাজারের ডিজাইন করব?

আমি বললাম, আপনারা আর্কিটেক্টরা যদি পেট্রলপাম্পের ডিজাইন করতে পারেন, মাজারের ডিজাইন করতে অসুবিধা কী? পৃথিবী বিখ্যাত আর্কিটেক্টরা মাজার ডিজাইন করেছেন।

তুতুরি চোখ সরু করে বলল, কয়েকজনের নাম বলুন।

আমি বললাম, ইশা আফেন্দি।

তুতুরি বলল, আমি আর্কিটেকচারের ছাত্রী। ইশা আফেন্দির নাম প্রথম শুনলাম।

আমি বললাম, তাজমহল সম্রাট শাজাহানের স্ত্রীর মাজার ছাড়া কিছু না। তাজমহলের ডিজাইন করেন ইশা আফেন্দি। তিনি সম্রাটের চোখ এড়িয়ে গম্বুজে তাঁর নাম লিখে গেছেন।

তুতুরি বলল, এই তথ্য জানতাম না।

আমি বললাম, অটোমান সাম্রাজ্যে একজন আর্কিটেক্ট ছিলেন, তাঁর নাম সিনান। এই নাম তো আপনার জানার কথা।

হ্যাঁ জানি। উনার ডিজাইন আমাদের পাঠ্য।

সিনান অনেক মাজারের ডিজাইন করেছেন। এখন বলুন, আপনি কি আমাদের মাজারের ডিজাইন করে দেবেন?

তুতুরি বলল, আসুন আপনাকে চা খাওয়াচ্ছি, সিগারেটও কিনে দিচ্ছি। সত্যি কি আপনি মাজারে কাজ করেন? আমি কি আপনার মোবাইল নম্বর পেতে পারি?

আমার কোনো মোবাইল ফোন নেই। আমার হুজুরের নম্বরটা রেখে দিন। হুজুরের নম্বরে টেলিফোন করলেই আমাকে পাবেন, নম্বর দিব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুতুরি শান্ত গলায় বলল, দিন।

আমি চা খাচ্ছি, তুতুরি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে বিস্ময় এবং বিরক্তি। বিরক্তির কারণ বুঝতে পারছি, বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, চলুন আপনাকে পীর বাচ্চাবাবার মাজার শরিফ দেখিয়ে নিয়ে আসি। বিশেষ কোনো ডিজাইনের আগে আশপাশের স্থাপত্য দেখতে হয়।

তুতুরি বলল, দয়া করে আমাকে উপদেশ দেবেন না।

আমি বললাম, যারা উপদেশ নিতে পছন্দ করে না তারা উপদেশ দিতে পছন্দ করে। আপনি বরং আমাকে একটা উপদেশ দিন।

তুতুরি কঠিন মুখ করে বলল, উপদেশ চাচ্ছেন উপদেশ দিচ্ছি। কোনো মেয়ে আপনাকে চা খাওয়াচ্ছে, তা থেকে ভেবে বসবেন না সে আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। মেয়েরা এত সহজে প্রেমে পড়ে না।

আমি বললাম, আমি এ রকম ভাবছি না। তা ছাড়া খালিপায়ে যে সব ছেলে হাঁটে কোনো মেয়ে তাদের প্রেমে পড়ে না।

তুতুরি অবাক হয়ে বলল, আপনি খালিপায়ে হাঁটেন নাকি? আশ্চর্য তো! আসলেই তো তা-ই। আমি আগে কেন লক্ষ করলাম না? খালিপায়ে হাঁটেন কেন?

জুতা নেই, এই কারণে খালি পা।

তুতুরি চোখ পিটপিট করছে। দ্রুত কিছু ভাবছে। কী ভাবছে অনুমান করতে পারছি। সে আমাকে একজোড়া জুতা কিনে দিতে চাচ্ছে।

আমি চায়ের কাপ নিয়েই দ্রুত স্থান ত্যাগ করলাম। তুতুরির কাছ থেকেও বিদায় নিলাম না। আমার ধারণা, তুতুরি এখন রাগে কিড়মিড় করছে।

আমি তুতুরি

আমি এই মুহূর্তে একটা সাড়ে বত্রিশভাজা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দোকানে সবই পাওয়া যায়। চা বিক্রি হচ্ছে, বিস্কুট-কলা বিক্রি হচ্ছে, পান-সিগারেট বিক্রি হচ্ছে, বাচ্চাদের খেলনা বিক্রি হচ্ছে, এক কোনায় প্যানথারের ছবি আঁকা কনডম সাজানো আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সামনে হিমু নামের একজন চায়ে টোস্ট বিস্কুট ডুবিয়ে খাচ্ছে। চায়ে চুমুক দেওয়ার আগে সে কপ কপ করে বড় একটা সাগরকলা নিমিষে খেয়ে ফেলেছে। চা, টোস্ট বিস্কুট, কলা আমি তাকে কিনে দিয়েছি। এক প্যাকেট বেনসন এন্ড হেজেস সিগারেট তার জন্যে কিনেছি। এই সিগারেট সে নিয়েছে তার বসের জন্যে। এই বস নাকি পীর বাচ্চাবাবা নামের এক মাজারের খাদেম। হিমু সেই খাদেমের খিদমতগার, সহজ বাংলায় চাকর। বিষয়টা আমার কাছে যথেষ্ট খটমটে মনে হচ্ছে। আমি প্রায় নিশ্চিত হিমু আমার সঙ্গে চালবাজি করছে।

পুরুষদের জিনে নিশ্চয়ই চালবাজির বিষয়টা প্রকৃতি ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রাণীজগতে নারী প্রাণীদের ভোলানোর জন্যে পুরুষ প্রাণীরা নানান কৌশল করে। নাচানাচি করে, ফেরোমেন নামের সুঘ্রাণ বের করে, নানান বর্ণে শরীর পাল্টায়। মানুষের প্রকৃতিদত্ত এই সুবিধাগুলো নেই বলে সে চালবাজি করে মেয়েদের ভোলাতে চায়। তাদের প্রধান চেষ্টা থাকে আশপাশের তরুণীদের ভুলিয়ে এবং চমকে দিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। হিমু তা-ই করছে। প্রথম সুযোগেই সে আমাকে 'তুমি' ডাকা শুরু করেছিল, আমি তাকে 'আপনি'তে ফিরিয়ে দিয়েছি।

স্থাপত্যবিদ্যার কিছু জ্ঞান দিয়ে শুরুতে সে আমাকে খানিকটা চমকে দিয়েছিল। সেই চমক এখন আর আমার মধ্যে নেই। এখন আমি নিশ্চিত স্থাপত্যবিদ্যার বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই। সে নিশ্চয়ই তার মাজেদা খালার কাছ থেকে আমার কথা শুনেছে। শোনার কথা। কারণ, এই বুদ্ধিহীনা রমণীর স্বভাব হচ্ছে বকরবকর করা। মহিলা আগ বাড়িয়ে অবশ্যই হিমুকে নানান গল্প করেছেন। হিমু ইন্টারনেট ঘেঁটে কিছু তথ্য জেনে এসেছে আমাকে চমকে দেওয়ার জন্যে। ইন্টারনেটের কল্যাণে মূর্খরাও এখন সবজান্তার মতো কথা বলে। স্থপতি সিনানের কথা গাধা হিমুর জানার কথা না।

সে মাজারের খাদেমের সেবায়েত—এই তথ্যও আমাকে দিয়েছে চমকানোর জন্যে। সে আমাকে মাজারের একটা ডিজাইন করতে বলবে—এটা আগেই ঠিক করে রেখেছে। আমি কিছুটা হলেও তার ফাঁদে পড়েছি। কারণ, সে মাজারে চাকরি করে এটা বিশ্বাস করেছি। বোকা মেয়েরা এইভাবে ফাঁদে পড়ে এবং একসময় ফাঁদ থেকে বের হতে পারে না।

আমার কলেজ জীবনের এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী শর্মিলা এমন একজনের ফাঁদে পড়েছিল। যিনি ফাঁদ পেতেছিলেন, তিনি আমাদের অংক স্যার জহির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খন্দকার। জহির খন্দকার সুপুরুষ ছিলেন না, কিন্তু সুকথক ছিলেন। অংক ভালো শেখাতেন। অংকের সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভূত অদ্ভূত গল্প করতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ির পুকুরে নাকি একটা মাছ আছে, সেই মাছের মুখ দেখতে অবিকল মানুষের মতো। স্যার বললেন, তোমরা কেউ দেখতে আগ্রহী হলে আমার সঙ্গে যেতে পারো। আমরা সবাই বললাম, স্যার দেখতে চাই দেখতে চাই। মুখে বলা পর্যন্তই, স্যারের বাড়ি বরিশালের এক গ্রামে। সেখানে গিয়ে মানুষের মতো মাছ দেখার প্রশ্ন ওঠে না।

শর্মিলা আলাদাভাবে স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করল এবং কাউকে কিছু না জানিয়ে মানুষের মতো মাছ দেখতে গেল। সে সাত-আট দিন স্যারের সঙ্গে থেকে ফিরে এল, তার পরপরই ইন্টারনেটে তার যৌনকর্মের ভিডিও চলে এল। ভিডিওতে তার পুরুষসঙ্গী যে জহির স্যার তা বোঝা যায় না। কারণ পুরুষসঙ্গী সচেতনভাবেই অন্ধকারে নিজের চেহারা আড়াল করেছিল।

শর্মিলা দুই ফাইল ডরমিকাম খেয়ে আত্মহত্যা করে। দুই ফাইলের কথা আমি জানি, কারণ ডরমিকাম কেনার সময় আমি তার সঙ্গে ছিলাম। রাতে ঘুম হয় না বলে এতগুলো ডরমিকাম সে কিনেছিল। স্যারের সঙ্গে তার কী কী হয়েছিল শর্মিলা সবই আমাকে জানিয়েছিল। স্যারের এক বন্ধুও যুক্ত ছিল। সেই বন্ধুর চোখ কটা এবং থুতনিতে একটা দাগ। বন্ধুর নাম পরিমল এবং তার বন্ধু পরিমল নিশ্চয়ই আরও অনেক বেকুব মেয়েকে মানুষের মতো দেখতে সেই অদ্ভূত মাছ দেখিয়েছেন। তিনি একটা কোচিং সেন্টারও শুরু করেছেন। কোচিং সেন্টারের নাম 'ম্যাথ হাউজ'। ম্যাথ হাউজে মেয়ের সংখ্যাই বেশি। স্যারের জন্যে সুবিধাই হয়েছে।

কোচিং সেন্টারে আমি একদিন জহির স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করলেন। শর্মিলার মৃত্যুসংবাদ শুনে ব্যথিত গলায় বললেন, আহারে, কীভাবে মারা গেল! ঘুমের ওষুধ খেয়ে মারা গেছে শুনে তিনি হতাশ গলায় বললেন, মেয়েগুলো এত বোকা কেন? মৃত্যু কোনো সলিউশন হলো! লাইফকে ফেস করতে হয়।

আমি বললাম, স্যার, শর্মিলার খুব ইচ্ছা ছিল আপনার গ্রামের বাড়ির পুকুরের মাছটা দেখতে, যেটার মুখ দেখতে মানুষের মতো।

স্যার বললেন, এই শখ ছিল জানতাম না তো! জানলে নিয়ে যেতাম।

আমি বললাম, আমাকে কি নিয়ে যাবেন স্যার? আমারও খুব শখ। আমি বন্ধুর হয়ে তার শখ মিটাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যার বললেন, সত্যি যেতে চাও?

আমি বললাম, অবশ্যই। তবে গোপনে যাব স্যার। জানাজানি যেন না হয়। আমাদের দেশের মানুষ তো খারাপ, আপনার সঙ্গে যাচ্ছি, শিক্ষক পিতৃতুল্য, তারপরেও নানান কথা উঠবে।

স্যার বললেন, তোমার টেলিফোন নম্বর রেখে যাও, ব্যবস্থা করতে পারলে খবর দিব। কোচিং সেন্টার নিয়ে এমন ঝামেলায় আছি, সময় বের করাই সমস্যা।

কষ্ট করে একটু সময় বের করবেন স্যার প্লিজ।

স্যার বললেন, একটা কাজ করা যায়, বাই রোডে বরিশাল যাওয়া যায়। একটা রিকন্ডিশন্ড গাড়ি কিনেছি, সকাল সকাল রওনা দিলে রাত আটটা সাড়ে আটটার দিকে পৌঁছে যাব। এক রাত থেকে পরদিন চলে এলাম, ঠিক আছে? ওই বাড়িতে আমার মা থাকেন। তুমি রাতে মা'র সঙ্গে ঘুমালে।

আমি বললাম, এক রাত কেন! আমি কয়েক রাত থাকব। কত দিন গ্রামে যাই না। বরিশাল হচ্ছে জীবনানন্দ দাশের প্রিয় ভূমি, ভাবতেই কেমন লাগছে!

স্যার বললেন, তোমরা শহরের মেয়েরা গ্রাম থেকে দূরে সরে গেছ, এটা একটা আফসোস। গ্রামে যেতে হয়। ফার ফ্রম দ্যা মেডিং ক্রাউড। আমার এক বন্ধু আছে, নাম পরিমল। একটা কোচিং সেন্টারে অংক পড়ায়। পনের দিনে একবার সে গ্রামে যাবেই।

আমি বললাম, হাউ সুইট!

স্যার বললেন, পরিমল ট্যালেন্টেড ছেলে। বাংলা একাডেমী থেকে তার বই বের হচ্ছে—বাংলার ঐতিহ্য সিরিজের বই। একটার কম্পোজ চলছে, সে প্রুফ দেখছে। আরেকটার পাণ্ডুলিপি জমা পড়েছে।

বলেন কী স্যার!

তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। কথা বললে তোমার ভালো লাগবে। তার মাথায় নতুন আইডিয়া এসেছে—ঢাকার মাজার। এই নিয়ে বই লিখছে। তার ইচ্ছা মুনতাসির মামুন সাহেবের সঙ্গে কলাবরশনে বইটা করা। মামুন সাহেব রাজি হচ্ছেন না।

রাজি হচ্ছেন না কেন?

নিজেকে বিরাট ইন্টেলেকচুয়াল ভাবেন তো, এইজন্যে রাজি হচ্ছেন না। খ্যাতি শেয়ার করতে চান না। যাই হোক, ঢাকার মাজার সম্পর্কে তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি কিছু জানো তাহলে পরিমলকে জানিয়ো, সে খুশি হবে। তোমার নামও বইয়ে চলে আসতে পারে।

আমি বললাম, তাহলে তো স্যার খুবই ভালো হয়। আপনার সঙ্গে কথা বলে এত ভালো লাগছে। এখন যাই।

যাও। খুব ভালো লাগল তোমার সঙ্গে কথা বলে। খুব শিগগিরই একটা তারিখ করব। আমি, তুমি আর পরিমল।

স্যার কয়েকবার তারিখ ফেলেছেন, আমি নানা অজুহাত দেখিয়ে পাশ কাটিয়েছি। তবে আমি যাব—শয়তানটাকে শিক্ষা দিব। আমার বিশেষ পরিকল্পনা আছে। আচ্ছা হিমুটাকে কি সঙ্গী করা যায়? পরিকল্পনা আমার, বাস্তবায়ন করবে হিমু।

শুধু শয়তানটাকে না, আমার সব পুরুষ মানুষকেই শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করে। কারণ সব পুরুষের ভেতরই শয়তান থাকে। ছোট শয়তান, মাঝারি শয়তান, বড় শয়তান। চেহারা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। যে যত বড় শয়তান, তার চেহারা ততটাই 'ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারি না'-টাইপ। মেয়েদের প্রতি মনোভাব একজন রিকশাওয়ালার যা, জহির খন্দকারেরও তা, হার্ভার্ডের ফিজিক্সের Ph.D.-রও তা। পদার্থবিদ্যার মাথা স্বয়ং আইনস্টাইনের একটি জারজ মেয়ে ছিল। মেয়ের নাম লিসারেল, তার মা'র নাম ম্যারিক। যেখানে স্বয়ং আইনস্টাইনের এই অবস্থা, সেখানে হার্ভার্ডের Ph.D. কী হবে বোঝাই যায়।

এই Ph.D.-ওয়ালার সঙ্গে আমার দেখা হয় আমার মায়ের স্কুল জীবনের বন্ধু মাজেদা খালার বাসায়। Ph.D.-ওয়ালার চেহারা 'ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারি না' টাইপ। তিনি আমাকে বললেন, খুকি, তোমার নাম কী?

তরুণী মেয়েকে বয়স্করা ইচ্ছা করে খুকি ডাকে। খুশি করার চেষ্টা। আমি বললাম, তুতুরি।

তিনি চোখ বড় বড় করে কয়েকবার বললেন, তুতুরি! তুতুরি! নাম নিয়ে বাজনা বাজালেন। তারপর বললেন, নামের অর্থ কী?

আমি বললাম, অর্থ জানি না।

আমি তাকে মিথ্যা কথা বললাম। নামের অর্থ কেন জানব না! অর্থ অবশ্যই জানি। তুতুরি আমার নিজের দেওয়া নাম। ডিকশনারি দেখে বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছি। এর অর্থ সাপুড়ের বাঁশি। বাঁশি বাজলেই সাপ ফণা তুলে নাচবে। পুরুষ নামধারী সাপ নাচাতে আমার ইচ্ছে করে।

Ph.D.-ওয়ালা আমি নামের অর্থ জানি না শুনে বিচলিত হয়ে গেলেন বলে মনে হলো। তিনি বললেন, যিনি নাম রেখেছেন তিনি নিশ্চয়ই জানেন। তোমার বাবা কিংবা মা।

আমি বললাম, তারা দু'জনই মারা গেছেন, আমার বয়স যখন সাত তখন। তাদের নামের অর্থ জিজ্ঞেস করা হয় নি।

উনি আরও বিচলিত হলেন এবং বললেন, আমি নামের অর্থ বের করার চেষ্টা করব। তুমি আমার হোটেলের নম্বরে টেলিফোন করে জেনে নিয়ো।

এইবার থলের বিড়াল বের হতে শুরু করেছে। 'হোটেলে টেলিফোন করে জেনে নিয়ো' দিয়ে থলের মুখ খোলা হলো। এরপর বলবে, হোটেলে চলে এসো, গল্প করব। তারপর একদিন বলবে, জানো আজ আমার জন্মদিন। তুমি আজ রাত থেকে যাও, সারা রাত গল্প করব।

আমি একদিন পরই হোটেলে টেলিফোন করে বললাম, আমি তুতুরি। তিনি বললেন, তুতুরি কে?

এটা এক ধরনের খেলা। ভাবটা এরকম যেন নামও ভুলে গেছি।

আমি বললাম, আপনার সঙ্গে মিসেস মাজেদার বাসায় দেখা হয়েছিল। আপনি আমার নামের অর্থ জানতে চাইলেন, অর্থ বলতে পারলাম না।

ও আচ্ছা আচ্ছা। তুমি হলে ডিজাইনে গোল্ড মেডেল পাওয়া আর্কিটেক্ট। আমি তোমার নামের অর্থ বের করেছি। অর্থ হলো সাপুড়ের বাঁশি।

আমি বললাম, কী ভয়ঙ্কর!

উনি বললেন, ভয়ঙ্কর কিছু না। সুন্দর নাম। তোমার নাম থেকে আমি একটা আইডিয়া পেয়েছি, এটা শুনলে তোমার ভালো লাগবে। শুনতে চাও?

আমি উৎসাহে চিড়বিড় করছি এমন ভঙ্গিতে বললাম, অবশ্যই শুনতে চাই স্যার। (আমার নাম থেকে আইডিয়া পেয়েছে। বিরাট আইডিয়াবাজ চলে এসেছেন। আইডিয়া তো একটাই—মেয়ে পটানো আইডিয়া।)

উনি বললেন, তুতুরির সঙ্গে মিল রেখে নতুন একটা শব্দ মাথায় এল। ফুতুরি। আমি ভাবলাম শব্দটা বাংলা ভাষায় ঢুকিয়ে দিলে কেমন হয়। ফুতুরি হবে ফুঁ দিয়ে বাজানো হয় এমন সব বাদ্যযন্ত্রের 'কমন নেম'। আমি বাংলা একাডেমীর ডিজিকে এই বিষয়ে একটি চিঠি লিখলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি অবাক হওয়ার মতো করে বললাম, ডিজি সাহেব কি চিঠির জবাব দিয়েছেন?

না। তবে উনি টেলিফোন করেছিলেন। উনি বলেছেন, নতুন এই শব্দটা কাউন্সিল মিটিংয়ে তোলা হবে। কাউন্সিল পাস করলে বাংলা ভাষায় একটা নতুন শব্দ যুক্ত হবে।

আমি আনন্দে লাফাচ্ছি এমন ভঙ্গি করে বললাম, স্যার বলেন কী, বাংলা ভাষায় আপনার একটা শব্দ চলে আসছে! মনে মনে বললাম, আষাঢ়ে গল্প বলার জায়গা পাও নি? বাংলা একাডেমীর ডিজি শিশি খান? তুমি নতুন শব্দ দেবে আর বাংলা একাডেমীর ডিজি তা নিয়ে নিবেন! তাহলে আমি বাদ যাব কেন? আমি একটা শব্দ দেই 'বুতুরি'। বুতুরি হলো বদপুরুষ।

বাসায় ফেরার পথে ভাবলাম মাজেদা নামের বোকা মহিলার অবস্থাটা দেখে যাই, সে কি এখনো হাগুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে? থাকলেই ভালো হয়, উচিত শিক্ষা। এই মহিলার কারণে তার স্বামী আমাকে পেত্নী বলার স্পর্ধা দেখিয়েছে, বাঁশগাছে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে বলেছে। মাজেদা নামের এই মহিলার উচিত সারা জীবন হাগুর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা।

AMARBOI.COM

মাজেদা বেগম

আমি অনেক বদ ছেলে দেখেছি, হিমুর মতো বদ এখনো দেখি নাই। ভবিষ্যতে কোনোদিন দেখব তাও মনে হয় না। আরে তুই দেখেছিস আমি হাগুর উপর দাঁড়িয়ে আছি। সাবান-পানি আনতে গিয়ে উধাও হয়ে গেলি? মেয়েটা তার সঙ্গে গেছে, আমি নিশ্চিত এখন হিমুর পিছনে পিছনে মেয়ে ঘুরছে। হিমু তাকে জাদু করে ফেলেছে।

হিমুর কাজই হলো জাদু করা। আমাকেও জাদু করেছে। জাদু না করলে তাকে আমি প্রশ্রয় দেই? রাজ্যের ধুলাবালি মেখে পথে পথে হাঁটে। এই নোংরা পা নিয়ে আমার ঘরে ঢোকে। আমি তো কখনো বলি না, যা বাথরুম থেকে পা ধুয়ে আয়। বরং বলি, নাশতা খেয়ে এসেছিস? যা খাবার টেবিলে বোস। কী খাবি বল। দুধ-কলা দিয়ে পুষলেও কালসাপ কালসাপই থাকে।

আচ্ছা, বাংলাদেশের মানুষদের কি কাজকর্ম নাই? তোরা আমার চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? একজন নোংরার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে—এটা দেখার কিছু আছে? তোরা কি জীবনে হাগু দেখস নাই? প্রতিদিনই তো বাথরুমে যাস। নিজের হাগু দেখস না? ঠিক আছে দাঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছিস দাঁড়িয়ে থাক। চুপচাপ থাক। নানান রঙের কথা বলার দরকার কী? একজন চোখ-মুখ শুকনা করে পাশের জনকে বলল, 'খালাম্মা! কাঁচাগু'র উপরে খাড়ায়া আছেন।' আরে বদের বাচ্চা, কাঁচা গু পাকা গু আবার কী? থাপড়ানো দরকার।

আমি দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। হিমুর দেখা নাই, তুতুরিরও দেখা নাই। আমি এখন কী করব? শরীর উল্টিয়ে বমি আসছে। বমি করলে আমার চারপাশের পাবলিকের সুবিধা হয়। তারা মজা পায়। বাংলাদেশের মানুষদের মজার খুব অভাব।

যখন বুঝলাম বদ হিমু ফিরবে না, তখন লজ্জা-অপমান ভুলে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। গোপনে বাথরুমে ঢুকব। গোপনে বের হয়ে আসব। মনে মনে বলছি, হে আল্লাহপাক, মানুষটার সঙ্গে যেন দেখা না হয়। দরজা যেন খোলা পাই। যদি দেখি দরজা খোলা, যদি মানুষটার সঙ্গে দেখা না করে বের হয়ে আসতে পারি তাহলে একটা মুরগি ছদকা দিব। তিনজন ফকির খাওয়াব।

দরজা খোলা ছিল, ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে দেখি, মানুষটা ইজিচেয়ারে কাত হয়ে আছে। গড়গড় শব্দ হচ্ছে। হার্ট অ্যাটাক নাকি? আমি বললাম, তোমার কী হয়েছে? সে জবাব দিতে পারল না, গোঙানির মতো শব্দ করল। তার সারা শরীর ঘামে ভেজা। মাথায় হাত দিয়ে দেখি মাথা বরফের মতো ঠাণ্ডা।

আমি তাকে কীভাবে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম তা বলতে পারব না। মহাবিপদের সময় সব এলোমেলো হয়ে যায়। মোবাইল ফোন খুঁজে পাওয়া যায় না, হাসপাতালের টেলিফোন নম্বর যে খাতায় লেখা সেই খাতা খুঁজে পাওয়া যায় না, ঘরে তখনই শুধু ক্যাশ টাকা থাকে না, ড্রাইভার বাসায় থাকে না, আর থাকলেও গাড়ি স্টার্ট নেয় না। গাড়ির চাবি লক হয়ে যায়।

হাসপাতালে ডাক্তাররা যমে-মানুষে টানাটানির মতোই করল। নতুন নতুন ওষুধপত্র বের হওয়ায় যমের শক্তি কমে গেছে। একসময় ডাক্তার বলল, মনে হয় বিপদ কেটে গেছে। ম্যাসিভ হার্টঅ্যাটাক হয়ে গেছে। আর দশ মিনিট দেরি হলে রোগী বাঁচানো দুঃসাধ্য ছিল। আপনার হাজব্যান্ড ভাগ্যবান মানুষ। হেপারিন নামের ড্রাগটা খুব কাজ করেছে।

হঠাৎ মনে হলো, হিমু সাবান-পানি নিয়ে আসে নাই বলে মানুষটা বেঁচে গেল। হিমু কি কাজটা জেনে শুনে করেছে? ফুটপাতে কাঁচা গুয়ে পাড়া না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়লে আমি চলে যেতাম। মানুষটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে মরে পড়ে থাকত। মানুষটার বেঁচে থাকার পেছনে ফুটপাতের হাগুরও বিরাট ভূমিকা। এই দুনিয়ার অদ্ভূত হিসাব-নিকাশ। কী থেকে কী হয় কে জানে!

আমি সিসিইউ-র সামনের বেঞ্চিতে বসা। রাত তিনটার উপর বাজে। ডাক্তার এসে বলল, আপনার হাজব্যান্ডের জ্ঞান ফিরেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে।

আমি মানুষটার দিকে তাকিয়ে আছি। মানুষটা এমন অদ্ভূত চোখে তাকাচ্ছে। কী যে মায়া লাগছে! সে ক্ষীণ গলায় বলল, মাজেদা, ভালো আছ?

আমি বললাম, আমি যে ভালো আছি তা তো দেখতেই পারছ। তুমি কেমন আছ?

সে বলল, বুকের ব্যথাটা নাই।

আমি বললাম, কথা বলতে হবে না। চোখ বন্ধ করে ঘুমাও।

সে বলল, মরে টরে যদি যাই, একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। তুমি এটা জানো না। যে অ্যাপার্টমেন্টে আমরা থাকি, সেটা তোমার নামে কেনা। উত্তরাতে আমার আরেকটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। সেটাও তোমার নামে কেনা। তোমাকে বলা হয় নাই, সরি।

এখন চুপ করো তো। শুনলাম।

সে বলল, তোমার অ্যাপার্টমেন্টে দেয়াল টেয়াল ভেঙে কী করতে চাও করবে। আমার বলার কিছু নাই। ওই মেয়ে তুতুরি না কী যেন নাম তাকে কাজ শুরু করতে বলো।

তোমার শরীর কি এখন যথেষ্ট ভালো বোধ হচ্ছে?

হুঁ। শুধু স্মেল সেন্সে সমস্যা হয়েছে। তুমি যে সেন্ট মাখো তার গন্ধ পাচ্ছি না। তোমার গা থেকে কঠিন গুয়ের গন্ধ পাচ্ছি।

মানুষটার কথা শুনে মনে পড়ল, আমি নোংরা পায়েই ছোটাছুটি করছি। এখন পর্যন্ত পা ধোয়া হয় নি।

আমার ইচ্ছা ছিল সারা রাতই মানুষটার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা, সম্ভব হলো না। আমাকে বের করে দিল।

বারান্দায় এসে দেখি হিমু বদটা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে নতুন কেনা গামছা, লাইফবয় সাবান, একটা স্যাভলন। হিমু বলল, পা নিশ্চয়ই এখনো পরিষ্কার হয় নি। তোমার গা থেকে খোলা পায়খানার গন্ধ আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, তুই জীবনে কখনো কোনোদিনও এক সেকেন্ডের জন্যে আমার সামনে পড়বি না। তোকে আমি ত্যাজ্য করলাম।

হিমু নির্বিকার গলায় বলল, খালু সাহেবের অবস্থা কী আগে বলো। সে কি স্টেবল?

আমি বললাম, আমার সঙ্গে কোনো কথা বলবি না। চুপ হারামজাদা।

হিমু হেসে ফেলল। আচ্ছা, একজন পুরুষমানুষ এত সুন্দর করে কীভাবে হাসে? আমার বলতে ইচ্ছা করছে, কাছে আয়। মাথায় চুমু দিয়ে আদর করে দেই। তা না বলে বললাম, Go to hell! আমার স্বামীর কাছ থেকে শোনা বাক্য।

হিমু আবারও আগের মতোই সুন্দর করে হাসল।

বল্টু স্যারের ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। ভেতরে কী হচ্ছে বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখা যায়। আমি উঁকি দিতেই বল্টু স্যার বললেন, হিমু, প্লিজ গেট ইন।

স্যার যেভাবে বসে আছে, আমাকে তাঁর দেখার কথা না। তাঁর সামনে আয়নাও নেই যে আয়নায় আমাকে দেখবেন। সব মানুষই কিছু রহস্য নিয়ে জন্মায়।

আমি ঘরে ঢুকতেই স্যার বললেন, গত রাতে অকল্পনীয় এক ঝামেলা গেছে। কী হয়েছে মন দিয়ে শোনো। ঘুমুতে গেছি রাত দশটা একুশ মিনিটে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম আমি ইলেকট্রন হয়ে গেছি।

কী হয়ে গেছেন?

ইলেকট্রন। ইলেকট্রন চেনো না?

চিনি।

ইলেকট্রন হয়ে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছি।

আমি বললাম, আপনার তো তাহলে ভয়ঙ্কর অবস্থা।

বল্টুভাই বললেন, ভয়ঙ্কর অবস্থা তো বটেই। তবে আমি কণা হিসেবে ছিলাম না, তরঙ্গ হিসেবে ছিলাম।

ইলেকট্রন হওয়ার পর আপনার ঘুম ভাঙল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, আমি সারা রাত ইলেকট্রন হিসেবেই ছিলাম। এখানে-ওখানে ছোটাছুটি করেছি। বর্ণনা করার বাইরের অবস্থা। কখনো যে বিছানায় শুয়ে ছিলাম তার খাটে ঢুকে যাচ্ছি। একবার আয়নায় ঢুকে নিজের মিরর ইমেজ দেখলাম।

বলেন কী? অদ্ভুত তো।

অদ্ভুতেরও অদ্ভুত। আমি নতুন নতুন জায়গায় যাচ্ছি, আর মুখে বলছি অনিকেত।

অনিকেত আবার কী?

বাংলা শব্দ। ডিকশনারি ছিঁড়ে ফেলেছি বলে মানে জানতে পারছি না।

আমি আনন্দিত ভঙ্গিতে বললাম, ইলেকট্রন বাংলা ভাষায় কথা বলে জেনে ভালো লাগছে। যাই হোক, স্যার কি সকালের নাশতা খেয়েছেন?

এক মগ ব্ল্যাক কফি খেয়েছি। ঘুম ভাঙার পর থেকে আমি চিন্তায় অস্থির। ব্রেকফাস্ট করব কী!

আমি বললাম, যে যে লাইনে থাকে তার স্বপ্নগুলো সেই লাইনেই হয়। মাছ যে বিক্রি করে, তার বেশির ভাগ স্বপ্ন হয় মাছ নিয়ে। রুই মাছ, পুঁটি মাছ, বোয়াল মাছ। আপনি ইলেকট্রন প্রোটন নিয়ে আছেন, এইজন্য ইলেকট্রন প্রোটন স্বপ্ন দেখছেন।

বোকার মতো কথা বলবে না হিমু। আমি ইলেকট্রন প্রোটন স্বপ্নে দেখছি না। আমি ইলেকট্রন হয়ে যাচ্ছি। মাছওয়ালা কখনোই স্বপ্নে দেখে না সে একটা বোয়াল মাছ হয়ে গেছে। বলো সে দেখে?

সেই সম্ভাবনা অবশ্যি কম।

ইলেকট্রন হয়ে যাওয়া যে কী ভয়াবহ তা তুমি বুঝতেই পারছ না। চিন্তা করতে পারো, আমি একটা ওয়েভ ফাংশান হয়ে গেছি! ওয়েভ ফাংশান কী জানো?

জি-না স্যার।

কাগজ-কলম আনো, চেষ্টা করে দেখি তোমাকে বোঝাতে পারি কি না।

জটিল অংক আমার মাথায় ঢুকবে না স্যার।

বোকার মতো কথা বলবে না। অংক মোটেই জটিল কিছু না। অংক খুবই সহজ। অংকের পেছনের কিছু ধারণা জটিল।

পরবর্তী আধা ঘণ্টা আমি অনেক রকম অংক দেখলাম। স্যার খাতায় অনেক আঁকিবুকি করে একসময় নিজের অংকে নিজেই অবাক হয়ে বললেন, এটা কী?

~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, কোনটা কী?

স্যার জবাব দিলেন না। নিজের অংকের দিকে হা করে তাকিয়ে রইলেন। তিনি এতক্ষণ আমাকে অংক বোঝাচ্ছিলেন না। নিজেকেই বোঝাচ্ছিলেন। আমি বললাম, স্যার, আপনার মাথার গিট্টু আন্ধা গিট্টুর রূপ নিচ্ছে। চলুন গিট্টু ছুটানোর ব্যবস্থা করি। কেরামত চাচার কাছে যাবেন?

স্যার লেখা থেকে চোখ না তুলে বললেন, কার কাছে যাব?

কেরামত চাচার কাছে। উনি হাসি-তামাশা করে আপনার মাথার গিট্টু ছুটিয়ে দিবেন। আপনাকে তাঁর কথা আগেও বলেছি।

স্যার বললেন, আমি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি। এখন আমাকে বিরক্ত করবে না।

জি আচ্ছা স্যার।

চুপ করে বসে থাকো, নড়বে না।

আমি চুপ করে বসে আছি। স্যারের হাতে কলম। তিনি কলম দিয়ে কিছু লিখতে যাচ্ছেন, আবার না লিখে কলম হাতে সরে আসছেন। আমি মোটামুটি মুগ্ধ হয়েই তার কলম ওঠানামা দেখছি।

হিমু, তুমি অধ্যাপক ফাইনম্যানের নাম শুনেছ?

জি-না স্যার।

তিনি ইলেকট্রন নিয়ে ডিরাক (Dirac)-এর মূল কাজ পরীক্ষা করতে গিয়ে অদ্ভুত একটা বিষয় দেখতে পান। তিনি ডিরাকের সমীকরণে সময়ের প্রবাহ উল্টো করে দেখলেন, সমীকরণ যে রূপ নেয় ইলেকট্রনের চার্জ উল্টে দিলেও একই রূপ নেয়। অদ্ভুত না?

আপনি যখন বলছেন তখন অবশ্যই অদ্ভুত।

আমি বলব কেন? প্রফেসর ফাইনম্যান নিজেই বলেছেন অদ্ভুত।

জি জি বুঝতে পারছি।

কেন অদ্ভুত সেটা বুঝতে পারছ?

জি-না স্যার।

অদ্ভুত, কারণ এই সমীকরণের সমাধান বলছে ইলেকট্রন সময়ের উল্টোদিকে চলে যাচ্ছে।

স্যার বলেন কী?

তুমি 'স্যার বলেন কী' বলে যেভাবে চিৎকার করলে, তা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তুমি কিছুই বুঝতে পারো নি। অবশ্যি তোমাকে দোষ দিচ্ছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। অ্যাবস্ট্রাক্ট বিষয় বোঝা যায় না। তুমি কি আমার একটা উপকার করবে?

অবশ্যই করব।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। তুতুরি নামের একটা মেয়ের কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার এখানে আসার কথা। সে যেন আসতে না পারে।

আমি বললাম, দরজা বন্ধ করে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেই—Don't Disturb.

আমার ক্লস্টোফোবিয়া আছে। সব সময় দরজা-জানালা কিছুটা খোলা রাখি। মূল দরজা বন্ধ করা যাবে না। রুমের টেলিফোন লাইনটা কেটে দাও। জটিল সময়ে টেলিফোন বেজে উঠলে সব এলোমেলো হয়ে যাবে।

আমি দরজার বাইরে। তুতুরির অপেক্ষা করছি। দরজার ফাঁক দিয়ে স্যারের দিকেও নজর রাখছি। স্যার কলম হাতে ওঠানামা করেই যাচ্ছেন। কলম এখনো কাগজ স্পর্শ করে নি। কে জানে কখন করবে! দেখা যাবে সারা দিন ওঠানামা করে তিনি রাতে ঘুমুতে গিয়ে আবার ইলেকট্রন হয়ে যাবেন। ইলেকট্রন হয়ে সময়ের উল্টোদিকে চলে যাবেন।

তুতুরি দরজার বাইরে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুবই অবাক হলো। বল্টু স্যারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের বিষয়টা সে মনে হয় জানে না। তুতুরি বলল, আপনি এখানে কী করছেন?

আমি বললাম, যা বলার ফিসফিস করে বলুন। গলা উঁচিয়ে কথা বলা নিষেধ।

কার নিষেধ?

স্যারের নিষেধ। স্যার কাল রাতে ইলেকট্রন হয়ে গিয়েছিলেন, এখন অবশ্যি স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন। তবে কতক্ষণ স্বাভাবিক থাকেন কে জানে! হয়তো আবার ইলেকট্রন হয়ে দরজা দিয়ে বের হয়ে সময়ের বিপরীত দিকে চলে যাবেন। সময়ের বিপরীতে যাওয়া স্যারের জন্যে সুখকর না হওয়ার কথা।

তুতুরি চোখ কপালে তুলে বলল, হড়বড় করে কী বলছেন? যা বলার পরিষ্কার করে বলুন।

আমি বললাম, বিজ্ঞানের জটিল কথা তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারব না। চলুন কোথাও বসে চা খেতে খেতে বলি। এক হাজার টাকার নোট কি আপনার কাছে আরও আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুতুরি বেশ কিছু সময় আমার চোখে চোখ রেখে একসময় বলল, আছে।

আমি এবং তুতুরি রাস্তার পাশের চায়ের দোকানের সামনে। আমাদের একটা টুল দেওয়া হয়েছে। টুলটা লম্বায় খাটো। দুজনের বসতে সমস্যা হচ্ছে। গায়ের সঙ্গে গা লেগে যাচ্ছে। তুতুরির অস্বস্তি দেখে আমি চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। তুতুরির দিকে তাকিয়ে বললাম, আরাম করে বসো।

তুতুরি বলল, আপনি আবার তুমি বলা শুরু করেছেন।

আমি বললাম, সরি। আপনি-তুমি চক্র ভুলে গিয়েছিলাম। আর ভুল হবে না।

তুতুরি বলল, আপনি কি আপনার মাজেদা খালার খোঁজ নিয়েছিলেন?

নিয়েছিলাম। তার সঙ্গে কথাবার্তা হয় নি। তিনি আমাকে ত্যাজ্য করেছেন। ত্যাজ্য করেই ক্ষান্ত হন নি, আমাকে হারামজাদাও বলেছেন।

আপনি মনে হয় তাতে খুশি।

হ্যাঁ খুশি।

কেন খুশি তা কি জানতে পারি?

আমি দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললাম, একজন মানুষের অনেক পরিচয় থাকে। মানুষ নিজেও সব পরিচয় সম্পর্কে জানে না। যে যত বেশি জানে ততই তার জন্যে মঙ্গল। আমার মধ্যে একজন হারামজাদাও আছেন, এটা জেনে ভালো লাগছে।

হারামজাদা ছাড়া আপনার ভেতর আর কী আছে?

সেটা আমার বলা ঠিক হবে না। আমার আশপাশে যারা আছে তারা বলবে।

তুতুরি বলল, আমি আপনার বিষয়ে মাজেদা খালার কাছে জানতে চেয়েছিলাম।

কী বলেছেন?

আপনার খালার ধারণা আপনি অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন।

ভুঁয়া কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুতুরি বলল, আমি জানি ভুঁয়া কথা। মানুষ কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে আসে না। দুষ্টুমি করার ক্ষমতা নিয়ে আসে। কুকর্ম করার ক্ষমতা নিয়ে আসে। আপনি নিশ্চয়ই অনেক কুকর্ম করেছেন।

আমি বললাম, এখনো করি নি, তবে করব। একজনকে জন্মের শিক্ষা দেব, সেটা তো কুকর্মের মতোই।

কাকে শিক্ষা দেবেন?

আপনার পরিচিত একজনকে।

তুতুরি অবাক হয়ে বলল, সে কে?

এখনো বুঝতে পারছি না সে কে। ভাসা ভাসা ভাবে মনে হচ্ছে, সে তোমার অংকের শিক্ষক। সরি, তুমি বলে ফেলেছি।

তুতুরি বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, আমার এই শিক্ষকের কথা আপনাকে কে বলেছে? নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ বলেছে। আপনি অলৌকিক ক্ষমতায় বিষয়টা জেনেছেন—এটা আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না।

আমি বললাম, খামাখা কেন বিশ্বাস করবে? পৃথিবী অবিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম বাসস্থান। তুমি বরং এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দাও হুজুরের জন্য, নিয়ে চলে যাই।

তুতুরি বলল, সিগারেট আমি আপনাকে কিনে দিচ্ছি, তার আগে প্লিজ বলুন, কোত্থেকে জেনেছেন? কে বলেছে আপনাকে?

তুমি বলেছ।

আমি কখন বললাম?

মনে মনে বলেছ। আমি মনে মনে বলা কথা হঠাৎ হঠাৎ বুঝতে পারি।

এই মুহূর্তে আমি মনে মনে কী বলছি বলুন।

তুমি মনে মনে বলছ, হিমু নামের মানুষটা ভয়ঙ্কর এক শয়তান। এর কাছ থেকে সব সময় এক শ' হাত দূরে থাকতে হবে। তুমি এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দাও, আমি এক শ' হাত দূরে চলে যাচ্ছি।

আপনি তো আমাকে কনফিউজড করে দিচ্ছেন।

আমি বললাম, কনফিউজড অবস্থায় থাকা ভালো। প্রকৃতি চায় না আমরা কোনো বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হই। হাইজেনবার্গের Uncertainity principle নিশ্চয়ই জানেন। ব্যাখ্যা করব?

তুতুরি বলল, আপনাকে আর কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে না। সিগারেট কিনে দিচ্ছি, বিদায় হোন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুজুরের সামনে সিগারেটের প্যাকেট রাখতেই হুজুর বললেন, অজু করে ফেলো। আছরের নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে। অজুর নিয়মকানুন জানো তো? কঠিন নিয়ম। উনিশ-বিশ হলে কিন্তু নামাজ হবে না। আমাকে দেখো—পা নাই, তারপরেও অজুর সময় পা যেখানে ছিল সেই জায়গা ধুই। পায়ের আঙুলের ফাঁকে পানি দেই।

আমি বললাম, হুজুর! দুপুরে কিছু খেয়েছেন?

হুজুর বললেন, না। খাওয়া খাদ্যের সমস্যা হচ্ছে। এইজন্যে গত রাতে নিয়ত করে রোজা রেখে ফেলেছি। রোজা রাখায় খাওয়াদাওয়ার সমস্যা কিছু কমল, আবার সোয়াবের খাতায় জমা পড়ল। কাজটা ভালো করেছি না?

অবশ্যই ভালো করেছেন। সিগারেট ধরাচ্ছেন কেন? রোজা নষ্ট হবে না?

ধোঁয়াজাতীয় কিছুতে রোজা নষ্ট হয় না। গাড়ির ধোঁয়া নাকে গেলে রোজা নষ্ট হয় না। ফুলের গন্ধ নাকে গেলেও রোজা নষ্ট হয় না।

এমন কোনো মাসালা কি আছে?

এটা আমার মাসালা। চিন্তাভাবনা করে বের করেছি। এখন বাবা যাও, এক কাপ চা এনে দাও।

চা খেলে রোজা ভাঙবে না?

চায়ের গন্ধটা নাকে নিব। চায়ের গন্ধের সঙ্গে সিগারেট খাব। আরেকটা মাসালা শোনো, তৃপ্তির সাথে কিছু খেলেও রোজার সোয়াব লেখা হয়।

আপনি তো হুজুর প্রচুর সোয়াব জমা করে ফেলেছেন।

হুজুর বললেন, তা করেছি। একজীবনে একটা বড় সোয়াব করাই যথেষ্ট। ব্যাংকে টাকা যেমন বাড়ে, আল্লাহর ব্যাংকে সোয়াবও বাড়ে। লাইলাতুল কদরে আল্লাহপাক সব জমা সোয়াব ডাবল করে দেন। বিরাট সোয়াব একটা করেছি যৌবন বয়সে।

কী সোয়াব?

এটা বলা যাবে না। সোয়াবের গল্প করলে আল্লাহপাক সঙ্গে সঙ্গে সোয়াব অর্ধেক করে দেন। দুইজনের সঙ্গে গল্প করলে সোয়াব অবশিষ্ট থাকে চাইরের এক অংশ। তিনজনের সঙ্গে গল্প করলে থাকে মাত্র আটের এক অংশ।

আপনি কারও কাছেই কী বড় সোয়াব করেছেন এটা বলেন নাই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাহ্। সোয়াব যতটুকু করেছি, সবটা আল্লাহপাকের দরবারে জমা আছে। প্রতি বছর বাড়তেছে। যাও বাবা, চা-টা নিয়ে আসো, তৃপ্তি করে সিগারেট খেয়ে আরেকটা সোয়াব হাসিল করি। যা করে তৃপ্তি পাওয়া যায়, তাতেই সোয়াব।

খাদেম (পীর বাচ্চাবাবার মাজার)

হিমু অজু করছে। অজু করা দেখে মনটা খারাপ হয়েছে। অনেক ভুলভ্রান্তি। ডান পা আগে ধুবে, তারপর বাম পা। সে করেছে উল্টা। তিনবার কুলি করার জায়গায় সে করেছে চারবার। হাতের কনুই পর্যন্ত অজুর পানি পৌঁছেছে বলে মনে হয় না। এইসব বরখেলাফ আল্লাহপাক পছন্দ করেন না। হিমুকে ধরে ধরে সব শিখাতে হবে। সে ছেলে ভালো। আদব-কায়দা জানে। আমার প্রতি তার আলাদা নজর আছে। রোজা রেখেছি শুনেই আমার মোবাইল নিয়ে কাকে যেন বলল, হুজুর রোজা রেখেছেন। হুজুরের জন্যে ইফতার আর খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

হিমু টেলিফোন ফেরত দিয়ে বলল, হুজুর, ভালো খাবারের ব্যবস্থা করেছি। বিছমিল্লাহ হোটেলের বাবুর্চি কেরামত চাচা নিজে খানা নিয়ে আসবেন।

আমি বললাম, হিমু, তুমি এমন এক কথা বলেছ যে আল্লাহপাক গোস্বা হয়েছেন। খাবারের ব্যবস্থা তুমি করো নাই। খাবারের ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহপাক। তুমি উছিলা মাত্র। বলো, আস্তাগফিরুল্লাহ।

হিমু বলল, আস্তাগফিরুল্লাহ।

বলো, সোবাহানাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর।

সে ভক্তি নিয়ে বলল, সোবাহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর।

আমি বললাম, আচ্ছা এখন যাও, কাজকর্ম করো। সে ঝাঁটা নিয়ে মাজার পরিষ্কার করতে লাগল। এই ছেলের উপর আমার দিলখোশ হয়েছে। আমি তাকে গোপন কিছু জিনিস শিখিয়ে দিব। যেমন, ফজরের নামাজের পর তিনবার সূরা হাসরের শেষ তিন আয়াত পড়লে সত্তুর হাজার ফেরেশতা তার জন্যে দোয়া করবে। বিরাট ব্যাপার।

আমি যে সোয়াবের একটা কাজ করেছি—এটা আমি ছেলেটাকে বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ঘটনাটা হলো, অনেক বছর আগে আমি ফুটপাত দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁটছি। হঠাৎ দেখি একটা বাচ্চা মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছে, আর তার দিকে ট্রাক আসছে। মেয়েটা ট্রাক দেখে নাই, আমি মেয়েটার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। মেয়েটা বাঁচল, ট্রাকের চাকা চলে গেল আমার পায়ের উপর দিয়ে। দু'টা পা শেষ। অবশ্যি যা হয়েছে আল্লাহপাকের হুকুমে হয়েছে। ট্রাকচালকের এখানে কোনো দোষ নাই। তার উপর আল্লাহপাকের হুকুম হয়েছে ট্রাকের চাকা আমার পায়ের উপর দিয়ে নিতে। সে নিয়েছে। তার কী দোষ?

মেয়েটার নাম জয়নাব। নবী-এ করিমের স্ত্রীর নামে নাম। অনেক দিন মেয়েটার জন্য দোয়া খায়ের করা হয় না। আগে নিয়মিত দোয়া করতাম। আবার শুরু করা প্রয়োজন। অন্যের জন্য দোয়া করলেও নেকি পাওয়া যায়।

আছর ওয়াক্তে হিমুর পরিচিত এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। মাশাল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর চেহারা। সুন্দর চেহারা আল্লাহপাকের নিয়ামত। হযরত ইউসুফ আলাহেস সালামের সুন্দর চেহারা ছিল। ভদ্রলোককে দেখে হিমুর ব্যস্ততা চোখে পড়ে মনটা ভালো হয়ে গেল। মানুষকে সম্মান এইভাবে দিতে হয়। যে অন্যকে সম্মান দেয়, আল্লাহপাক তাকে সম্মান দেয়।

হিমু বলল, স্যার, এখানকার ঠিকানা কোথায় পেলেন?

ভদ্রলোক বললেন, ঠিকানা কীভাবে জোগাড় করেছি এটা জানা কি অত্যাবশ্যক?

হিমু বলল, জি-না স্যার। আপনাকে এত অস্থির লাগছে কেন?

ভদ্রলোক বললেন, দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়েছিলাম। আবারও সেই জিনিস।

ইলেকট্রন হয়ে গেলেন?

হ্যাঁ, তবে চার্জ নেগেটিভ না হয়ে পজেটিভ ছিল। অর্থাৎ আমি হয়েছি পজিট্রন। ভয়াবহ ব্যাপার!

ভয়াবহ কেন?

পজিট্রন হলো ইলেকট্রনের অ্যান্টি ম্যাটার। পজিট্রন ইলেকট্রনের দেখা পেলেই এনিহিলেট করবে। এখন চারিদিকে ইলেকট্রনের ছড়াছড়ি। পজিট্রন হয়ে আমি ভয়ে অস্থির—কখন না ইলেকট্রনের সঙ্গে দেখা হয়! আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছ?

জি স্যার। একে সহজ বাংলায় বলে বেকায়দা অবস্থা। স্যার কোনো খাওয়াদাওয়া কি করেছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

সকালের ব্ল্যাক কফির পর আর কিছু খান নাই?

না।

মাগরেবের ওয়াক্তে ইফতার চলে আসবে, তখন হুজুরের সঙ্গে ইফতার করবেন।

হুজুরটা কে?

পীর বাচ্চাবাবা মাজারের প্রধান খাদেম।

আমি লক্ষ করলাম, হিমুর স্যার সন্দেহের দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। আমি বললাম, জনাব! আসসালামু আলায়কুম। উনি বললেন, ওয়ালাইকুম সালাম। কিছু মনে করবেন না, মাজারের খাদেম হিসেবে আপনার কাজটা কী?

পীর বাচ্চাবাবার মাজার রক্ষা করাই আমার কাজ।

মাজার কীভাবে রক্ষা করেন?

আমি বললাম, আপনি যে-কোনো কারণেই হোক অস্থির হয়ে আছেন। আপনার আত্মা কষ্ট পাচ্ছে। আত্মা শান্ত হোক, তখন কথা বলব।

ভদ্রলোক বললেন, আত্মা বলে কিছু নাই।

আমি হাসলাম। এই বুরবাক কী বলে?

ভদ্রলোক চোখ-মুখ শক্ত করে বললেন, আপনি বলুন আত্মা কী? মানুষের শরীরের কোথায় সে থাকে?

আমি বললাম, ইফতারের পর এই বিষয়ে জনাবের সঙ্গে কথা বলব।

হিমু এই ফাঁকে আমার কানে কানে বলল, হুজুর, আপনি বলেছিলেন না আত্মা গুলায়ে খাওয়ায়ে দিবেন। খাওয়ায়ে দেন। উনি বিরাট জ্ঞানী মানুষ। ফিজিক্সে Ph.D.। উনাকে একটা আত্মা খাওয়ায়ে দিতে পারলে লাভ আছে।

আমি একটু চিন্তায় পড়লাম। অতিরিক্ত জ্ঞানী মানুষ নানান সমস্যা করে। কারণ তারা সমস্যায় বাস করে। যত বই পড়ে তত তাদের মাথায় সমস্যা ঢোকে। এ রকম এক সমস্যাওয়ালা মানুষের সঙ্গে একবার আমার বাহাস হয়েছিল। সে আমাকে বলল, হুজুর, রোজকেয়ামত কবে হবে? আমি বললাম, এই জ্ঞান শুধু আল্লাহপাকের আছে। তবে আছরের ওয়াক্তে রোজ কেয়ামত হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বলল, আছরের ওয়াক্ত তো পৃথিবীর এক জায়গায় একেক সময় হয়। বাংলাদেশে এক সময় আবার আমেরিকায় আরেক সময়। তাহলে রোজকেয়ামত একেক জায়গায় একেক সময়ে হবে?

প্যাঁচের প্রশ্ন। আমাকে প্যাঁচে ফেলা এত সহজ না। আমি বললাম, বাবা শোনো! রোজ কেয়ামত হবে আল্লাহপাকের ঠিক করা আছরের ওয়াক্তে।

হিমুর স্যার মনে হয় আমাকে প্যাঁচে ফেলবে। যারা প্যাঁচের মধ্যে আছে তারাই অন্যকে প্যাঁচে ফেলতে চায়। হে আল্লাহপাক, হে গাফুরুর রাহিম! তুমি মানুষকে প্যাঁচ থেকে মুক্ত করো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শরিকা লাহু, লাহুল মুলকু অ-লাহুল হামদ অ হুয়া আনা কুল্লে শাইন কাদির।

হিমু তার স্যারকে মাজার দেখাচ্ছে। তার স্যার একটু পর পর বলছেন, 'ইলেকট্রন'।

ইলেকট্রন ব্যাপারটা কী আমি জানি না। বেশি না-জানাই ভালো। কম জানার মধ্যেই মুক্তি। ছোবাহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর।

অনেক কিছুই বই পড়ে শেখা যায় না। যে কোনোদিন মিষ্টি খায় নাই, সে কি কোনো বই পড়ে বুঝতে পারবে মিষ্টির স্বাদ কী! যে কোনোদিন লাল রং দেখে নাই, বই পড়ে সে কি বুঝবে লাল রং কী?

AMARBOI.COM

আমরা আয়োজন করে ইফতার খেতে বসেছি। পাটি পেতে সবাই বসেছি। হুজুরকে যখন চেয়ার থেকে নামানো হলো, বল্টু স্যার তখনই লক্ষ করলেন হুজুরের পা নেই। স্যার অবাক হয়ে বললেন, আপনার পা কোথায়?

হুজুর বললেন, আল্লাহপাক নিয়ে গেছেন। উনি নির্ধারণ করেছেন আমার পায়ের প্রয়োজন নাই। এই কারণেই নিয়ে গেছেন। তিনি অপ্রয়োজনীয় জিনিস পছন্দ করেন না।

বল্টু স্যার বললেন, আপনার অবস্থা দেখে খারাপ লাগছে। তবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। আপনার পা আবার গজাবে।

হুজুর অবাক হয়ে বললেন, জনাব কী বললেন, বুঝতে পারলাম না। আমার পা আবার গজাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যার বললেন, নিম্নশ্রেণীর পোকামাকড়দের ভেঙে যাওয়া নষ্ট হওয়া প্রত্যঙ্গ আবার জন্মায়। মাকড়সার ঠ্যাং গজায়। টিকটিকির লেজ গজায়। এখন স্টেমসেল নিয়ে যে গবেষণা হচ্ছে তাতে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গজাবে।

হুজুর বিড়বিড় করে বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ।

বল্টু স্যার প্রবল উৎসাহে বলতে লাগলেন—বিজ্ঞানের উন্নতির ধারাটা হলো এক্সপোনেনশিয়াল। এই ধারায় উন্নতির রেখা শুরুতে সরলরেখার মতো থাকে। একটা পর্যায়ে রেখায় শোল্ডার অর্থাৎ কাঁধ দেখা যায়, তারপর এই রেখা সরাসরি উঠতে থাকে। বিস্ফোরণ যাকে বলে।

হুজুর বললেন, এইসব হাবিজাবি কী বলতেছেন জনাব!

বল্টু স্যার বললেন, এক শ' ভাগ সত্যি কথা বলছি। আমরা পয়েন্ট অব সিঙ্গুলারিটির দিকে এগুচ্ছি। পৃথিবীর নানান জায়গায় সিঙ্গুলারিটি সোসাইটি হচ্ছে। এইসব সোসাইটি ধারণা করছে, দুই হাজার দু শ' সনের দিকে আমরা সিঙ্গুলারিটির দিকে পৌঁছে যাব। তখন আমরা অমরত্ব পেয়ে যাব। আজরাইল বেকার হয়ে যাবে।

হুজুর বললেন, জনাব, আপনি কী বলছেন? আজরাইল বেকার হয়ে যাবে?

মানুষ যদি মৃত্যু রোধ করে ফেলে, তাহলে আজরাইল তো বেকার হবেই। আজরাইলের তখন কাজ কী?

হুজুর বললেন, ইফতারির আগে আপনি আর কোনো কথা বলবেন না।

কথা বলব না কেন?

হুজুর বিরক্ত গলায় বললেন, আপনার কথা শুনলে অজু নষ্ট হয়ে যাবে, এইজন্যে কথা বলবেন না। আসুন আমরা আল্লাহর নামে জিকির করি। সবাই বলেন—আল্লাহু, আল্লাহু।

সবাই বলতে আমরা তিনজন। হুজুর, আমি আর বল্টু স্যার। কেরামত চাচা টিফিন কেরিয়ার ভর্তি ইফতার রেখে চলে গেছেন। বলে গেছেন রাতে আবার আসবেন। হুজুরের নির্দেশে আমি বাংলা একাডেমীর ডিজি স্যারকে ইফতারের দাওয়াত দিয়েছি। ঠিকানা দিয়েছি। ডিজি স্যার ইংরেজিতে বলেছেন, I don't understand what you are cooking. বাংলায় হয়, তুমি কী রাঁধছ বুঝতে পারছি না। তাঁর এই উক্তিতে তিনি ইফতারের সামিল হবেন এমন বোঝা যাচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইফতারের আয়োজন চমৎকার। বিছমিল্লাহ হোটেলের বিখ্যাত মোরগপোলাও, সঙ্গে খাসির বটিকাবাব। মামের পাঁচ লিটার বোতলে এক বোতল বোরহানি।

মাগরেবের আজান হয়েছে। হুজুর আজানের দোয়া পাঠ করেছেন। আমরা ইফতার শুরু করেছি। হুজুর বললেন, যারা রোজা না তারাও যদি কখনো অতি তৃপ্তিসহকারে খাদ্য খায়, তাহলে এক রোজার সোয়াব পায়।

বল্টু স্যার বললেন, তাহলে রোজা রাখার প্রয়োজন কী? তৃপ্তি করে ভালো ভালো খাবার খেলেই হয়।

হুজুর বললেন, যত ভালো খাদ্যই হোক, আল্লাহর হুকুম ছাড়া তৃপ্তি হবে না। একবার রসুন শুকনা মরিচের বাটা দিয়ে গরম ভাত খেয়েছিলাম, এত তৃপ্তি কোনোদিন পাই নাই।

আমার মনে হয়, রোজা না-রেখেও আজ সবাই রোজার তৃপ্তি পেয়েছে। বল্টু স্যার বললেন, অসাধারণ। তেহারির রেসিপি নিয়ে যাব। রেসিপিতে কাজ হবে না, রান্নার প্রসিডিউর ভিডিও করে নিয়ে যেতে হবে। যেসব স্পাইস এই রান্নায় ব্যবহার হয়, সেসব আমেরিকায় পাওয়া যায় কি না কে জানে! পাওয়া না গেলে বস্তাভর্তি করে নিয়ে যেতে হবে। শুধু একটা জিনিস মিস করছি—এক বোতল রেড ওয়াইন।

হুজুর আমাকে বললেন, তোমার স্যার কিসের কথা বলছেন?

আমি বললাম, রেড ওয়াইনের কথা বলছেন।

জিনিসটা কী?

মদ।

আস্তাগফিরুল্লাহ! ইফতারের সময় এইসব কী শুনলাম! হে আল্লাহপাক, তুমি এই বান্দার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ো। আমিন।

বল্টু স্যার খাওয়ার পর নিমগাছের নিচে পাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে ইলেকট্রন বা প্রোটন হয়ে গেলেন কি না তা বোঝা গেল না। তবে তার যে তৃপ্তির ঘুম হচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে। ঘুমের সময় চোখের পাতা যদি দ্রুত কাঁপে, তাহলে বুঝতে হবে ঘুম গাঢ় হচ্ছে। চোখের পাতার দ্রুত কম্পনকে বলে Rapid Eye Movement (REM)। স্যারের REM হচ্ছে।

হুজুর বললেন, হিমু! তোমার স্যারের পায়ের কাছে একটা মশার কয়েল জ্বালায়ে দেও। উনারে মশায় কাটতেছে। মানুষের সেবা করার মধ্যে নেকি আছে। ব্যাংক একাউন্টে নেকি জমা করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, হুজুর! মশার কি আত্মা আছে?

হুজুর বললেন, মন দিয়া কোরান মজিদ পাঠ করো নাই, এই কারণে বোকার মতো প্রশ্ন করলা। কোরান মজিদে আল্লাহপাক বলেছেন, 'আত্মা হলো আমার হুকুম'। তাঁর হুকুম মানুষের উপর যেমন আছে, মশামাছির উপরও আছে।

আমি বললাম, মশার কয়েল জ্বালানো তো তাহলে ঠিক হবে না। মশার আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হবে।

হুজুর বললেন, প্যাঁচের প্রশ্ন করবা না। আল্লাহপাক প্যাঁচ পছন্দ করেন না। উনার দুনিয়ায় কোনো প্যাঁচ নাই। প্যাঁচ যদি থাকত হঠাৎ দেখতা আমগাছে কাঁঠাল ফলে আছে। বর্ষাকালে বৃষ্টি নাই, শীতকালে বৃষ্টি ঝড় তুফান। নদীর মিঠা পানি হঠাৎ হয়ে যেত লোনা। আবার সাগরের পানি হয়ে যেত মিঠা। এ রকম কি হয়?

জি-না।

আমি বল্টু স্যারের পায়ের কাছে মশার কয়েল জ্বালালাম। তার মাথার নিচে বালিশ ছিল না, একটা বালিশ দিয়ে দিলাম। হুজুর বললেন, তোমার যদি বিড়ি-সিগারেট খেতে ইচ্ছা হয়, আমার দিকে পিছন ফিরে খেয়ে ফেলবা। নেশাজাতীয় খাদ্য খাওয়া ঠিক না। খাওয়ার পর পর বলবা, আস্তাগফিরুল্লাহ। এতে দোষ কাটা যাবে।

জি আচ্ছা হুজুর। শুকরিয়া।

আমার মোবাইলটা তোমারে দিয়া দিলাম। তোমার বয়স অল্প। এইসব যন্ত্রপাতি তোমার প্রয়োজন। আমার না। আল্লাহপাকের মোবাইল নম্বর কি জানো?

জি-না হুজুর।

উনার মোবাইল নম্বর হলো ২৪৪৩৪।

বলেন কী?

এই নম্বরে মোবাইল দিলেই উনারে পাওয়া যায়। ২ হলো ফজরের দুই রাকাত ফরজ নামাজ, ৪ হলো জোহরের চাইর রাকাত ফরজ নামাজ, আরেক ৪ হলো আসরের চার রাকাত, ৩ হলো মাগরেবের তিন রাকাত, আর এশার চার রাকাতের ৪। এখন পরিষ্কার হয়েছে?

জি হুজুর।

প্রতিদিন একবার উনারে মোবাইল করবা। দেখবা সব ঠিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুজুরের কাছ থেকে উপহার হিসাবে মোবাইল হাতে নেওয়ামাত্র রিং হতে লাগল।

আমি হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে তুতুরি বলল, হিমু।

আমি বললাম, গলা চিনে ফেলেছ?

তুতুরি বলল, চিনেছি। এই মুহূর্তে আপনি কী করছেন?

তোমার সঙ্গে কথা বলছি।

সেটা বুঝতে পারছি। কথা বলার আগে কী করছিলেন?

স্যারের মাথার নিচে বালিশ দিলাম। বালিশ ছাড়া ঘুমাচ্ছিলেন তো।

স্যার মানে কি পদার্থবিদ্যার হার্ভার্ড Ph.D.?

হ্যাঁ।

উনি মাজারে ঘুমাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আপনাদের ব্যাপার আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। উনি কি সত্যিই মাজারে ঘুমাচ্ছেন?

এসে দেখে যাও।

রাতে আসব না। সন্ধ্যার পর আমি ঘর থেকে বের হই না। ভোরবেলা আসব। ততক্ষণ কি স্যার থাকবেন?

থাকার কথা।

আমি আপনাকে বিশেষ একটা কারণে টেলিফোন করেছি। আমার জন্য ছোট একটা কাজ করে দিতে পারবেন?

পারব। কী কাজ?

আপনি তো অনুমান করে অনেক কিছু বলতে পারেন। অনুমান করুন। আমি আপনার কাছে একটা জিনিস চাচ্ছি। জিনিসটার প্রথম অক্ষর 'বি'?

বিচালি চাচ্ছ? বিচালি দিয়ে কী করবে?

বিচালি আবার কী?

ধানের খড়। গরু যেটা খায়।

আপনি ইচ্ছা করে আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন। আমি বিষ চাচ্ছি। বিষ। বিচালি না। Poison.

কী করবে? খাবে?

না, জহির স্যারকে খাওয়াব। পটাসিয়াম সায়ানাইড জোগাড় করে দিতে পারবেন?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় পাওয়া যায়?

কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে পাবেন।

বাজারে যে সব বিষ পাওয়া যায় তা দিয়ে হবে না? ইঁদুর মারা বিষ, ধানের পোকার বিষ?

না। এসব বিষের স্বাদ ভয়ঙ্কর তিতা। মুখে দেওয়ামাত্র ফেলে দেবে। সায়ানাইডের স্বাদ মিষ্টি। আমি বইয়ে পড়েছি। তারচেয়ে বড় কথা, সায়ানাইড খেয়ে মারা গেলে কারও ধরার সাধ্য নেই বিষ খেয়ে মারা গেছে।

তোমার কতটুকু লাগবে?

অল্প হলেই চলবে। মনে করুন দুই গ্রাম। দু'টা গ্লাসে শরবতের সঙ্গে মিশিয়ে দু'জনকে দেব। জহির স্যার আর তার বন্ধু পরিমল।

খাওয়াবে কোথায়? খাওয়ানোর পর তোমাকে দ্রুত পালিয়ে যেতে হবে।

আপনাদের মাজারে কি খাওয়ানো যায়?

কেন যাবে না? মাজারের তবারকের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে দেব। খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে থাকবে।

তুতুরি বলল, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি পুরো বিষয়টা ঠাট্টা হিসেবে নিয়েছেন।

তুমি যদি সিরিয়াস হও তাহলে আমি সিরিয়াস। তোমাকে মোটেই সিরিয়াস মনে হচ্ছে না।

আমি যে সিরিয়াস তার প্রমাণ দেই? সায়ানাইড আমি জোগাড় করেছি। আপনাকে বাজিয়ে দেখার জন্যে সায়ানাইড জোগাড় করতে বলেছি।

কাজ তো তুমি অনেক দূর গুছিয়ে রেখেছ। তুমি সায়ানাইড দিয়ে যাও, আর দুই কালপ্রিটকে পাঠিয়ে দিয়ো।

আপনি এখনো ভাবছেন আমি ঠাট্টা করছি। সরি, আপনাকে বিরক্ত করলাম।

তুতুরি লাইন কেটে দিল।

তুতুরি

আমি সায়ানাইড কোথায় পাব? মিথ্যা করে বলেছি সায়ানাইড আছে। হিমু যেমন মিথ্যা বলছে, আমিও বলছি। সে কথায় কথায় ফাজলামি করে। আমিও কি তা-ই করছি? হতে পারে। সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। আমার সর্বনাশ হতে দেরি নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনেছি প্রেমিক-প্রেমিকারা একে অন্যের স্বভাব নিজের মধ্যে ধারণ করতে চায়, যাতে তারা আরও কাছাকাছি আসতে পারে। হিমু আমার কোনো প্রেমিক না। তার স্বভাব কেন আমি নিজের মধ্যে নিয়ে নেব? তবে এই ঘটনা ঘটছে। আমি হিমুর মতো কিছু কথাবার্তা বলতে শুরু করেছি। উদাহরণ দেই। আমি মাজেদা খালার বাড়িতে গিয়েছি। ইন্টেরিয়রের কাজ শুরু করব—এই নিয়ে কথা বলব, এস্টিমেট করব। বাসায় ঢুকে দেখি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। স্বামী-স্ত্রী পারলে একে অন্যের গলা কামড়ে ধরে।

স্বামী এক পর্যায়ে চোখ লাল করে আঙুল উঁচিয়ে স্ত্রীকে বললেন, এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও।

স্ত্রী গলা স্বামীর চেয়েও তিনগুণ উঁচিয়ে বললেন, তুমি বের হয়ে যাও। এই অ্যাপার্টমেন্ট আমার।

তোমার?

অবশ্যই আমার।

আচ্ছা তাই?

তাই করবে না। বের হয়ে যেতে বলছি, বের হয়ে যাও।

এটা তোমার শেষ কথা?

হ্যাঁ, শেষ কথা। Go to hell!

Go to hell!—বাক্যটি এই মহিলা স্বামীর কাছ থেকে শিখেছেন। প্রয়োগ করে মনে হলো খুব আনন্দ পেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসলেন। স্বামী বললেন, OK যাচ্ছি। আর ফিরব না।

স্ত্রী বললেন, ভুলেও উত্তরার অ্যাপার্টমেন্টে যাবে না। ওইটাও আমার।

স্বামী বেচারা দরজার দিকে যাচ্ছেন, তখন আমি বললাম, স্যার দয়া করে খালি পায়ে যাবেন না। স্যান্ডেল বা জুতা পরে যান।

উনি থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে কঠিন চোখে তাকালেন। আমি তখন অবিকল হিমু যেভাবে বলত সেইভাবে বললাম, খালি পায়ে বের হলে আপনার পায়ে হাগু লেগে যেতে পারে।

তিনি উল্কার বেগে খালি পায়ে বের হয়ে গেলেন। মাজেদা খালা বললেন, তুতুরি, কাগজ-কলম নিয়ে বসো। আমাকে বোঝাও তুমি কী কী কাজ করবে। তার ভাবভঙ্গি যেন কিছুই হয় নি। সব স্বাভাবিক। তিনি আনন্দিত গলায় বললেন, হিমুর জন্য একটা ঘর রাখবে। ও যখন ইচ্ছে তখন এখানে থাকবে। হিমুর ঘরের রঙ হবে হলুদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালু সাহেবের পছন্দের রং কী?

মাজেদা খালা চোখ-মুখ শক্ত করে বললেন, তার ঘর এমন করে বানাবে যেন আলো-হাওয়ার বংশ না ঢোকে। চিপা বাথরুম রাখবে। বাথরুম এমনভাবে বানাবে যেন বাথরুমে সামান্য পানি জমলেই সেই পানি চুইয়ে লোকটার ঘরে ঢুকে যায়। পারবে না?

অবশ্যই পারব। আপনি চাইলে রান্নাঘর এমন ডিজাইন করব যেন রান্নাঘরের ধোঁয়াও উনার ঘরে ঢোকে। কাশতে কাশতে জীবন যাবে।

ভালো তো। খুব ভালো। চা খাবে? আসো চা খাই।

আমি চা খেয়ে চলে গেলাম জহির স্যারের কোচিং সেন্টারে। অতি দুষ্ট এই মানুষটার মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে আমার রক্তে আগুন ধরে যায়। আগুন ধরার এই ব্যাপারটা আমি পছন্দ করি।

জহির স্যারের কাছে আজ আমি বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে যাচ্ছি। তার সঙ্গে হিমুর মতো কিছুক্ষণ কথা বলে তাকে বিভ্রান্ত করব। জহির স্যারকে কী বলব তাও আমি গুছিয়ে রেখেছি। তবে গুছিয়ে রাখা কথা সব সময় বলা হয় না। এক কথা থেকে অন্য কথা চলে আসে। দেখা যাক কী হয়। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

জহির স্যার আমাকে দেখে খুশি খুশি গলায় বললেন, তোমার জন্য অসম্ভব ভালো খবর আছে।

আমি বললাম, কী খবর স্যার?

গ্রামের পুকুরের মানুষের মুখের মতো দেখতে মাছটা সবাই ভেবেছে মারা গেছে। অনেক দিন দেখা যেত না। গতকাল দেখা গেছে।

বলেন কী!

এই উইকএন্ডে যাবে? এরপর আমি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ব। কোচিং সেন্টারে টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে। ঠিক আছে?

অবশ্যই ঠিক আছে। আপনার বন্ধু যাবেন না? পরিমল সাহেব।

জহির স্যার হাই তুলতে তুলতে বললেন, বলে দেখব। যেতেও পারে। বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় রওনা হব। তোমাকে কোত্থেকে তুলব?

পীর বাচ্চাবাবার মাজার থেকে তুলে নেবেন। আমি ওইখানে রেডি হয়ে থাকব।

পীর বাচ্চাবাবার মাজার মানে?

AMARBOI.COM

~ www.amarboi.com ~

আমার পরিচিত একজন ওই মাজারের অ্যাসিসটেন্ট খাদেম। তার নাম হিমু। ঢাকা শহরের সবচেয়ে গরম মাজার।

মাজারের আবার ঠাণ্ডা-গরম কী?

ঠাণ্ডা-গরম আছে স্যার। হার্ভার্ডের ফিজিক্স-এর একজন Ph.D. সোনারগাঁ হোটেলের চার শ' সাত নম্বর রুমে উঠেছিলেন। কী মনে করে একদিন মাজার দেখতে গিয়েছিলেন, তারপর আটকা পড়লেন।

আটকা পড়লেন মানে কী?

এখন তিনি মাজারে থাকেন। মাজারেই ঘুমান। এশার নামাজের পর হুজুরের সঙ্গে জিকির করেন।

অ্যাবসার্ড কথাবার্তা বলছ।

অনেক বড় বড় লোকজন সেখানে যান। মন্ত্রী-মিনিস্টারেরা গোপনে যান, গোপনে চলে আসেন। বৃহস্পতিবার আপনি তো আমাকে তুলতে যাচ্ছেন, নিজেই দেখবেন।

তুমি কি নিয়মিত মাজারে যাও?

জি-না স্যার। আমার মাজারভক্তি নাই। এই মাজারের ডিজাইন করার দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছে। অল্প জায়গা তো, ডিজাইন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছি। আমি ঠিক করেছি ওপরের দিকে উঠে যাব। স্পাইরেল ডিজাইন হবে। ফিবোনাচ্চি রাশিমালা ব্যবহার করব। কয়েক কোটি টাকার প্রজেক্ট।

কোটি টাকা কে দিচ্ছে?

উনার নাম গোপন। কাউকে জানাতে চাচ্ছেন না।

জহির স্যারকে খানিকটা হকচকিয়ে বের হয়ে এলাম। এখন কী করব বুঝতে পারছি না।

হিমুর মতো হাঁটব? আমার সমস্যা কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। মাজারের একটা ডিজাইন সত্যি সত্যি আমার মাথায় এসেছে। ফিবোনাচ্চি সিরিজের চিন্তাটাও আছে।১-১-২-৩-৫-৮,... প্রতিটি সংখ্যা আগের দুটি সংখ্যার যোগফল।

পুরো স্ট্রাকচার হবে কংক্রিটের। ওপরটা হবে ফাঁকা। রোদ আসবে, বৃষ্টি আসবে। স্ট্রাকচারের রং হবে হলুদ।

আচ্ছা আমার মাথায় হলুদ ঘুরছে কেন? আজ যে শাড়িটা পরেছি, তার রঙও হলুদ। ইচ্ছা করে হলুদ পরি নি। হাতে উঠেছে পরে ফেলেছি। কোনো মানে হয়? Something is wrong, something is very wrong.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুতুরি মেয়েটা বড়শির টোপ গিলেছে। আমি বুঝতে পারি না, মেয়েগুলো টোপ গেলার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে থাকে কেন? সব ক্ষুধার্ত মৎসকুমারী।

আমার বড়শিতে টোপ গিলেছে তিনজন। এর মধ্যে একজন মরেই গেল। এটা ঠিক হয় নাই। পরিমল ভিডিও ইন্টারনেটে ছেড়ে ঝামেলাটা করেছে। তাকে এই কাজ আর করতে দেওয়া যাবে না। ডকুমেন্ট হিসেবে ভিডিও হাতে থাকতে পারে, প্রয়োজনে ব্যবহার করা গেল। ইন্টারনেটে ছেড়ে দিয়ে সবাইকে জানানোর কিছু নেই।

আমি বড়শি ফেলে আরামে মাছ ধরে যাব। মাছগুলোর কঠিন চক্ষুলজ্জা আর মান-সম্মানের ভয়। তারা কাউকে কিছু জানাবে না। আর বাবা-মা'র কাছে যদি বলেও ফেলে, তারা ধমক দিয়ে চুপ করাবেন। একবার প্রচার হয়ে গেলে বিয়ে বন্ধ। বাঙালি মেয়েদের মধ্যে 'বিবাহ' অতি গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনা ঘটে যাওয়া মেয়ের বিবাহ বাংলাদেশে হয় না। অতি বদ ছেলেও খোঁজে পবিত্র কুমারী কন্যা।

পরিমল বদটা বিয়ে করবে। পবিত্র কন্যা খোঁজা হচ্ছে। বাইশ ক্যারেট মেয়ে লাগবে। আঠার ক্যারেটে হবে না।

তুতুরি বিষয়ে আমার পরিকল্পনা হলো, সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যাওয়া। পুকুরঘাটে মাছের সন্ধানে কিছুক্ষণ বসে থাকা। এর মধ্যে পরিমল জগভর্তি করে বরফ দেওয়া মার্গারিটা নিয়ে উপস্থিত হবে।

মার্গারিটা এমনই মজাদার ককটেল যে লাগবে শরবতের মতো। সঙ্গে টাকিলা মেশানো। তা নাবালকরা বুঝতে পারবে না। তিন পেগেই খবর হয়ে যাবে। কাত হয়ে পড়ে যাবে। তখন তাকে কোলে করে বিছানায় নিয়ে যাওয়া।

না, আমি এই নিয়ে কখনো মানসিক সমস্যায় ভুগি না। যে মেয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে একা রওনা হতে পারে, তার উচিত পরবর্তী ঝামেলার জন্যে তৈরি থাকা। তোমরা বদের হাড্ডি, আমিও বদের হাড্ডি। হা হা হা। হাড্ডিতে হাড্ডিতে কাটাকাটি।

তবে তুতুরি অতিরিক্ত চালাক বলে আমার ধারণা। পীর বাচ্চাবাবার মাজারে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে, হিমুও সঙ্গে যাচ্ছে। চিন্তার কিছু নাই, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

প্রথম যে মেয়ে আমার সঙ্গে মানুষের মুখের মতো দেখতে মাছ দেখতে গেল তার কথাই ধরা যাক। মেয়েটার নাম মালা। সে একা যাবে এমনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা। বদ মেয়ে তার সঙ্গে এগার-বার বছরের ছেলে নিয়ে উপস্থিত। তার মামাতো ভাই। এই ছেলেও নাকি মাছ দেখবে। আমি বললাম, O.K., খোকা তোমার নাম কী?

সে বলল, আমার নাম সবুজ।

আমি ছড়া বানিয়ে বললাম,

তুমি হচ্ছ সবুজ
তুমি খুবই অবুঝ
মাছ দেখতে যাবে
মাছের দেখা পাবে
মাছ কিন্তু মন্দ
মাছের গায়ে গন্ধ।

ছড়া শুনে সবুজ হেসে কুটিকুটি। যাই হোক, গ্রামে পৌঁছে যথারীতি মার্গারিটা ককটেল ট্রিটমেন্ট হলো। দু' পেগ খেয়েই মালা জড়ানো গলায় কথা বলতে লাগল। আমি বললাম, মালা! শরীরটা খারাপ লাগছে নাকি?

মালা বলল, জি স্যার।

আমি বললাম, কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো। দীর্ঘ জার্নি করে এসেছ, এইজন্য মনে হয় শরীর খারাপ করেছে। এসো তোমাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দেই। আমার বন্ধু পরিমল আছে তোমার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে। পরিমল তাকে মাছ দেখাবে। মাছটা সূর্য ডোবার পর মাঝে মাঝে মাথা ভাসায়। ভাগ্য ভালো থাকলে আজও ভাসবে।

মালা বলল, স্যার আমি দেখব না?

তুমি আগামীকাল সন্ধ্যায় দেখবে। এখন শরীরটা ঠিক করো।

আমি মালাকে শোবার ঘরে নিয়ে গেলাম। মেয়েদের সিক্সথ্ সেন্স প্রবল থাকে। সে ঘরে ঢুকেই আতঙ্কিত গলায় বলল, স্যার আপনার মা কোথায়?

আমি বললাম, মা গেছে তার বোনের বাড়ি। তাকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। চলে আসবে।

মালা আতঙ্কিত গলায় বলল, আপনি ঘরের দরজা কেন বন্ধ করছেন?

আমি বললাম, তোমায় মাথায় বিলি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব তো, এজন্য দরজা বন্ধ করলাম।

মালা ব্যাকুল গলায় ডাকল, সবুজ! সবুজ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, সবুজকে নিয়ে মোটেই চিন্তা করবে না। পরিমল তাকে মাছ দেখাবে।

পরিমল তাকে এমন মাছ দেখিয়েছে যে, তার জীবন থেকে মাছ পুরোপুরি মুছে গেছে বলে আমার ধারণা।

আমার সঙ্গে ফাজলামি! একা যাবে ঠিক করে মামাতো ভাই নিয়ে উপস্থিত। যেমন কর্ম তেমন ফল। বোন গেছে যেই পথে, মামাতো ভাই গেছে সেই পথে। হা হা হা।

বল্টু স্যার পীর বাচ্চাবাবার মাজারে পড়ে আছেন। ঝামেলামুক্ত মানুষকে যেমন দেখায় তাঁকে সেরকম দেখাচ্ছে। এখানে তিনি ঘুমের মধ্যে ইলেকট্রন, প্রোটন বা পজিট্রন হচ্ছেন না। তাঁকে ঘুরপাক খেতে হচ্ছে না। রাতে শান্তিময় ঘুম হচ্ছে। মাঝে মাঝে তাঁকে মাথা দুলিয়ে 'London bridge is falling down' বলতে দেখা যাচ্ছে। বাচ্চাদের এই রাইম কেন তাঁর মাথায় ঢুকেছে তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে হুজুর খুশি। হুজুরের ধারণা বল্টু স্যার জিকিরের মধ্যে আছেন। মাজারে তাঁর গোসলের সমস্যা ছিল, আমি তাঁকে 'গোসলের সুব্যবস্থা আছে।....মহিলা নিষেধ' লেখা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গোসল করিয়ে এনেছি। গোসল করে তিনি মোটামুটি তৃপ্ত। তাঁকে দুই বালতি পানি দেওয়া হয়েছিল। এক বালতি গরম পানি, এক বালতি ঠাণ্ডা। একটা মিনিপ্যাক শ্যাম্পু এবং এক টুকরা সাবান।

গোসলখানা থেকে বের হয়ে তিনি মুগ্ধ গলায় বলেছেন, বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতি করছে। টার্কিশ বাথের স্টাইলে স্নানের ব্যবস্থা করছে। পথেঘাটে যারা চলাফেরা করে তাদের স্নানের প্রয়োজন। এরা এই প্রয়োজন মেটাচ্ছে। আমি নিশ্চিত বাংলাদেশ দ্রুত মধ্য-আয়ের দেশ হয়ে যাবে।

বাঁদরের দোকান দেখেও বল্টু স্যার অভিভূত হলেন। চোখ বড় বড় করে বললেন, বাঁদরের দোকান নাকি?

আমি বললাম, স্যার বাঁদরের দোকান বলেই মনে হয়, তবে এরা বাঁদর বিক্রি করে না।

বাঁদর বিক্রি করে না তাহলে এতগুলো বাঁদর নিয়ে দোকান সাজিয়েছে কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি না স্যার।

জানবে না? জানার ইচ্ছা কেন হবে না? কৌতূহলের অভাব মানেই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মৃত্যু। গ্যালিলিও যদি কৌতূহলী হয়ে আকাশের দিকে দূরবীন তাক না করতেন তা হলে আমরা এক শ' বছর পিছিয়ে থাকতাম।

আমি বললাম, বাঁদরের বিষয়ে অনুসন্ধান না করলে আমরা কত দিন পিছাব?

স্যার আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিজেই অনুসন্ধানে গেলেন। যা জানা গেল তা হলো এরা হচ্ছে 'ট্রেনিং বান্দর'। ওস্তাদ এদের ট্রেনিং দেন। ট্রেনিংয়ের শেষে যারা বাঁদর নিয়ে খেলা দেখায়, তারা কিনে নিয়ে যায়। তখন দাম জোড়া দশ হাজার টাকা। সিঙ্গেল বিক্রি হয় না। ট্রেনিংয়ের খরচ আলাদা।

বল্টু স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দশ হাজার টাকায় দুটা ট্রেইনড মাংকি পাওয়া যাচ্ছে। প্রাইস আমার কাছে রিজনেবল মনে হচ্ছে। পার পিস পঞ্চাশ ডলারের সামান্য বেশি পড়ছে।

আমি বললাম, কিনবেন নাকি স্যার?

এখনো বুঝতে পারছি না। তবে কেনা যেতে পারে। দু'টা বাঁদর পাশে থাকলে জীবন যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং হবে বলে আমার ধারণা। ট্রেনিংয়ের পর এরা কী কী খেলা দেখাবে?

আমি বললাম, জানি না। চলুন ভালোমতো খোঁজখবর করি।

AMARBOI.COM

দোকানের মালিক তক্ষক-চোখা বলল, তিন আইটেমের খেলা পাবেন। স্বামী-স্ত্রীর শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, স্বামী-স্ত্রীর মিল মহব্বত। তিনটাই হিট আইটেম।

স্যার চকচকে চোখে বললেন, ইন্টারেস্টিং! আমেরিকায় ট্রেইনড পশুপাখির অসম্ভব কদর। হলিউডে ট্রেইনড পশুপাখির একটা শো দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমরাও যে পিছিয়ে নেই এটা জেনে আনন্দ পাচ্ছি।

দোকানি বলল, স্যার নিয়া যান। খেলা দেখায়ে দৈনিক তিন-চার শ' টাকা আয় করতে পারবেন।

স্যার আমার দিকে সমর্থনের আশায় তাকালেন। অতি মেধাবীরা তারছেঁড়া মানুষ হয়। দুই বাঁদর নিয়ে উনি কী করবেন কিছুই ভাবছেন না। এই মুহূর্তে তাঁর বিষয়টা মনে ধরেছে। তারছেঁড়া মানুষের জন্য মুহূর্তের বাসনার মূল্য অসীম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, এখনই কিনে ফেলতে হবে তা-না। স্যার, আপনি চিন্তাভাবনা করুন। এদের রাখাও তো সমস্যা। ফাইভ স্টার হোটেল নিশ্চয় বাঁদর রাখতে দিবে না।

দোকানি উদাস গলায় বলল, কার্ড নিয়া যান। চিন্তাভাবনা করেন। যদি মনে করেন কিনবেন মোবাইল করবেন। মাল ডেলিভারি দিয়া আসব। দাম নিয়া মুলামুলি চলবে না।

স্যারকে নিয়ে ফিরছি। তাঁর হাতে বাঁদরের দোকানের ভিজিটিং কার্ড। স্যারের চেহারা একটু মলিন। ঘানি ভাঙানো তেলের দোকানে এসে আবার তাঁর চোখ উজ্জ্বল হলো। তিনি আগ্রহ নিয়ে বললেন, সবাই বোতল হাতে নিয়ে বসে আছে কেন?

আমি ব্যাখ্যা করলাম।

স্যার বললেন, এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে মেশিনে তেল না ভাঙিয়ে ঘোড়া দিয়ে কেন ভাঙাচ্ছে?

আমি বললাম, ঘোড়াদের মুখের দিকে তাকিয়েই এটা করা হচ্ছে। ঘোড়াদের এখন কোনো কাজ নেই। এরা বেকার। কেউ ঘোড়ায় চড়ে শ্বশুরবাড়ি যায় না। ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করার রেওয়াজও উঠে গেছে। এই কারণেই এদের আমরা ঘানিতে লাগিয়ে ঘোরাচ্ছি।

স্যার বললেন, ভেরি স্যাড!

তিনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই আটকে যাচ্ছেন। তাঁকে নড়ানো যাচ্ছে না। ঘানির দোকানের সামনেও তিনি আটকে গেলেন। আমি বললাম, স্যার, এক ছটাক খাঁটি সরিষার তেল কি আপনার জন্য কিনব?

স্যার বললেন, এক ছটাক তেল দিয়ে আমি কী করব?

বাংলাদেশে খাঁটি সরিষার তেল নাকে দিয়ে ঘুমানোর সিস্টেম আছে স্যার। ঘুম খুব ভালো হয়।

কেন?

নাকের এয়ার প্যাসেজ ক্লিয়ার থাকে। সরিষার ঝাঁঝও হয়তো কাজ করে।

স্যার বললেন, ইন্টারেস্টিং।

আমি তাঁর জন্য এক ছটাক তেল কিনে মাজারে ফিরে এলাম। তার দু'ঘণ্টা পর আমাদের সঙ্গে খালু সাহেব যুক্ত হলেন। মাজেদা খালার তাড়া খেয়ে তিনি কিছুটা বিপর্যস্ত। আমাকে বললেন, হিমু! বেঁচে থাকার বিষয়ে কোনো আগ্রহ বোধ করছি না। তোমার মাজেদা খালা আমাকে বলেছে, Go to hell.

MARBEL.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, এখানকার ঠিকানা কোথায় পেয়েছেন?

খালু ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, এখানকার ঠিকানা কোথায় পেলাম এটা ইম্পরটেন্ট, নাকি তোমার খালা যে বলল, গো টু হেল, সেটা ইম্পরটেন্ট?

খালার কথাই ইম্পরটেন্ট।

আমি ঠিক করেছি, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারও বাড়িতে গিয়ে উঠব না। কারও করুণা ভিক্ষা করব না। পথেঘাটে থাকব।

আমি বললাম, সোনারগাঁ হোটেলের একটা রুম আমাদের নেওয়া আছে। রুমটা ডক্টর চৌধুরী আখলাকুর রহমান ওরফে বল্টু স্যারের। সেখানে উঠবেন? রুম খালি আছে।

সে গেছে কোথায়?

ওই যে কোনায় মশারি খাটিয়ে ঘুমাচ্ছেন। তাঁর নাকে দু'ফোঁটা খাঁটি সরিষার তেল দেওয়া হয়েছে। নেজাল প্যাসেজ ক্লিয়ার থাকায় ভালো ঘুম হচ্ছে। আগে ঘুমের মধ্যে ইলেকট্রন, পজিট্রন এইসব হয়ে যেতেন। এখন হচ্ছেন না।

খালু সাহেব অবাক হয়ে বললেন, সে এখানে বাস করে নাকি?

জি। তাঁর জন্যে নতুন মশারি কেনা হয়েছে।

খালু মশারি তুলে উঁকি দিয়ে বললেন, আসলেই তো সে! মাথা পুরো মনে হয় কলাপস করেছে। তার ভাই নাটের মতো অবস্থা। নাট লালমাটিয়া কলেজে জিওগ্রাফি পড়াত। হঠাৎ একদিন বলে কী, কাক হলো মানবসভ্যতার মাপকাঠি। কাকের সংখ্যা গোনা দরকার। কাকের সংখ্যার সঙ্গে সভ্যতা ইনভারলি রিলেটেড।

তারপর উনি কি কাক গোনা শুরু করলেন?

বাকি খবর রাখি না। আমার রাখার প্রয়োজন কী? তার নিজের ভাই বল্টু কোনো খবর রাখে? সে তো নাকে সরিষার তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আমেরিকান ইউনিভার্সিটির এত বড় প্রফেসরশিপ ছেড়ে চলে এসেছে। এখন এক মাজারের চিপায় শুয়ে আছে। পদ্মার পাড়ে তাদের বিশাল দোতলা বাড়ি। সেই বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। দুই ভাইয়ের কেউই নেই। একজন মাজারে শুয়ে আছে, আরেকজন কাকশুমারি করছে। দুজনকেই থাপড়ানো দরকার।

হুজুর মনে হয় আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি খালু সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, জনাব আপনার মন মেজাজ মনে হয় অত্যধিক খারাপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালু সাহেব জবাব দিলেন না। হুজুর বললেন, একমনে জিকির করেন, মন শান্ত হবে।

কী করব?

জিকির। আপনার কানে কানে আল্লাহপাকের একটা জাতনাম বলে দিব। দমে দমে জিকির করবেন। প্রতি দমের জন্য সোয়াব পাবেন।

খালু সাহেব বললেন, স্টুপিড!

হুজুর বললেন, অত্যধিক খাঁটি কথা বলেছেন। আমি মূর্খ। ইহা সত্য। আমি একা না। আমরা সবাই মূর্খ। শুধু আল্লাহপাক জ্ঞানী। উনার এক নাম আল আলীমু। এর অর্থ মহাজ্ঞানী। এই নাম জালালী গুণ সম্পন্ন। উনার আরেক নাম আল মুহছিউ। এর অর্থ সর্বজ্ঞানী। এই নামও জালালী। উনার কিছু নাম আছে জামালী, যেমন আর রাযযাকু। এর অর্থ মহান অন্নদাতা।

খালু সাহেব একবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন আরেকবার হুজুরের দিকে তাকাচ্ছেন। মাথায় জট পাকানো অবস্থায় খালু এসেছেন। সময় যতই যাচ্ছে জট না খুলে আরও পাকিয়ে যাচ্ছে। তাঁর জন্যেও মশারি কিনতে হবে কি না, কে জানে!

বল্টু স্যারের সঙ্গে খালু সাহেবের দীর্ঘ বৈঠক হলো। খালু এক নাগাড়ে কথা বলে গেলেন, বল্টু স্যার শুনে গেলেন।

খালু সাহেব বললেন, তোমাদের 'জিনে' কিছু সমস্যা আছে। তোমার এক ভাই কাক গুনে বেড়াচ্ছে আর তুমি মাজারে শুয়ে ঘুমাচ্ছ। শুনলাম নাকে সরিষার তেলও দিয়েছ।

স্যার বললেন, এক ফোঁটা করে দিয়েছি। এতে সুনিদ্রা হয়েছে। আমেরিকানরা টেন পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইডের সলিউশন দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। সরিষার তেলের পাশে ওই জিনিস দাঁড়াতেই পারবে না। আমি চিন্তা করছি সরিষার তেলের বিশেষ এই ব্যবহার পেটেন্ট করে ফেলব।

খালু সাহেব বললেন, পেটেন্ট করতে চাও করো। যাদের কাজকর্ম নাই তারা তো এই সবই করবে। আমি জানতাম না যে, তুমি প্রফেসরশিপ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছ। কয়েকদিন আগে জেনেছি। চাকরি ছাড়ার কারণটা কী?

স্যার বললেন, স্ট্রিং-এর সমস্যা।

খালু সাহেব বললেন, স্ট্রিং-এর সমস্যা মানে কী?

এই জগৎ শেষটায় থেমেছে String থিওরিতে। এই থিওরি বলছে, মহাবিশ্বে যা আছে সবই কম্পন। স্ট্রিংয়ের মতো কম্পন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্পন?

জি কম্পন। সুপার স্ট্রিং থিওরিটা কি ব্যাখ্যা করব? পাঁচ ডাইমেনশন, একটু জটিল মনে হতে পারে।

না।

আমি, আপনি, চন্দ্র, সূর্য—সবই কম্পনের প্রকাশ।

কিসের প্রকাশ?

কম্পনের।

খালু সাহেব বললেন, তোমার মাথায় তো দমকল দিয়ে পানি ঢালা দরকার। সবকিছু মাথা থেকে দূর করো। বিয়ে করো। এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করো যার মাথা ঠিক আছে। মাজেদা তুতুরি নামে যাকে ঠিক করেছে, এই মেয়ে তোমার জন্য খারাপ হবে না। সে স্ক্রু ড্রাইভার টাইপ মেয়ে। তোমাকে টাইট দিতে পারবে। বুঝেছ?

জি।

তাকে নিয়ে তোমার গ্রামের বাড়িতে সংসার পাতো।

জি আচ্ছা।

নাট-কে খুঁজে বের করো। নাট-বল্টু একসঙ্গে থাকো।

হুজুর খালু সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি উনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না। উনি মাসুক অবস্থায় আছেন।

খালু সাহেব বললেন, মাসুক অবস্থাটা কী?

হুজুর বললেন, আল্লাহর পথে যে দেওয়ানা হয় সে মাসুক। যেমন, লাইলী মজনু।

খালু সাহেব কঠিন গলায় বললেন, আমি তো যতদূর জানি মজনু লাইলীর প্রেমে দেওয়ানা হয়েছিল।

হুজুর বললেন, মূলে আল্লাহপাকের প্রেমে মাসুক। মাজারে কিছুদিন থাকেন। জিকির করেন বা না-করেন, আপনার মধ্যেও মাসুকভাব হবে।

খালু সাহেব গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে রইলেন।

তাঁকে খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। তাঁর স্ট্রিংয়ের কম্পন বেশি হচ্ছে। সেই তুলনায় বল্টু স্যার শান্ত। খালু সাহেবকে গোসল করিয়ে আনব কি না বুঝতে পারছি না। রেস্টুরেন্ট থেকে সিঙ্গেল শাম্পু দিয়ে গোসল করে আনানোর ফল শুভ হতে পারে। ফেরার পথে বাঁদরের খেলা দেখিয়ে আনা যেতে পারে। বাঁদর দেখা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালু সাহেব বল্টু স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, মাথা থেকে Physics দূর করে দাও। অন্য কিছু নিয়ে ভাবো। ডিরেকশন চেঞ্জ করো। Physics যদি হয় উত্তর তাহলে চলে যাও দক্ষিণে। পদার্থবিদ্যার 'অপজিট' কী হবে?

বল্টু স্যার বললেন, ভূত-প্রেত হতে পারে।

খালু সাহেব বললেন, ভূত-প্রেত খারাপ কী? ওই নিয়ে চিন্তা করো। প্রয়োজনে বই লিখে ফেলো। ফিজিক্সের ওপর তোমার লেখা কী বই নাকি আছে? New York Times-এর Best seller। নাম কী বইটার?

ফিজিক্সের বই না। ম্যাথমেটিক্স—The Book of Infinity.

আমি বললাম, 'বাংলার ভূত' এই নামে স্যারের একটা বই লেখার পরিকল্পনা আছে। গবেষণাধর্মী বই। ভূতদের পরিচিতি থাকবে। তাদের কর্মকাণ্ড থাকবে।

খালু সাহেব অবাক হয়ে বললেন, সত্যি কি এরকম কিছু লিখছ নাকি?

বল্টু স্যার বললেন, ট্র্যাক বদলের জন্যে লেখা যেতে পারে। কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা।

খালু সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। হুজুর তখন বললেন, সব সমস্যার সমাধান জিকির। দমে দমে সোয়াব।

খালু সাহেব বললেন, আমি বল্টুর সঙ্গে জটিল কিছু কথা বলছি। আপনি এর মধ্যে জিকির জিকির করবেন না।

হুজুর বললেন, জটিল কথার মধ্যেও জিকির করা যায়। আপনি মুখে কথা বলতে থাকবেন, আপনার 'কলব' জিকির করতে থাকবে।

খালু সাহেব ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, চুপ!

হুজুর উদাস গলায় বললেন, আপনি চুপ করতে বলেছেন, চুপ করলাম। আমার 'কলব' কিন্তু চুপ করে নাই। সে জিকির করেই যাচ্ছে। আল্লাহপাকের কী অপূর্ব লীলা। একইসঙ্গে কথা, একইসঙ্গে না-কথা। সোবাহানাল্লাহ।

আজ বৃহস্পতিবার। আজকের আবহাওয়া ব্যাঙদের জন্যে উত্তম। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। বল্টু স্যারকে A4 সাইজের কাগজ কিনে দিয়েছি, তিনি 'বাংলার ভূত' গ্রন্থ লেখা শুরু করেছেন। ইংরেজিতে লেখা হচ্ছে। অনুবাদ করে বাংলা একাডেমীতে জমা দেওয়া হবে। মূল ইংরেজিটি Penguin-ওয়ালাদের গছানোর চেষ্টা করা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলার ভূতের শুরুটা এ রকম—

> "Because the ghosts are not there" might be reason enough to write a book about ghosts. But fortunately, there are better reasons than that. Ghosts in its various guises, has been a subject of enduring faciantion for millennia...

বই লেখা শুরু হয়েছে, এই সুসংবাদটা বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেবকে দেওয়ার জন্যে টেলিফোন করেছিলাম। তিনি মনে হয় খুবই বিরক্ত হয়েছেন।

কর্কশ গলায় বললেন, আপনি হিমু? সেই হিমু যে অসময়ে টেলিফোন করে আমাকে বিরক্ত করে?

জি স্যার। একটা সুসংবাদ দেওয়ার জন্যে টেলিফোন করেছি। বই লেখা শুরু হয়ে গেছে স্যার।

কী বই লেখা শুরু হয়েছে?

'বাংলার ভূত' নামের বইটা। ইংরেজিতে লেখা হচ্ছে, আপনাদের কষ্ট করে বাংলায় অনুবাদ করে নিতে হবে।

ডিজি সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। আমি বললাম, ইংরেজি ভার্সানটা আমরা পেঙ্গুইন থেকে বের করতে চাচ্ছি। স্যার, ওদের কোনো নম্বর কি আপনার কাছে আছে?

না।

বইটার ইংরেজি ভার্সান যদি পড়তে চান চলে আসবেন। আমার ঠিকানাটা কি দেব?

ডিজি সাহেব কঠিন গলায় বললেন, হ্যাঁ ঠিকানা লাগবে। আমি আসব। আমি অবশ্যই আসব। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

আরেকটা ছোট কথা স্যার। একটা বাংলা শব্দের মানে জানা অতীব প্রয়োজন। বল্টু স্যার চাচ্ছেন। শব্দটা হলো 'অনিকেত'। স্যার, এই শব্দের অর্থ কি আপনাদের জানা আছে?

ডিজি স্যার বললেন, এর অর্থ তোমার মাথা।

খালু সাহেব রাগকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ বাড়িতে ঢুকতে গিয়েছিলেন। অনেকবার বেল টেপার পরও মাজেদা খালা দরজা খোলেন নি। দরজার ফাঁক দিয়ে বললেন, Go to hell.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালু সাহেব মিনমিন করে বললেন, যা হওয়ার হয়েছে। বাদ দাও। আমি নিজের বিছানা ছাড়া সারা রাত এক মাজারে না ঘুমিয়ে বসে ছিলাম।

মাজেদা খালা বললেন, শুনে খুশি হয়েছি। এখন আবার মাজারে চলে যাও। আমি তুতুরিকে দিয়ে বাড়িঘর ভাংচুর করে ঠিক করব, তখন এসো বিবেচনা করব।

মাজেদা। আমি সরি। মাজারে আমার পক্ষে ঘুমানো অসম্ভব ব্যাপার।

তাহলে ফুটপাতে ঘুমাও। কিংবা রেলস্টেশনের প্লাটফরমে চলে যাও। খবরের কাগজ বিছিয়ে ঘুমাও। পুরানো খবরের কাগজ আছে। দেব?

খালু সাহেব ফিরে এসেছেন। নিমগাছের নিচে বসে আছেন। তাঁর চেহারায় তীব্র বৈরাগ্য প্রকাশিত হয়েছে। যে-কোনো মুহূর্তে নিমগাছ ছেড়ে হাঁটা শুরু করতে পারেন। কিংবা নিমগাছে চড়ে বসতে পারেন। দুই ক্ষেত্রেই ফিফটি ফিফটি সম্ভাবনা।

হুজুর আনন্দে আছেন। তাঁর মাথার ওপর সিলিং ফ্যান ঘুরছে। বল্টু স্যার সিলিং ফ্যান কিনে দিয়েছেন। হুজুর আমাকে ডেকে কানে কানে বলেছেন, তোমার এই স্যার মাসুক আদমি। উনার জন্যে খাসদিলে দোয়া করতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় জ্বিন দিয়ে দোয়া করালে। আগামী শনিবার বাদ এশা জ্বিনের মাধ্যমে দোয়া করাব।

আমি বললাম, ইনশাল্লাহ।

তোমার খালুকে বলো আমি একটা তাবিজ লিখে দিব। এই তাবিজ গলায় পরে স্ত্রী বা হাকিমের সামনে উপস্থিত হলে তাদের দিল নরম হয়।

সকাল দশটার দিকে চোখে সানগ্লাস পরা একজন এসে আমাকে বলল, এক্সকিউজ মি! আমি একটি মেয়ের খোঁজ করছি। তার নাম তুতুরি। সে আমার ছাত্রী। তার আমার সঙ্গে যাওয়ার কথা।

আমি বললাম, তুতুরি এখনো আসে নি। নিশ্চয়ই চলে আসবে। আপনি হুজুরের সঙ্গে বসুন। ফ্যান আছে, আরাম পাবেন।

তুতুরির যে নম্বর আমার কাছে আছে, সেটা ধরছে না। আপনার কাছে তার অন্য কোনো নম্বর কি আছে?

জ্বি-না। আপনি হুজুরের ঘরে বসুন। এত অস্থির হবেন না। আপনি আসল জায়গায় চলে এসেছেন। এই জায়গা থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে না। আপনিও তুতুরি ছাড়া ফিরবেন না। জনাব, আপনার নামটা বলুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জহির।

জহির সন্দেহজনক দৃষ্টিতে মাজারের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি বললেন, কার মাজার?

পীর বাচ্চাবাবার মাজার। তবে আমার ধারণা ঘটনা অন্য।

কী ঘটনা?

আমি গলা নামিয়ে বললাম, মাজারের প্রধান খাদেমকে দেখছেন না? উনার দুই পা কাটা পড়েছিল। আমার ধারণা কাটা দুই পা কবর দিয়ে তিনি মাজার সাজিয়ে বসেছেন।

জহির বললেন, মাজারের সাইজ অবশ্যি খুবই ছোট। টাউটে দেশ ভরতি হয়ে গেছে। কাটা পায়ের ওপর মাজার তুলে ফেলা বিচিত্র কিছু না। এদের ক্রসফায়ারে দেওয়া উচিত।

আমি বললাম, আমাদের হুজুরের অবশ্য কেরামতিও আছে।

কী কেরামতি?

উনার যেখানে পায়ের আঙুল থাকার কথা সেখানে টান দিলে আঙুল ফোটে।

জহির বললেন, এই সব বুলশিট আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই। আপনি কে?

আমি খাদেমের প্রধান খাদেম। আমার কাজ উনার পা টেপা। পায়ের যেখানে আঙুল ছিল সেই আঙুল ফুটানো।

উদ্ভট কথাবার্তা আমার সঙ্গে বলবেন না। আমি শিশি খাওয়া পাবলিক না।

আমি বললাম, জগতটাই উদ্ভট। হার্ভার্ডের ফিজিক্সের Ph.D. বলেছেন, আমরা কিছু না। আমরা সবাই স্ট্রিং-এর কম্পন।

জহির বললেন, ননসেন্স কথাবার্তা বন্ধ রাখুন।

আমি বললাম, জি আচ্ছা। বন্ধ।

জহির ঘড়ি দেখে বিড়বিড় করে বললেন, দেরি করছে কেন বুঝলাম না।

আমি বললাম, পটাসিয়াম সায়ানাইড জোগাড় করতে মনে হয় দেরি হচ্ছে।

পটাসিয়াম সায়ানাইড?

জি। খাওয়ামাত্র সব শেষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে খাবে?

আপনি খাবেন। আর আপনার বন্ধু খাবেন। আপনাদের দু'জনকে খাওয়ানোর জন্যেই তুতুরি এই জিনিস জোগাড় করছে। কেমিস্ট্রির এক টিচার তুতুরির বান্ধবী। তিনি একগ্রাম পটাসিয়াম সায়ানাইড দিতে রাজি হয়েছেন। মার্গারিটা নামের এক ধরনের ককটেলের সঙ্গে মিশিয়ে আপনাদের খাইয়ে দেওয়া হবে। মার্গারিটার নাম শুনেছেন? টাকিলা দিয়ে বানানো হয়।

জহিরের মাথা নিশ্চয়ই চক্কর দিয়ে উঠল। তিনি মাজারের রেলিং ধরে চক্কর সামলালেন।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। পটাসিয়াম সায়ানাইডে মৃত্যু অতি দ্রুত হয়। কিছু বুঝবার আগেই শেষ। বমি, খিচুনি, ছটফটানি কিছুই হবে না। টেরও পাবেন না। হাসিমুখে যদি খান, মৃত্যুর পরেও হাসিমুখ থাকবে। মুখের হাসি মুছে যাবে না।

জহির মাজারের রেলিং ধরে তাকিয়ে আছেন। তার কপালে ঘাম। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, পটাসিয়াম সায়ানাইড ঘটিত প্রবল ধাক্কায় তার স্বাভাবিক মানসিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে। এই অবস্থায় সাজেশন খুব কার্যকরী হয়। আমি যদি বলি, জহির সাহেব! আপনি দুষ্টপ্রকৃতির লোক। অতি দুষ্ট। অতি দুষ্টরা এই মাজার ধরলে সমস্যা আছে। তারা আটকা পড়ে যাবে। হাত ছুটিয়ে নিতে পারবে না।—এই সাজেশন জহিরের মস্তিষ্ক গ্রহণ করবে। মস্তিষ্ক থেকে হাতে কোনো সিগনাল পৌঁছাবে না। অতি দ্রুত হাত ও পায়ের মাসল শক্ত হয়ে যাবে।

বিশেষ এই সাজেশন দেওয়ার আগে আরও হকচকিয়ে দেওয়া দরকার। আমি সহজ গলায় বললাম, আপনি নিশ্চয়ই মাইক্রোবাস নিয়ে এসেছেন। আপনার বন্ধু কোথায়? মাইক্রোবাসে? সে এলে ভালো হতো, দুজন হুজুরের কাছে তওবা করে নিতে পারতেন। মৃত্যুর আগে তওবা জরুরি। আপনার বন্ধু হিন্দু, এটা একটা সমস্যা। তবে সব সমস্যারই সমাধান আছে। উনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন। তারপর তওবা। তারপর মৃত্যু। তারপর বেহেশতের হুরদের সঙ্গে লদকা-লদকি।

জহির চাপা আওয়াজ করলেন, আমি বললাম, জহির ভাই, বিরাট সমস্যা হয়ে গেল। অতি দুষ্ট কেউ মাজারের রেলিং ধরলে আটকে যায়। অতীতে কয়েকবার এরকম ঘটনা ঘটেছে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি আটকে গেছেন। হাজার চেষ্টা করেও হাত ছুটাতে পারবেন না। যত চেষ্টা করেন হাত তত আটকাবে। আমার অনুরোধ, অস্থির হবেন না।

অটো সাজেশন কাজ করেছে। জহিরের পকেটে মোবাইল ফোন বাজছে। তিনি টেলিফোন ধরছেন না। মাজারের রেলিং থেকে হাত উঠাচ্ছেন না। তার মুখের মাসল শক্ত হয়ে উঠছে।

অনেকক্ষণ 'আপনি আপনি' করে জহির প্রসঙ্গ বলা হলো, এখন তুমি করে বলা যাক। সবচেয়ে ভালো হতো জাপানিদের মতো 'সর্বনিম্ন তুই' করে বললে। দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষায় তুই-এর নিচে কিছু নেই। বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেবের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করতে হবে। আপাতত জহিরকে 'তুমি' সম্বোধন করেই চালাই।

জহির খুকখুক করে কাশছে। নাক টানছে। শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলছে। তার চাপা এবং কাতর গলা শোনা গেল, ভাই, একটু সাহায্য করেন।

আমি বললাম, অবশ্যই সাহায্য করব। ভূপেন হাজারিকা বলে গেছেন, মানুষ মানুষের জন্য। কী সাহায্য চান?

পানি খাব।

জহির ভাই, পানি খাওয়া ঠিক হবে না। পানি খেলেই প্রস্রাবের বেগ হবে। মাজারে প্রস্রাব করা ঠিক হবে না। পীর বাচ্চাবাবা রাগ করতে পারেন। সিগারেট ধরিয়ে মুখে দিব?

ধূমপান করি না। আমাকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করেন।

জহির ভাই! আমার অনুরোধ, অস্থির হবেন না। মাথা ঠাণ্ডা রাখেন। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। ভাবি চলে এলে আপনার অস্থিরতা কমবে। উনাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি।

ভাবিটা কে?

আপনার স্ত্রীর কথা বলছি।

জহির ভাই বললেন, বদমাইশ! মেরে তোর হাড্ডি গুঁড়া করে দেব।

তিন ঘণ্টা পার হয়েছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, জহির রেলিংয়ে আটকে আছে। হুজুর একটু পর পর বলছেন, সোবাহানাল্লাহ! আল্লাহপাকের এ-কী কেরামতি।

জহিরের বন্ধু পরিমল এসেছিল। সে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দেখল। জহির কাতর গলায় বলল, কোমর ধরে টান দাও। দেখার কিছু নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিমল বলল, পাগল হয়েছ? তোমার কোমরে ধরলে আমিও আটকে যাব। বলেই দাঁড়াল না, অতি দ্রুত স্থান ত্যাগ করল।

এর মধ্যে মাজারের কেরামতি আশপাশের লোকজনের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই এসে দেখছে মাজারে মানুষ আটকে আছে। 'দৈনিক সাতসকাল' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার এসে গেছে। রিপোর্টারের ধারণা, ইচ্ছা করে কেউ একজন রেলিংয়ে আটকে থাকার ভান করছে যেন মাজারের নাম ফাটে। এই রিপোর্টার হুজুরের কাছে গোপনে দশ হাজার টাকা চেয়েছে। টাকা পেলে পজেটিভ রিপোর্ট করা হবে, না পেলে নেগেটিভ রিপোর্ট। এমন রিপোর্ট যে ফ্রডবাজির দায়ে হুজুরকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে।

হুজুর বললেন, আপনার যা রিপোর্ট করার করবেন। আমার হাতে কিছুই নাই, সবই পীর বাচ্চাবাবার হাতে। সোবাহানাল্লাহ্।

সাংবাদিক থাকতে থাকতেই বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেব চলে এলেন। তিনি হতভম্ব। আটকে পড়া মানুষটিকে দেখে বললেন, আপনার নাম জহির না? আপনি বাংলা একাডেমীতে একটা পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে টাকা নিয়ে গেছেন। পাণ্ডুলিপির নাম 'বাংলার ঐতিহ্য চেপা পিঠার একশত রেসিপি'।

জহির বলল, পাণ্ডুলিপি আমার বন্ধু পরিমলের লেখা। আমি সঙ্গে গিয়েছিলাম।

এখন মাজারে আটকে আছেন?

জি। স্যার, আমার জন্য একটু দোয়া করেন।

ডিজি স্যার বিড়বিড় করে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

হুজুর বললেন, বলেন সোবাহানাল্লাহ। এই ধরনের মাজেজা দেখলে সোবাহানাল্লাহ বলা দুরস্ত।

ডিজি স্যার আমাকে দেখেও চিনতে পারলেন না বলে মনে হলো। মাজারে মানুষ আটকা দেখে তার সিস্টেম নষ্ট হয়ে গেছে। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম।

স্যার, আমাকে চিনেছেন? আমি হিমু। ওই যে ফুতুরি ভুতুরি। আপনি হুজুরের ঘরে বসুন। পাণ্ডুলিপি দিয়ে দেই, দশ পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে। নিরিবিলি বসে পড়ুন।

কিসের পাণ্ডুলিপি?

বাংলার ভূত।

ডিজি স্যার বিড়বিড় করে কী বললেন বুঝলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, স্যার কিছু বলেছেন?

ডিজি স্যার বললেন, একজন ডাক্তার ডেকে আনা উচিত, ডাক্তার দেখুক। একটা লোক মাজারে আটকে আছে, এটা কেমন কথা?

হুজুর বললেন, জনাব, এই জিনিস মেডিকেলের আন্ডারে না। এটা গায়েবি।

ডিজি স্যার বললেন, আপনি কে?

হুজুর বললেন, আমি এই মাজারের প্রধান খাদেম। হিমু আমার শিষ্য। জনাব, আপনার পরিচয়টা?

আমি ডিজি, বাংলা একাডেমী।

হুজুর আনন্দিত গলায় বললেন, সোবাহানাল্লাহ। বিশিষ্ট লোকজন আসা শুরু করেছেন। সবই পীর বাচ্চাবাবার কেরামতি।

এত বড় ঘটনা ঘটছে, বল্টু স্যার এবং খালু সাহেব দু'জনের কেউ নেই। তারা জোড়া বাঁদর কিনতে গেছেন। জোড়া বাঁদর কেনায় খালু সাহেব কীভাবে যুক্ত হলেন আমি জানি না।

মাজারের সামনে প্রচুর লোক জমে গেছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আপনাআপনি কিছু ভলেন্টিয়ার বের হয়। লাঠি হাতে একজন ভলেন্টিয়ারকে দেখা যাচ্ছে। ভলেন্টিয়ারের পরনে লাল পাঞ্জাবি মাথায় লাল ফেট্টি। ভলেন্টিয়ার কঠিন গলায় বলছে, লাইন দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে আসেন। ছবি তোলা নিষেধ। মোবাইল বন্ধ করে রাখেন। গরম মাজার! কেউ হাত দিবেন না। হাত দিলে কী অবস্থা নিজের চোখে দেখে যান।

জহিরের শিক্ষাসফর হয়ে গেছে। সে এখন হার্ট অ্যাটাকের সময় যেভাবে ঘামে সেইভাবে ঘামছে। ঘামে শার্ট ভিজে গেছে। প্যান্টও ভিজেছে। তবে এই ভেজা ঘামের ভেজা না, অন্য ভেজা।

তুতুরিকে আসতে দেখা যাচ্ছে। সে ভয়ে ভয়ে এগুচ্ছে। জহির তুতুরিকে দেখে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমাকে বাঁচাও। আমি তোমার পায়ে ধরি, তুমি আমাকে বাঁচাও।

তুতুরি বলল, স্যার, আপনার কী সমস্যা?

জহির বলল, রেলিংয়ে হাত রেখেছি আর ছুটাতে পারছি না।

তুতুরি বলল, আমরা তাহলে আপনার গ্রামের বাড়িতে যাব কীভাবে?

জহির বলল, রাখো গ্রামের বাড়ি। একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করো। প্লিজ প্লিজ প্লিজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুতুরি বলল, আপনি মাজারের রেলিংয়ে হাত দেওয়ামাত্র হাত আটকে গেল? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? মাজারের রেলিং কোনো চুম্বক না, আর আপনিও লোহা না।

জহির ইংরেজিতে বলল, Please, no argument, do something.

তুতুরি বলল, আপনার বন্ধু পরিমল! সে আটকায় নি কেন? তারও তো আটকানোর কথা।

তুতুরি

একজন মানুষ নাকি সারা জীবনে সাতবারের বেশি বিস্ময়ে অভিভূত হতে পারে না। এই সাতবারের মধ্যে একবার জন্মের পর পর পৃথিবী দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়। আরেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে। এই দুইবারের স্মৃতি কোনো কাজে আসে না। বাকি থাকে পাঁচ।

এই মাজারে এসে পাঁচের মধ্যে দু'টা কাটা গেল। আমি দু'বার বিস্ময়ে অভিভূত হলাম।

জহির স্যার মাজারের রেলিং ধরে আটকে আছেন—এটা দেখে প্রথম বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া। এই ঘটনার পেছনে হিমুর নিশ্চয়ই হাত আছে। মাজারের রেলিংয়ে সুপার গ্লু লেপে থাকে না যে হাত দিলেই হাত আটকে যাবে। এরচেয়ে বড় বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মাজারের প্রধান খাদেম পা কাটা হুজুর সেই বিস্ময়। এই হুজুর আমাকে ট্রাকের নিচে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, এই খবর ছোটবেলায় পেয়েছিলাম। বাবা কয়েকবারই আমাকে হুজুরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। উনি অচেতনের মতো ছিলেন, কোনোবারই ঠিকমতো আমাকে দেখেন নি।

আশ্চর্যের ব্যাপার, হুজুর আমাকে দেখেই বললেন, জয়নাব না? সোবাহানাল্লাহ। কেমন আছ মা? আহারে কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম। এত বড় হয়ে গেলা কীভাবে? সোবাহানাল্লাহ! সোবাহানাল্লাহ!!

আমি জানি তাঁর পা নেই, তারপরেও আমি কদমবুসি করার জন্যে নিচু হলাম। হুজুর বললেন, পা নাই তাতে কোনো সমস্যা নাই গো মা। তুমি কদমবুসি করো—জিনিস জায়গামতো পৌঁছে যাবে। তোমার পিতামাতা কেমন আছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁরা দু'জনই মারা গেছেন।

আহারে আহারে আহারে। চিন্তা করবা না মা, আল্লাহপাক এক হাতে নেন আরেক হাতে ডাবল করে ফেরত দেন। এটাই উনার কাজের ধারা। মা, তুমি কি বিবাহ করেছ?

জি-না।

এই বিষয়েও চিন্তা করবে না। খাসদিলে দোয়া করে দিব। প্রয়োজনে জ্বিনের মারফত দোয়া করাব, জ্বিনের সুবিধা যখন আছে। সুবিধা কেন নিব না? মা, ফ্যানের নিচে বসো। মাথাটা ঠাণ্ডা করো। তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেই—ইনি ডিজি বাংলা একাডেমী। বিশিষ্টজন। মাজারের টানে চলে এসেছেন।

আমি ডিজি সাহেবকে সালাম দিলাম। নিজের পরিচয় দিলাম। তিনি কিছুটা অবাক হয়ে বললেন, তুমি একজন আর্কিটেক্ট?

জি স্যার।

নাম কী?

ভালো নাম জয়নাব, ডাকনাম তুতুরি।

তুতুরি?

জি স্যার তুতুরি।

ডিজি স্যার বিড়বিড় করে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। তুতুরি থেকেই কি ফুতুরি ভুতুরি?

জি স্যার।

AMARBOI.COM

ডিজি স্যার হতাশ গলায় বললেন, আমি তো মনে হয় ভালো চক্করে পড়ে গেছি।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে বাইরে হইচই হতে লাগল। আমি এবং ডিজি স্যার ঘটনা কী দেখার জন্যে বের হলাম।

ঘটনা হচ্ছে—অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে একজন ডাক্তার এসেছেন। ডাক্তারের সঙ্গে পরিমল। এই বদমায়েশ মনে হয় ডাক্তার নিয়ে এসেছে।

ডাক্তার জহির স্যারকে বললেন, হাতের সব মাসল স্টিফ হয়ে গেছে। আপনি কি পা নাড়াতে পারেন?

জহির স্যার বললেন, পারি। তবে পায়ের তালু গরম হয়েছে। কাউকে বলেন, জুতা-মোজা খুলে দিতে।

হিমু আগ্রহী হয়ে জুতা-মোজা খুলল। জহির স্যার কয়েকবার পা ওঠানামা করলেন। তখন হিমু বলল, জুতা-মোজা খোলা মনে হয় ঠিক হয় নাই। এখন মেঝের সঙ্গে পা আটকে যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, হিমুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জহির স্যার কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললেন, পা আটকে গেছে।

ডাক্তার সাহেব ঘটনা দেখে ঘাবড়ে গেছেন, মাসল রিলাক্সের ইনজেকশন দিয়ে লাভ হবে না। প্রবলেমটা নিওরো। নিওরো মেডিসিনের কাউকে আনতে হবে।

ডিজি স্যার নিচু গলায় আমাকে বললেন, হিমু নামের ওই যুবকের এখানে কিছু ভূমিকা আছে। অতি দুষ্টপ্রকৃতির যুবক। আমাকে নানান ভুজং ভাজং দিয়ে সে এখানে নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। মাজারের খাদেমটাও বদ। সে এই ঘটনায় যুক্ত।

আমি বললাম, স্যার, হিমু বদ না ভালো—এই বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারছি না। তবে যিনি খাদেম, তিনি চলন্ত ট্রাকের নিচে পড়া থেকে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। ট্রাকের চাকা তার পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়। তার পা কেটে বাদ দিতে হয়।

ডিজি স্যার বললেন, কী বলো তুমি! উনি তো তাহলে সুফি পর্যায়ের মানুষ। উনার সম্পর্কে অতি বাজে ধারণা ছিল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

আমি এবং ডিজি স্যার হুজুরের সামনে বসে আছি। হিমু আমাদের জন্যে চা নিয়ে এসেছে, আমরা চা খাচ্ছি। হিমু নিজে জহির স্যারকে চা খাওয়াচ্ছে। চায়ের কাপ স্যারের মুখে ধরছে, স্যার চুক চুক করে খাচ্ছে।

হুজুর চোখ বন্ধ করে জিকিরে বসেছেন। ডিজি স্যারের হাতে কিছু কাগজ। কাগজগুলো হিমু তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, হার্ভার্ডের ফিজিক্সের একজন Ph.D. ভূত নিয়ে বই লিখছে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

আমি বললাম, একজন মানুষের মাজারের রেলিংয়ে আটকে যাওয়া যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তাহলে হার্ভার্ডের Ph.D.-র ভূতের ওপর বই লেখাও বিশ্বাসযোগ্য। আমি উনাকে চিনি। তিনি ম্যাথমেটিক্সের একটি বই লিখেছেন, The Book of Infinity. বইটি New York Times-এর বেস্ট সেলারের তালিকায় আছে। ম্যাকমিলন বুক কোম্পানি বইটির প্রকাশক।

ডিজি স্যার চোখ কপালে তুলে বললেন, বলো কী!

আমি বললাম, আপনি কয়েক পাতা পড়ে দেখুন। হয়তো দেখা যাবে এই বইটিও হবে বেস্ট সেলার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিজি স্যার পড়া শুরু করেছেন। আগ্রহ নিয়ে পড়ছেন।

আমি বাইরে কী হচ্ছে দেখার জন্যে বের হলাম। পরিস্থিতি শান্ত। জনসমাগম বেড়েছে। পুলিশ চলে আসায় শৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। ছেলে এবং মেয়ের জন্যে আলাদা লাইন হয়েছে। জহির স্যারের স্ত্রী চলে এসেছেন। মহিলা মৈনাক পর্বত সাইজের। তিনি খড়খড়ে গলায় বলছেন, তুমি যে কতটা ভয়ঙ্কর মানুষ এটা আমি জানি। এত দিন মুখ খুলি নি। আজ খুলব। তুমি এখানে আটকা পড়েছ, আমি খুশি। সারা জীবন এখানে আটকে থাকো এই আমি চাই।

হিমু মহিলাকে বলল, ম্যাডাম, আপনি উত্তেজিত হবেন না। যেভাবেই হোক আমরা জহির ভাইকে রিলিজ করে আপনার হাতে তুলে দিব। তখন আপনি ব্যবস্থা নিবেন। প্রয়োজনে ডাক্তারের উপস্থিতিতে কব্জি কেটে উনাকে রিলিজ করা হবে। জহির ভাই! রাজি আছেন?

জহির স্যার গোঙানির মতো শব্দ করলেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি হিমুর দিকে। এই মানুষটা কে? মাজেদা খালা যেমন বলেছিলেন তেমন কিছু? অলৌকিক শক্তিধর কেউ?

ডিজি স্যার থতমত অবস্থায় আছেন। তিনি লেখা পড়ে শেষ করেছেন। বুঝতে পারছি লেখা তাকে অভিভূত করেছে। তিনি নিজের মনে বললেন, ব্রিলিয়ান্ট! এমন স্বাদু রচনা বহুদিন পাঠ করি নি। এই লেখককে রয়েল স্যালুট দিতে ইচ্ছা করছে। এই বইটির বঙ্গানুবাদ বাংলা একাডেমী থেকে অবশ্যই বের হবে। এতে যদি আমার চাকরি চলে যায় চলে যাবে।

ডিজি স্যারকে হুজুর তাবিজ লিখে দিয়েছেন। ডাবল একশান তাবিজ। এই তাবিজ ডান হাতে মুঠো করে নিলে স্ত্রী এবং হাকিম এই দুই শ্রেণীর দিলই নরম হবে।

ডিজি স্যার আগ্রহ নিয়ে তাবিজ হাতে নিয়েছেন। বাইরে তুমুল উত্তেজনা। কী হয়েছে দেখার জন্য বের হলাম।

পরিমলকে ধরে আনা হয়েছে। কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে নিমগাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। একটি চোখে কালশিটা পড়েছে। ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। পা টেনে হাঁটছে। মনে হয় মেরে পা ভেঙে ফেলেছে।

পরিমল নামের মানুষটার মনে ভয়াবহ আতঙ্ক। সে একবার কোমরে বাঁধা দড়ির দিকে তাকাচ্ছে আর একবার নিমগাছের উঁচু ডালের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকাচ্ছে। সে কি ভাবছে তাকে এই দড়ি দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে? হতেও পারে। উত্তেজিত জনতা ভয়ঙ্কর জিনিস। তারা পারে না এমন কাজ নেই।

ডিজি স্যারের কথা শেষ হওয়ার আগেই শিকলে বাঁধা দুই বাঁদর নিয়ে বল্টু স্যার এবং মাজেদা খালার হাজব্যান্ড ঢুকলেন। বাইরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে তা নিয়ে দুজনের কাউকেই আগ্রহী মনে হলো না। দু'জনের সমগ্র চিন্তাচেতনা বাঁদর দম্পতিকে নিয়ে। আমি ডিজি স্যারের সঙ্গে দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিলাম। এই বিষয়েও তাদের কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। বল্টু স্যার বললেন, শ্বশুরবাড়ি যাত্রা।

মাজেদা খালার স্বামী বললেন, এই আইটেম সবচেয়ে ফালতু। প্রথমে দেখাও স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন।

দুই বাঁদর স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন অভিনয় করে দেখাচ্ছে। হুজুর বললেন, সোবাহানাল্লাহ!

ডিজি স্যার একবার বাঁদর দুটিকে দেখছেন, একবার হার্ভার্ড Ph.D.-র দিকে তাকাচ্ছেন, একবার তার হাতের কাগজের তাড়াতে চোখ বুলাচ্ছেন। একইসঙ্গে মানবজাতির তিনটি আবেগ তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিস্মিত, হতভম্ব এবং স্তম্ভিত।

বাইরে বিরাট হইচই। দুটি টিভি চ্যানেলের লোকজন চলে এসেছে। কালো পোশাকের কিছু র‍্যাবও দেখতে পাচ্ছি। হিমুকে কোথাও দেখছি না। আমি নিশ্চিত, হিমু এখানে নেই। সে সবাইকে এখানে জড়ো করেছে। তার কাজ শেষ হয়েছে। মাজেদা খালা বলেছিলেন, হিমু একটা ঘটনা ঘটিয়ে ডুব দেয়। অনেক দিন তার আর খোঁজ পাওয়া যায় না। আবার উদয় হয়, নতুন কিছু ঘটায়। তুতুরি, তুমি এর কাছ থেকে দূরে থাকবে।

ভেতর থেকে হুজুর ডাকলেন, জয়নাব মা। ভেতরে আসো।

আমি ঘরে ঢুকে দেখি, দুই বাঁদরের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা দেখানো হচ্ছে। বল্টু স্যার এবং মাজেদা খালার স্বামী দৃশ্য দেখে হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের ওপর ভেঙে পড়ে যাচ্ছেন। শুধু ডিজি স্যার চোখমুখ শক্ত করে আছেন। বাংলা ভাষার মানুষ হয়েও ইংরেজিতে বলছেন, I can't believe it.

আমাকে কাছে ডেকে হুজুর বললেন, বাঁদর-বাঁদরির খেলাটা দেখো। মজা পাবে।

আমি বাঁদর-বাঁদরির খেলা দেখছি। তেমন মজা পাচ্ছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বল্টু স্যার হুজুরের দিকে তাকিয়ে আনন্দময় গলায় বললেন, এই দুই প্রাণীকে আপনি এত পছন্দ করেছেন বলে ভালো লাগছে। এরা আপনার সঙ্গেই থাকবে।

হুজুর বললেন, আল্লাহপাক আমাকে স্ত্রী দেন নাই, পুত্র-কন্যা কিছুই দেন নাই, উল্টা আমার দুটা ঠ্যাং নিয়ে গেছেন। এখন বুঝতে পারছি তিনি আমাকে সবই দিয়েছেন। আমি মূর্খ বলে বুঝতে পারি নাই।

তাঁর চোখ ছলছল করছে। বাঁদর দুটি দেখাচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলনের দৃশ্য।

আমি হিমু

মাজার জমজমাট অবস্থায় রেখে আমি বের হয়ে এসেছি। তুতুরির সঙ্গে একবার দেখা হলে ভালো লাগত। দেখা হয় নি। এও বা মন্দ কী? আমাদের সবার জগৎ আলাদা। তুতুরি থাকবে তার জগতে, বল্টু স্যার তাঁর জগতে। আমি বাস করব আমার ভুবনে। শুধু পশুদের আলাদা কোনো ভুবন নেই। সেটাও খারাপ না। পশুদের আলাদা ভুবন নেই বলেই তারা অন্যরকম আনন্দে থাকে। যে আনন্দের সন্ধান মানুষ জানে না। আমি হাঁটছি, আমার পেছনে পেছনে একটা কুকুর হাঁটছে। আমি আমার মতো চিন্তা করছি। কুকুর চিন্তা করছে তার মতো। আমি কুকুরের চিন্তায় ঢুকতে পারছি না, কুকুর আমার চিন্তায় ঢুকতে পারছে না।

ঝুম বৃষ্টি শুরু হতেই কুকুর দৌড়ে এক গাড়ি-বারান্দায় আশ্রয় নিল। অবাক হয়ে দেখল আমি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে এগুচ্ছি। সে কী মনে করে আবারও আমার পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করল।

রাস্তায় পানি জমেছে। আমি পানি ভেঙে এগুচ্ছি। আমার পেছনে পানিতে ছপছপ শব্দ তুলে আসছে একটা কালো কুকুর। আমি তাকে চিনি না, সেও আমাকে চেনে না। বন্ধুত্ব তখনই গাঢ় হয় যখন কেউ কাউকে চেনে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~